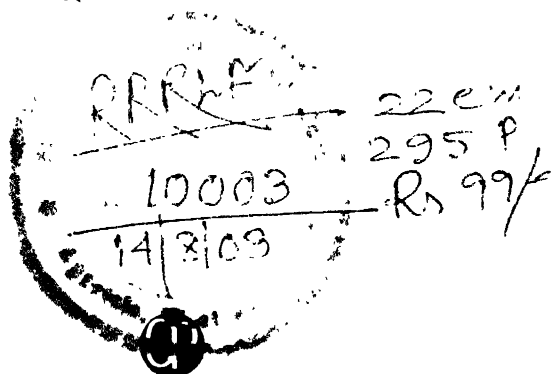
ভাষা শিক্ষা ককবরক

নির্মলেন্দু আচার্য, এম. এ., সি. সি. কে,

ভাষা শিক্ষা ককবরক

নির্মলেন্দু আচার্য, এম. এ., সি. সি. কে



চঞ্চলা প্রকাশনী
পুরাতন কলেজ রোড,
পূর্ব শিবনগর, আগরতলা।

Bhasha Shiksha Kok-Borok
A Book of Kok-Borok (Tripuri Language) Learning
By Nirmalendu Acharya

প্রথম প্রকাশ ঃ ২৬-২-২০০০ (বইমেলা)
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ২৬.৩.২০০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ
(১) প্রফুল্ল রক্ষিত
পুরাতন কলেজ রোড,
পূর্ব শিবনগর,
আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।
(২) কমার্শিয়াল ট্রেডার্স
মঠচৌমুহনী,
আগরতলা, ত্রিপুরা (পঃ)।
(৩) পুস্তকালয়
সুভাষপার্ক, খোয়াই
ত্রিপুরা, পশ্চিম।
(৪) মা পুস্তকালয়
চেবরী, খোয়াই
ত্রিপুরা (পঃ)।

মূল্য ঃ ৯৯ টাকা মাত্র।



চঞ্চলা প্রকাশনী
পুরাতন কলেজ রোড,
পূর্ব শিবনগর, আগরতলা।

উৎসর্গ

হারিয়ে যাবার পরও পল-অনুপলে
যার নিয়ত অদৃশ্য উপস্থিতি আমাকে প্রতি মুহূর্তে
অনুপ্রেরণা যোগায় সেই পিতার উদ্দেশ্য

ভূমিকা

ত্রিপুরার ককবরক ভাষাভাষী লেখক ও গবেষকদের পাশাপাশি সমান্তরালভাবে কিছু বাঙালী লেখক ও গবেষক ককবরক ভাষা ও সাহিত্য চর্চার কাজে এগিয়ে এসেছেন। এই ধারার বয়েস একশ' বছরের মতন। একশ' বছর আগে ককবরকভাষী রাধামোহন ঠাকুর যখন 'কক্-বরক-মা' লেখেন, তখন থেকে ঠিক একই সময়ে কাজী দৌলত আহম্মদ তাঁর 'কক-বরমা' বই প্রকাশ করেন। ককবরক ভাষা চর্চার উষালগ্নে এই বই দু'খানি মুদ্রিত হয়েছিলো কুমিল্লা থেকে। রাধামোহন ঠাকুর ছিলেন ককবরকভাষী ত্রিপুরী, আর কাজী দৌলত আহম্মদ ছিলেন বাংলাভাষী বাঙালী। ককবরক ভাষা চর্চার ক্ষেত্রে রাধামোহন ঠাকুর ও কাজী দৌলত আহম্মদের সেই ঐতিহ্যধারা আজও বহমান ত্রিপুরাতে।

ভাষা চর্চা ও সাহিত্য চর্চা এক কাজ নয়। সাহিত্য চর্চার লোক পাওয়া যায় ভুরিভুরি, কিন্তু ভাষা চর্চার লোক মেলে কোটিতে গোটিক। ত্রিপুরায় রাধামোহন - দৌলত আহম্মদের উত্তরকালে অজিতবন্ধু দেববর্মা, এ্যাডভাইজার জিতেন ঠাকুর, বংশী ঠাকুর, দশরথ দেব, সুধন্না দেববর্মা, মহেন্দ্র দেববর্মা, যোগেন্দ্র দেববর্মা প্রমুখের ককবরক ভাষা চর্চার অবদান অসামান্য। তাঁদের পর বর্তমান প্রজন্মেব নরেন্দ্র চন্দ্র দেববর্মা, নরেশ চন্দ্র দেববর্মা, রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা, বিনয় দেববর্মা প্রমুখের পাশাপাশি শ্রীযুত শান্তিময় চক্রবর্ত্তী, ডঃ অনাদি ভট্টাচার্য, ডঃ প্রভাষ চন্দ্র ধর, মনোবঞ্জন মজুমদার, নিতাই আচার্য প্রমুখ ককবরক ভাষা চর্চার কাজে এগিযে এসেছেন। ককবরক ভাষী না হয়েও তাঁরা ভালোবেসে ককবরক আয়ত্ত করেছেন এবং ব্যকবণ চর্চার মতো দুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ কবেছেন। তাঁদের কাজের মানও উৎকৃষ্ট। ত্রিপুরায় সার্বিকভাবে ককবরক চর্চার ক্ষেত্রে ত্রিপুরী-বাঙালী মেলবন্ধন অব্যাহত গতিতে চলতে থাকবে।

শ্রীমান নির্মলেন্দু আচার্য অনুজ প্রতিম ককবরক গবেষক। ককববকের কৃতি গবেষক তাঁব দাদা শ্রীযুত নিতাই আচার্য ও তিনি ককবরক ভাষা পরিমণ্ডলের মধ্যে জন্মগ্রহন ক'রে একই সঙ্গে মাতৃভাষা 'বাঙলা' ও তিব্বত-বর্মীয় ভাষা 'ককবরক' সমানভাবে আয়ত্ত কবেছেন। পর্দাব আড়াল থেকে এই দু'ভাইয়ের ককববক উচ্চারণ শুনলে কেউ বুঝতে পারবেন না যে তাঁরা বাঙালী। শ্রীমান নির্মলেন্দুর ককবরক ব্যাকরণজ্ঞান দেখে আমি অবাক হয়েছি। তিনি যখন ত্রিপুবা বিশ্ববিদ্যালযে ককববক সার্টিফিকেট কোর্সে আমার ছাত্র ছিলেন, তখনই আমি তাঁর মেধার পরিচয় পাই। কঠোব সাধনা ও অধ্যাবসায়ের সাথে তিনি তাব এই **'ভাষা শিক্ষা ককবরক'** বই লিখেছেন। তাঁব এই ককববক ভাষা চর্চাব বই ককবরক শিখতে ইচ্ছুক পাঠকদের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। এই বই পড়ে তাঁরা ককবরক ভাষার আন্তর জগতে প্রবেশ করে অনেক মণিমুক্তোর সন্ধান পাবেন। তাঁর এই শ্রম সার্থক হবে বলে আমি আশা করি।

কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী
সেন্টার ফর ট্রাইব্যাল ল্যাঙ্গুয়েজেজ,
ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়, আগরতলা।
২০.২.২০০০

CHIEF EXECUTIVE MEMBER
TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
KHUMLWNG, TRIPURA.

THE DATE 26.02.2000



ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয় রাজ্যভাষা ককবরক। রাজ্যের মোট জনসংখ্যার প্রায় দুই তৃতীয়াংশ জনগণই ককবরক ভাষা জানেন না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ককবরকভাষী ও অককবরকভাষীদের মধ্যে ভাব বিনিময়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। ত্রিপুরা জাতি-উপজাতির বাসভূমি। শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রেও সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একে অপরের ভাষা বুঝা অত্যন্ত জরুরী। ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী সমাজের পিছিয়ে পড়া জনজাতির অধিকাংশই ককবরকভাষী। তাই তাদের দুঃখ-দুর্দশা, অভাব-অভিযোগ ও সুবিধা-অসুবিধার কথা সঠিকভাবে বুঝতে না পারলে তাদেরকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অন্তরায় সৃষ্টি হবে। তাই ককবরক ভাষা জানা একান্ত প্রয়োজন।

এজন্য রাজ্য সরকার ট্রাইব্যাল রিসার্চ ইন্সটিটিউটের মাধ্যমে জেলা, মহকুমা ও ব্লক স্তরে কর্মরত সরকারী কর্মচারীদের ককবরক শিখানোর কাজ হাতে নিয়েছেন। এজন্য এডিসি কর্তৃপক্ষও সর্বোতভাবে প্রয়াস অব্যাহত রেখেছেন। এরই অঙ্গ হিসাবে বিগত ১৯৯৯ ইং সনের ২০শে এপ্রিল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এডিসিতে প্রশাসনিক স্তরে ককবরক ভাষা চালু করেছেন। এজন্য সকলের সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। এই উদ্যোগকে সফলভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নির্মলেন্দু আচার্যের এই **"ভাষা শিক্ষা ককবরক"** সহায়ক বই হিসাবে সাহায্য করবে।

ককবরক ভাষার বিকাশে লেখকের এই উদ্যোগকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

রণজিৎ দেববর্মা
২৬/২/২০০০ ইং

(রণজিৎ দেববর্মা)
মুখ্য কার্য্য নির্বাহী সদস্য
স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ
২৬.২.২০০০ ইং

।। প্রকাশকের নিবেদন ।।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি! চলিত বছরের আগরতলা বইমেলার মাত্র প্রথম ছয় দিনের মধ্যে প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যাওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণের জন্য হাত দিতে হলো।

যাঁদের ককবরক সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র জ্ঞানও নেই তাঁদের যাতে উপকার হয় এই ভেবে **'ভাষা শিক্ষা ককবরক'** বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। প্রথম প্রকাশের সময় এবিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ছিল সকলের কাছে কিরকম গ্রহণযোগ্য হবে। কিন্তু 'আগরতলা বইমেলা ২০০০'-এর প্রথম ছয় দিনেই প্রথম সংস্করণের সমস্ত কপি শেষ হয়ে যায়। বইমেলার শেষ চার দিনে পাঠকদের চাহিদা অনুযায়ী আমরা বইয়ের যোগান দিতে না পারায় দুঃখিত। তাই পাঠকদের চাহিদা পূরণের জন্য তড়িঘড়ি দ্বিতীয় সংস্করণে হাত দিয়েছি।

এই সংস্করণে বইটির সর্বাঙ্গীন উন্নতিকল্পে কোন কোন ক্ষেত্রে স্বল্প সময়েব মধ্যে যথাসম্ভব কিছু কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীগণ এর দ্বারা একান্তভাবে উপকৃত হন। আশা করি, শিক্ষার্থীদের পক্ষে পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত বিষয়গুলি বিশেষ উপকারে লাগবে।

বিনীত —
প্রকাশক

লেখকের কথা

ভাষা ভ্রাতৃত্ববোধ ও মৈত্রীর সহায়ক। কোন ভাষা যত বেশী ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর লোকেদের মধ্যে বিস্তার লাভ করে সে ভাষার ব্যাপ্তি ও জনপ্রিয়তা তত বেশী। আবার কোন ভাষা প্রয়োগের সম্ভাবনা যত বেশী সে ভাষা শিখার আগ্রহও তত বেশী। রাজ্য সরকার ককবরক-কে অন্যতম সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং ককবরক ভাষা প্রসারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন রকম উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকার বিদ্যালয়গুলিতে প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত ককবরক ভাষায় পঠন-পাঠন শুরু হয়েছে। রাজ্যের নির্বাচিত কয়েকটি বিদ্যালয়ে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ককবরক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এজন্য ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রয়োজনীয় বই প্রকাশ করেছেন। বর্তমানে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অধীনে ককবরক বিষয়ে পরীক্ষার সুযোগও রয়েছে। সম্প্রতি উপজাতি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের প্রশাসনিক কাজকর্মে ককবরক চালু করা হয়েছে। রাজ্য সরকারও সরকারী কর্মচারীদের ককবরক শিখানোর উদ্যোগ নিয়েছেন। এই অবস্থায় অ-ককবরক ভাষীদের প্রয়োজনে ব্যাকরণ ভিত্তিক দ্বি-ভাষিক একটি ভাষা শিক্ষা বইয়ের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করছিলাম। মূলতঃ দু'টি উদ্দেশ্যে এই বইয়ের অবতারণা। এক, অক্ষর জ্ঞান নেই এমন ব্যক্তিও যেন ককবরক শিখতে পারেন, দুই, বাংলাভাষী মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের যারা ককবরককে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে নিতে চায় তাদের সহায়তা করা। এজন্য এই বইয়ের সবরকম ব্যাকরণগত পরিভাষা ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ দ্বারা প্রকাশিত *"মাইদমিক ককবরক ককমা তেই সীযমুঙ বীচাপ"* থেকে নেওয়া হয়েছে এবং কয়েকটি রচনা ও ভাব-সম্প্রসারণ বঙ্গানুবাদসহ উল্লেখ করা হয়েছে।

বইটিতে ব্যাকরণগত ব্যাখ্যায় বুঝার সুবিধার জন্য সাধুভাষার ব্যবহার করা হয়েছে। সময় স্বল্পতার জন্য ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অনেক বিষয় অর্ন্তভূক্ত করতে পারিনি। পরবর্তী সংস্করণে বিষয়গুলি সংযোজন করতে চেষ্টা করব। আশা, করি এই বইটির দ্বারা ককবরক শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ই উপকৃত হবেন। বইটির ত্রুটি-বিচ্যুতি দূরীকরণে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের যে কোন রকম প্রস্তাবই সাদরে গৃহীত হবে।

বই লেখার অনুপ্রেরণা আমি যার কাছ থেকে পেয়েছি তিনি হচ্ছেন আমার বড়দা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত নিতাই আচার্য মহাশয়, যার কাছে আমার ককবরকে হাতে খড়ি। আর যিনি আমার পাণ্ডুলিপি দেখে বইয়ের রূপ দিতে উৎসাহিত করেছেন তিনি হচ্ছেন আমার ককবরক শিক্ষক ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিসার্চ এ্যানালিস্ট শ্রদ্ধেয় শ্রীযুত কুমুদ কুণ্ডু চৌধুরী মহাশয়। এডিসির মুখ্য কার্য নির্বাহী সদস্য শ্রীযুত রঞ্জিত দেববর্মা মহাশয় প্রায় দীর্ঘ তিন মাস তাঁর মূল্যবান সময়ের ফাঁকে ফাঁকে এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি দেখে দেওয়ার জন্য তাঁকে অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই আকাশবাণী আগরতলা কেন্দ্রের সংবাদ বিভাগে কর্মরত আমার সহকর্মীদের যারা বিভিন্ন সময়ে অনেক অজানা শব্দের যোগান দিয়ে আমায় সাহায্য করেছেন।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতা জানাই বইটির প্রকাশককে যিনি বইটি প্রকাশনার দায়িত্ব না নিলে আমার পাণ্ডুলিপি বইয়ের আকারে প্রকাশিত হত না।

ইতি —
নির্মলেন্দু আচার্য

তঙবীলাই (সূচীপত্র)

প্রথম অধ্যায়

বীখাক পুইলা

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাসকারী সকল মানুষের ভাষা এক রকম নহে। এক একটি অঞ্চলের মানুষের ভাষা এক এক রকম হইয়া থাকে। ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের মানুষ ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি সমষ্টির দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করিয়া থাকে। অর্থাৎ যে-সকল ধ্বনি সমষ্টির দ্বারা মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাকে ***কক*** বা ভাষা বলা হয়। অঞ্চল ভেদে মানুষের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ - বাংলা ভাষা, অসমীয়া ভাষা, মনিপুরী ভাষা এবং ককবরক ভাষা ইত্যাদি।

মানুষের মনের ভাব দুই ভাবে প্রকাশ করা যায়। বলিয়া এবং লিখিয়া। মানুষের মনের ভাব বলিয়া প্রকাশ করিবার পদ্ধতিকে বলা হয় ***খুগনি কক*** বা কথ্য ভাষা। আর মানুষের মনের যে-ভাব লিখিয়া প্রকাশ করা হয় তাহাকে বলা হয় ***সীয়জাক কক*** বা লিখিত ভাষা।

ককমা

(ব্যাকরণ; Grammer)

কোন ভাষা শুদ্ধভাবে বলিবার, লিখিবার বা পড়িবার কতগুলি নিয়ম কানুন রহিয়াছে। যে-বই পড়িয়া কোন ভাষা শুদ্ধভাবে বলিতে, লিখিতে বা পড়িতে পারা যায় তাহাকে বলা হয় ***ককমা*** বা ব্যাকরণ।

আর যে-বই পড়িয়া ককবরক ভাষা শুদ্ধভাবে বলিতে, লিখিতে ও পড়িতে পারা যায় তাহাকে বলা হয় ***ককবরক ককমা*** বা ককবরক ব্যাকরণ।

খরাঙ তেই সৗয়থাই

(ধ্বনি ও বর্ণ; Sound and Letter)

আমরা কথা বলিবার মাধ্যমে অপরকে মনের ভাব বুঝাইয়া থাকি। কথা বলিবার সময় আমাদের মুখ হইতে যে আওয়াজ বাহির হয় এই আওয়াজকেই বলা হয় *খরাঙ* বা ধ্বনি। যেমন — সা, রে, গা, মা ইত্যাদি।

খরাঙ-এর প্রকারভেদ

এই *খরাঙ* আবার দুই প্রকার। যথা —

- ১) ***খরাঙসারি*** (স্বর ধ্বনি)
- ২) ***খরাঙকৗথা*** (ব্যঞ্জণ ধ্বনি)

(১) *খরাঙসারি* (Vowel Sound) ঃ

কোন কোন ধ্বনি উচ্চারিত হইবার সময় খুব সহজেই উচ্চারিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ উচ্চারিত হইবার সময় আমাদের বাগযন্ত্রের কোথাও আটকায় না। যে-সকল ধ্বনি অন্যের সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হইতে পারে তাহাদের বলা হয় ***খরাঙসারি*** বা স্বর ধ্বনি। যেমন— অ, আ, ই, উ, এ, অৗ, ইত্যাদি।

২) *খরাঙকৗথা* (Consunantal Sound) ঃ

যে-সকল ধ্বনি অন্যের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হইতে পারে না তাহাদের বলা হয় ***খরাঙকৗথা*** বা ব্যঞ্জণ ধ্বনি। যেমন— ক, খ, গ, ঙ, চ ইত্যাদি।

সৗয়থাই

(বর্ণ; Letter)

মানুষ মনের ভাব লিখিতরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কতগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া থাকে। এই সাঙ্কেতিক চিহ্নগুলিকে বলা হয় ***সৗয়থাই*** বা বর্ণ। যেমন— অ, আ, ক, খ, গ ইত্যাদি।

বাংলা ভাষা লিখিয়া প্রকাশ করিবার জন্য যেরূপ অ আ ক খ এবং ইংরেজী ভাষা লিখিয়া প্রকাশ করিবার জন্য A, B, C, D ইত্যাদি বর্ণ রহিয়াছে, ককবরকেও একটি বর্ণমালা প্রস্তুত করা হইয়াছে। তবে এই ক্ষেত্রে বাংলা বর্ণমালার কয়েকটি বর্ণকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়া এবং দুইটি বর্ণকে খানিকটা পরিবর্তন করিয়া নতুন চিহ্ন যোগ করিয়া নতুন ককবরক বর্ণ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বাংলা ও ইংরাজী বর্ণের মতো ককবরকের *সীয়থাই*-গুলিকেও দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। যথা—

- ক) ***সারিথাই*** (স্বর বর্ণ ; Vowels)
- খ) ***কৗথাথাই*** (ব্যঞ্জণবর্ণ; Consonants)

ক) *সারিথাই* (স্বর বর্ণ ; Vowels)

যে-সকল *সীয়থাই* অপর *সীয়থাই*-এর সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হইতে পারে ঐ সকল *সীয়থাই*-গুলিকে বলা হয় ***সারিথাই*** বা স্বর বর্ণ। নিম্নে ককবরক *সারিথাই*-গুলির তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ

অ	আ	ই
উ	এ	অৗ

খ) *কৗথাথাই* (ব্যঞ্জণ বর্ণ ; Consonants)

যে-সকল ***সীয়থাই*** অন্য সীয়থাই-এর সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদের বলা হয় ***কৗথাথাই*** বা ব্যঞ্জণ বর্ণ। নিম্নে ককবরক *কৗথাথাই*-গুলির তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ

ক	খ	গ	ঙ
চ	ছ	জ	
ত	থ	দ	ন
প	ফ	ব	ম
য়	র	ল	উৗ
স	হ	ং	ঁ

ককবরকে উপরে উল্লেখিত ছয়টি *সারিথাই* এবং বাইশটি *কৗথাথাই* ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

ককথাই

(শব্দ ; Word)

এক বা একাধিক *সীয়থাই* পাশাপাশি বসিয়া যদি কোন অর্থপূর্ণ ভাব প্রকাশ করে তখন ঐ *সীয়থাই* বা *সীয়থাই* সমষ্টিকে বলা হয় ***ককথাই*** বা শব্দ।

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, সকল *সীয়থাই* সমষ্টিকে বা *সীয়থাই*-কে *ককথাই* বলা যাইবে না। *সীয়থাই* বা *সীয়থাই* সমষ্টি অর্থপূর্ণ হইতে হইবে। যেমন— *ব* (সে, তিনি), *নীঙ* (তুমি, আপনি), *আচক* (বসা) ইত্যাদি।

ককথর

(শব্দাংশ; Syllable)

ককথাই-গুলি উচ্চারণের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সকল *ককথাই*-এর সম্পূর্ণ অংশ একইসঙ্গে উচ্চারিত হয় না। কোন কোন *ককথাই* রহিয়াছে যাহাদের একাধিক অংশে বিভক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হয়। কোন *ককথাই*-এর যে-অংশটি একই সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাহাকে বলা হয় ***ককথর*** বা শব্দাংশ। যে *ককথাই*-এর সম্পূর্ণ অংশই এক সঙ্গে উচ্চারিত হয় তাহাকে বলা হয় ***ককথাই থরসা*** বা একক শব্দাংশ বিশিষ্ট শব্দ। আর যে-সকল *ককথাই*-কে একাধিক অংশে বিভক্ত করিয়া উচ্চারণ করিতে হয় তাহাদের বলা হয় ***ককথাই থরবাং*** বা একাধিক শব্দাংশ বিশিষ্ট শব্দ। নিম্নে দুইটি তালিকার সাহায্যে *ককথাই থরসা* এবং *ককথাই থরবাং*-এর কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হইল ঃ

ককথাই থরসা	***ককথাই থররাং***
কক (ভাষা)	*ককবথপ* (অভিধান)
চীঙ (আমরা)	*ফানতক* (বেগুন)
তক (পাখী; মোরগ)	*তকবথপ* (পাখীর বাসা)

মায় (ভাত)	*মায়রুঙ* (চাউল)
মকল (চক্ষু)	*মকলবরি* (ভ্রূ)

ককথাই উাঁমুঙ তেই পুঙমানি রাইদারগ

(শব্দের বানান ও উচ্চারণ পদ্ধতি)

বাংলা উচ্চারণ ও ককবরক উচ্চারণ পদ্ধতির মধ্যে বেশ পার্থক্য রহিয়াছে। ককবরক উচ্চারণের ক্ষেত্রে প্রতিটি শব্দাংশের শেষ বর্ণটির ক্ষেত্রে হসন্ত (্) উচ্চারিত হয়। যেমন— *'উাঁনদাল'* শব্দটিতে দুইটি শব্দাংশ রহিয়াছে। প্রথম শব্দাংশটি হইল *উাঁন* (ওয়ান্) এবং দ্বিতীয় শব্দাংশটি হইল *দাল* (দাল্)। এই ক্ষেত্রে প্রথম শব্দাংশটির শেষ বর্ণ *'ন'* এবং দ্বিতীয় শব্দাংশের শেষ বর্ণটি হইল *'ল'*। তাই *'ন'* এবং *'ল'* এই বর্ণদুইটির নীচে হসন্ত (্) রহিয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে এবং পড়িতে হইবে *ওয়ান্দাল্*।

ককবরক বর্ণমালায় *সারিথাই* বা স্বরবর্ণ এবং *কাঁথাথাই* বা ব্যঞ্জণ বর্ণমালায় একটি করিয়া যে দুইটি *(অাঁ, উাঁ)* নতুন বর্ণের আগমন ঘটিয়াছে উহাদের প্রথম (*অাঁ*) বর্ণটির উচ্চারণ বাংলা 'উ' এবং 'ও'- এই বর্ণ দুইটির মাঝামাঝি উচ্চারণ। দ্বিতীয় (*উাঁ*) বর্ণটির উচ্চারণ ইংরাজী WA এর উচ্চারণের ন্যায় হয়। নিম্নে এই দুইটি বর্ণ সহযোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ ও তাহাদের উচ্চারণ পদ্ধতি বাংলায় প্রদত্ত হইল ঃ

ককথাই (শব্দ)	উচ্চাণর পদ্ধতি	বাংলা অর্থ
অাঁং	উং	হওয়া
অাঁংখা	উংখা	হইয়াছে
অাঁংথাই	উংথাই	হওয়া উচিৎ
অাঁংদরপ	উংদ্রপ্	হওয়া মাত্র
উাঁ	ওয়া	বাঁশ, বৃষ্টি হওয়া
উাঁর	ওয়ার্	প্রশস্ত হওয়া
উাঁলাই	ওয়ালাই	ঝগড়া করা
উাঁতৌয়	ওয়াতোই	বৃষ্টি
উাঁথাই	ওয়াথুই	মুলিবাঁশ
উাঁনা	ওযানা	চিন্তা করা
উাঁসুর	ওয়াসুর	বরাক বাঁশ
উাঁয়িং	ওয়ায়িং	দোলনা

ককবরক বানান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করিতে হইলে আকার (া), ই-কার (ি)

ইত্যাদি সম্পর্কেও আলোচনা করা প্রয়োজন। বাংলায় যে-রূপ যতগুলি স্বরবর্ণ রহিয়াছে ততগুলি অপ্রাথমিক চিহ্ন রহিয়াছে, অনুরূপ ভাবে ককবরকেও ছয়টি *সারিথাই* অনুযায়ী ছয়টি অপ্রাথমিক চিহ্ন রহিয়াছে। যেমন—

অ	এর	প্রাথমিক	চিহ্ন	(')
আ	,,	,,	,,	আ-কার (া)
ই	,,	,,	,,	ই-কার (ি)
উ	,,	,,	,,	উ-কার (ু)
এ	,,	,,	,,	এ- কার (ে)
অ৲	,,	,,	,,	অ৲-কার (৲)

ককবরক *'অ৲'* এবং *'উ৲'* এই নতুন বর্ণ দুইটির উচ্চারণ ছাড়াও *'য়'* বর্ণটির ককবরক উচ্চারণে বেশ নবীনতা রহিয়াছে। এই বর্ণ (য়)-টি যদি কোন শব্দের প্রথমে ব্যবহৃত হয় তখন উহার উচ্চারণ বাংলা 'ইয়'-এর ন্যায় হইবে। আবার বর্ণটি যখন শব্দাংশের শেষে ব্যবহৃত হয় তখন উহার উচ্চারণ বাংলা ই-এর ন্যায় হইয়া থাকে। নিম্নে 'য়' যোগে বিভিন্ন শব্দের একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ঃ

'য়'- যোগে বিভিন্ন শব্দ

'য়'-এর উচ্চারণ 'ইয়'-এর ন্যায়

ককথাই (শব্দ)	উচ্চারণ পদ্ধতি	বাংলা অর্থ
য়ক	ইয়ক	মুক্তি পাওয়া
য়ঙ	ইয়ং	জীবানু, জ্যেঠামশাই
য়ংদুলমা	ইয়ংদুল্মা	গোবরে পোকা
য়ংফাক	ইয়ংফাক্	বিছা
য়ংলা	ইয়ংলা	ব্যাঙ
য়ংসা	ইয়ংসা	কীট, পোকা
য়াক	ইয়াগ্	হাত
য়াকতৌক	ইয়াক্তোক	হাতের কব্জি
য়াকুং	ইয়াকুং	পা
য়াগরা	ইয়াগ্রা	ডানহাত
য়াচাক	ইয়াচাগ্	গ্রহণ করা (ক্রি)
য়াফা	ইয়াফা	হাতের তালু

য়ারুং	ইয়ারুং	শিকড়
য়াসি	ইয়াছি	আঙ্গুল
য়াসীক্	ইয়াসুক্	হাটু

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ দন্ত - স এর উচ্চারণ সর্বদা বাংলা 'ছ'-এর ন্যায় হয়।

'য়'- এর উচ্চারণ 'ই'-এর ন্যায়

ককথাই (শব্দ)	উচ্চারণ পদ্ধতি	বাংলা অর্থ
ফায়	ফাই	আসা (ক্রি)
বসয়	বছই	বরশী
মায়	মাই	ভাত
তৌয়	তুই	জল
বৌচালৌয়	বুচুলুই	বীজ
থুকতৌয়	থুকতুই	থুথু
সৌতৌয়	ছোতোই	হলুদ (মশলা)
কৌলায়	কোলাই	সহজ, সস্তা
করায়	কড়াই	ঘোড়া
বৌরৌয়	বুরুই	স্ত্রীলোক, চার (সংখ্যা)
থৌয়	থোই	মৃত্যুবরণ করা
সৌয়	সোই	লেখা
খৌলায়	খোলাই	করা
চাখৌয়	চাখুই	খারপানি

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ *ককথর* (শব্দাংশ)- এর শেষ বর্ণটি 'য়' হইলে তাহার উচ্চারণ সর্বদাই 'ই'-এর ন্যায় হইবে।

বেদেক উলথাম (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

ককথাই থেপামুঙ

(শব্দের ব্যবহার)

১

বাংলা		ককবরক
একজন মানুষ	—	বরক খরকসা
একটি গরু	—	মুসুক মাসা
একটি ফল	—	বৌথাই থাইসা
একটি চোখ	—	মকল কলসা
একটি নৌকা	—	রৌং খুংসা
একটি বই	—	পুথি কাঙসা
একটি পথ	—	লামা তৌংসা
একটি গাছ	—	বুফাঙ ফাঙসা
একটি ডিম	—	বৌতৌই তৌইসা
একটি ফুল	—	খুম বারসা
একটি চিঠি	—	তৌইতুন কাঙসা
একটি ঘর	—	নক খুঙসা
একটি হাত	—	য়াক কঙসা
একটি পা	—	য়াকুং কঙসা
একটি পয়সা	—	পুইসা লেপসা
একটি টাকা	—	রাং খকসা
একটি শাখা	—	বেদেক দেকসা

উপরে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, প্রতিটি বিশেষ্যের সংখ্যাবাচক শব্দ 'একটি'

বুঝাইবার জন্য প্রতি ক্ষেত্রে এক জাতীয় শ্রেণী বিভাজক ব্যবহার করা হয় নাই। এই বিষয়ে পরবর্তীকালে (দশমঅধ্যায়ে) বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

২

ক) একজন বেঁটে মানুষ — *বরক বারা খরকসা।*
খ) একটি কাল গরু — *মুসুক কসম মাসা।*
গ) একটি ছোট চোখ — *মকল চিকন কলসা।*
ঘ) একটি ভাল ফল — *বৗথাই কাহাম থাইসা।*
ঙ) একটি নতুন বই — *পুথি কৗতাল কাঙসা।*

৩

ক) চন্দ্রা (হয়) একজন বেঁটে মানুষ — *চন্দ্রা বরক বারা খরকসা*
খ) এইটি (হয়) একটি কাল গরু — *ম মুসুক কসম মাসা।*
গ) ঐটি (হয়) একটি ভাল ফল — *আব' বৗথাই কাহাম থাইসা।*
ঘ) সেটি (হয়) একটি বড় বই — *আম' পুথি কতর কাঙসা।*
ঙ) তুমি (হও) একজন ভাল ছেলে — *নৗঙ চৗলা কাহাম খরকসা।*

৪

ক) আমার একটি সাদা কুকুর আছে — *আনি সৗই কুফুর মাসা তঙগ।*
খ) সুভাষের একটি লাল সার্ট আছে — *সুভাষনি কামচৗলৗই কৗচাক কাইসা তঙগ।*
গ) যদুর তিনটি সাদা গাড়ী আছে — *যদুনি গাড়ী কুফুর খুঙতাম তঙগ।*
ঘ) তোমার একটি ভাল নৌকা আছে — *নিনি রৗঙ কাহাম খুঙসা তঙগ।*
ঙ) তাহার দুটি সুন্দর গাড়ী আছে — *বিনি গাড়ী নায়থক খুঙনৗয় তঙগ।*

৫

ক) আমার তিনজন বন্ধু ছিল — *আনি কিচিং খরকথাম তঙমানি।*
খ) তোমার একটি ঘোড়া ছিল — *নিনি করায় মাসা তঙমানি।*
গ) অমরের একটি রেডিও ছিল — *অমরনি রেডিও কাইসা তঙমানি।*
ঘ) তাহার একুশটি আঙ্গুল ছিল — *বিনি য়াসি নৗয়চিসা তঙমানি।*
ঙ) রহিমের দুইজন ছেলে ছিল — *রহিমনি বৗসালা খরগনৗয় তঙমানি।*

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ

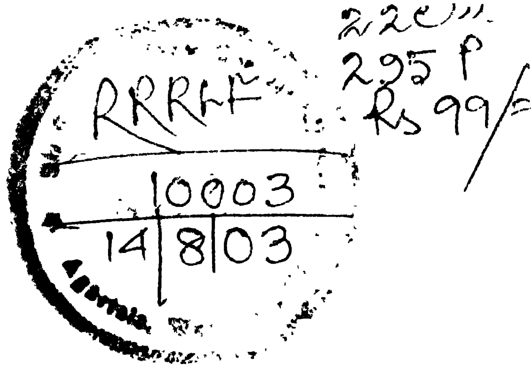
১) সকল ক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক শ্রেণীবিভাজক একই প্রকার হয় না।

২) বিশেষ্যের বিশেষণ সর্বদাই বিশেষ্যের পরে বসিবে এবং সংখ্যা বাচক শব্দটি সর্বদাই বিশেষ্য বা সর্বনামের বিশেষণের পরে বসিবে।

৩) 'আমি হই' 'তুমি হও' বা 'সে হয়' এইরূপ বাংলা বাক্যের ইংরাজী অনুবাদ করিবার সময় যেরূপ I am, You are, He is ইত্যাদি হয় ককবরকে আমি হই, তুমি হও বা 'সে হয়' এর অনুবাদ করিবার সময় কেবলমাত্র *'আঙ' 'নীঙ'* বা *'ব'* লিখিলেই চলিবে। অর্থাৎ 'হই', 'হও' বা 'হয়' কথাটির জন্য 'am', 'are', 'is' এর ন্যায় ককবরকে পৃথক কোন শব্দ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই।

৪) 'আমার আছে', 'তোমার আছে' বা কাহারও কোন বস্তু আছে এইরূপ বুঝাইলে **'আছে'** কথাটির জন্য ককবরকে **'তঙগ'** শব্দটি ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৫) 'আমার ছিল' 'তোমার ছিল', 'তাহার ছিল', বা কাহারও কোন বস্তু ছিল এইরূপ বুঝাইলে **'ছিল'** শব্দটির জন্য ককবরকে ***'তঙমানি'***শব্দটি ব্যবহৃত হয়।



দ্বিতীয় অধ্যায়

বীখাক উলনীয়

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

বীসাক তেই মানীই-খীনীই রগনি বুমুঙ

(অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও জিনিস-পত্রের নাম)

➔ (ক) *জাইতি নাঙমারগ* (আত্মীয়-স্বজন) **[Relatives]**

মা --- *মা*

বাবা --- *বাবু/বা/ফা*

ভাই --- *তাখুক*

বোন --- *বুখুক*

তাহার বড়ভাই - *বীতা*

বড়বোন-- *বাই*

ছোট বোন --- *হানকজীক*

মাতা-পিতা --- *মা ফা*

বিমাতা - *মাতয়*

পুত্র, ছেলে --- *সাজীলা*

কন্যা বা মেয়ে --- *সাজীক*

জামাই --- *চামারি*

পুত্রবধু --- *হামজীক*

কাকা --- *কাকা*

কাকী --- *কাকি/খিরিজীক*

জেঠামশাই --- *যঙচীলা*

জেঠীমা --- *যঙবীরীয*

স্বামী --- *সায়*

স্ত্রী --- *হিক*

স্বামী-স্ত্রী --- *হিক-সাই*

শালক --- *বীপরাঙ*

শালিকা --- *পীরাঙজীক*

বন্ধু --- *যার/কিচিং*

বান্ধবী --- *মারে*

শ্বশুর --- *কীরা*

শাশুরী --- *কীরাজীক*

যুবক — সিকাঁলা
যুবতী — সিকলি
বৃদ্ধ — বুড়া
বৃদ্ধা — বুড়ী
বালক — চেরাই
বালিকা — চেরাইজাঁক
মাসী — তই/মই
মেসোমহাশয় — মুডা
জামাই বাবু — কুমুই
বৈবাহিক — চামাই
বৈবাহিকা — চামাইজাঁক
পিতামহ/মাতামহ — চু
পিতামহী/মাতামহী — চুই
পিসেমশাই — পিয়া
পিসিমা — পি
ভাইপো — বায়ুংসা/বুবাইনা
ভাইঝি — বায়ুংজাঁক
নাতি/নাতনি — সুক

(খ) বাঁছাক (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ) [Limps of man]

মানুষ — বরক
মাথা — বখরক/খরক
চোখ — মকল
নাক — বুকুঙ
নাসারন্ধ্র — কুঙবাঁলাম
নাসাগ্র — কুঙকুক
কান — খুনজু
ভ্রূ — মকলবরি
মুখমন্ডল — মাঁখাঙ
মুখ — বুখুক/ খুক
কপাল — কাঁপাল
দাঁত — বুডা
দাঁতের মারি — উায়িং
গাল — খাংগার
চোয়াল — উাবাক
ঠোঁট — খাঁকচাই
তালু — উাবাক সাকা
জিহ্বা — বাঁসাঁলাই
চোখের মনি — মুকতকসা
আঙ্গুল — য়াসি
নখ — য়াসকু
বুড়ু আঙ্গুল — য়াসিমা
বগল — ফাইমক
বুক — খাকাঁলাব
পিঠ — ফিক্‌কুঙ
মেরুদন্ড — বিসমা
পেট — অক/বহক
কোমর — বাঁচাং
নাভি — অমথাই
পা — য়াকুং
হাটু — য়াসকু
হাড় — বেকেরেঙ
মাংস — বাহান
রক্ত — থাই
চুল — খাঁনাই/বাঁখাঁনাই
দাড়ি — খচাই

আলজিহ্বা — *ততরা বীলীইসা*

গলা — *ততরা*

ঘাড় — *গীদনা*

কাঁধ — *বাংগীরা*

হাত — *য়াক*

হাতের তালু — *য়াফা*

মগজ — *বমতম*

স্তন — *আবুক*

ঘাম — *কলমতীয়*

হাতের কব্জি — *য়াকতীক*

শরীর — *বীসাক*

গোঁফ — *সেংকারি*

উরু — *য়াফুং*

লোম — *বিখুমু*

হৃদয় — *বীখা*

নাড়িভুড়ি — *বুবুক*

পায়ু ছিদ্র — *খিকরক*

পাছা — *খিছলাং*

মল — *খি*

মুত্র — *সীতীই*

গোড়ালি — *য়াকীরাই*

কনিষ্ঠা — *য়াসিকতই*

(গ) *মালমাতা* (পশু) [Beasts]

পশু — *মালমাতা*

কুকুর — *সীই*

বিড়াল — *আমিগু*

গরু — *মুসুক*

ছাগল — *পুন*

পাঠা — *পুনজুটা*

পাঠী — *পুনজীক*

হুনু বিড়াল — *আমিগুচীলা*

মাদী বিড়াল — *আমিগু বীরীয়*

ঘোড়া — *করাই*

মহিস — *মিসিপ*

শৃগল — *সিয়াল*

শূকর — *টাক*

বাঘ — *মীসা*

হরিণ — *মীসীই*

কুকুরী — *সীইমা*

বানর — *মীখরা*

খরগোস — *কুরকুস*

ছাগমাতা — *পুনমা*

সজারু — *মীসানদীয়*

কাঠবিড়াল — *মানদার*

গন্ডার — *গনদার*

ষাঁড় — *দেকা*

ঘোটকী — *করাই বীরীয়*

জলহস্তী — *তীয়-মায়ুঙ*

চিতাবাঘ — *টিক্কাপুরা*

শূকরী — *টাকমা*

বেজী — *বেস'*

বাঘিনী — *মীসাজীক*

সিংহ — *ছিংগ*

ভল্লুক — *গড*

ভেড়া — *মেরা*

নেকড়ে বাঘ — *গেণ্ডমা*

হাতী — *মায়ুঙ*

➔ (ঘ) *তকরগ* (পাখী) [Birds]

পাখী — *তকসা*

বক — *বগা*

কাক — *ওখা*

ঘুঘু — *তকথু*

ময়না — *মইনা*

বুলবুলি — *তকবুলু*

শকুন — *চিকরুক*

ধনেশ — *তায়ুং*

চিল — *তলিং*

পায়রা — *ফারুক*

হাঁস — *তাখুম*

মোরগ — *তকলা*

মোরগী — *তকমা*

হংসী — *তাখুমবীরীয়*

পেঁচা — *তাখুক*

ডাহুক — *দক*

বাদুর — *তকবাক*

বাবুই — *চেচ*

সারস — *সারকসা*

টিয়া — *আতকা*

তোতা — *তপছি*

চাতক — *তয়াথু*

গাঙচিল — *তীয়বুম তলিং*

কোকিল — *কুংকিলা*

পাখির বাসা — *তকবথপ*

ডানা — *বীকরাও*

চঞ্চু — *তক খুকচাই*

ময়ূর — *তকরাই/ময়ূর*

শালিক — *সারুক*

বনমোরগ — *তকবলং*

বালিহাঁস — *তীয়তাখুম*

কাঠ ঠোকরা — *তকথুনতা*

দাঁড় কাক — *তখাবরক*

বাজপাখী — *তলিংসিকারি*

➔ (ঙ) *আ-বাহান* (মাছ- মাংস) [Fish & Meat]

মাছ — *আ*

রুইমাছ — *রুই আ*

ইলিশ — *এলচি*

চিংড়ি — *আথুক*

শৈলমাছ — *আ সীবাং*

কাতলামাছ — *আ-কাতলা*

মাগুর — *জাগুর*

মকা — *মলয়া*

কাঁকড়া — *খাংরাই*
কচ্ছপ — *কাইসিং*
পুঁটি মাছ — *পুথি*
বাইম মাছ — *আবাং*
লাটিমাছ — *লাইতা*
ট্যাংরামাছ — *গংগিয়া*
দাড়কিনা — *দাংখিলা*
গুতুম মাছ — *গুনথু*
মাছের আঁশ — *বফর*
বোয়াল মাছ — *বুউাল*

➔ (চ) *য়ংসা - কুকসা* (কীট-পতঙ্গ) [Insects]

য়ংসা-কুকসা — *কীট-পতঙ্গ*
মশা — *থামপুই*
মাছি — *য়ংখা*
মৌমাছি — *পিয়া*
ফড়িং — *কক*
প্রজাপতি — *লারিমা*
ভ্রমর — *বমীরাই*
শামুক — *তত্বাক*
কেঁচো — *কেনজুউা*
জোঁক — *সিলুক*
বড় ফড়িং — *কৌয়ুং*
ইঁদুর — *ছিনজা*
পিঁপড়ে — *মইসুরুম*
ছারপোকা — *বুরুউা*
উকুন — *থীক*
জোনাকি — *চেংখারী*
উইপোকা — *উরি*
গোবরেপোকা — *খেবুক*
আরশোলা — *কুরমা*
গান্ধীপোকা — *য়ংচিগদা*
ঝিঁঝি-পোকা — *খেরামবুক*
কাঠ-পিঁপড়ে — *খাইচিং*

➔ (ছ) *মালনাইরগ* (সরীসৃপ) [Reptiles]

সরীসৃপ — *মালনাই*
বিছা — *য়ংফাক*
টিকটিকি — *নক বেরাইসা*
কাকড়া বিছা — *কাংগলা*
কেন্নো — *য়াক কীবাক/কেনদরা*
সাপ — *চিবুক*
গোসাপ — *মুফুকসা*
তক্ষক — *তকে*
গিরগিটি — *সামলায়*
কুমির — *কুমবির/বুরচা*

➔ (জ) *বুফাঙ- বেদেক* (গাছ-পালা) [Trees & Plants]

গাছ — *বুফাঙ*
শাখা — *বেদেক*

আমগাছ — *থাইচুক ফাঙ*

জামগাছ — *জামবুক ফাঙ*

কাঁঠালগাছ — *থাইপুঙ ফাঙ*

বটগাছ — *বুরিফাঙ*

শিমুলগাছ — *বরচুক ফাঙ*

উদাল — *লামবাক*

অওয়াল গাছ — *সিলাই ফাঙ*

গাছের গুড়ি — *বথমা*

গাছের আঁশ — *বৗসনাল*

বীজ — *বৗচৗলৗই*

লজ্জাবতী — *সামসুনদুরু*

অঙ্কুর — *বমুক*

শিকড় — *য়ারুং*

লতা — *বুদুক*

পাতা — *বৗলাই*

বাঁশ — *উা*

পাট — *পাত*

ইক্ষু — *কুরুক*

মুলিবাঁশ — *উাথৗই*

মৃত্তিঙ্গা বাঁশ — *উানদাল*

রুপই বাঁশ — *উামিলিক*

বরাক বাঁশ — *উাসুর*

বাকল — বুকুর

কাঁটা — বুসু

আঙ্গুর গাছ — *আঙ্গুর বুদুক*

মায়তাং —ধানের শীষ

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ গাছটি যদি লতা জাতীয় হয় তবে ঐ ফল বা ফুলের নামের পরে *'বুদুক'* শব্দটি বসাইলেই ঐ জাতীয় গাছকে বুঝাইবে।

➔ (এ) *বৗথাইরগ* (ফল-ফলাদি) [Fruits]

ফল — *বৗথাই*

আম — *থাইচুক*

জাম — *জামবুক*

কাঁঠাল — *থাইপুঙ*

লিচু — *লেউাচি*

তরমুজ — *মমফল*

নারিকেল — *নারিকৗর*

লেবু — *জামি/জামবিদা*

পেয়ারা — *গয়াম*

তখা থাইচুমু — *মাখাল ফল*

শশা — *দরমপাই*

আনারস — *আনদর'স'*

কলা — *থাইলিক*

তেঁতুল — থেনতৗরৗই

পেঁপে — *কউাইফল*

আমলকি — *আমলাই*

চামলফল — *জৗরাম*

কুল — *বরই*

চলিতা — *থাইপল'*

আমরা ফল — *থাইতৗয়*

কুসুমাই — *লটকন ফল*

হরবরি — *লেউর*

(ট) *খুমনি বুমুঙ* (ফুলের নাম) [Flowers]

ফুল — *খুমবুবার*
জবা — *উরি*
চাঁপা — *সামপারি*
গাঁদা — *ছতর'রঙগ*
পদ্ম ফুল — *পদদ' বুবার*
বৃন্ত — *বুবাক*
কাঠ-গোলাপ — *গুলাচি*
মুকুল — *বুবার*
জুঁই ফুল — *খুমরুংখু*
বেলি ফুল — *খুমমালি*
কুমুদ, শালুক ফুল — *খুমতৌয়সা*
দোলনচাঁপা — *খুমপুই*
ভুইচাঁপা — *খুমতয়া*
ফুলের পাঁপড়ি — *খুম বপলম*
লাল গাঁদা — *খুম উাকথুই*
গন্ধরাজ — *গনদরা*
মাধবীলতা — *খেলাং*
মালতী — *মাজিলতা*
শেফালী — *হেংরা*
সন্ধ্যামালী — *খুমসারিক*
শিমুল ফুল — *বরচুক বুবার*
নীলকণ্ঠ — *খুম সিনদার*

(ঠ) *মুই কীথীঙ-থাইকীথীঙ* (শাক-সব্জী) [Vegetables]

শাক-সব্জী — দাল'পানচ'
আলু — *থা/ আলু*
বেগুন — *ফানতক*
সীম — *কসই*
বরবটি — *সবাই লুবিয়া*
টক বেগুন — *ফানতকমীখীই*
মাশরুম — *মুইখুমু*
পুইশাক — *মুপরাই*
মুখী — থাবাদিয়া
করলা — *গাংগীলা*
ঢেড়স — *বেলেস'*
ঝিংগা — *জিংগা*
লাউ — *মিলক*
মিষ্টি কোমড় — *চাকুমরা*
চালকোমড় — *খাকলু*
থানকুনিপাতা — *সামসতা*
ভুট্টা — *মগদাম*
তিল — *সিপিং*

(ড) *মুইথক* (মসল্লা) [Spices]

মসল্লা — *মুইথক*
হলুদ — *সীতীয়*
লবন — *সম*
আদা — *হাইচিং*
পিয়াজ — *পিয়াজ'*
রসুন — *রীইসীন*

মরিচ — *মস'*
তেজপাতা— *তেসপাতা*
তৈল — *থক*
কাচা লঙ্কা — *মস' কৗথাঙ*

➤ (ঢ) *চাথাই* (খাদ্য দ্রব্য) [Food]

খাদ্য — *চাথাই*
চিড়া — *রমফে*
ভাত — *মায়*
মুড়ি— *উরুম*
তরকারি — *মুই*
গুর— *কৗতৗই*
ভাতের মার — *মায়তৗয়*
মধু— *পিয়া বৗতৗয়*
ঝোল — *বৗতৗয়*
সুরা বা মদ — *চুউারাক*
চাউল — *মায়রুম*
মিষ্টি— *কৗতৗই*
ধানের কুড়া — *গৗনদাক কৗসাপ*
পিঠা— *আউান*
ধানের চোঁচা — *মায় বুকুর*
ক্ষারপানি— *চাখৗয়*
শিদল — *বেরমা*
ভর্তা— *মসদেঙ*
শুকনো মাছ — *আ-কৗরান*
চাউলের ক্ষুদ— *রুংখু*
মাংস — *বাহান*
শূকরের মাংস— *উাহান*
পাঁঠার মাংস — *পুহান*
হরিণের মাংস — *মৗসৗই বাহান*

➤ (ন) *তামমানি মানৗই* (বাদ্যযন্ত্র) [Mugical Instruments]

জয়ঢাক — *খাম কতর*
ঢাক — *খাম*
বাঁশী — *সুমুই*
তবল — *তবলা*
মৃদঙ্গ — *মেরতুং*
সারেঙ্গী — *সারিনদা*
সেতার — *ছেতার*
হারমানিয়াম — *হারমনি*

➤ (ত) *নক তেই নকনি মানৗইরগ* (গৃহ ও গৃহসামগ্রী) [House, Room etc.]

গৃহ — *নক*
কলসী — *গলা*
দরজা — *দগা/দগালাম*
থালা — *মাইরাং*
জানালা — *তাইলাম*
ঘটি — *লুতা*
বারান্দা — *নুকা*
খাড়া — *লাংগা*
ঘরের ছাদ — *নুখুং*
হাড়ী — *তাঁক*

পার্টিশান — *বেংকি*

ঘরের তীর — *ফাকলাই*

টংঘর — *গাইরিঙ*

পাখা — *কিসিপ*

জিনিস — *মানাই*

কাস্তে — *চেখরা*

হাতুরী — *হাতুরা*

কোদাল — *গীদাল*

কুঠার — *রুউা*

চিরুনী — *বেথরা*

প্রদীপ — *চাতি*

রান্না ঘর — *গানতি নক*

হাতা — *থারুক*

বোতল — *বতল*

কড়াই — *কারাই*

দেশলাই — *হরখক*

লাকড়ী — *বল*

ধনুক — *বাদুখুং*

প্রদীপের সলিতা — *দসি*

দোলনা — *উয়িং*

হুক্ — *দাবা*

ফাঁদ — *উারায়/খাঁই*

ডালা — *বাইলিঙ*

হল ঘর — *মালাইমা নক*

(থ) *রিচুম তেই গয়নারগ* (বস্ত্র ও অলংকারাদি) [Cloths & Jewellers]

কাপড় — *রি*

কাপড় চোপর — *রিচুম*

শাড়ী — *রিগনাই*

জামা — *কামচীলীয়*

গামছা — *রিতুক*

বিছানা — *রিয়ান*

শয্যা — *থুয়ান*

লেপ — *রীজাই*

পাছড়া — *রিগনাই বরক*

কাথা — *খেনতা*

অলঙ্কার — *গয়না*

চুরি — *মাথিয়া*

আংটি — *য়াসিথাম*

স্বর্ণ — *রাংচাক*

তোষক — *তুসুক*

বালিশ — *কবং*

বালিশের খোল — *কবং উা*

বালিশের উষার — *কবংগিলাপ*

মশারী — গীনদা

চাদর — *দুলাই*

(দ) *তাল-সাল আকরগ* (চন্দ্র-সূর্য ইত্যাদি) [Sun, Moon etc.]

সূর্য — *সাল*

চন্দ্র — *তাল*

বিশ্ব — *হায়ুঙ*

ভূগোল — *হাতিং*

বৃষ্টি — *উাতোয়*

কুয়াশা — *সিয়ারি*

তারা — *আথুকিরি*
শুকতারা — *আইতরমা*
আকাশ — নখা
আমাবস্যা — *তালথাঁয়*
পুর্ণিমা — *তালপুনা*
ভূমিকম্প — *বাংলা*
মেঘ — *চুমুই*
বিদ্যুৎ-ঝলক — *নখা ফিলিক*
শিশির — *পামতাঁয়*
বজ্রধ্বনি — *ফিরাং কগমা*
মেঘ গর্জন — *নখা-গুরুমমা*
বাতাস — *নবাব/বয়ার*
শিলা — *হলং*
পরিবেশ — তঙখর
চন্দ্রগ্রহণ — *তাল মনক*
সূর্যগ্রহণ — *সালমনক*

(ধ) *হাচাঁক-হাতাই-তাঁয়মা-তাঁয়সা* (পাহাড়-পর্বত-নদ-নদী) [Hills, Ranges, Rivers etc.]

পাহাড় — *হাচাঁক*
পর্বত — *হাচাঁক*
নদী — *তাঁয়মা*
নদীর তীর — *তাঁয় রুকুং*
হ্রদ — *তাঁয়খর*
সমতল ভূমি — *হামিলিক*
শুস্কপ্রায় ছড়া — *তাঁয়খেরেং*
সমুদ্র — *তাঁয়বুং*
জলের ফুট — *তাঁয়মুক*
নদীর উৎস — *তাঁয়খরক*
জলের পাক — *তাঁয় অমতাই*
মাটি — *হা*
ছোট নদী — *তাঁয়সা*
জল প্রপাত — *দণ্ডগর*
গুহা — *হাকর কতর*
সমতল টিলা — *হারেপ*
গর্ত — *হাকর*
টিলা — *হাপুঙ*
ছোট টিলা — *হাতাই*
ঘন বন — *বলং কুবুং*
জলস্ফীতি — *তাঁয় দু*
উপত্যকা — *হারুং কতর*

(ন) *বেমার* (রোগ) [Diseases]

রোগ — *বেমার*
জ্বর — *কুলুম*
আমাশয় — *খেনচ'*
সর্দি — *কংরাই*
কাশি — *কুচুগমা*
অসুস্থ — *সাক হাময়া*
ব্যথা-বেদনা — *সাকরিয়র/রুঙাই*
বমি — *কাঁবাতাঁয়*
দাঁদ — *খাইচুঙাক*
তিল — *সবাই ককসা*

চুলকানি — *মতক*
ফুলে উঠা — *রবম*
ক্ষত — *কৌসা*
কুষ্ঠ — *বিয়াদি*
মল — *খি*
ঔষদ — *বিথি*
ফুট — *বথরাই*
ধবলা শ্বেতী — *মিসিকা*
বসন্ত — *জৌংগীলা*
দুর্বলতা — *সাক হই হই*
ফোঁড়া — *কৌলা, কেতলা*

টনসিল — *সাইবম*
খোসকি — *খাপুই*
সর্দি-কাশি — *কংরাই হুলক*
পাঁচড়া — *বিসিমতক*
পেট কামরানি — *বহক কিয়র*
পুঁজ — *কৌপতৗয়*
মোচর — *মথরজাক*
ফুসকুড়ি — *থুপু*
অম্লউদগার — *কৌখৗয় দেগরে*
উলাউটা — *মরকি*
মাথা ঘোরা — *বখরক মিহিম*

(প) *বুমুল* (বর্ণ) [Colour]

বর্ণ — *বুমুল*
লাল — *কৌচাক*
নীল — *খৗরংজি/ সমলুলুক*
সাদা — *কুফুর*
কালো — *কসম*
হলুদ — *করম*
চিকচিকে কালো — *সমসাসা*

সিদুর বর্ণ — *চাকতুরু*
ইষৎ লাল — *চাক র-র*
ইষৎ হলুদ — *করম লুলুক*
ছাইবর্ণ — *থাপলা হাই*
সবুজ — *কৌখরাং*
আকাশী — *সমচুমুই*
ধবধবে সাদা — *ফুদুদু*

(ফ) *জরা তেই বিসি* (সময় ও বৎসর) [Time & Years etc.]

দিন— *সাল*
সারাদিন— *সাপুঙ*
দিন-রাত— *হপুঙ-সাপুঙ*
আজ — *তিনি*
গতকাল— *মিয়া*
আগামী কাল— *খৗনা*
আগামী পরশু— *সনি*

গভীর রাত্র— *হর কুথুক*
সারা রাত— হপুঙ
সারাদিন— *সাপুঙ*
এখন — *তাবুক*
তখন— *আফুরু*
আগে— *আগি/ সৗকাংগ*
পরে— *উল'*

গত পরশু— উসীকাং

সকাল— ফুঙ/ফুউই

বিকাল— সারিক

রাত্র— হর

সন্ধ্যা— সানজা

দুপুর— দিবর

ভোর কাল— আইচুক

উষা কাল— আইসিবিসিরি

মাস— তাল

বছর— বিসি

আগামী বৎসর— খালি

গত বৎসর— সেমা

কখন— বৌফুরু

কিছুক্ষণ— সৗরাপসা

কিছুক্ষণ পূর্বে— তাইসিংগ

সর্বদা— জতফুরু

সপ্তাহ— হাতি/হাপতা

এক সপ্তাহ— হাতি বারসা/হাপতাসা

হঠাৎ— আচমসা/আতুমসা

মধ্যরাত্রি— হরদিবর

সময়ে সময়ে— জরা জনাঅ

মাঝে মধ্যে— উইসা উইসু

বর্তমান বৎসর— তাকলাই

পক্ষকাল— তালখাকসা

(ব) *কাহাম-হামরা* (গুণাবলী) [Adjectives]

ভাল— কাহাম

খারাপ— হামরা

আকারে বড়— কতর

বয়সে বড়— অকরা

কোমল— কৗসাপ

দীর্ঘ— কলক

খাটো— বারা

গোলাকার— কিতিং

চেপ্টা— কেফের

সুখ— তঙথগ

দুঃখ— দুখু

উচ্চ— কুচুক

নীচু— হাচে

নীচে— তলাঅ/খামাঅ

ঘন— কুবুং

নতুন— কৗতাল

পুরাতন— কৗচাম

শক্ত— কৗরাক

উজ্জল— কৗচাং

মোটা— কফুং

পাতলা— হেলেং

ভারী— হিলিক

পুরু— রৗজা

আনন্দ— তঙথক

ধনী— গৗনাঙ

গরীব— কৗরাই বরক

দুঃস্থ— কৗরাইজা

ফকির— বিগরা

সস্তা— কৗলায়

দামী— মরক

দুর্বল — *কেবেল*
আঠালো — *সিনিল*
তরল — *কসল*
চওড়া — *কৗউার*
কঠিন — *কৗরাক*
শুকনা — *কৗরান*
তাড়াতাড়ি — *দাকাতি দদর'*
আদ্র — *সিবুক*
দ্রুত — *দাকতি*
ভিজা — *কিসি*
ঠান্ডা — *কৗচাং*
খসখসে — *পাথরা*
গরম — *কুতুং*
ছোট — *চিকন*
সবল — *ফানগৗনাঙ*
ছোট্ট — *চিকনতে*
পবিত্র — *কৗথার*
মসৃন — *মিলিক*
অলস — *সেলের*
মিশ্রণ — *সাপুলজাক*
মচমচে ভঙ্গুর — *সেরেম*
বিবিধ — *দালবিদাল*
ইষৎগরম — *তুংলুলু*
ইষৎ লাল — চাকর'র'

(ভ) *সামুঙ খৗলায়মা* (পেশা) [Occupation]

লেখক — *সৗয়নাই*
প্রেরক— *রৗনাই/য়াফারনাই*
প্রকাশক — *কারিনাই*
প্রাপক— *য়াচাগনাই*
চিকিৎসক — *সাকনায়নাই*
প্রতিনিধি— *আদঙ*
কুমার — *হানি মানৗই সৗনামনাই*
খাজাঞ্চী — *রাঙফাঙ*
গায়ক — *রৗচাবনাই*
গাড়িচালক — *গাড়ি চালগনাই*
স্বর্ণকার — *রাঙচাকনি কাম খাইনাই*
দারোয়ান — *দগা মৗরৗগনাই*
ধোপা — *রি সুনাই*
কামার — *সরনি মানৗই সৗনামনাই*
চাষী — *আল চুউইনাই/খেতি খৗলায়নাই*
জেলে — *আ-রমনাই*
নাপিত — *খৗনাই রানাই*
মাঝি — *রৗং চগনাই*
পাচক — *মায় সঙনাই*
শিক্ষক — *ফৗরৗঙনাই*
পুস্তক বিক্রেতা — *পুথি ফালনাই*
ব্যবসায়ী — *বেপারি*
পুরোহিত — *অচাই*
সম্পাদক — *তাঙফাঙ/কমথিঙনাই*
গোয়ালা — *দুদ ফালনাই*
বাহক — *তৗইনাই*
কর্তৃপক্ষ — *তাঙসঙ*
সভাপতি — *আচুগফাঙ*

➔ (ম) *ফায়সিং* (দিকসমূহ) [Directions]

পূর্ব — *পুব*
পশ্চিম — *পসিম*
উত্তর — *উতুর*
দক্ষিণ — *দখিন*
বামদিক — *দেবরা ফায়সিং*
এদিক — *য়াং*
উর্ধ্ব — সাকা
নিম্ন — *তলা/খামা*
সামনের দিক — *বীসকাং*
পিছনের দিক — *উকলক*
ডানদিক — *য়াগরা ফায়সিং*
সেদিক — *আঁয়াং*

➔ (য) *সাল স্নিনি বুমুঙ* (সাত বারের নাম) [সপ্তাহ -Week]

রবিবার — *ককতি সাল*
সোমবার — *তাংসাল*
মঙ্গলবার — *কীরাক সাল*
বুধবার — *সীরাং সাল*
বৃহস্পতিবার — *সাঙগ্রং সাল*
শুক্রবার — *ফা সাল*
শনিবার — *চা সাল*

➔ (র) *মল* (ঋতু) [Seasons]

গ্রীষ্মকাল — *তাঙবিলি জরা*
বর্ষাকাল — *উাতীয় মল*
শরৎকাল — *অসানি জরা*
শীতকাল — *মাইসিং জরা*
হেমন্ত কাল — *হেমনত'*
বসন্ত কাল — *সাচীলাং জরা*

➔ (ল) *দালবিদাল* (বিবিধ)

বিজ্ঞান — *সইসিমা/ সইসিকীরীঙ*
সাহিত্য — *ককরীবাই*
ভূগোল — *হাতিং*
অভিধান — *ককবথপ*
শিক্ষা — *রীং*
গদ্য — *ককবম*
ঝড়-তুফান — *নবার কুতর*
গুহা — *হাবুগুরুঙ*
চিরস্থায়ী — *তঙসুগনাই*
সর্বান্তকরনে — *খাবাই-খুগবাই*
বলপূর্বক — *ফানখে*
ইতিহাস — *লাইবুমা*
পদ্য — *ককলব*
দরখাস্ত — *আরজি*
ঘূর্ণিঝড় — *বাঙকুনদিরি*
সমতল টিলা ভূমি — *হারেপ*

তৃতীয় অধ্যায়

বীখাক উলথাম

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

➤ *ককবীতাং* (বাক্য) **[Sentence]** ঃ

দুইটি বা তার অধিক *ককথাই* যখন পাশাপাশি বসিয়া মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে তখন তাহাকে ***ককবীতাং*** বা বাক্য বলা হয়। যথা—

ক) আমি অমল — *আঙ অমল*

খ) বৃষ্টি পড়িতেছে -- *ওঁতোয় ওঁইতঙগ।*

উপরের বাক্য বা *ককবীতাং* দুইটি লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই *ককথাই*-গুলি পাশাপাশি বসিয়া মনের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিয়াছে। তাই এইগুলি *ককবীতাং* বা বাক্য।

স্মরণীয়, ককবরক বাক্যে প্রথমে *তাঙফাঙ* (কর্তা) তাহার পর *তাঙজাগনাই* (কর্ম) এবং সবশেষে *মীথাক খীলায়* (সমাপিকা ক্রিয়া) বসে। সূত্রাকারে লেখা যায় —

তাঙফাঙ	+ *তাঙজাগনাই* +	.................+	*মীথাক খীলায়*
(কর্তা)	(কর্ম)		(সমাপিকা ক্রিয়া)

আরও সংক্ষেপে বলা যায় যে, ককবরক বাক্য *তাঙফাঙ* দিয়া শুরু হয় এবং *মীথাক খীলায়* (সমাপিকা ক্রিয়া) দিয়া শেষ হয়।

➤ ***তাঙফাঙ তেই তাঙজাগনাই*** (কর্তা ও কর্ম) **[Subject & Object]**

কোন বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদনকারীকে বলা হয় ***তাঙফাঙ*** (কর্তা) যেমন— *যতীন্দ্র থুংগ* (যতীন্দ্র খেলে)। এই বাক্যে 'থুং (খেলা)' ক্রিয়াটি সম্পাদন করিতেছে 'যতীন্দ্র', সুতরাং 'যতীন্দ্র' হইল এই বাক্যের *তাঙফাঙ*।

আর *তাঙফাঙ* যাহাকে নির্ভর করিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে বলা হয় *তাঙজাগনাই* (কর্ম)। যেমন— *আঙ ককলাই সীয়'* (আমি চিঠি লিখি)। এই বাক্যে *তাঙফাঙ* হইল *'আঙ'* এবং *ককলাই*-এর উপর নির্ভর করিয়া *'সীয়'* ক্রিয়াটি সম্পাদিত হইতেছে। সুতরাং এইখানে *তাঙজাগনাই* হইল *'ককলাই'*।

পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, *তাঙজাগনাই* সর্বদাই *তাঙফাঙ*-এর পরে এবং *মীথাক খীলায়*-এর পূর্বে বসিয়া থাকে। বিষয়টি আরও সুষ্টভাবে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটি ছকের ব্যবহার করা হইল ঃ

ককবীতাং (বাক্য)	*তাঙফাঙ (কর্তা)*	*তাঙজাগনাই (কর্ম)*	*খীলায় (ক্রিয়া)*
ক) বিবাস বল থুংগ	*বিবাস*	*বল*	*থুংগ*
খ) তরুবালা ককলাই সীয়'	*তরুবালা*	*ককলাই*	*সীয়'*
গ) খেলাংতি বই পরিঅ	*খেলাংতি*	*বই*	*পরিঅ*
ঘ) চন্দ্রবালা মায় চাঅ	*চন্দ্রবালা*	*মায়*	*চাঅ*
ঙ) ধীরেন্দ্র খবর পরিখা	*ধীরেন্দ্র*	*খবর*	*পরিখা*

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

ককবীতাংনি দালবেরেম (বাক্যের শ্রেণীবিভাগ)

[Classification of Sentence]

ককবরক ভাষায় ব্যবহৃত *ককবীতাং*-গুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

- ১) ***ককবীতাং কসঙ*** (সরল বাক্য)
- ২) ***ককবীতাং কুতুক*** (জটিল বাক্য)
- ৩) ***ককবীতাং মানজু*** (যৌগিক বাক্য)

নিম্নে এই সকল ককবীতাং সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) *ককবীতাং কসঙ* (সরল বাক্য) [Simple Sentence] :

যে-*ককবীতাং*-এ একটি মাত্র *'তাঙফাঙ'* এবং একটি মাত্র *'মীথাক খীলায়'* থাকে, তাহাকে ***ককবীতাং কসঙ*** বলে। যেমন—

ক) তরুবালা মায় চাঅ।

খ) কিশোরসঙ বল থুংলাইঅ।

গ) চীঙ খবর পরিঅ।

ঘ) বরগ তীইতুন সীয়লাইঅ।

ঙ) নরগ কক সালাইঅ।

(২) *ককবীতাং কতুক* (জটিল বাক্য) [Complex Sentence] :

যে-*ককবীতাং*-এ একটি *ককবীতাং-ফাঙ* বা প্রধান খন্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক *ককবীতাং য়াকচু* বা অপ্রধান খন্ডবাক্য থাকে সেই *ককবীতাং*-কে ***ককবীতাং কতুক*** বা জটিল বাক্য বলা হয়। যেমন—

ক) অর' আচুগনাইন আঙ সিনিঅ।

খ) কীপ্লাই আীংনাই দল চিনি রাইজ'নি বদল।

গ) জে বরকরগ অর' ফায়কা বরগ চিনি জাইতি।

ঙ) পরিনাই চিনি পারানি বরক।

নীচে একটি ছকের সাহায্যে প্রতিটি *ককবীতাং-এর ককবীতাং ফাও* এবং *ককবীতাং য়াকচু* পৃথক পৃথকভাবে প্রদত্ত হইল।

ককবীতাং ফাঙ	*ককবীতাং য়াকচু*
ক) অর' আচুগনাইন	*ক) আঙ সিনিঅ*
খ) কীপ্লাই আঁংনাই দল	*খ) চিনি রাইজ'নি বদল*
গ) জে বরকরগ অর' ফায়কা	*গ) বরক চিনি জাইতি*
ঘ) ম পুথি সাঁয়নাই	*ঘ) আনি কাকা*
ঙ) পরিনাই	*ঙ) চিনি পারানি বরক*

➤ (৩) *ককবীতাং মানজু* (যৌগিক বাক্য) [Compound Sentence] :

যখন দুইটি বা তাহার অধিক *ককবীতাং* কোন *মানজুনাই* (সংযোজক অব্যয়) দ্বারা যুক্ত হইয়া একটি *ককবীতাং*-এ পরিণত হয় তখন তাহাকে ***ককবীতাং মানজু*** বা যৌগিক বাক্য বলা হয়। যেমন—

*ক) কল্পনা মায় চাইতওগ **তেই** খেলাংতি পড়িতওগ।*

*খ) আঙ বন' সিনিঅ **ফিয়া** ব আন সিনিয়া।*

*গ) অমল **বায়** অসীম তিনি ফায়কা।*

*ঘ) আকাশ অঙখরখা **তেই** ব হাবখা।*

*ঙ) বিনি মুঙ তরুণ **তাই** আনি মুঙ তপন।*

উপরে প্রতিটি *ককবীতাং মানজু* যে-দুইটি *ককবীতাং* দ্বারা গঠিত হইয়াছে এবং যে *মানজুনাই* দ্বারা যুক্ত হইয়াছে সেগুলিকে একটি ছকের সাহায্যে প্রদত্ত হইল।

ককবীতাং	*মানজুনাই*	*ককবীতাং*
ক) কল্পনা মায় চাই তওগ	*তেই*	*খেলাই পরিতওগ*
খ) আঙ বন সিনিঅ	*ফিয়া*	*ব আন সিনিয়া*
গ) অমল তিনি ফায়কা	*বায়*	*অসীম তিনি ফায়কা*
ঘ) আকাশ অঙখরখা	*তেই*	*ব হাবখা*
ঙ) বিনি মুঙ তরুণ	*তাই*	*আনি মুঙ তপন*

বেদেক উলথাম (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

ককবীতাংনি বাগমুঙ (বাক্যের বিভাগ)

[Different Forms of Sentence]

ককবরক ভাষায় যে-সকল *ককবীতাং* ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাদের প্রধানতঃ দুইটি শ্রেণীবিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

- অ) *ইঁ ককবীতাং* (অস্ত্যর্থক বাক্য)
- আ) *ইঁহি ককবীতাং* (নঞর্থক বাক্য)

এই উভয় প্রকার *ককবীতাং* আবার অর্থ অনুসারে পাঁচটি বিভাগে বিভক্ত। যথা—

- ১) *সাকীলাইমুঙ ককবীতাং* (বিবৃতিসূচক বাক্য)
- *২) সীংমুঙ ককবীতাং* (প্রশ্নসূচক বাক্য)
- ৩) *দাগিমুঙ ককবীতাং* (নির্দেশসূচক বাক্য)
- ৪) *সুরিমুঙ এবা মুচুঙমুঙ ককবীতাং* (প্রার্থনা বা ইচ্ছাসূচক বাক্য)
- ৫) *কীমাওমুঙ ককবীতাং* (বিস্ময়সূচক বাক্য)

নিম্নে উহাদের সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা কবা হইল।

(১) *সাকীলাইমুঙ ককবীতাং* (বিবৃতিসূচক বাক্য) [Assertive Sentence] :

যে-*ককবীতাং* দ্বারা কোন কিছুর উল্লেখ করা হয় বা বিবৃতি প্রকাশ করা হয় তাহাকে বলা হয় *সাকীলাইমুঙ ককবীতাং* বা বিবৃতিসূচক বাক্য। যেমন—

ক) চীঙ মায় চাঅ (আমরা ভাত খাই) *[ইঁ ককবীতাং]*

খ) চীঙ মায় চায়া (আমরা ভাত খাইনা) *[ইঁহি ককবীতাং]*

(২) *সীংমুঙ ককবীতাং* (প্রশ্নসূচক বাক্য) [Interrogative Sentence] :

যে-*ককবীতাং* দ্বারা কোন প্রকার প্রশ্ন করা হয় তাহাকে বলা হয় *সীংমুঙ ককবীতাং* বা প্রশ্নসূচক বাক্য। যেমন—

ক) নিনি মুঙ তাম' (তোমার নাম কি)? *[ইঁ ককবৗতাং]*

খ) ব থাংয়াদে (সে কি যায় না)? *[ইঁহি ককবৗতাং]*

➤ (৩) ***দাগিমুঙ ককবৗতাং*** **(নির্দেশসূচক বাক্য) [Imperative Sentence]:**

যে-ককবৗতাং দ্বারা আদেশ, উপদেশ, নির্দেশ, নিষেধ বা অনুরোধ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাহাকে ***দাগিমুঙ ককবৗতাং*** বা নির্দেশসূচক বাক্য বলা হয়। যেমন—

ক) তাবুক নগ' থাংদি (এখন বাড়ি যাও) *[ইঁ ককবৗতাং]*

খ) কক তাতাল তা সাদি (মিথ্যা কথা বলিও না) *[ইঁহি ককবৗতাং]*

➤ (৪) ***সুরিমুঙ এবা মুচুঙমুঙ ককবৗতাং*** **(প্রার্থনা বা ইচ্ছাসূচক বাক্য) [Optative Sentence] :**

যে-ককবৗতাং দ্বারা বক্তার মনের ইচ্ছা বা প্রার্থনা প্রকাশ করা হয় তাহাকে *সুরিমুঙ এবা* ***মুচুঙমুঙ ককবৗতাং*** বা ইচ্ছাসূচক বাক্য বলা হয়। যেমন—

ক) বগীবান নিনি কাহাম খৗলায়থুন (ভগবান আপনার মঙ্গল করুন)।

[ইঁ ককবৗতাং]

খ) ব তা ফায় থুন (সে যেন না আসে)। *[ইঁহি ককবৗতাং]*

➤ *(৫)* ***কৗমাঙমুঙ ককবৗতাং*** **(বিস্ময়সূচক বাক্য) [Exclamatory Sentence] :**

যে-ককবৗতাং দ্বারা আনন্দ, দুঃখ, ঘৃনা, ভয়, লজ্জা, উৎসাহ ইত্যাদি প্রকাশ পায় তাহাকে ***কৗমাঙমুঙ ককবৗতাং*** বা বিস্ময় সূচক বাক্য বলা হয়। যেমন—

ক) এ রাদ'! ম তৗমা অৗংখা সা (হে রাম! বিষয়টা কি হইয়াছে)। *[ইঁ ককবৗতাং]*

খ) চি ! নৗমৗখাং তেই তা ফৗনুগদি (ছি! তোমার মুখটা আর দেখাইও না)

[ইঁহি ককবৗতাং]

চতুর্থ অধ্যায়

বীখাক উলবীরীয়

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

ককবাক (পদ)

[Parts of Speech]

বাংলা ভাষায় যেমন বাক্যে ব্যবহৃত শব্দকে পদ বলা হয় তেমনি ককবরকেও *ককবীতাং-এ* ব্যবহৃত *ককথাই*-গুলিকে ***ককবাক*** বলে।

বাংলার ন্যায় ককবরকেও *ককবাক*-কে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। যথা—

- (ক) ***মুঙরীক ককথাই*** (বিশেষ্য পদ)
- (খ) ***মুঙসীলাই ককথাই*** (সর্বনাম পদ)
- (গ) ***খীলায় ককথাই*** (ক্রিয়া পদ)
- (ঘ) ***গরন ককথাই*** (বিশেষণ পদ)
- (ঙ) ***হালকবনাই*** (অব্যয় পদ)

পরবর্তীকালে এইগুলি সম্পর্কে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

➔ *মুঙরীক ককথাই* (বিশেষ্য পদ) [Noun]

যে-*ককথাই* দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু, জাতি, কাল, স্থান, বার, মাস, পর্ব দিন, দোষ, গুণ, অবস্থা, সমষ্টি, ক্রিয়া বা কোন ভাষার নাম বুঝায় তাহাকে ***মুঙরীক ককথাই*** বা *বুমুং ককথাই* বা বিশেষ্য পদ বলা হয়।

মুঙরীকনি দালবেরেম (বিশেষ্যের প্রকারভেদ)

[Classification of Noun]

মুঙরীক বা বুমুঙ আবার নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত। যথা—

- ***বরকনি বুমুঙ*** (মনুষ্যবাচক বিশেষ্য)
- ***মানীইনি বুমুঙ*** (বস্তুবাচক বিশেষ্য)
- ***জাগানি বুমুঙ*** (স্থানবাচক বিশেষ্য)
- ***হামাগীনাঙ বুমুঙ*** (প্রাণীবাচক বিশেষ্য)
- ***বুফাঙ উাফাঙনি বুমুঙ*** (গাছপালা বাচক বিশেষ্য)
- ***দফানি বুমুঙ*** (জাতিবাচক বিশেষ্য) ইত্যাদি।

নিম্নে এই সকল বুমুঙ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

➨ *বরকনি বুমুঙ* (মনুষ্যবাচক বিশেষ্য) ঃ

যে-সকল *বুমুঙ* দ্বারা মানুষের নাম নির্দেশ করে তাহাকে ***বরকনি বুমুঙ*** বা মনুষ্যবাচক বিশেষ্য বলা হয়। যেমন— *করমতি, নায়থকতি, কসমতি, নগীরাই, তখিরায়, খেলাংতি* ইত্যাদি।

➨ *মানীইনি বুমুঙ* (বস্তুবাচক বিশেষ্য) ঃ

যে-সকল *বুমুঙ* দ্বারা কোন এক শ্রেণীর বস্তুর সমস্তটাকে একই সঙ্গে বুঝাইয়া থাকে তাহাদের বলা হয় ***মানীইনি বুমুঙ*** বা বস্তু বাচক বিশেষ্য। যেমন— *মায়রুম* (চাউল, *রমফে* (চিড়া), *তৌয়* (জল), দুধ, *রাঙচাক* (স্বর্ণ), *রুফাই* (রূপা) ইত্যাদি।

➨ *জাগানি বুমুঙ* (স্থানবাচক বিশেষ্য) ঃ

উাকসিমালীঙ, তৌয় উানদাল, মুইচিংবারি, সেংকারিবারি, নলংবারি, উদয়পুর, আগরতলা, খোয়াই, আমপুরা ইত্যাদি।

➨ *হামাগীনাঙনি বুমুঙ* (প্রাণীবাচক বিশেষ্য) ঃ

মায়ুঙ (হাতী), *মীসা* (বাঘ), *মুফুক* (গোসাপ), *পুন* (ছাগল), *মুসুক* (গরু), *আমিঙ* (বিড়াল), *মীসীই* (হরিণ), *করাই* (ঘোড়া), *উাক* (শূকর), *গঙ* (ভল্লুক), ইত্যাদি।

➨ *বুফাঙ-উাফাঙনি বুমুঙ* (গাছপালা বাচক বিশেষ্য) ঃ

বরচুক (শিমুল), *উামিলিক* (রুফইবাঁশ), *কুসুমায়* (লটকন), *মানদার* (এক প্রকার

কাঁটাযুক্ত গাছ), *বুরিফাঙ* (বটগাছ), ইত্যাদি।

➤ ***চংদালসানি বুমুঙ* (শ্রেণীবাচক বিশেষ্য) ঃ**

পুথি (বই), খাতা, *বরক* (মানুষ), *খীনাই* (চুল), *মকল* (চোখ), *থা* (আলু), *বুকুর* (চর্ম) ইত্যাদি।

➤ ***গরননি বুমঙ* (গুণবাচক বিশেষ্য) ঃ**

হাময়া (খারাপ), *কেবেল* (দুর্বল), *কীথার* (পবিত্র), *কাহাম* (ভাল), *কীলায়* (সহজ), *কসল* (তরল), *কীরাক* (শক্ত), ইত্যাদি।

➤ ***বদলনি বুমুঙ* (সমষ্টিবাচক বিশেষ্য) ঃ**

কীলাস (ক্লাস), সেনাবাহিনী, *কোম্পানী, কীলাব* (সংঘ), অ্যাসোসিয়েশন, *মুথ* (সংস্থা), *বদল* (দল), সমবায়, *কমিতি* (কমিটি), ইত্যাদি।

➤ ***খীলায় খুমুঙ* (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য) ঃ**

চামা (খাওয়া), *নীঙমা* (পান করা), *নাইমা* (দেখা), *মীনীয়মা* (হাসি), *কাবমা* (কান্না), *তনথক* (আনন্দ) ইত্যাদি।

মুঙরীকন ককবীতাংগ থেপামুঙ

(বাক্যে বিশেষ্যের প্রয়োগ)

➤ **(১) *মুঙরীকনি বুমুঙ* (নামবাচক বিশেষ্য) [Proper Noun] :**

ক) বিমল আপেল খায় — *বিমল আপেল চাঅ।*

খ) করমতি বই পড়ে — *করমতি পুথি পরিঅ।*

গ) আমি আগরতলা যাইব — *আঙ আগরতলা থাংনাই*

ঘ) হাওড়া ত্রিপুরার একটি নদী — *সাইদ্রা ত্রিপুরানি তীয়মা কাইসা।*

ঙ) রামচরণবাবু সকালে স্নান করেন — *রামচরণবাবু ফুঙগ তুকুঅ।*

➤ **(২) *মানীইনি বুমুঙ* (বস্তুবাচক বিশেষ্য) (Material Noun) :**

ক) ত্রিপুরার মানুষ ভাত খায় — *ত্রিপুরানি বরক মায় চাঅ।*

খ) খোয়াই নদীর **জল** ঠাণ্ডা — *খোয়াই তৌয়মানি **তৌয়** কৌচাং।*

গ) রামকুমার **গুঁড়** বিক্রি করে — *রামকুমার **কৌতৗই** ফাল'।*

ঘ) প্রদীপ **মদ** পান করে — *প্রদীপ **চুউাক** নৌঙগ।*

ঙ) সে **স্বর্ণালঙ্কার** তৈরী করে — *ব রাংচাকনি গয়না সৌনাম'।*

➔ (৩) *চংদালসানি বুমুঙ* (শ্রেণীবাচক বিশেষ্য) **[Common Noun] :**

ক) **কুকুর** ভাত খায় — ***সৌই** মায় চাঅ।*

খ) **বিড়াল** মাছ খায় — ***আমিঙ** আ চাঅ।*

গ) **পাখী** আকাশে উড়ে — ***তকসা** নাখা সাকা বির'।*

ঘ) **তোতাপাখি** কথা বলে — ***তপসি** কক সাঅ।*

ঙ) **গরু** গৃহপালিত পশু — ***মুসুক** নগ' রিজাগনাই মালমাতা।*

➔ (৪) *গরননি বুমুঙ* (গুণবাচক বিশেষ্য) **[Abstract Noun] :**

ক) নীরমহলের **সৌন্দর্য** দেখিতে ইচ্ছা হয় — *নীরমহলনি **নায়থকমুঙ** নায়না মুচুঙগ।*

খ) মনের **পবিত্রতা** রক্ষা করা উচিত — *বৗখানি **কৗথার তঙমুঙ** মৗথাঙ নারৗগথাই কৗলাইঅ।*

গ) তিনি **ক্রোধহীন** ব্যক্তি — *ব **থামচি** কৌরৗই বরক।*

ঘ) ***বিশুদ্ধ*** জল পান করা উচিৎ — *তৌয় **কৌকৗরৗক** নৗংথাই কৗলাইঅ।*

➔ (৫) *বদলনি বুমুঙ* (সমষ্টিবাচক বিশেষ্য) **[Collective Noun] :**

ক) **একদল ছাগল** ঘাস খায় — ***পুনদলসা** আদা চালাইঅ।*

খ) আমি তৃতীয় **শ্রেণীর** ছাত্র — *আঙ **কৌলাস** থ্রিনি পরিনাই।*

গ) আমাদের **ক্লাবের** নাম 'থানসা' — *চিনি **কৌলাবনি** মুঙ 'থানসা'।*

ঘ) তিনি **সমবায়ের** একজন সদস্য — *ব **সমবায়নি** আদঙ খরকসা।*

ঙ) তিনি অঞ্চল **কমিটির** সম্পাদক — *ব আমচাই **কমিতিনি** তাঙফাঙ।*

➔ (৬) *খৗলায় বুমুঙ* (ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য) **[Verbal Noun] :**

ক) তার কোন **কান্না** নেই — *বিনি মুঙসা **কাবমুঙ** কৗরৗই।*

খ) টিংকুর **হাসি** খুব সুন্দর — *টিংকুনি **মৗনৗয়মা** নায়থগ'।*

গ) চন্দার কোন **ভয়** নেই — *চন্দানি মুঙসা **কিরিমা** কৗরৗই*

ঘ) লতার **গান** শ্রুতিমধুর — *লতানি **রৗচাবমুঙ** খৗনাথগ'।*

ঙ) তাদের **নৃত্য** খুবই সুন্দর — *বঙনি **মৗসামুঙ** নায়থগ'।*

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

➛ *মুঙসৗলাই* (সর্বনাম) **(Pronoun) :**

বুমুঙ এর পরিবর্তে যে *ককথাই* ব্যবহৃত হয় তাহাদের বলা হয় *মুঙসৗলাই* বা সর্বনাম। যেমন - *আঙ* (আমি), *নৗঙ* (তুমি বা আপনি), *ব* (সে বা তিনি), *ম* (এটি), *উম* (ঐটি) ইত্যাদি।

➛ *দালবেরেম* (প্রকারভেদ) **(Classification) :**

অর্থ অনুযায়ী *মুঙসৗলাই* আবার ছয়টি বিভাগে বিভক্ত। যথা -

➤ ***(১) খরক মুঙসৗলাই*** (ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

➤ ***(২) থৗগৗই মুঙসৗলাই*** (নির্দেশবাচক সর্বনাম)

➤ ***(৩) চংমুঙ কৗরৗই মুঙসৗলাই*** (অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম)

➤ ***(৪) সৗংমারি মুঙসৗলাই*** (প্রশ্নসূচক সর্বনাম)

➤ ***(৫) বাইথাঙমারি মুঙসৗলাই*** (আত্মবাচক সর্বনাম)

➤ ***(৬) নাইথেপাই মুঙসৗলাই*** (নাই-যুক্ত সর্বনাম)

নিম্নে এই সকল *মুঙসৗলাই* সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইল।

➛ *(১)* ***খরক মুঙসৗলাই*** (ব্যক্তিবাচক সর্বনাম) **(Personal Pronoun) :**

যে-সকল *মুঙসৗলাই* ব্যক্তির নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় তাহাদের ***খরক মুঙসৗলাই*** বলা হয়। যেমন — *আঙ* (আমি), *নৗঙ* (তুমি বা আপনি), *ব* (সে বা তিনি), *চৗঙ* (আমরা) *বরগ* (তাহারা) *নরগ* (আপনারা বা তোমরা) ইত্যাদি।

ককবৗতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) তাহার বাবা নাই — *বিনি বাবু কৗরৗই।*

খ) আমি ভাত খাই — *আঙ মায় চাঅ।*

গ) সে ভাল লোক — *ব বরক কাহাম।*

ঘ) **আপনার** একটি বিড়াল আছে — ***নিনি*** *আমিঙ মাসা তঙগ।*

ঙ) **তিনি** ভীষণ খাঁটো — ***ব*** *বেলাই বারা।*

উপরে বাক্যগুলিতে উল্লেখিত *বিনি* (তাহার), *আঙ* (আমি), *ব* (সে), *নিনি* (আপনার), *ব* (তিনি) ইত্যাদি পদগুলি কোন না কোন ব্যক্তির নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই এই (মোটা অক্ষরে লিখিত) পদগুলি *খরক মুঙসৌলাই*।

➤ (২) *থাগাই মুঙসৌলাই* (নির্দেশবাচক সর্বনাম) (Demonstrative Pronoun) :

যে-সকল *মুঙসৌলাই* কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশ করে তাহাদের বলা হয় ***থাগাই মুঙসৌলাই***। যেমন— *ম* (এইটি), *আম* (ঐটি), *মরগ/ অমরগ* (এইগুলি), *আমরগ, উমরগ* (ঐগুলি) *ইক'* (এইতো), *উকলে* (ঐতো) ইত্যাদি।

<u>*ককবৗতাংগ থেপামুঙ* (বাক্যে ব্যবহার) ঃ</u>

ক) **এইটি** আমার বই — ***ম'*** *আনি পুথি।*

খ) **ঐটি** আমার কলম — ***আব'*** *আনি কলম।*

গ) **ঐ** জিনিসগুলি আপনাদের — ***উ*** *মানৗইরগ নরগনি।*

ঘ) **এইতো** তোমার বাবা — ***ইকলে*** *নৗফা।*

ঙ) **ঐতো** তাহার ঘোড়া — ***উক'*** *বিনি করাই।*

উপরে বাক্যগুলিতে *ম'* (এইটি), *আব'* (ঐটি), *উ* (ঐ), *ইকলে* (এইতো), *উক'* (ঐতো), ইত্যাদি *মুঙসৌলাই*-গুলি যথাক্রমে বই, কলম, জিনিসগুলি, বাবা এবং ঘোড়াকে নির্দেশ করিতেছে। তাই এই *মুঙসৌলাই*-গুলি হইল থাগাই *মুঙসৌলাই* বা নির্দেশবাচক সর্বনাম।

➤ (৩) *চংমুঙ কৗরৗই মুঙসৌলাই* (অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম) (Indefinite Pronoun) :

যে-সকল *মুঙসৌলাই* নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না এইরূপ ব্যক্তি বা বস্তুর নামের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়, তাহাদের বলা হয় ***চংমুঙ কৗরৗই মুঙসৌলাই*** বা অনিশ্চয়সূচক সর্বনাম। যেমন - *কেব'* (কেহ), *কিচা কিচা* (কিছু কিছু), *কেব' কেব'* (কেহ কেহ), *বাকসা বাকসা* (কেহ কেহ), *কুসতাম* (কিছু একটা), *মুঙসাসৗক* (কিছু পরিমাণ) ইত্যাদি।

<u>*ককবৗতাংগ থেপামুঙ* (বাক্যে ব্যবহার) ঃ</u>

ক) **কেহ কেহ** এই কাজ করিতে চায় — ***কেব কেব'*** *অঙসামুঙ তাঙনা নায়ু।*

খ) **কিছু** আনিতে হইলে আনো — ***কুসতাম*** *তুবুনাখে তুবদি।*

গ) এখানে **কেহ** আসে না — *অর'* ***কেব*** *ফায়া।*

(ঘ) আপনি **যাহা** পারেন করেন — *নীং **জে** মানসাক খীলায়দি।*

(ঙ) তুমি **কিছু একটা** কর — *নীঙ **মুঙসাসীক** খীলায়দি।*

উপরে বাক্যগুলিতে *'কেব কেব'* দ্বারা অনির্দিষ্ট ব্যক্তি, *'কুসতাম'* দ্বারা অনির্দিষ্ট বস্তু, *'জে'* দ্বারা অনিশ্চয় সূচক পরিমান এবং *'মুঙসাসীক'* দ্বারা অনির্দিষ্ট কার্য নির্দেশ করিতেছে। তাই এই *মুঙসীলাই*-গুলি ***চংমুঙ কীরীই মুঙসীলাই*** বা অনিশ্চয় সূচক সর্বনাম।

➔ *(৪) **সীংমারি মুঙসীলাই*** (প্রশ্নসূচক সর্বনাম) **[Interrogative Pronoun]** ঃ

যে-সকল *মুঙসীলাই* দ্বারা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় তাহাদের বলা হয় ***সীংমারি মুঙসীলাই***। যেমন— *সীবা/সাব'* (কে), *সীবান/ সাবন* (কাহাকে), *বম'* (কোনটি), *তীমা/ তাম'* (কি), ইত্যাদি।

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) এখন **কে** ভাত খাইয়াছে — *তাবুক **সীবা** মায় চাখা ?*

খ) সে **কাহাকে** জিজ্ঞাসা করিয়াছে — *ব **সীবান** সীংখা ?*

গ) **কোনটি** তোমার কলম — ***বম'** নিনি কলম?*

ঘ) তোমার নাম **কি** — *নিনি মুঙ **তীমা**?*

ঙ) আপনি **কখন** যাইবেন — *নীঙ **বুফুরু** থাংনাই?*

উপরে বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত *'সীবা', 'সীবান', 'বম', 'তীমা', এবং 'বুফুরু'* ইত্যাদি *মুঙসীলাই* দ্বারা প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে। তাই এই সকল (মোটা অক্ষরে লেখা) *মুঙসীলাই*-গুলি ***সীংমারি মুঙসীলাই*** বা প্রশ্নসূচক সর্বনাম।

➔ *(৫) **বাইথাঙমারি মুঙসীলাই*** (আত্মবাচক সর্বনাম) **[Reflixive Pronoun]** ঃ

যে-সকল *মুঙসীলাই* দ্বারা আমি স্বয়ং, তুমি স্বয়ং, সে স্বয়ং, আমরা স্বয়ং, তোমরা স্বয়ং, তাহারা স্বয়ং, ইহারা স্বয়ং বা ইহা স্বযং ইত্যাদির যে কোন একটিকে বুঝায় তখন তাহাকে ***বাইথাঙমারি মুঙসীলাই*** বা আত্মবাচক সর্বনাম বলা হয়। যেমন— *আঙসাক-ন* (আমি নিজেই), *ব বাইথাঙ-ন* (সে নিজেই), *নরগ বাইথাঙ* (তোমরা স্বয়ং), *বরগ বাইথাঙ* (তাহার স্বয়ং) ইত্যাদি।

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) **আমি নিজে নিজেই** পড়িতে পারি — ***আঙ সাক সাক-ন** পরি মান'।*

খ) **আমরা স্বয়ংই** যাইব — ***চীঙ বাইথাঙ-ন** থানাই।*

গ) **তিনি নিজেই** আসিতে পারেন — ***ব বাইথাঙ-ন ফায়মান'।***

ঘ) **তাহারা স্বয়ং** প্রত্যক্ষ করিয়াছে — ***বরগ বাইথাঙ** মকল বায় নায়খা।*

ঙ) **আপনাকে স্বয়ং** আসিতে হইবে — ***নীঙ বাইথাঙ** মা ফায়নাই।*

উপরে বাক্যগুলিতে মোটা অক্ষরে লিখিত *মুঙসৌলাই*-গুলি প্রতি ক্ষেত্রেই স্বয়ং অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাই এই *মুঙসৌলাই*-গুলি *বাইথাঙমারি মুঙসৌলাই* বা আত্মবাচক সর্বনাম।

➤ *(৬)* ***নাইথেপাই মুঙসৌলাই*** **(নাই-যুক্ত সর্বনাম) ঃ**

ককবরকে *ককচৌলায়* (ধাতু)-এর সহিত *'নাই'* প্রত্যয় যুক্ত হইয়া *মুঙসৌলাই* গঠন করে এবং ঐ *মুঙসৌলাই* ধাতু দ্বারা গঠিত ক্রিয়া সম্পাদনকারীকে বুঝাইয়া থাকে। এই ধরণের *মুঙসৌলাই*-কে নাই-যুক্ত সর্বনাম বা ***নাইথেপাই মুঙসৌলাই*** বলা হয়। যেমন— *চানাই, রৌনাই, ফায়নাই, থাংনাই* ইত্যাদি।

ককবৌতাংগ থেপামুঙ **(বাক্যে ব্যবহার) ঃ**

ক) এখানকার **আগন্তুক** কে— *অর' **ফায়নাই** সৌবা?*

খ) **ক্রিয়া সম্পাদনকারীকে** বল — ***সামুঙ তাঙনাইন** সাদি।*

গ) **পথিককে** ডাক — ***লামা হিমনাইন** রিঙদি।*

ঘ) **প্রত্যক্ষকারীগণকে** আসিতে বল — ***নায়নাইরগন** ফায়নানি সাদি।*

ঙ) **যিনি যাইতেছেন** তাকে জিজ্ঞাসা কর — ***থাংনাইন** সৌংদি।*

উপরে বাক্যগুলিতে মোটা অক্ষরে লিখিত *মুঙসৌলাই*-গুলি প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোন না কোন ক্রিয়া সম্পাদনকারীকে বুঝাইতেছে। তাই এইগুলি *নাইথেপাই মুঙসৌলাই।*

বেদেক উলথাম (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

গরন ককথাই (বিশেষণ পদ)

[Adjective]

যে-সকল *ককথাই* দ্বারা অপর *ককথাই*-এর দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বুঝায়, তাহাদের বলা হয় *গরন ককথাই* বা বিশেষণ পদ। যেমন— *কাহাম* (ভাল) *হামরা* (খারাপ), *কীচাং* (ঠান্ডা), *কসল* (তরল), *কীরাক* (শক্ত), *খাকসা* (একাংশ), *মাসা* (একটি) ইত্যাদি।

দালবেরেম (প্রকারভেদ)

[Classification]

গরন ককথাই-কে আবার তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

- *ক)* *মুঙ গরন* (বিশেষ্যের বিশেষণ)
- *খ)* *গরননি গরন* (বিশেষণের বিশেষণ)
- *গ)* *খীলায় গরন* (ক্রিয়া বিশেষণ)

উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন প্রকার *গরন* সম্পর্কে নিম্নে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

➔ *(১)* মুঙ *গরন* (বিশেষ্যের বিশেষণ)

যে-সকল *গরন* (বিশেষণ), *মুঙরীক-এর* দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বুঝায় তাহাদের **মুঙ *গরন*** বা বিশেষ্যের বিশেষণ বলা হয়।

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার)ঃ

ক) বিকাশ **ভাল** ছেলে --- *বিকাশ চৌলা **কাহাম**।*

খ) বিমলেরা **দুইজন** আসিয়াছে — *বিমলসঙ **খরগনীয়** ফায়কা।*

গ) **ঠান্ডা** জল পান করিও - *তীয় **কীচাং** নীংদি।*

ঘ) **সবুজ** সার্ট পরিধান কর -- *কামচৌলীয় **কীখীরাং** কানদি।*

উপরে বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত *গরন*-গুলির *'কাহাম'* দ্বারা বিকাশের গুণ, *'খরগনীয়*

দ্বারা বিমলদের দলের লোকসংখ্যা, *'কৌচাং'* দ্বারা জলের তাপমাত্রা, *'কলক'* দ্বারা বাঁশের দৈর্ঘ্য এবং *'কৌখীরাং'* দ্বারা সার্টটির রঙ নির্দেশ করিতেছে। আর বিকাশ, বিমলেরা, জল, বাঁশ এবং সার্ট এই শব্দগুলি সবই *মুঙরীক* বা বিশেষ্য। সুতরাং *'কাহাম', 'খরগনীয়', 'কৌচাং', 'কৌখীরাং'* ইত্যাদি শব্দগুলি হইতেছে *মুঙ গরন* বা বিশেষ্যের বিশেষণ।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, *মুঙগরন*-গুলি যে *মুঙরীকএর গরন ঐ মুঙরীক* এর পরে বসিয়া থাকে। আর *মুঙরীক*-এর পরিবর্তে *মুঙসীলাই* ব্যবহৃত হইলে এই ধরনের *গরন*-কে বলা হইবে ***মুঙসীলাই গরন***। নিম্নে *মুঙসীলাই গরন*-এর ব্যবহার দেখানো হইল ঃ

ককবীতাংগ থেপামুঙ **(বাক্যে ব্যবহার) ঃ**

ক) এইটি বেশ **ভারী** — *ম বেলাই **হিলিগ'***।

খ) সে ভাল — *ব **কাহাম***।

গ) তুমি আমার তুলনায় (বয়সে) বড় — *নীঙ আনি সীলাই **অকীরা***।

ঘ) কোনটি **সুন্দর** — *বম' **নায়থক**?*

ঙ) **ঐটি** পুরাতন — ***উম'** কৌচাম*।

উপরের বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত *'হিলিক', 'কাহাম', 'অকীরা', 'নায়থক', 'কৌচাম গরন*-গুলি যথাক্রমে *'ম* (এইটি)', *'ব* (সে)', *'নীঙ* (তুমি)', *'বম* (কোনটি)', এবং *'উম* (ঐটি)' ইত্যাদি *মুঙসীলাই*-গুলির *গরন* বা বিশেষণ। তাই এই *গরন*-গুলিকে বলা হইবে *মুঙসীলাই গরন*।

➔ *(২) গরননি গরন* (বিশেষণের বিশেষণ) [adverb]

যে-সকল *গরন* অপর কোন *গরন*-এর অবস্থা নিরূপণ করে, তাহাদের বলা হয় ***গরননি গরন*** বা বিশেষণের বিশেষণ।

ককবীতাংগ থেপামুঙ **(বাক্যে ব্যবহার) ঃ**

ক) এই আমটি **বেশ** পঁচা — *অ থাইচুক **জব্বই** কসক*।

খ) এই পাথরটি **প্রচন্ড** ভারী — *ম হলং **বেলাই** হিলিক*।

গ) রতন **খুব** ভাল ছেলে — *রতন **বেলাই** চীলা কাহাম*।

ঘ) খারপানিটা **খুবই** পাতলা হইয়াছে -- *ম চাখীইলে **বেলাই** পাতলা ঔংখা*।

ঙ) তাহার হৃদয় **কিছুটা** শক্তই — *বিনি বীখা **কিসা** কৗরাক-ন*।

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ *'বেলাই'* বিশেষণটি দ্বারা 'খুবই', 'সাংঘাতিক', 'প্রচন্ড' ইত্যাদি সবই বুঝাইয়া থাকে।

উপরে আলোচিত বাক্যগুলির মধ্যে প্রথম বাক্যে *'জব্বই'* দ্বারা আমটি কিরকম পঁচা তাহা বুঝানো হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যে *'বেলাই'* দ্বারা পাথরটির ওজন বেশী ভাড়ী বুঝানো হইয়াছে। অনুরূপভাবে তৃতীয় বাক্যে *'বেলাই'* দ্বারা খারপানিটার ঘনত্ব কিরকম এবং শেষ বাক্যে *'কিসা'* দ্বারা তাহার হৃদয়টি কিরকম শক্ত তাহা বুঝানো হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, *'জব্বই', 'বেলাই', 'কিসা'* ইত্যাদি *গরন*-গুলি প্রতি ক্ষেত্রেই *গরনের*-অবস্থা নিরূপণ করিয়াছে। তাই উাহারা ***গরননি গরন*** বা বিশেষণের বিশেষণ।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় *গরন*-টি যে *গরন*-এর অবস্থা নির্দেশ করে তাহার পূর্বে বসিয়া থাকে।

➤ *(৩) খীলায় গরন* (ক্রিয়া বিশেষণ)

যে-সকল *গরন* কোন *খীলায়* (ক্রিয়া)-র অবস্থা নিরূপণ করে তাহাদের বলা হয় *খীলায় গরন* বা ক্রিয়া বিশেষণ।

ককবীতাংগ থেপামুঙ **(বাক্যে ব্যবহার) ঃ**

ক) পীযুষ **দ্রুত** হাঁটে — *পীযুষ **দাকতি** হিম'।*

খ) আশীষ **ধীরে ধীরে** হাটে — *আশীষ **তেব তেবখে** হিম'।*

গ) **আস্তে আস্তে** লিখিও — ***কল কলখে** সীয়দি।*

ঘ) সে **জোরে** কথা বলে — *ব **খরাংতরীই** কক সাঅ।*

ঙ) তিনি **দ্রুত** দৌড়াইতে পারেন — *ব **দাকতি** খাচিক মানী'।*

উপরে বাক্যগুলিতে ব্যবহৃত *'দাকতি'* ও *'তেব তেবখে' গরন* দুইটি *হিম* (হাঁটা) ক্রিয়াটির অবস্থা, *'কল কলখে'* গরনটি *সীয়* (লেখা) ক্রিয়াটির অবস্থা, *'খরাংতরীই' গরনটি সা* (বলা) ক্রিয়াটির ধরণ, এবং শেষ বাক্যটিতে *'দাকতি' গরনটি খাচিক* (দৌড়ানো) ক্রিয়াটির অবস্থা নির্দেশ করিয়াছে। তাই এগুলি *খীলায় গরন*।

গরনারি [Degree]

Degree-কে ককবরকে বলা হয় *গরনারি*। ইংরেজীর ন্যায় ককবরকে *গরনারি* তিন প্রকার। যথা---

- ➤ ১) ***সংদারি গরনারি*** [Positive Degree]
- ➤ ২) ***সুরনীয় গরনারি*** [Comparative Degree]
- ➤ ৩) ***সুরবাং গরনারি*** [Superlative Degree]

দুইটি বস্তু বা ব্যক্তির মধ্যে তুলনা করিতে হইলে *সুরনীয় গরনারি* হয়, আর দুইটির বেশী একজাতীয় ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে তুলনা করিতে হইলে *সুরবাং গরনারি* হয়।

নিচে একটি টেবিলের সাহায্যে *গরনারি*-গুলি দেখানো হইল ঃ

সংদারি গরনারি	*সুরনীয় গরনারি*	*সুরবাং গরনারি*
কাহাম	*সীলাই কাহাম*	*জতনি সীলাই কাহাম/কাহামকুক*
(ভাল)	(তুলনায় ভাল)	(সবচাইতে ভাল)
কতর	*সীলাই কতর*	*জতনি সীলাই কতর/কতরকুক*
(আকারে বড়)	(তুলনায় বড়)	(সকলের তুলনায় বড়)
নায়থক	*তেই-ব নায়থক*	*জতনি বের' নায়থক*
(সুন্দর)	(আরও সুন্দর)	(সকলের মধ্যে সুন্দর)
কলক	*সীলাই কলক*	*জতনি সীলাই কলক*
(লম্বা)	(তুলনায় লম্বা)	(সকলের তুলনায় লম্বা)
কুচুক	*সীলাই কুচুক*	*জতনি সীলাই কুচুক/ কুচুককুক*
(উচ্চ)	(তুলনায় উচ্চ)	(সর্বোচ্চ)

বেদেক উলবীরীয় (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

খীলায় ককথাই

(ক্রিয়াপদ) [Verb]

যে-সকল *ককথাই* দ্বারা কোনও কার্য সম্পাদন করা বুঝায়, তাহাদের বলা হয় ***খীলায় ককথাই***। যেমন— *চা* (খাওয়া), *খীলায়* (করা), *বির* (উড়া), *রীচাব* (গান করা), *ফায়* (আসা) ইত্যাদি।

দালবেরেম **(শ্রেণীবিভাগ) ঃ**

খীলায় ককথাই কে প্রধানতঃ দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

- *(১)* ***মীথাক খীলায়*** (সমাপিকা ক্রিয়া)
- *(২)* ***মীথাগয়া খীলায়*** (অসমাপিকা ক্রিয়া)

নিম্নে উহাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইল ঃ

(১) মীথাক খীলায় (সমাপিকা ক্রিয়া) [Finite Verb]

যে-সকল *খীলায় ককথাই* দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়, তাহাদের ***মীথাক খীলায়*** বা সমাপিকা ক্রিয়া বলা হয়।

বাগমুঙ (বিভাগ)

মীথাক খীলায়-কে আবার দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

- *অ)* ***তাঙজাকনাই খীলায়*** (সকর্ম ক্রিয়া)
- *আ)* ***তাঙজাকয়া খীলায়*** (অকর্ম ক্রিয়া)

নিম্নে উহাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

(অ) *তাঙজাকনাই খীলায়* (সকর্ম ক্রিয়া) [Transitive Verb] ঃ

যে-সকল *খীলায় ককথাই*-এর *তাঙজাকনাই* (কর্ম) বর্তমান, তাহাদের বলা হয় ***তাঙজাকনাই খীলায়*** বা সকর্ম ক্রিয়া।

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) সে দড়ি **টানে** — *ব দীখীই সতন'।*

খ) তুমি বল **খেল** — *নীঙ বল থুংগ'।*

গ) তিনি আম **পাড়েন** — *ব থাইচুগ খাগ'।*

ঘ) পাপাই বই **পড়ে** — *পাপাই পুথি পরিঅ।*

ঙ) খেলাংতি চিঠি **লিখে** — *খেলাংতি তীইতুন সীয়'।*

উপরের বাক্যগুলির মধ্যে প্রথম বাক্যে *'সতন* (টানা)' *খীলায় ককথাই*-টির *তাঙজাকনাই* (কর্ম) হইতেছে *'দীখীই* (দড়ি)', দ্বিতীয় বাক্যে *থুং* (খেলা করা)-এর *তাঙজাকনাই 'বলং'* তৃতীয় বাক্যে *'খাগ* (পাড়া)'-এর *তাঙজাকনাই 'থাইচুক* (আম)', চতুর্থ বাক্যে *পরি* (পড়া)-র *তাঙজাকনাই 'পুথি* (বই)', এবং পঞ্চম বাক্যে *সীয়* (লেখা) *খীলায় ককথাই-টির তাঙজাকনাই 'তীইতুন* (চিঠি)'। তাই *'সতন', 'থুং', 'খাগ', 'পরি', 'সীয়'*ইত্যাদি *খীলায় ককথাই*-গুলি *তাঙজাকনাই খীলায়* বা সমাপিকা ক্রিয়া।

এইক্ষেত্রে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় *তাঙজাকনাই* (কর্ম) সর্বদাই বাক্যের *খীলায় ককথাই*-এর পূর্বে বসিয়া থাকে।

তাঙজাকনীয় খীলায় (দ্বিকর্ম ক্রিয়া) ঃ

যে-সকল *খীলায় ককথাই*-এর দুইটি করিয়া *তাঙজাকনাই* (কর্ম) থাকে, তাহাদের ***তাঙজাকনীয় খীলায়*** বা দ্বিকর্ম ক্রিয়া বলা হয়।

➔ *ককবীতাংগ থেপামুঙ* (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) সাবেন্দ্র বাবু **আমাদের** **কক্‌বরক** শিখান — *সাবেন্দ্র বাবু **চীঙন** **ককবরক** ফীরীংগ।*

খ) তিনি **আমাকে** **পাঁচ টাকা** দিয়াছেন — *ব **আন** **রাং খগবা** রিখা।*

গ) আমি **আপনাকে** **একটি ছড়া** শোনাইব -- *আঙ **নন'** **ককতাং** তাংসা খীনা রীউানী।*

ঘ) আপনি **তাহাকে** **একটি কলম** দিবেন — *নীঙ **বন'** **কলম কঙসা** রীউানু।*

ঙ) গাভী **আমাদের** **দুধ** দেয় — *মুসুকমা **চীঙন** **দুধ** রীঅ।*

উপরের বাক্যগুলির প্রথম বাক্যটিতে *ফীরীং* (শিক্ষা দেওয়া) *খীলায় ককথাই*-টির দুইটি *তাঙজাকনাই* (যথা- *চীঙন ও ককবরক*) রহিয়াছে। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বাক্যে *'রি* (দেওয়া)', *খীলায় ককথাই-টির* দুইটি *তাঙজাকনাই 'আন* (আমাকে)' ও *রাং-খগবা* (পাঁচ টাকা), তৃতীয় বাক্যে *'খীনারী* (শোনানো)', *খীলায় ককথাই-টির* দুইটি *তাঙজাকনাই নন* ও *ককতাং*, ৪র্থ বাক্যে *'রী* (দেওয়া)', *খীলায় ককথাই*-টির দুইটি *তাঙজাকনাই বন* (তাহাকে) ও *কলম কাঙসা* (একটি কলম), এবং শেষ বাক্যের দুইটি *তাঙজাকনাই চীঙন* (আমাদেরকে) ও দুধ বর্তমান রহিয়াছে। তাই *'ফীরীং', 'রি', 'খীনারী', 'রী'* ইত্যাদি *খীলায় ককথাই*-গুলি *তাঙজাকনীয় খীলায়* বা দ্বিকর্ম ক্রিয়া।

(আ) তাঙজাকয়া খীলায় (অকর্ম ক্রিয়া) [Intransitive Verb] ঃ

যে-সকল *খীলায় ককথাই*-এর কোন *তাঙজাকনাই* (কর্ম) নাই, তাহাদের বলা হয় ***তাঙজাকয়া খীলায়*** বা অকর্ম ক্রিয়া।

➔ *ককবীতাংগ থেপামুঙ* (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) সামপারি **খায়** — *সামপারি* ***চাঅ।***

খ) আপনি **আসিয়াছেন** — *নীঙ* ***ফায়কা।***

গ) রীংমারি **পড়িয়াছে** — *রীংমারি* ***পারিখা।***

ঘ) গৌতম **লিখিয়াছে** — *গৌতম* ***সীয়বায়খা।***

ঙ) তাহারা **স্নান করিয়াছে** — *বরগ* ***তুকুবায়খা।***

উপরে বাক্যগুলিতে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে *'চা* (খাওয়া)', *'ফায়* (আনে)', *'পরি* (পড়া)', *'সীয়* (লেখা)', *'তুকু* (স্নান করা)' ইত্যাদি *খীলায় ককথাই*-গুলির কোন *তাঙজাকনাই* (কর্ম) নাই। তাই এইগুলি *তাঙজাকয়া খীলায়* বা অকর্ম ক্রিয়া।

➔ *(২) মীথাকয়া খীলায়* (অসমাপিকা ক্রিয়া) [Non-finite Verb] :

যে-সকল *খীলায় ককথাই*-এর দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায়না, তাহাদের বলা হয় ***মীথাকয়া খীলায়*** বা অসমাপিকা ক্রিয়া।

➔ *ককবীতাংগ থেপামুঙ* (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) সে **আসিলে** — *ব* ***ফায়খাই।***

খ) আপনি **দেখিলে** — *নীঙ* ***নায়খে।***

গ) আমি **কাঁদিয়া** — *আঙ* ***কাবীই।***

ঘ) রাকেশ **হাসিতে হাসিতে** — *রাকেশ* ***মীনীয়মাং মীনীয়মাং।***

ঙ) চন্দ্রবালা **হাঁটিতে হাঁটিতে** — *চন্দ্রবালা* ***হিমতে হিমতে.***

উপরের বাক্যগুলির *'ফায়খাই* (আসিলে)', *'নায়খে* (দেখিলে)', *'কাবীই* (কাঁদিয়া), *'মীনীয়মাং মীনীয়মাং* (হাসিতে হাসিতে)', এবং *'হিমতে হিমতে* (হাঁটিতে হাঁটিতে)', ইত্যাদি *খীলায় ককথাই*-গুলির দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ পায় নাই। অতএব এই *খীলায় ককথাই*-গুলি *মীথাকয়া খীলায়* বা অসমাপিকা ক্রিয়া।

মীথাকয়া খীলায়নি চংজাকমুঙ

(অসমাপিকা ক্রিয়ার গঠন)

➔ **(ক)** বাংলায় ধাতুর সহিত ***'-ইলে'*** প্রত্যয়টির জন্য ককবরকে *ককচীলীয়* (ধাতু) এর সহিত ***'-খাই', 'খে'*** বা ***'খীলায়'*** *উখীলাই* (প্রত্যয়) যুক্ত হয়। যেমন—

ককচৌলীয়	+	ডাখীলাই	=	মীথাকয়া খীলায
খা	+	ইলে	=	খাইলে
(চা	+	খে)		(চাখে)
দেখ	+	ইলে	=	দেখিলে
(নায	+	খাই)		(নাযখাই)
কাঁদ	+	ইলে	=	কাঁদিলে
(কাব	+	খীলায)		(কাবখীলায)

➤ (খ) বাংলায় ধাতুর সহিত '- *ইয়া*' প্রত্যয়টির জন্য ককবরকে ককচৌলীয়-এর সহিত '-উই' ডাখীলাই যুক্ত হয়। যেমন –

ককচৌলীয়	+	ডাখীলাই	=	মীথাগয়া খীলায়
খা	+	ইয়া	=	খাইয়া
(চা	+	উই)		(চাউই)
দেখ	+	ইয়া	=	দেখিয়া
(নায	+	উই)		(নাযাই)
কাঁদ	+	ইয়া		কাঁদিয়া
(কাব	+	ঔই)		কাবাই

➤ (গ) বাংলায় ধাতুর সহিত ' *ইতে*' প্রত্যয়টির জন্য ককবরককে *ককচৌলীয়* (ধাতু) এর সহিত *-না*', '*নান*' বা '*-নানি*' ডাখীলাই যুক্ত হয়। যেমন —

ককচৌলীয়	+	ডাখীলাই	=	মীথাকয়া খীলায
খা	+	ইতে	=	খাইতে
(চা	+	না)		(চানা)
দেখ	+	ইতে	=	দেখিতে
(নায	+	নান)		(নাযনান)
কাঁদ	+	ইতে	=	কাঁদিতে
(কাব	+	নানি)		(কাবনানি)

➤ **(ঘ)** বাংলায় ধাতুর সহিত ***'- ইবার'*** প্রত্যয়টির জন্য ককবরকে ককচৌলীয়-এর সহিত ***'-মানি'*** *উাখীলাই* যুক্ত হয়। যেমন—

ককচৌলীয়	+	***উাখীলাই***	=	***মীথাকয়া খীলায়***
খা	+	ইবার	=	খাইবার
(চা	+	*মানি)*		*(চামানি)*
দেখ্	+	ইবার)	=	দেখিবার
(নায়	+	*মানি)*		*(নায়মানি)*
কাঁদ্	+	ইবাব	=	কাঁদিবার
(কাব	+	*মানি)*		*(কাবমানি)*

➤ **(ঙ)** বাংলায় ধাতুর সহিত ***'- ইলেও'*** প্রত্যয়টির জন্য ককবরকে ককচৌলীয়-এর সহিত ***'-ফানী'***, *উাখীলাই* যুক্ত হয়। যেমন—

ককচৌলীয়	+	***উাখীলাই***	=	***মীথাগয়া খীলায়***
খা	+	ইলেও	=	খাইলেও
(চা	+	*ফানী)*		*(চাফানী)*
দেখ	+	ইলেও	=	দেখিলেও
(নায়	+	*ফানী)*		*(নায়ফানী)*
কাদ	+	ইলেও	=	কাদিলেও
(কাব	+	*ফানী)*		*(কাবফানী)*

➤ **(চ)** বাংলায় ধাতুকে যদি দুইবার ব্যবহার করিয়া দুইবার ***'- ইতে'*** প্রত্যয়টি যুক্ত হয় সেই ক্ষেত্রে ককবরকে *ককচৌলীয়*- এর সহিত ***'-তৗতৗই'*** *উাখীলাই* যুক্ত করিতে হয়। যেমন—

খাইতে খাইতে = *চাতৗতৗই*

দেখিতে দেখিতে = *নায়তৗতৗই*

কাঁদিতে কাঁদিতে = *কাবতৗতৗই*

অথবা বাংলা এই ***'- ইতে'*** প্রত্যয়টির জন্য ককবরকে *ককচৌলীয়*-কে দুইবার উল্লেখ করিয়া তাহার সঙ্গে প্রতিবারই ***'- তে'*** *উাখীলাই* যুক্ত করিতে হয়। যেমন—

খাইতে খাইতে = *চাতে চাতে*

দেখিতে দেখিতে = *নায়তে নায়তে*

কাঁদিতে কাঁদিতে = *কাবতে কাবতে*

অথবা ককবরকে *ককচৌলায়*-কে দুইবার উল্লেখ করিয়া প্রতিবারই *'- মাং' উাখীলাই* যুক্ত করিতে হয়। যেমন—

খাইতে খাইতে = *চামাং চামাং*

দেখিতে দেখিতে = *নায়মাং নায়মাং*

কাঁদিতে কাঁদিতে = *কাবমাং কাবমাং*

ককবরক ভাষায় ব্যবহৃত বহুল ব্যবহৃত কতগুলি ক্রিয়ার একটি তালিকা নিম্নে ককবরক বর্ণানুক্রমিক ভাবে প্রদত্ত হইল ঃ

ক্রিয়ার তালিকা [List of Verbs]

ককবরক	বাংলা
অক খুই	খিদে লাগা
অক দু	পেট ফাঁপা
অক কিয়র	পেট কামড়ানি
অওখর	অবতরণ করা, বাহির হওয়া
আই	প্রভাত হওয়া
আকক	অঙ্কন করা
আকাই	বিতৃষ্ণ হওয়া
আকার	যন্ত্রণা করা, উপদ্রপ করা
আগক	অগ্রসর হওয়া
আচাই	জন্ম গ্রহণ করা, সৃষ্টি হওয়া
আচুক	বসা
আচুক রী	বসানো
আজি	উপার্জন করা
আমজক	অনুশীলন করা, মূল্যায়ণ করা
আল চুউাই	হালচাষ করা
আউাই খীলায়	প্রচার করা
আসাই	আশা করা
ঔাং	হওয়া
ইমাং নুক	স্বপ্ন দেখা
উাখাক	দাঁত বা মুখ দিয়া ধাক্কা দেওয়া

ককবরক	বাংলা
উনসুর	পশ্চাদ পদ হওয়া
উফিল	ফিরিয়া আসা
উরপাতি	বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা
উসিক	ভিড় ঠেলা
উসিকপা	ভিড় ঠেলিয়া প্রবেশ করা
উসরীপ	ঝোপঝাড় ঠেলিয়া প্রবেশ করা
উসতা খু	হোঁচট খাওয়া
এগ	ঘাঁটা
এর	বিস্তার লাভ করা
এলেগানা খীলায়	অবহেলা করা
কই	অভিমান করা
কক চাব	সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা
কক ফিরক	উত্তর দেওয়া
ককবার	প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা
কক বারস	কথা গোপন করা
কক সুর	কথা সাব্যস্ত করা
কঙ	নত মস্তক হওয়া
কচই	নির্ভর করা
কচক	ভাসিয়া যাওয়া
কচর	সঙ্কুচিত হওয়া
কনর	সরিয়া যাওয়া
কবক	আহ্বান করা
কবন	উড়িয়া যাওয়া
কমথিঙ	সম্পাদনা করা
কমর	লুপ্ত হওয়া, ধ্বংস হওয়া
কমি	হ্রাস পাওয়া
কয়	অনুরোধ করা
কর'	ভুল করা
কল	ঘাঁটিয়া দেওয়া
কলব	ভর করা (ডাইনী, দেবতা ইত্যাদি)
কলম	গরম লাগা
কসর	স্বর ভঙ্গ হওয়া

ককবরক	বাংলা
কহর	ভর করা (পাগল ইত্যাদি)
কা	আরোহন করা, পা ফেলা, পায়ে দেওয়া
কাই	রোপন করা
কাইজাক	বিহাহ্ করা
কাক	বিচ্ছিন্ন হওয়া
কাখগ	দূরিভূত করা
কাতক	অতিবাহিত করা (সময়, দিন ইত্যাদি)
কাদুল	পদদলিত করা
কান	পরিধান করা
কানসীলাই	পোশাক পরিধান করা
কাফি	পদক্ষেপন
কাব	কাঁদা/ ক্রন্দন করা
কারা থুং	মসকরা করা/ঠাট্টা করা
কারি	প্রকাশ করা, বাহির কবা,
কাসেলে	পিছলে যাওয়া
কাসা	উপরে উঠা, আরোহণ করা
কাসু	আটকানো, আবদ্ধ করা
কাং	তেষ্টা পাওয়া
কিফিল	প্রত্যাবর্তন কবা, ফিরে আসা
কিয়ক	বিকশিত হওয়া
কিয়করী	বিকাশ ঘটানো
কিয়র	ব্যথা হওয়া
কিপির	কিরণ দেওয়া
কিসিল	গড়াগড়ি দেওয়া
কুক	ছাল উঠিয়া যাওযা
কুতুক	গণ্ডগোল করা
কতুল	সরিয়া যাওয়া
কুথুম	সমবেত হওয়া
কুদি	গালাগালি দেওয়া
কুফুং	ভাসা
কুমা	কিংকর্তব্য বিমূঢ় হওয়া

ক্রিয়াপদ

কক্‌বরক	বাংলা
কুবুল	জরানো
কুল	নিন্দা করা
কুসুং	আকড়াইয়া ধরা
কেঙগাই	কোঁকানো, কাতরানো
কেতাই	কাতুকুতু করা
কেপলে	ফসকাইয়া যাওয়া
কেবেং	বাধা দেওয়া
কের	সংযমী হওয়া
কৗচা	আটকাইয়া যাওয়া
কৗচাং	ডাণ্ডা লাগা
কৗথা	মেলামেশা করা
কৗপরৗ	নরম হওয়া
কৗফা	লাগিয়া থাকা
কৗবা	বমি করা
কৗবাগ্‌	জরাইয়া ধরা
কৗমা	হারাইয়া যাওয়া
কৗরাই	ঝড়িয়া পড়া
কৗলাং	পড়িয়া যাওয়া
কৗলৗক	ডুবিয়া যাওয়া
কৗসা চা	ক্ষত হওয়া
কৗসার	ছড়াইয়া ছিটাইয়া পড়া
কৗসৗক	গোজিয়া দেওয়া
খগ	চুরি করা, জল তোলা
খচা	কুড়ানো, সংগ্রহ করা
খন	বেষ্টন করা
খনতাই রৗ	অভিযোগ করা
খব	অন্তর্ভূক্ত করা
খর	ছিটাইয়া দেওয়া
খরাই	ভর্ৎসনা করা
খল	চয়ন করা, মনস্থ করা,
খলব	ঢাকিয়া দেওয়া
খা	বাঁধা

ককবরক	বাংলা
খাইচিক	দৌড়ানো
খাইরীগ	সহানুভূতিশীল হওয়া
খা কা	মনে হওয়া
খা কাই	মনযোগ দেওয়া
খাগ	পাড়া (গাছ ইত্যাদি থেকে)
খা খাম	দুঃখিত হওয়া
খা চং	মনস্থির করা
খাটি	ঝুলানো
খাজাই	আনন্দিত হওয়া
খাতুং	মোহগ্রস্ত হওয়া
খাতুংরী	উৎসাহিত করা
খা তৗই	মনে নেওয়া (রাগ করে)
খাপি	মিলিয়া যাওয়া
খা ফুর	সমর্থন করা, খুশী হওয়া
খাবাই	লোভ করা
খা বায়	ভগ্নোৎসাহ হওয়া
খাম	পোড়িয়া যাওয়া
খায়	করা
খার	পলায়ন করা
খাল	আঁচড়ানো (চুল)
খা সৗরাং রী	আগ্রহান্বিত করা
খি	মল ত্যাগ করা
খিকৗলাই	নীচের দিকে ফেলিয়া দেওয়া
খিচিগ	চিমটি কাটা
খিতার	নিক্ষেপ করা
খিব	ফেলিয়া দেওয়া
খ্	উল্লেখ করা
খুগ	খুলিয়া ফেলা
খুগ কেঙ	প্রকাশ করা (মুখ খোলা)
খুচুরু	বঞ্চিত হওয়া
খুমপাই	ডিম ফুটানো

ককবরক	বাংলা
খুর	খনন করা
খুলগ	খোলা
খুলুম	প্রণাম করা
খুউা	হ্যাঁ করা
খুউা নাঙ	নজর লাগা
খৗই	নাস্তানাবুদ করা, চাউল ভাঙ্গানো
খৗনা	শুনতে পাওয়া
খৗলায়	করা
গঙ	নত হওয়া
গতি	ঘটা
গথক	খাপ খাওয়ানো
গদক	নাড়া দেওয়া
গবি	গঠন করা
গলি	গলে যাওয়া
গসি	স্বীকার করা
গুরক	ঘুরা
গেরক	গড়ানো
গেরেন	ধর্ণা দেওয়া/ অভিযান চালানো
চ	ছিন্ন হওয়া
চক	ঝাড়া (ধান, চাউল ইত্যাদি, দাঁড় বাওয়া)
চপরপ	ঝাঁপাইয়া পড়া
চব	বন্দী করা
চম	জলে ডুবানো
চর	টিকসই হওয়া, ভার সহ্য করা
চং	নির্বাচন করা, ঠিক করা
চা	খাওয়া
চাইতক	ছটফট করা
চাকরুপ	কুল কুচা করা
চাব	সিদ্ধান্ত নেওয়া, স্থির করা
চাম	পুরাতন হওয়া, ক্ষয় হওয়া
চাল	দূরত্ব বৃদ্ধি পাওয়া
চিখক	ছিঁড়িয়া টুকরা করা

ককবরক	বাংলা
চিরিক	চিৎকার করা
চু	পুটলি বাঁধা
চুবাচু রী	সাহায্য করা
চুম	পরিধান করা
চেকেপ	দোলানো
চেং	আরম্ভ করা
চেন	পরাজিত হওয়া
চেমাই	কুচকাইয়া যাওয়া
চের	তলাইয়া দেখা. চিবানো.
চেরেপ	চেষ্টা করা
চেংরা থুং	ঠাট্টা করা
চৌনা	উজ্জ্বল হওয়া (রঙ ইত্যাদি)
চৌং	প্রজ্বলিত হওয়া
জগালু	উলুধ্বনি করা
জপি	জপ করা
জমক	জমা হওয়া .
জলি	ক্রুদ্ধ হওয়া
জানক	জানানো
জালক	জ্বালাতন করা
জালি	সংস্কার করা (পুকুর, নালা ইত্যাদি)
জাংরি	ঝাঁকুনি দেওয়া
জিতি	জয়লাভ করা
জুগক	যোগানো
জুনতি না	উদ্যোগ নেওয়া
তক	আঘাত করা
তগখৗলাই	স্রোতের অনুকূলে যাওয়া
তকসা	স্রোতের প্রতিকূলে যাওয়া
তঙ	বাস করা, থাকা
তঙথক	আনন্দ লাভ করা
তন	রাখা
তর	বড় হওয়া

ককবরক	**বাংলা**
তাক	বয়ন করা, তৈরী করা (হাঁড়ি, কলসী ইত্যাদি)
তাং	স্পর্শ করা, নির্মাণ করা,
তান	কাটা (কুপ দিয়া)
তাম	বাজানো, বাজা (ঢাক, ঘড়ি ইত্যাদি)
তিকি	টিকিয়া থাকা, টিকসই হওয়া.
তিখৗলাই	বাহির করিয়া আনা,
তিখৗলাই রৗ	বাহির করিয়া দেওয়া
তিলাং	নেওয়া
তিসা	তোলা
তুন	পৌঁছাইয়া দেওয়া
তুং	গরম হওয়া বা লাগা
তৗই	লইয়া যাওয়া
থক	স্বাদ লাগা
থন	বোতাম টিপা
থল	আদেশ দেওয়া
থাই	ফল ধরা (গাছ ইত্যাদিতে)
থাঙ	বাঁচা
থাব	তালি দিয়া জোরা লাগানো
থারি	সন্দেহ করা
থাং	যাওয়া
থিক	মিতব্যয় করা
থু	ঘুমানো
থুক	গভীর হওয়া
থুব	মাথায় দেওয়া (টুপি, মুকুট ইত্যাদি)
থুম	একত্রিত করা, সংগ্রহ করা,
থুং	খেলা করা
থেপা	সংযুক্ত করা
থৗয়	মৃত্যু হওয়া
দ	তাড়াতাড়ি করা
দা	ভর্তি করা
দাগার	ধাক্কা দেওয়া
দাগি	নির্দেশ দেওয়া, লেলাইয়া দেওয়া

ককবরক	বাংলা
দাবক	পুঁতিয়া দেওয়া (কাদায় ইত্যাদিতে)
দালক	মিশ্রিত করা
দিয়াই	প্রার্থনা করা, কামনা করা, ধ্যান করা
দুমসা	তুলিয়া ধরা (কোন বস্তু ইত্যাদি)
দুল	প্যাঁচানো
দুসি	দোষারোপ করা
দেরা	বিকল হওয়া, সর্বনাশ হওয়া
দেং	পেষন করা
নখর	অবতরন করা
নখা গুরুম	মেঘ গর্জন করা
নখা ফিলিক	বিদ্যুৎ চমকানো
নায়	দেখা
নায়তুক	অনুসন্ধান করা
নায়সিক	তাকানো
নায়সিং	অপেক্ষা করা
নায়সেলে	ঘৃণা করা
নার	আলোড়িত করা
নিনাং	আলোড়িত হওয়া
নৗঙ	পান করা
নৗং	ডাকা (সম্বোধন করা)
পক	ভুলিয়া যাওয়া
পতলক	পরীক্ষা করা
পরি	পড়া
পাই	শেষ হওয়া, জয়লাভ কবা, সমর্থ হওয়া
পানজি না	উদ্যোগ গ্রহণ করা
পালাই	উৎযাপন করা (জন্মদিন, দিবস ইত্যাদি)
পায়	ক্রয় করা
পাসা	বিদ্ধ হওয়া, প্রকাশিত হওয়া
পিন	বপন করা
পির	প্রচার করা
পুইতু থাং	বিশ্বাস করা

ককবরক	বাংলা
পুক	চুলকানো (আপনা থেকে)
পুঙ	শব্দ করা, পূর্ণ হওয়া
পুবাক	ঢেউ খেলা
পুসি	প্রতিপালন করা (পশু, পাখি ইত্যাদি)
পেঙ	সোজা হওয়া
ফব	কবর দেওয়া, মাটি দেওয়া
ফাকি রি	ফাকি দেওয়া
ফাতি	ফাটিয়া যাওয়া
ফাতৗই রৗ	নিমন্ত্রণ করা
ফায়	আসা
ফাল	বিক্রয় করা
ফিয়গ	মুক্ত করা
ফিরাক	প্রত্যাবর্তন করা
ফ্লুক	প্রদর্শন করা
ফ্ল	প্রলেপ দেওয়া
ফ্উার	প্রসারিত করা
ফেহেল	ছড়িয়ে দেওয়া (কাপড় ইত্যাদি)
ফৗনাঙ	লাগানো, ব্যবহার করা
ফৗরৗং	শিক্ষা দেওয়া
ব	বিছানো
বখক	ভাঙ্গিয়া চুরমার করা
বর	রোপন করা (ধান ইত্যাদি)
বলাই	প্রশংসা করা, গর্ব করা
বাচা	দাঁড়ানো
বাতাই	প্রতিযোগিতা করা
বাথাক	থামা
বানদি	প্রতারণা করা
বাম	কোলে নেওয়া
বায়	ভাঙ্গিয়া যাওয়া
বার	প্রস্ফুটিত হওয়া
বাহার	লাফানো

ককবরক	বাংলা
বুচি	বুঝা
বুথার	হত্যা করা
বেঙ	তাড়াইয়া দেওয়া
বেরেপ	ভিজানো/ বন্ধ করা
বেল	দুর্বল হওয়া
বেংগাই	ভ্যাঙচানো
মকল পেং	গ্রাহ্য করা
মখল	বেকায়দায় ফেলিয়া দেওয়া, শোয়ানো,
মচম	মুষ্টিবদ্ধ করা
মনক	গ্রাস করা
মান	পাওয়া, পারা,
মালাই	সাক্ষাৎ করা
মুকুম	চোখ বন্ধ করা
মুথুব	বন্ধ করা (ছিদ্র, রাস্তা ইত্যাদি)
মুয়তু নারীগ	মনে রাখা
মুসু	থুথু ফেলা
মেচেন	পরাজিত করা
মীচাঙ	মানানসই হওয়া
মীতাইরী	পূজা দেওয়া
মীথাক	থামানো, দমন করা
মীনীয়	হাসা
মীরীক	পাহাড়া দেওয়া
মীলাংচা	আশ্চর্য হওয়া
মীসা	নৃত্য করা
য়ক	মুক্তি পাওয়া, ভাজা করা (লুচি, পাপড় ইত্যাদি) জ্বালাতন করা,
য়র	প্রবাহিত হওয়া, খোচা দেওয়া
য়াকার	ত্যাগ করা, ছাড়া
য়াচাক	গ্রহণ করা
য়াসুম পার	আসন করা

ক্রিয়াপদ

ককবরক	বাংলা
রক'	শোয়া
রক	কাচাইয়া পরিস্কার করা
রচি	রচনা করা
রবম	ফুলিয়া যাওয়া
রম	ধরা
রসা	প্রত্যাহার করা
রহর	প্রদান করা
রান	শুকাইয়া যাওয়া
রাম	শীর্ণ হওয়া
রাসু	পুচাইয়া কাটা
রিফিরিক	ধাবিত হওয়া বা ধাওয়া করা
রিয়ক	সাঁতার কাটা
রিং	ডাকা
রৌং	স্তুপিকৃত করা, জমায়িত করা
রৌ	দেওয়া
রৌখলাই	তাড়ানো
রৌচাব	গান করা
লক	দীর্ঘ হওয়া
লখলাই	ঝুলিয়া যাওয়া
লব	আদর করা
লরি	নড়াচড়া করা
লাই	অতিক্রম করা
লাইসু	যাতায়াত করা
লাচি	লজ্জাবোধ করা
লাম রৌ	রওনা হওয়া বা দেওয়া, যাত্রা করা
লামসক	অভ্যর্থনা করা
লুম	জ্বর হওয়া
লেখা	গণনা করা
লের	বিলম্ব করা
লেলা	বিশ্রাম করা
লেংজাক	পরিশ্রান্ত হওয়া
উা	বয়ন করা (বেড়া ইত্যাদি)

উাইজাক	উন্মত্ত হওয়া
উাচেরেপ	চিবানো (দাঁত দিয়া)
উাতৗয় উা	বৃষ্টি পড়া
উানসুক	ভাবা, চিন্তা করা
উার	কামড় দেওয়া (কুকুর, মশা ইত্যাদি)
উালাই	ঝগড়া করা
সক	পুড়িয়া যাওয়া, পচিয়া যাওয়া
সঙ	রান্না করা
সংগ	অনুষ্ঠিত হওয়া, গঠন করা
সতন	টানা,
সা	বলা
সাকতার	চেষ্টা করা, প্রচেষ্টা চালানো
সিন	চাপ দেওয়া
সিনি	চেনা, চিনতে পারা,
সেজা	নিন্দা করা
সেলেং	সমালোচনা করা, ঘৃণা করা
সৗনাম	তৈরি করা
সৗং	জিজ্ঞাসা করা
হর	প্রদান করা
হাপ	প্রবেশ করা
হাম	ভাল হওয়া
হামজাক	ভাল লাগা, ভালবাসা
হিন	বলা
হিনজাক	গালি খাওয়া
হিম	হাঁটা
হিলিক	ভারী হওয়া

বেদেক উলবা (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

হালকবনাই (অব্যয়)

বিভক্তি পুরুষ, বচন বা লিঙ্গ ভেদে যে সকল *ককথাই*-এর কোন ব্যয় বা পরিবর্তন হয়না, তাহাদের বলা হয় ***হালকবনাই*** বা অব্যয়।

দালবেরেম (শ্রেণীবিভাগ)

ককবরকে *হালকবনাই-কে* মূলতঃ তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা -

- (১) ***ককথাইমানজুনাই হালকবনাই*** (পদান্বয়ী অব্যয়)
- (২) ***ককবীতাংমানজুনাই হালকবনাই*** (বাক্যান্বয়ী অব্যয়)
- (৩) ***খা-পেরনাই হালকবনাই*** (অনন্বয়ী অব্যয়)

নিম্নে উহাদের সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) ***ককথাই মানজুনাই হালকবনাই*** (পদান্বয়ী অব্যয়) [Preposition]

যে-*হালকবনাই* একটি *ককথাই*-এর সহিত অপর *ককথাই*-এর অন্বয় বা সমন্ধ স্থাপন করে, তাহাকে ***ককথাইমানজুনাই হালকবনাই*** বা পদান্বয়ী অব্যয় বলে।

ককবীতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) গাছের **উপরে** ওঠিওনা — *বুফাঙ* ***সাকাঅ*** *তা কাসাদি।*

খ) টেবিলের **নীচে** একটি বিড়াল আছে — *টেবিল* ***তলাঅ*** *আমিঙ মাসা তঙগ।*

গ) হাত **দিয়া** ধর — *য়াক* ***বায়*** *রমদি*

ঘ) তাহার **জন্য** আমি যাইতে পারিনাই — *বিনি* ***বাগীই*** *আঙ থাং মায়াখু।*

ঙ) ঘরের **ভিতরে** কেহ নাই — *নক* ***বিসিং*** *কেব কীরীই।*

" *সৌলাই* (অপেক্ষা, চেয়ে, তুলনায়), *জরা* (অবধি, পর্যন্ত, তক), *বাগাই* (জন্য, তরে, নিমিত্ত, দরুন, বাবত), *সলতৌতৗই* (সামঞ্জস্য, মিল), *কাহায়* (মতো, মতন, ন্যায়), *হায়* (মতো, মতন, ন্যায়), *তৗই* (মতো, মতন, ন্যায়), *লগিঅ* (সঙ্গে, সহিত), *উকলগ'* (পরে, পাছে), *সৌকাঙগ'* (আগে, অগ্রে), *সাম'* (পাশে, নিকটে), *য়াকতৗই* (মারফত, মাধ্যমে), *বিসিংগ* (ভিতরে, মধ্যে, মাঝে), *তলাঅ* (নীচে), *সাকাঅ* (উপরে), *ফাতার'* (বাহিরে), রগ' (নাগাদ), *য়াসা* (ব্যতীত, ছাড়া, বই)" ইত্যাদি *ককথাইমানজুনাই হালকবনাই*। এইগুলিকে *উাসাম* বা অনুসর্গ বা পরসর্গ (Post Position)-ও বলা হয়। এই *ককথাইমানজুনাই হালকবনাই*-কে আবার চারটি বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এইগুলি নিম্নরূপ ঃ

ক) *সুররীক হালকবনাই* ঃ *কাহায়* (মত), *হায়* (মতন), *সলতৗইসা* (ন্যায়), *সলতৗতৗই* (মতন), *সলতৗতৗইসা* (মতন), *ঔংতাইসা, ঔংতৗতৗই, তৗই* ইত্যাদি *সুররীক হালকবনাই*-এর উদাহরণ।

খ) *আরিরীক হালকবনাই* ঃ *জরা* (পর্যন্ত), *জরাতৗই* (অবধি) ইত্যাদি *আরিরীক হালকবনাই*।

গ) *আচুকরীক হালকবনাই* ঃ *লগিঅ* (সঙ্গে, সহিত) *উকলগ'* (পাছে, পশ্চাৎ, পরে), *সৌকাঙগ* (আগে, পূর্বে), *সাম* (পাশে, সন্নিকটে), *বিসিংগ* (ভিতরে, মধ্যে, মাঝে), *তলাঅ* (নীচে) *সাকাঅ* (উপরে) ইত্যাদি *আচুকরীক হালকবনাই*।

ঘ) *য়াসারীক হালক বনাই* ঃ *য়াসা* (ব্যতীত, বিনা, ছাড়া, বই), *করৗই* (নাই) ইত্যাদি *য়াসারীক হালকবনাই*।

➔ (২) ***ককবৗতাংমানজুনাই হালকবনাই* (বাক্যান্বয়ী অব্যয়)**

যে *হালকবনাই* একাধিক *ককবৗতাং*-কে পরস্পর একত্র করে, তাহাকে ***ককবৗতাং মানজুনাই হালকবনাই*** বা বাক্যান্বয়ী অব্যয় বা সমুচ্চয়ী অব্যয় বা সংযোজক অব্যয় বা সম্বন্ধবাচক অব্যয় বলে।

ককবৗতাংগ থেপামুঙ (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

ক) কসমতি অথবা তুমি যাও — *কসমতি এবা নীঙ থাংদি।*

খ) আপনি ও আমি সিনেবায় যাইব — *নীঙ বায় আঙ সিনেমাঅ থানাই।*

গ) দীপক এবং নান্টু ভাত খাইবে — *দীপক তাই নান্টু মায় চাউনী।*

ঘ) বিদ্যালয়ে যাও নতুবা কাজ কর — *রীঙনগ' থাংদি য়াখে সামুঙ তাঙদি।*

ঙ) আপনি যদি আসেন তাহলে আমিও যাইব — *নীঙ তুমুঙ ফায়খে আঙ-ব থাংনাই। ইত্যাদি,*

" *তেই* (এবং, আর, ও), *বায়* (ও, আর, এবং), *আঁংয়াখে* (নহিলে, নইলে, নতুবা), *য়াখে* (নাহয়, নাহলে, নয়তো, যদি না), *তামঙগীই* (কেন), *তব ফান'* (তথাপিও, বটে), *এবা* (কিংবা, বা, অথবা, না হয়, নতুবা), *হায়ফান'* (তথাপিও), *তুমীঙ* (যদি), *তাংগীই হিনবা* (কারণ, কেননা), *ফিয়া* (কিন্তু, পরন্তু, তবু, বটে), *দে* (না-কি), *হিনখে* (তবে, তাহা হইলে), *ফিয়াবা* (তথাপি, অথচ), *তাইসা* (পুনরায়, পুনশ্চ), *তব* (তথাপি), *বনি বাগীই* (তাই, সেই জন্য, তার জন্য)" ইত্যাদি ***ককবীতাংমানজুনাই হালকবনাই*** বা বাক্যান্বয়ী অব্যয়।

➔ (৩) ***খা-পেরনাই হালকবনাই*** **(ভাববাচক অব্যয়) [Interjection]**

যে-*হালকবনাই*-এর সহিত *ককবীতাং*-এর অন্যান্য *ককথাই*-এর ব্যাকরণগত কোন অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকেনা, কেবল ভাব বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহাকে ***খা-পেরনাই হালকবনাই*** বা ভাববাচক অব্যয় বা অনন্বয়ী অব্যয় বলা হয়।

ককবীতাংগ খেপামুঙ **(বাক্যে ব্যবহার) ঃ**

ক) **ইশ্!** ভীষণ ব্যথা পাইয়াছি — *আয়া ! বেলাই দুখু মানখা।*

খ) না, সে আসেনাই তো — ***ইঁহি*** *! ব ফায়াখু বীলা।*

গ) ছি-ছি! কি লজ্জাকর ব্যাপার — *চিস্! লাচিমাসিনসা কক।*

ঘ) হায় ভগবান! এটাই কি আমার ভাগে—***অ কীপাল!*** *মদে আনি বানতা।*

ঙ) **আচ্ছা,** আপনিই বলেন — ***দ,*** *নীঙ-ন সাদি; ইত্যাদি।*

"*অঃ* (ওহে, এই যে), *উঃ* (ওঃ), *তুর'* (ধেৎ, ছাই, দূর), *চা-খা* (বেশ), *ছিস* (ছি-ছি), অ, *কীপাল* (হে ভগবান), *অ রাঙচাক* (বাঃ, বাহবা, বেশ, খুব, সাবাস, চমৎকার), *আঁঃ* (উঃ আঁা), *এ রাদ'* (রাম রাম, ছাই, কী আপদ, কী মুশকিল), *আয়া* (ওঃ, ইশ), *অমায়ু* (ওঃ বাবা, বাপরে বাপ, ওমা, মাগো বাবাগো, গোলমগো) ইত্যাদি *খা-পেরনাই হালকবনাই*।

পঞ্চম অধ্যায়

বীখাক উলবা

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

সীক (বচন)

[Number]

মুঙরীক বা *মুঙসীলাই*-এর সংখ্যাকে বলা হয় *সীক* বা বচন।

বাগমুঙ (বিভাগ)

সীক-কে দুইটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা—

- ১) ***সীকসা*** (একবচন)
- ২) ***সীকবাং*** (বহুবচন)

নিম্নে উহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

(১) *সীকসা* (একবচন) [Singular Number] :

যে-সকল *মুঙরীক* বা *মুঙসীলাই* দ্বারা একটি মাত্র প্রাণী বা বস্তুকে বুঝাইয়া থাকে, তাহাদের ***সীকসা*** বা একবচন বলা হয়। যেমন— *গাড়ী খুংসা* (একটি গাড়ী), *খরকসা* (একজন), *বই কাঙসা* (একটি বই) ইত্যাদি।

(২) *সীকবাং* (বহুবচন) [Plural Number] :

যে-সকল *মুঙরীক* বা *মুঙসীলাই* দ্বারা একাধিক প্রাণী বা বস্তু-কে বুঝায়, তাহাদের বলা হয় ***সীকবাং*** বা বহুবচন। যেমন— *চেরাইরগ* (শিশুরা), *চাঁঙ* (আমরা), *বইরগ* (বইগুলি), *সীরীংনাইরগ* (ছাত্রগণ), *য়ারসঙ* (বন্ধুগণ) ইত্যাদি।

সৗক সৗলাইমুঙ (বচন পরিবর্তন)
[Number Change]

বাংলায় যেরূপ বিশেষ্য বা সর্বনামের সহিত 'রা', 'এরা', 'গণ', 'বৃন্দ', 'গুলি' ইত্যাদি যুক্ত করিয়া একবচন হইতে বহুবচনে রূপান্তর করা হয়, অনুরূপভাবে ককবরকেও *সৗকসা* হইতে *সৗকবাং*-এ রূপান্তরিত করিবার কতগুলি নিয়ম-কানুন আছে। যেমন—

(১) ব্যক্তিবাচক শব্দের সহিত ***'সঙ'*** বসাইয়া *সৗকসা* হইতে *সৗকবাং*-এ পরিবর্তন করা হয়। যথা—

সৗকসা (একবচন)	*সৗকবাং* (বহুবচন)
প্রদীপ (প্রদীপ)	*প্রদীপসঙ* (প্রদীপেরা)
দারা (দাদা)	*দারাসঙ* (দাদারা)
য়ার (বন্ধু)	*য়ারসঙ* (বন্ধুরা)
বাই (দিদি)	*বাইসঙ* (দিদিরা)
বিমল (বিমল)	*বিমলসঙ* (বিমলেরা)

(২) শ্রেণী বা জাতিবাচক বিশেষ্য পদের সহিত ***'রগ'*** বসাইয়া *সৗকসা* হইতে *সৗকবাং*-এ পরিবর্তন করা হয়। যথা—

সৗকসা (একবচন)	*সৗকবাং* (বহুবচন)
তাখুক (ভ্রাতা)	*তাখুকরগ* (ভ্রাতাগণ)
বৗরৗয় (স্ত্রীলোক)	*বৗরৗয়রগ* (স্ত্রীলোকেরা)
পরিনাই (পাঠক)	*পরিনাইরগ* (পাঠকগণ)
চেরাই (শিশু)	*চেরাইরগ* (শিশুরা)
রিগনাই (শাড়ী)	*রিগনাইরগ* (শাড়ীগুলি)

(৩) বাংলায় যে-সব বিশেষ্য পদের পূর্বে ***'বহু'*** বা ***'অনেক'*** এই শব্দ দুইটির যে কোন একটি যুক্ত করিয়া একবচন হইতে বহুবচনে পরিবর্তন করা হয়, ককবরকে ঐসব বিশেষ্য পদের শেষে ***'কৗবাংমা'*** শব্দটি যুক্ত করিয়া *সৗকসা* হইতে *সৗকবাং*-এ পরিবর্তন করা হয়। যথা—

সৗকসা (একবচন)	*সৗকবাং* (বহুবচন)
বরক (মানুষ)	*বরক কৗবাংমা* (বহু মানুষ)
মানৗই (জিনিস)	*মানৗই কৗবাংমা* (বহু জিনিস)
নক (বাড়ি)	*নক কৗবাং* (অনেক বাড়ি)

(৪) বাংলায় যে-সব ক্ষেত্রে দুইবার বিশেষণ শব্দের প্রয়োগ করিয়া একবচন হইতে বহুবচনে পরিবর্তন করা হয়, ঐসব ক্ষেত্রে ককবরকেও দুইবার বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া *সীকসা* হইতে *সীকবাং*-এ পরিবর্তন করা হয়। যথা—

সীকসা (একবচন)	*সীকবাং* (বহুবচন)
খুম (ফুল)	*খুম নাইথক নাইথক* (সুন্দর সুন্দর ফুল)
থাইপুঙ (কাঁঠাল)	*থাইপুঙ কুমুন কুমুন* (পাকা পাকা কাঁঠাল)
নক (বাড়ি/ঘর)	*নক কতর কতর* (বড় বড় বাড়ি/ঘর)

(৫) বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের শেষে একাধিক সংখ্যা বাচক শব্দ যোগ করিয়া *সীকসা* হইতে *সীকবাং*-এ পরিবর্তন করা যায়। যথা—

সীকসা (একবচন)	*সীকবাং* (বহুবচন)
সাল (দিন)	*সালনীয়* (দুইদিন)
মকল (চক্ষু)	*মকল কলনীয়* (দুইটি চক্ষু)
বরক (মানুষ)	*বরক খরগথাম* (তিনজন মানুষ)

(৬) *মুঙসীলাই* বা সর্বনাম পদের *সীক* বা বচন পরিবর্তন।

সীকসা (একবচন)	*সীকবাং* (বহুবচন)
আঙ (আমি)	*চীঙ* (আমরা)
আনি (আমার)	*চিনি* (আমাদের)
আন (আমাকে)	*চীঙন* (আমাদের)
নীঙ (তুমি/আপনি)	*নরগ* (তোমরা/আপনারা)
নিনি (তোমার/আপনার)	*নরগনি* (তোমাদের/আপনাদের)
নন (তোমাকে/আপনাকে)	*নরগন* (তোমাদেরকে/ আপনাদেরকে)
ব (সে/তিনি)	*বরগ* (তাহারা)
বিনি (তাহার)	*বরগনি* (তাহাদেরকে)
বন (তাহাকে)	*বরগন* (তাহাদের)
অম' (এইটি)	*অম'রগ* (এইগুলি)
অমনি (উহার)	*অম'রগনি* (উহাদের)
অমন (উহাকে)	*অম'রগন* (উহাদেরকে)
আব (ঐটি)	*আবরগ* (ঐগুলি)
আবনি (ঐটির)	*আবরগনি* (ঐগুলির)
আবন (ঐটিকে)	*আবরগন* (ঐগুলিকে)

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

বরক (পুরুষ)

(Person)

যে শব্দের দ্বারা বক্তাকে বা শ্রোতাকে বা যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া বলা হয়, তাহাকে বলা হয় ***বরক*** বা পুরুষ। যেমন - *আঙ* (আমি), *নীঙ* (তুমি/আপনি), *ব* (সে/তিনি), রাম ইত্যাদি।

দালবেরেম (প্রকারভেদ)

বাংলার ন্যায় ককবরকে *বরক* (পুরুষ) কে তিনটি বিভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা -

- (১) ***পুইলা বরক*** (উত্তম পুরুষ)
- (২) ***কীচার বরক*** (মধ্যম পুরুষ)
- (৩) ***কুসু বরক*** (প্রথম পুরুষ)

(১) *পুইলা বরক* (First Person) ঃ

মুঙসৗলাই বা সর্বনাম *'আঙ'* এবং উহার যাবতীয় পরিবর্তনীয় রূপকে-ই বলা হয় ***পুইলা বরক*** বা উত্তম পুরুষ। এই পরিবর্তনীয় রূপগুলিকে নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

আঙ (আমি)

সীকসা (একবচন)	*সীকবাং* (বহুবচন)
আঙ (আমি)	*চীঙ* (আমরা)
আন (আমাকে)	*চীঙন* (আমাদেরকে)
আনি (আমার)	*চিনি* (আমাদের)

(২) *কীচার বরক* (Second Person) ঃ

মুঙসৗলাই বা সর্বনাম *'নীঙ'* এবং উহার যাবতীয় পরিবর্তনীয় রূপকে বলা হয় ***কীচার বরক*** বা মধ্যম পুরুষ। নিম্নে *'নীঙ'* শব্দের যাবতীয় পরিবর্তনীয় রূপ প্রদত্ত হইল ঃ

নীঙ (তুমি/ আপনি)

সীকসা (একবচন)	*সীকবাং* (বহুবচন)
নীঙ (তুমি/আপনি)	*নরগ* (তোমরা/ আপনারা)
নন (তোমাকে/ আপনাকে)	*নরগন* (তোমাদেরকে/ আপনাদেরকে)
নিনি (তোমার/ আপনার)	*নরগনি* (তোমাদের/ আপনাদের)

➔ (৩) ***কুসু বরক*** **(Third Person)** ঃ

মুঙসীলাই বা সর্বনাম ***'ব'*** এবং উহার যাবতীয় পরিবর্তনীয় রূপকে বলা হয় ***কুসু বরক*** বা প্রথম পুরুষ। নিম্নে *'ব'* শব্দের যাবতীয় পরিবর্তনীয় রূপ প্রদত্ত হইল ঃ

ব (সে/ তিনি)

সীকসা (একবচন)	সীকবাং (বহুবচন)
ব (তিনি/ সে)	*বরগ* (তাহারা)
বন (তাহাকে)	*বরগন* (তাহাদেরকে)
বনি (তাহার)	*বরগনি* (তাহাদের)
রাম	*রামসঙ* (রামকে)
রামন (রামকে)	*রামসঙন* (রামদেরকে)
রামনি (রামের)	*রামসঙনি* (রামদের)

বেদেক উলথাম(তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

সির (লিঙ্গ)
(Gender)

বাংলায় যেমন বিশেষ্য পদের পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ রহিয়াছে, অনুরূপভাবে ককবরকেও *মুঙরীক*-এর বিভিন্ন লিঙ্গ রহিয়াছে। ককবরকে লিঙ্গকে বলা হয় *সির*।

দালবেরেম (প্রকারভেদ)

সির প্রধানতঃ চারি প্রকার। যথা -

- (১) *সিরচীলা* (পুংলিঙ্গ)
- (২) *সিররীবীয়* (স্ত্রীলিঙ্গ)
- (৩) *সিরনীনীয়* (উভয়লিঙ্গ)
- (৪) *সিরগুরমান* (ক্লীবলিঙ্গ)

(১) *সির চীলা* / Musculine Gender ঃ

যে-*মুঙরীক*দ্বারা কেবল মাত্র পুরুষ বা পুরুষ জাতীয় কোন প্রাণীকে বুঝায় তাহাদের বলা হয় *সিরচীলা* বা পুংলিঙ্গ। যেমন - *তাখুক* (ভাই), *তগলা* (মোরগ), *বুফা* (তাহার বাবা), *সাইলা* (কুকুর), *চীলা* (ছেলে), *সিকলা* (যুবক) *রানদা* (বিপত্নীক) ইত্যাদি।

(২) *সিরবীরীয়* / Feminine Gender ঃ

যে- *মুঙরীক* দ্বারা কেবল মাত্র স্ত্রী বা স্ত্রী জাতীয় কোন প্রাণীকে বুঝায় তাহাকে বলা হয় *সির বীরীয়* বা স্ত্রীলিঙ্গ। যেমন - *বুখুক* (বোন), *তগমা* (মুরগী), *বুমা* (তাহার মা), *সাইমা* (কুকুরী), *বীরীয়* (মেয়ে), *সিকলি* (যুবতী), *রানদি* (বিধবা) ইত্যাদি।

(৩) *সিরনীনীয়* / Common Gender ঃ

যে-*মুঙরীক* দ্বারা পুরুষ এবং স্ত্রী উভয় জাতীয় প্রাণীকেই নির্দেশ করে, তাহাকে বলা হয় *সিরনীনীয়* বা উভয়লিঙ্গ। যেমন - *ফায়নাই* (আকন্তুক), *চেরাই* (শিশু), *তক* (মোরগ), *সা* (সন্তান) ইত্যাদি।

➔ (৪) *সিরগুরুমান* / Neuter Gender ঃ

যে-*মুঙরীক* দ্বারা কোন উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ বা কোন অচেতন পদার্থকে বুঝায়, তাহাকে বলা হয় *সিরগুরুমান* বা ক্লীবলিঙ্গ। যেমন - *বুফাঙ* (গাছ), *থামপুই* (মশা), *কলম* (কলম), *হলং* (পাথর), *উা* (বাঁশ), *নক* (ঘর) ইত্যাদি।

সির সীলাইমুঙ (লিঙ্গ পরিবর্তন)

[Gender Change]

অন্যান্য ভাষার ন্যায় ককবরকেও *সির* পরিবর্তনের কতকগুলি নিয়ম আছে। যথা -

(ক) পৃথক শব্দের ব্যবহার করিয়া *সিরচীলা* হইতে *সিরবীরায়*-এ পরিবর্তন করা যায়। যথা -

সিরচীলা (পুংলিঙ্গ)	*সিরবীরায়* (স্ত্রীলিঙ্গ)
ফা (বাবা)	*মা* (মা)
তাখুক (ভাই)	*বুখুক* (বোন)
চীলা (ছেলে)	*বীরায়* (মেয়ে)
ফায়ুঙ (ছোট ভাই)	*হানকজীক* (ছোট বোন)
সায় (স্বামী)	*হিক* (স্ত্রী)
কিচিং (বন্ধু)	*মারে* (বান্ধবী)
চু (দাদু)	*চুই* (দিদিমা)
চামারি (জামাতা)	*হামজীক* (পুত্রবধূ)
কুমুয় (জামাইবাবু)	*বাচাই* (বৌদি)
দেগা (ষাঁড়)	*গায়* (গাভী)

(খ) পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে **আ-কার** এর পরিবর্তে ***ই-কার*** ব্যবহার করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করা যায়। যথা -

***সিরচীলা* (পুংলিঙ্গ)**	***সির বীরায়* (স্ত্রীলিঙ্গ)**
সিকীলা (যুবক)	*সিকলি* (যুবতী)
বুরা (বৃদ্ধ)	*বুরি* (বৃদ্ধা)
রানদা (বিপত্নীক)	*রানদি* (বিধবা)
মীখরা (পুং বানর)	*মীখরি* (স্ত্রী বানর)
মামা	*মামি*
কাকা	*কাকি*

(গ) পুংলিঙ্গ বাচক শব্দের শেষে ***'জীক'*** যুক্ত করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করা যায়। যথা -

***সিরচীলা* (পুংলিঙ্গ)**	***সিরবীরায়* (স্ত্রীলিঙ্গ)**
কীরা (শ্বশুর)	*কীরাজীক* (শাশুড়ী)
চামাই (বৈবাহিক)	*চামাইজীক* (বৈবাহিকা)

পীরাঙ (শালক)	*পীরাঙজীক* (শালিকা)

(ঘ) ককবরকে *সিরনীনীয়* (উভয়লিঙ্গ) বাচক শব্দের শেষে *'চীলা'* যুক্ত করিয়া *সিরচীলা* এবং *'বীরীয়'* যুক্ত করিয়া *সিরবীরীয়*-এ পরিবর্তন করা যায়। যথা —

সিরনীনীয় (উভয়লিঙ্গ)	*সিরচীলা* (পুংলিঙ্গ)	*সিরবীরীয়* (স্ত্রীলিঙ্গ)
মায়ুঙ (হাতি)	*মায়ুঙ চীলা* (পুং হাতি)	*মায়ুঙবীরীয়* (হস্তিনী)
করায় (ঘোড়া)	*করায় চীলা* (ঘোটক)	*করায়বীরীয়* (ঘোটকী)
তাখুম (হাঁস)	*তাখুম চীলা* (হংসপুং)	*তাখুমবীরীয়* (হংসী)
আমিঙ (বিড়াল)	*আমিঙ চীলা* (হুনু বিড়াল)	*আমিঙবীরীয়* (মাদী বিড়াল)

(ঙ) উভয়লিঙ্গ বাচক শব্দের শেষে *'সা'* যুক্ত করিয়া সিরচীলা এবং *'জীক'* যুক্ত করিয়া *সিরবীরীয়*-এ পরিবর্তন করা যায়। যথা —

সিরনীনীয় (উভয়লিঙ্গ)	*সিরচীলা* (পুংলিঙ্গ)	*সিরবীরীয়* (স্ত্রীলিঙ্গ)
থুরুক (মুসলীম)	*থুরুকসা* (মুসলীম পুরুষ)	*থুরুকজীক* (মুসলীম স্ত্রী)
মীখরা (বানর)	*মীখরাসা* (পুং বানর)	*মীখরাজীক* (স্ত্রী বানর)
মীসীই (হরিণ)	*মীসীইসা* (পুং হরিণ)	*মীসীইজীক* (হরিণী)

(চ) উভয়লিঙ্গ বাচক শব্দের শেষে *'রায়'* যুক্ত করিয়া সিরচীলা এবং *'তি'* যুক্ত করিয়া *সিরবীরীয়*-এ পরিবর্তন করা যায়। যথা —

সিরনীনীয় (উভয়লিঙ্গ)	*সিরচীলা* (পুংলিঙ্গ)	*সিরবীরীয়* (স্ত্রীলিঙ্গ)
কসম (কাল)	*কসমরায়* (কালাচাঁদ)	*কসমতি* (কালি)
করম' (হলুদ)	*করম'রায়*	*করম'তি*
কীচাক (রাঙা)	*কীচাকরায়*	*কীচাকতি*

(ছ) উভয়লিঙ্গ বাচক শব্দের শেষে *'লা'* যুক্ত করিয়া পুংলিঙ্গে এবং *'মা'* যুক্ত করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন করা যায়। যথা -

সিরনীনীয় (উভয়লিঙ্গ)	*সিরচীলা* (পুংলিঙ্গ)	*সিরবীরীয়* (স্ত্রীলিঙ্গ)
তক (মোরগ)	*তকলা* (পুং মোরগ)	*তকমা* (স্ত্রী মোরগ)
সীয় (কুকুর)	*সীইলা* (পুং কুকুর)	*সীইমা* (স্ত্রী কুকুর)

(জ) উপরে বর্ণিত নিয়মগুলি ছাড়াও আরও কয়েকটি **ব্যতিক্রমধর্মী নিয়ম** নিম্নে উদাহরণের মাধ্যমে প্রদত্ত হইল ঃ

সিরনীনীয় (উভয়লিঙ্গ)	*সিরচীলা* (পুংলিঙ্গ)	*সিরবীরীয়* (স্ত্রীলিঙ্গ)
পুন	*পুজুউা*	*পুনজীক*
উাক	*উাকজীলা*	*উাকমা*
সা	*সাজীলা*	*সাজীক,' সাজীকমা*

বেদেক উলবীরীয় (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

খরাঙ মানজু (সন্ধি)

আমরা জানি বর্ণের সঙ্গে বর্ণের মিলনকে সন্ধি বলে। ককবরকে সর্বদাই বর্ণের সঙ্গে বর্ণের মিলন ঘটে না। কোন কোন ক্ষেত্রে ধ্বনির সঙ্গে ধ্বনির মিলন ঘটে, কোন কোন ক্ষেত্রে ধ্বনি লোপ পায়, আবার কখনও বা সম্পূর্ণ নতুন ধ্বনির আগমন ঘটে। তাই ককবরকে সন্ধিকে বলা হয়েছে *খরাঙ মানজু*। *'খরাঙ'* শব্দের অর্থ ধ্বনি, আর *'মানজু'* শব্দের অর্থ মিলন। নিম্নে ককবরক সন্ধির কতগুলি নিয়ম আলোচনা করা হইল ঃ

➔ ১। ককবরকে পূর্ববর্তী শব্দটির শেষ বর্ণটি যদি *'ক'* হয় ও পরবর্তী শব্দটির বা প্রত্যয়টির প্রথম বর্ণটি যদি *'অ'* হয় এই ক্ষেত্রে *'ক'* অক্ষরটি *'গ'* হইয়া যায় এবং *গ*-এর শেষে *'অ'* এর উপস্থিতি বুঝাইবার জন্য *'অ'* এর প্রাথমিক চিহ্ন (') বসে। যথা —

অক + অ = অগ', রুতুক + অ = রুতুগ',

নক + অ = নগ', বুখুক + অ = বুখুগ',

মক + অ = মগ', মীরীক + অ = মীরীগ',

নুক + অ = নুগ', কবক + অ = কবগ'

চীক + অ = চীগ', বহক + অ = বহগ',

➔ ২। পূর্ববর্তী শব্দ বা শব্দাংশের শেষ বর্ণটি *'ক'* হইলে *খরাঙ মানজু*-র ক্ষেত্রে *'ক'* বর্ণটি *'গ'* হয়। যথা —

ফুনুক + দি = ফুনুগদি, খীলায় + জাক + খা = খীলায়জাগখা,

রুতুক + নাই = রুতুগনাই, ফুনুক + জাক + খা = ফুনুগজাগখা,

নায়তুক + আনী = নায়তুগানী, মীরীক + জাক + খা = মীরীগজাগখা,

হাচুক + সা = হাচুগসা, বাথাক + জাক + খা = বাথাগজাগখা,

আচুক + দি = আচুগদি, তঙথক + জাক + খা = তঙথগজাগখা,

৩। পূর্ববর্তী শব্দের শেষে *'প'* বর্ণ থাকিলে এবং উহার সহিত *'অ'* যুক্ত হইলে *'প'* বর্ণটি *'ব'* হয় এবং *'অ'* এর উপস্থিতি বুঝাইবার জন্য অ-এর প্রাথমিক চিহ্ন (—') বসে।

রীচাপ + অ = রীচাব' হালাপ + অ = হালাব'

ককলপ + অ = ককলব' সীকীরীপ + অ = সীকীরীব'

খাকীলাপ + অ = খাকীলাব' ককচাপ + অ = ককচাব'

য়াকীলাপ + অ = য়াকীলাব' বীলাপ + অ = বীলাব'

বীকীলাপ + অ = বীকীলাব' মুথুপ + অ = মুথুব'

৪। পূর্ববর্তী শব্দের শেষ বর্ণটি *'প'* হইলে উহার সহিত প্রত্যয় বা বিভক্তি বা কালের চিহ্ন যুক্ত হইলে *'প'* বর্ণটি *'ব'* হয়। যথা —

খলপ + জাক = খলবজাক, হাপ + দি = হাবদি,

রীচাপ + নাই = রীচাবনাই, চাপ + খা = চাবখা,

হালাপ + দি = হালাবদি, সুখুরুপ + আঁই = সুখুরুবাঁই,

৫। পূর্ববর্তী শব্দের শেষে *'ং'* অথা *'ঙ'* থাকিলে এবং পরবর্তী শব্দের প্রথমে *'অ' 'আ' 'উ'* বা *'আঁ'* থাকিলে সন্ধির সময় একটি *'গ'* এর আগমন ঘটে। যথা —

কীচাং + অ = কীচাংগ, তঙ + আনী = তঙগানী,

বীতাং + অ = বীতাংগ, নীং + অ = নীংগ,

তাঙ + আনী = তাঙগানী, চীং + অ = চীংগ,

থাং + আঁই = থাংগীই, বাং + আঁই = বাংগীই,

৬। ককবরক সন্ধির ক্ষেত্রে কখনও কখনও প্রথম শব্দের শেষ বর্ণ বা পরবর্তী শব্দের প্রথম বর্ণ লোপ পায়। যথা —

সীই + চীলা = সীইলা, আনি + চীই = আচীই,

উা + বথর = উাথর, মায় + মুই = মামুই,

সম + মস' = সমস', আনি + মা = আমা,

বসয় + বুদুক = বসয়দুক, মীখরা + বীসা = মীখরাসা,

➤ ৭। ককবরক সন্ধিতে কখনও কখনও প্রথম শব্দের শেষ বর্ণ ও পরবর্তী শব্দের প্রথম বর্ণ উভয়ই লোপ পায়। যথা —

পুন + বাহান = পুহান, পুন + বুমা = পুমা,

উাক + বাহান = উাহান, তক + বাহান = তহান,

তক + বথপ = ত'বথপ, উানি + বখক = উাখক

➤ ৮। ককবরক সন্ধিতে উচ্চারণের সুবিধার জন্য কখনও কখনও পরবর্তী শব্দের প্রথম *'চৗ'* বর্ণটি *'জৗ'* হয়। যথা —

বৗসা + চৗলা = বৗসাজৗলা, সৗই + চৗলা = সৗইজৗলা,

আঙ + বৗসা + চৗলা = আঙসাজৗলা, নৗঙ + বৗসা + চৗলা = নৗঙসাজৗলা,

➤ ৯। ককবরক সন্ধিতে কখনও কখনও উভয় শব্দেরই সম্পূর্ণ অংশ বিদ্যমান থাকে। যথা —

মুগলি + জৗক = মুগলিজৗক, বৗসা + জৗক = বৗসাজৗক,

তিপ্রা + জৗক = তিপ্রাজৗক, সা + কৗরাক = সাকৗরাক,

রাঙ + গৗনাঙ = রাঙগৗনাঙ, আ + কৗরান = আকৗরান,

কুউাই + ফাঙ = কুউাইফাঙ, লাই + ফাঙ = লাইফাঙ,

➤ ১০। অন্যান্য নিয়মযুক্ত ককবরক সন্ধি ঃ

হিক + সাক + কৗনৗয় = হিসাগনৗয়, বিনি + হানক + জৗক = বাহানজৗক,

মা + সা + কৗনৗয় = মাসাগনৗয়, নিনি + হানক + জৗক = নাহানজৗক.

বেদেক উলবা (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

তাঙহালক বায় সিনিমারি (কারক ও বিভক্তি)

কোন বাক্যে *মুঙরীক* বা *মুঙসীলাই*-এর সহিত *খীলায়*-এর যে সমন্ধ, তাহাকে বলা হয় ***তাঙহালক*** বা কারক।

দালবেরেম (প্রকারভেদ)

খীলায়-এর সহিত *মুঙরীক* বা *মুঙসীলাই*-এর সমন্ধ অনুযায়ী *তাঙহালক* ছয়টি বিভাগে বিভক্ত। যথা —

- (১) *তাঙফাঙ তাঙহালক* (কর্তৃ কারক)
- (২) *তাঙজাকনাই তাঙহালক* (কর্ম কারক)
- (৩) *তাঙমানীয় তাঙহালক* (করণ কারক)
- (৪) *তাঙয়াকচু তাঙহালক* (সম্প্রদান কারক)
- (৫) *তাঙমুক তাঙহালক* (অপাদান কারক)
- (৬) *তাঙনিকুমা তাঙহালক* (অধিকরণ কারক)

(১) ***তাঙফাঙ তাঙহালক*ঃ** বাক্যে যে-*মুঙরীক* বা *মুঙসীলাই* ক্রিয়া সম্পাদান করে, তাহাকে বলা হয় ***তাঙফাঙ তাঙহালক*** বা কর্তৃ কারক। যেমন —

ক) বিমল পড়ে — *বিমল পরিঅ।*

খ) আমরা ভাত খাইয়াছি — *চীঙ মায় চাবায়খা।*

উপরে প্রথম বাক্যে 'বিমল', *পরি* (পড়া) ক্রিয়াটি এবং দ্বিতীয় বাক্যে, *'চীঙ' চা* (খাওয়া) ক্রিয়াটি সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং ***'বিমল'*** এবং ***'চীঙ'*** শব্দ দুটিই *তাঙফাঙ তাঙহালক।*

(২) ***তাঙজাকনাই তাঙহালক*ঃ** *'তাঙফাঙ'* যে-সকল ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীকে

অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করেন, তাহাকে বলা হয় ***তাঙজাকনাই তাঙহালক*** বা কর্মকারক। যেমন --

ক) গরু **ঘাস** খায় --- *মুসুক **আদা** চাঅ।*

খ) আমার বাবা **ঔষধ** বিক্রি করেন --- *আফা **বিথি** ফালী।*

উপরে প্রথম বাক্যে *তাঙফাঙ, মুসুক আদা* (ঘাস)-কে অবলম্বন করিয়া এবং দ্বিতীয় বাক্যে *তাঙফাঙ, আফা* (আমার বাবা) *বিথি* (ঔষধ)-কে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া সম্পাদন করিয়াছে। সুতরাং ***'আদা'*** এবং ***'বিথি'*** এখানে *তাঙজাকনাই তাঙহালক*।

➔ (৩) ***তাঙমানীয় তাঙহালকঃ*** *তাঙফাঙ* যাহার দ্বারা বা যাহার সাহায্যে ক্রিয়া সম্পাদন করে তাহাকে বলা হয় ***তাঙমানীয় তাঙহালক*** বা করণ কারক। যেমন ---

ক) কসমরায় **লাঠি** দিয়া সাপ মারিয়াছে --- *কসমরায় **লাথা** বায় চিবুক বুথারখা।*

খ) আমরা **পা** দিয়া হাঁটি --- *চৌঙ **য়াকুং** বায় হিম'।*

উপরে প্রথম বাক্যে *কসমরায় (তাঙফাঙ) 'লাথা* (লাঠি)' দ্বারা সাপটি মারিয়াছে এবং দ্বিতীয় বাক্যে *চৌঙ* (আমরা) *'য়াকুং* (পা)' দ্বারা হাঁটা ক্রিয়াটি সম্পাদন করিতেছে। সুতরাং ***'লাথা'*** এবং ***'য়াকুং'*** এখানে *তাঙমানীয় তাঙহালক*।

➔ (৪) ***তাঙয়াকচু তাঙহালকঃ*** কোন বস্তু দানের পাত্রকে বা কোন কিছুর দান গ্রহণকারীকে বলা হয় ***তাঙয়াকচু তাঙহালক*** বা সম্প্রদান কারক। যেমন ---

ক) **অর্থহীনদের** অর্থ দান কর --- ***রাঙকীরীইরগন*** *রাঙ রীদি।*

খ) **ভিখারীকে** ভিক্ষা দাও --- ***বিরনাইন*** *মায়রুঙ রীদি।*

উপরে প্রথম বাক্যে দান গ্রহণকারী *রাঙকীরীইরগ* (অর্থহীনরা) এবং দ্বিতীয় বাক্যে দান গ্রহণকারী *বিরনাই* (ভিখারী)। সুতরাং ***'রাঙকীরীইরগ'*** এবং ***'বিরনাই'*** এখানে *তাঙয়াকচু তাঙহালক* বা সম্প্রদান কারক।

➔ (৫) **তাঙমুক তাঙহালক ঃ** যাহা হইতে কোন বস্তু বা কোন কিছু উৎপন্ন, মুক্ত, ভীত, রক্ষিত, গৃহীত, পতিত ইত্যাদি বুঝায় তাহাকে বলা হয় ***তাঙমুক তাঙহালক*** বা অপাদান কারক। যেমন ---

ক) **তিল হইতে** তৈল পাওয়া যায় --- ***সিপিঙনি*** *থক মানথগ'।*

খ) **গাছ হইতে** ফল পড়ল --- ***বুফাঙনি*** *বীথাই কীলায়খা।*

উপরে বাক্যগুলির প্রথম বাক্যে দেখা যায় যে, *সিপিঙ* (তিল) হইতে *থক* (তৈল)

উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় বাক্যে *বুফাঙ* (গাছ) হইতে *বাথাই* (ফল) পতিত হইয়াছে। সুতরাং *'সিপিঙ'* এবং *'বুফাঙ'* এখানে *তাঙমুক তাঙহালক* বা অপাদান কারক।

➔ (৬) **তাঙনিকুমা তাঙহালক ঃ** *ক্রিয়া* সম্পাদিত হইবার আধার (স্থান, কাল, পাত্র)-কে বলা হয় ***তাঙনিকুমা তাঙহালক*** বা অধিকরণ কারক। যেমন —

ক) **জলে** মাছ থাকে — ***তৗয়'*** *আ তঙবায়ৗ।*

খ) **বনে** বাঘ থাকে — ***বলংগ*** *মৗসা তঙবায়ৗ।*

উপরে প্রথম বাক্যে *'আ* (মাছ)' থাকার স্থান '*তৗয়* (জল)', আর দ্বিতীয় বাক্যে *'মৗসা* (বাঘ)' থাকার স্থান *'বলং* (বন)'। সুতরাং ***'তৗয়'*** এবং ***'বলং'*** *তাঙনিকুমা তাঙহালক* বা অধিকরণ কারক।

সিনিমারি (বিভক্তি)

যে-সমস্ত চিহ্নের দ্বারা *মুঙরৗক* বা *মুঙসৗলাই*-এর সহিত *খৗলায়*-এর সমন্ধ নির্ণয় করা যায়, তাহাকে বলা হয় ***সিনিমারি*** বা বিভক্তি।

ককবরকে *সিনিমারি* **ছয় প্রকার। যথা —**

➤ ১) *'বুকচা' সিনিমারি* ('শূন্য' বিভক্তি)

➤ ২) *'ন' সিনিমারি* ('কে' বিভক্তি)

➤ ৩) *'বায়' সিনিমারি* ('দ্বারা' বিভক্তি)

➤ ৪) *'নি' সিনিমারি* ('র' বা 'এর' বিভক্তি)

➤ ৫) *'নি সিমি' সিনিমারি* ('হইতে' বা 'থেকে' বিভক্তি)

➤ ৬) *'অ' সিনিমারি* ('য়'-এ বা 'তে' বিভক্তি)

➔ ১) ***'বুকচা' সিনিমারি*ঃ** বাংলা শব্দের **'শূন্য'** বিভক্তির জন্য ককবরকে ***'বুকচা*** *সিনিমারি* হয়। *বুকচা* কথাটির বাংলা অর্থ **'শূন্য'**। সাধারণতঃ *তাঙফাঙ তাঙহালক*-এ *'বুকচা' সিনিমারি* হয়। যেমন —

সৗকসা (একবচন)	***সৗকবাং*** (বহুবচন)
বিমল + শূন্য = বিমল	বিমল + এরা = বিমলেরা
(বিমল + বুকচা) = (বিমল)	*(বিমল + সঙ) = (বিমলসঙ)*
শিশু + শূন্য = শিশু	শিশু + রা = শিশুরা
(চেরাই + বুকচা) = (চেরাই)	*(চেরাই + রগ) = (চেরাইরগ)*

➔ *ককবীতাংগ থেপামুঙ* (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

সীকসা (একবচন) ঃ বিমল হাঁটে — *বিমল হিম'।*

সীকবাং (বহুবচন) ঃ বিমলেরা হাঁটে — *বিমলসঙ হিমলাইঅ।*

সীকসা (একবচন) ঃ শিশু দুধ পান করে — *চেরাই দুধ নীংগ'।*

সীকবাং (বহুবচন) ঃ শিশুরা দুধ পান করে — *চেরাইরগ দুধ নীংলাইঅ।*

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ পরস্পর একই সঙ্গে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে ধাতুর সঙ্গে *'লাই'* বা *'জীলাই'* বসিয়া পরে প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসিবে।

➔ ২) ***'ন' সিনিমারি*ঃ** *বাংলায়* **'কে'** বিভক্তির জন্য ককবরকে *'ন' সিনিমারি* হয়। সাধারণতঃ *তাঙজাকনাই তাঙহালক* ও *তাঙয়াকচু তাঙহালক*-এ *'ন' সিনিমারি* হয়। যেমন —

সীকসা (একবচন)	*সীকবাং* (বহুবচন)
কসমতি + কে = কসমতিকে	কসমতি + দিগকে = কসমতিদিগকে
(কসমতি + ন) = (কসমতিন)	*(কসমতি + সঙন) = (কসমতিসঙন)*
শিশু + কে = শিশুকে	শিশু + দেরকে = শিশুদেরকে
(চেরাই + ন) = (চেরাইন)	*(চেরাই + রগন) = (চেরাইরগন)*

➔ *ককবীতাংগ থেপামুঙ* (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

সীকসা ঃ কসমতি করমতিকে এক টাকা দিয়াছে — *কসমতি করমতিন রাং খকসা রীখা।*

সীকবাং ঃ কসমতিরা করমতিদেরকে কিছু টাকা দিয়াছে — *কসমতিসঙ করমতিসঙন রাং কিচাসীক রীখা।*

সীকসা ঃ শিশুকে খাবার দাও — *চেরাইন চাথাই রীদি।*

সীকবাং ঃ শিশুদেরকে খাবার দাও — *চেরাইরগন চাথাই রীদি।*

➔ ৩) ***'বায়' সিনিমারি*ঃ** *বাংলায়* **'দ্বারা', 'দিয়া', 'কর্তৃক'** *ইত্যাদির জন্য ককবরকে 'বায়' সিনিমারি হয়। সাধারণতঃ তাঙমানীয় তাঙহালক-এ 'বায়' সিনিমারি হয়। যেমন —*

সীকসা (একবচন)	*সীকবাং* (বহুবচন)
বিমল + কর্তৃক = বিমল কর্তৃক	বিমলদিগের + কর্তৃক = বিমলদিগের কর্তৃক
(বিমল + বায়) = (বিমল বায়)	*(বিমলসঙ + বায়) = (বিমলসঙ বায়)*
শিশু + দ্বারা = শিশু দ্বারা	শিশুদের + দ্বারা = শিশুদের দ্বারা
(চেরাই + বায়) = (চেরাই বায়)	*(চেরাইরগ + বায়) = (চেরাইরগ বায়)*

➔ ***ককবীতাংগ থেপামুঙ* (বাক্যে ব্যবহার) ঃ**

সীকসা ঃ বিমলের দ্বারা এই কাজ হইবে না — *বিমল বায় অ সামুঙ আঁংগ্লাক।*
সীকবাং ঃ বিমলদের দ্বারা এই কাজ হইবে না — *বিমলসঙ বায় অ সামুঙ আঁংগ্লাক।*
সীকসা ঃ শিশু দ্বারা এই কাজ হইবে না — *চেরাই বায় অ সামুঙ আঁংগ্লাক।*
সীকবাং ঃ শিশুদের দ্বারা এই কাজ হইবে না — *চেরাইরগ বায় অ সামুঙ আঁংগ্লাক।*

➔ ৪) ***নি' সিনিমারি* ঃ** বাংলায় 'র' বা 'এর' বিভক্তির জন্য ককবরকে '*নি সিনিমারি* হয়। সাধারণতঃ *ককহালক* বা সম্বন্ধ পদে এই বিভক্তির অধিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

সীকসা (একবচন)	*সীকবাং* (বহুবচন)
বিমল + এর = বিমলের	বিমল + দিগের = বিমলদিগের
(বিমল + নি) = (বিমলনি)	*(বিমল + সঙনি) = (বিমলসঙনি)*
শিশু + র = শিশুর	শিশু + দের = শিশুদের
(চেরাই + নি) = (চেরাইনি)	*(চেরাই + রগনি) = (চেরাইরগনি)*

➔ ***ককবীতাংগ থেপামুঙ* (বাক্যে ব্যবহার) ঃ**

সীকসা ঃ এটি বিমলের হাত — *ম' বিমলনি য়াক।*
সীকবাং ঃ এগুলি বিমলদের বই — *অমরগ বিমলসঙনি পুথি।*
সীকসা ঃ এটি শিশুর কণ্ঠস্বর — *ম চেরাইনি খরাঙ।*
সীকবাং ঃ এটি শিশুদের কান্না — *ম চেরাইরগনি কাবমুঙ।*

➔ ৫) ***'নি সিমি' সিনিমারি* ঃ** বাংলায় 'হইতে', 'থেকে' ইত্যাদি বিভক্তির জন্য ককবরকে *'নি সিমি'* হয়। সাধারণতঃ *তাঙমুক তাঙহালক*-এ. *'নি সিমি সিনিমারি* হয়। যেমন —

সীকসা (একবচন)	*সীকবাং* (বহুবচন)
খুমুলীঙ + থেকে = খুমুলুঙ থেকে	ছেলেদের + কাছ থেকে = ছেলেদের থেকে
(খুমুলীঙ + নি সিমি) = (খুমুলীঙনি সিমি)	*(চৌলারগ + নি সিমি) = (চৌলারগনি সিমি)*
শিশুটি + থেকে = শিশুটি থেকে	শিশুদের + থেকে = শিশুদের থেকে
(চেরাই + নি সিমি) = (চেরাইনি সিমি)	*(চেরাইরগ + নি সিমি) = (চেরাইরগনি সিমি)*

➤ *ককবীতাংগ থেপামুঙ* (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

সীকসা ঃ খুমুলুঙ থেকে কত দূর — *খুমুলৌঙনি সিমি বীসীক চাল?*
সীকবাং ঃ ছেলেদের নিকট হইতে কত দূর — *চৌলারগনি সিমি বীসীক চাল?*
সীকসা ঃ সকাল হইতে বৃষ্টি পড়িতেছে — *ফুঙনি সিমি উাতৗয় উাই তঙগ।*
সীকবাং ঃ তাহাদের নিকট হইতে কত দূর — *বরগনি সিমি বীসীক চাল?*

➤ ৬) ***'অ' সিনিমারি*** ঃ বাংলায় 'য়', 'এ', 'তে', 'এতে' ইত্যাদির জন্য ককবরকে ***'অ' সিনিমারি*** হয়। সাধারণতঃ *তাঙনিকুমা তাঙহালক*-এ ***'অ' সিনিমারি*** হয়। যেমন —

সীকসা (একবচন)	*সীকবাং* (বহুবচন)
গাছ + এ = গাছে	গাছগুলি + তে = গাছগুলিতে
(বুফাঙ + অ) = (বুফাঙগ)	*(বুফাঙরগ + অ) = (বুফাঙরগ')*
বাড়ী + তে = বাড়ীতে	বাড়ীগুলি + তে = বাড়ীগুলিতে
(নক + অ) = (নগ')	*(নকরগ + অ) = (নগরগ')*

➤ *ককবীতাংগ থেপামুঙ* (বাক্যে ব্যবহার) ঃ

সীকসা ঃ গাছে ফল ধরে — *বুফাঙগ বীথাই থাইঅ।*
সীকবাং ঃ এই গাছগুলিতে ফল আছে — *অ বুফাঙরগ' বাথাই তঙগ।*
সীকসা ঃ এই বাড়ীতে লোক আছে — *অ নগ' বরক তঙগ।*
সীকবাং ঃ এই বাড়ীগুলিতে মদ পাওয়া যায় — *অ নকরগ' চুয়াক মানথগ'।*

ককহালক ঃ বাংলায় সম্বন্ধ পদকে ককবরকে বলা হয় ***ককহালক***। *ককহালক*-এ সাধারণতঃ *'নি সিনিমারি'* হয়। যেমন —

ক) আমার বন্ধু — *আনি কিচিং,*

খ) রামের মা -- *রামনি বুমা,*

গ) চোখের রোগ — *মকলনি বেমার, ইত্যাদি।*

ককখুমুঙ ঃ বাংলার 'সম্বোধন পদকে' ককবরকে ***ককখুমুঙ*** বলা হয়। এই পদের সহিত বাক্যের অন্যান্য পদের কোন সম্বন্ধ থাকে না। কেবল মাত্র কাউকে সম্বোধন করার জন্য এই পদের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। যেমন —

মা, আমাকে রক্ষা কর — ***আমা,*** *আন মীথাঙজাবাদি।*

ভ্রাতাগণ, এইদিকে আইস — ***তাখুকরগ,*** *য়াং ফায়গ্রাদি।*

ষষ্ঠ অধ্যায়

বীখাক উলদক

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

উাসা বায় উাসাম (উপসর্গ ও অনুসর্গ)

➤ ***উাসা* (উপসর্গ)** ঃ যে-সকল অব্যয় জাতীয় শব্দ বা শব্দাংশ ধাতু বা শব্দের পূর্বে বসিয়া তাহাদের অর্থান্তর ঘটায়, তাহাদিগকে বলে *উাসা*। *উাসা* ব্যবহারের দ্বারা ধাতুর বা শব্দের অর্থ পরিবর্তিত হইয়া যায়। যেমন, *সা* - ধাতুর অর্থ বলা। কিন্তু *উাসা*-যোগে উহার বিভিন্ন অর্থ হয়। যথা —

উাসা (উপসর্গ)	+	*ককচালীয়* (ধাতু)	=	*ককমাঙ* (অর্থ)
০	+	*সা*	=	*সা* (বলা, এক)
ক	+	*সা*	=	*কসা* (একাংশ)
কা	+	*সা*	=	*কাসা* (আরোহণ করা)
কী	+	*সা*	=	*কীসা* (ক্ষত, ঘা)
বী	+	*সা*	=	*বীসা* (সন্তান, বাচ্চা)
বাক	+	*সা*	=	*বাকসা* (সমান)
নী	+	*সা*	=	*নীসা* (তোমার সন্তান)
খক	+	*সা*	=	*খকসা* (এক টাকা)
খাক	+	*সা*	=	*খাকসা* (অর্ধাংশ)
দুম	+	*সা*	=	*দুমসা* (তোলে ধরা)
সিপ	+	*সা*	=	*সিবসা* (প্রবাহিত হওয়া)
তীয়	+	*সা*	=	*তীয়সা* (ছোট নদী)

উাসা (উপসর্গ) +	*ককচৌলৗয়* (ধাতু)	= *ককমাঙ* (অর্থ)
তি +	*সা*	= *তিসা* (তোলা)
তেই +	*সা*	= *তেইসা* (আবার, আর একটু)
তাং +	*সা*	= *তাংসা* (কাসর,কাসি)
কাই +	*সা*	= *কাইসা* (একটি)
বার +	*সা*	= *বারসা* (লাফানো)
নায় +	*সা*	= *নায়সা* (উপর দিকে তাকানো)
বক +	*সা*	= *বকসা* (উপরে চাপানো)
মৗ +	*সা*	= *মৗসা* (বাঘ, নাচা)

২) *'লাই'* অর্থ অতিক্রম করা। এই *'লাই'* ধাতুর সঙ্গে উপসর্গ-যোগে গঠিত শব্দের কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

উাসা (উপসর্গ) +	*ককচৌলৗয়* (ধাতু)	= *ককমাঙ* (অর্থ)
o +	*লাই*	= *লাই* (অতিক্রম করা)
বৗ +	*লাই*	= *বৗলাই* (পাতা, পৃষ্ঠা)
কৗ +	*লাই*	= *কৗলাই* (পতিত হওয়া)
কক +	*লাই*	= *ককলাই* (চিঠি)
খিক +	*লাই*	= *খিকলাই* (নিক্ষেপ করা)

৩) *'ফাঙ'* শব্দের অর্থ 'গাছ'। *ফাঙ* শব্দের সঙ্গে উপসর্গ-যোগে বিভিন্ন শব্দের কয়েকটি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

উাসা (উপসর্গ) +	*ককথাই (শব্দ)*	= *ককমাঙ* (অর্থ)
o +	*ফাঙ*	= *ফাঙ* (গাছ, বৃক্ষ)
নক +	*ফাঙ*	= *নকফাঙ* (গৃহকর্তা)
তাঙ +	*ফাঙ*	= *তাঙফাঙ* (সম্পাদক)
আচুক +	*ফাঙ*	= *আচুকফাঙ* (সভাপতি)
রাং +	*ফাঙ*	= *রাংফাঙ* (কোষাধ্যক্ষ্য)

➔ ৪) ককবরকে এইরূপ আরও অনেক উপসর্গ আছে। নীচে বিভিন্ন উপসর্গ যোগে গঠিত কয়েকটি শব্দ ও তাদের বাংলা অর্থ প্রদত্ত হইল ঃ

ক) **'অ' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *অব'* (এটি), *অম'* (এটি), *অর'* (এখানে।

খ) **'আ' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *আব'* (ঐটি), *আম'* (ঐটি), *আর* (সেখানে, *আমা* (আমার মা), *আফা* (আমার বাবা), *আতা* (আমার বড়ভাই), *আচুই* (আমার দিদিমা, *আচু* (আমার দাদু)।

গ) **'উ' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *উব'* (ঐটি), *উম'* (ঐটি), *উর'* (ঐখানে, *উক'* (ঐতো)।

ঘ) **'ই' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *ইব'* (ঐটি), *ইর'* (ঐখানে), *ইম'* (ঐটি), *ইক'* (ঐতো)।

ঙ) **'ক' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *কবর* (পাগল), *কতর* (বড়), *কথর* (শিলা, *কথক* (সুস্বাদু), *কবন* (উড়া), *কবক* (আহ্বান করা), *কফন* (জীর্ণ), *কবল* (ঢেকে ফেলা), *কমর্ক* (ম্লান, বিষন্ন), *কর'* (ভুল করা), *কলব* (ডাইনি বা দেবতা ভর করা), *কলম* (গরম লাগা), *কসক* (পঁচা), *কসর* (স্বর ভঙ্গ হওয়া), *কহর* (ভর করা, পাগল ইত্যাদি দ্বারা)।

চ) **'কা' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *কাহাম* (ভাল), *কাখক* (দূর করা, মুক্ত করা), *কালাং* (রেখে যাওয়া), *কাখার* (বিস্বাদ), *কাদুল* (পদ দলিত করা), *কারা* (ঠাট্টা করা), *কাসা* (উপরে উঠা), *কাসেলে* (পিছলে যাওয়া), *কাসু* (আটকানো)।

ছ) **'কি' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *কিসি* (ভেজা), *কিচিক* (ছিন্ন), *কিফিল* (প্রত্যাবর্তন করা), *কিয়র* (ব্যথা হওয়া বা কামড়ানি), *কিরি* (ভয় পাওয়া), *কিপির* (কিরণ দেওয়া), *কিসিপ* (পাখা)।

জ) **'কু' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *কুউার* (প্রশস্ত), *কুমুন* (পাকা), *কুথুক* (গভীর), *কুতুক* (কঠিন), *কুচুক* (উচ্চ), *কুফুর* (সাদা), *কুসুং* (মোটা, বন্ধ), *কুবুক* (ধারালো)।

ঝ) **'কে' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *কেখেক* (বাঁকা, বক্র), *কেফের* (চেপ্টা), *কেচেন* (পরাজিত), *কেবেল* (দুর্বল), *কেপেক* (নরম, কোমল), *কেবেং* (বাধা দেওয়া), *কেফেক* (মাতাল), *কেরাম* (শীর্ণ, রোগা), *কেলেঙ* (আশেপাশে ঘোর ঘোর করা), *কেলের* (দীর্ঘসূত্রী), *কেসেপ* (চাপ দেওয়া, সংকীর্ণ হওয়া), *কেসেং* (ফাঁক ফাঁক)।

ঞ) **'কৗ' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *কৗকাক* (স্থলিত), *কৗচা* (আটকে থাকা, *কৗকৗরৗক* (পবিত্র, স্বচ্ছ), *কৗচাক* (লাল বর্ণ), *কৗখা* (তিক্ত), *কৗচাম* (পুরাতন), *কৗখাম* (দগ্ধ), *কৗচার* (মধ্য), *কৗখৗয়* (অম্ল, টক), *কৗথা* (মেলামেশা করা), *কৗথার* (পবিত্র),

কৗনৗয় (দুই), *কৗপ্রাপ* (লবণাক্ত, ঝাঁঝালো), *কৗফা* (লেগে থাকা), *কৗপৗরু* (নরম হওয়া, নষ্ট হওয়া), *কৗবা* (বমি করা), *কৗবাক* (জরিয়ে ধরা), *কৗমা* (হারিয়ে যাওয়া), *কৗরাই* (ঝড়ে পরা), *কৗরাক* (শক্ত, কঠিন), *কৗরৗঙ* (শিক্ষিত, দক্ষ), *কৗলাই* (পড়ে যাওয়া), *কৗলৗয়* (কাঁপা), *কৗলৗক* (ডুবে যাওয়া)।

ট) **'বু' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *বুখুক* (মুখ), *বুচু* (পুঁটলি), *বুফা* (পিতা), *বুফাঙ* (গাছ), *বুমুঙ* (নাম), *বুসু* (কাঁটা), *বুদুল* (পিণ্ড), *বুদুক* (লতা, ছিলা)।

ঠ) **'বৗ' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *বৗকৗরা* (শ্বশুর), *বৗকলাপ* (ঢাকনা), *বৗকৗরাঙ* (পাখনা, ডানা), *বৗখা* (হৃদয়), *বৗচাপ* (গুচ্ছ), *বৗচামারি* (তাহার জামাতা), *বৗতৗই* (ডিম), *বৗতৗয়* (রস, ঝোল), *বৗথাই* (ফল), *বৗপৗরা* (মিলনস্থল), *বৗলাম* (ছিদ্র), *বৗসৗকাং* (অগামী, সামনা), *বৗসা* (সন্তান), *বৗসাক* (শরীর)।

ড) **'মে' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *মেচেন* (পরাজিত করা), *মেথেপ* (বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলা)।

ঢ) **'মৗ' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *মৗখৗয়* (টক), *মৗনাক* (অন্ধকার), *মৗচাঙ* (মানান সই হওয়া), *মৗনৗয়* (হাসা), *মৗতাই* (দেবতা), *মৗরৗক* (পাহাড়া দেওয়া), *মৗথাক* (থামানো, দমন করা), *মৗসা* (নাচা), *মৗসাই* (হরিণ), *মৗচৗং* (প্রজ্জ্বলিত করা)।

ণ) **'সৗ' উপসর্গ-যোগে কয়েকটি শব্দ ঃ** *সৗকৗয়* (ঢাকা, ছিলা), *সৗবায়* (ভাঙ্গা), *'সৗতৗয়* (হলুদ, মশলা), *সৗরৗঙ* (শিক্ষা করা)।

উপরে উল্লেখিত উপসর্গগুলি ছাড়াও ককবরকে আরও অনেক (যেমন - *ফৗ, মা, সে* ইত্যাদি) উপসর্গ রহিয়াছে-যাহা লক্ষ্য করিলে সহজেই অনুধাবন করা যায়।

উাসাম* (অনুসর্গ) ঃ** যে-সকল অর্থপূর্ণ শব্দ *মুঙরৗক* বা *মুঙসৗলাই*-এর পরে বসিয়া উহাদের সঙ্গে বাক্যে ব্যবহৃত অন্যান্য পদের সম্পর্ক স্থাপন করে ও *সিনিমারি* (বিভক্তি) নির্দেশ করে তাহাদের বলে ***উাসাম বা অনুসর্গ।

ককবরকে বহুল ব্যবহৃত অনুসর্গ বা *উাসাম*-গুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

বায় (দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, সাথে, সঙ্গে, সনে), *ফাইসিং* (দিকে, অভিমুখে, প্রতি, পানে), *বৗখাক* (দিকে, অভিমুখে, প্রতি, পানে), *সৗকাং* (আগে, পূর্বে, প্রথমে), *য়াছা* (ছাড়া, ব্যতীত, বিনা); *উকলগ* (পাছে, পিছে, পিছু), *হাই* (ন্যায়, রকম, মতো, মতন), *বের* (মাঝে), *বিসিং* (ভিতর, ভিতরে, মাঝ, মাঝে-মধ্যে), *সাকাঅ* (উপরে), *সাম'* (নিকটে, কাছে/পাশে), *তলাঅ* (নীচে), *বাগৗই* (জন্য, নিমিত্ত, লাগিয়া), *গানা* (কাছে, নিকটে, পাশে, *সৗলাই* (থেকে, চেয়ে, অপেক্ষা), *থানি* (প্রতি, নিকট, কাছে)।

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

ডাখীলাই (প্রত্যয়)

ধাতু-প্রকৃতির সহিত বা শব্দ-প্রকৃতির সহিত যে সকল বর্ণচিহ্ন যুক্ত হইয়া নতুন শব্দ বা ক্রিয়াপদ গঠিত হয় তাহাকে বলে ***ডাখীলাই*** বা প্রত্যয়। ককবরকে *ডাখীলাই* বা প্রত্যয় দুই প্রকার।

- ক) ***খীলায় ডাখীলাই*** (ধাতু প্রত্যয়)
- খ) ***ককথাই ডাখীলাই*** (শব্দ প্রত্যয়)

ক) ***খীলায় ডাখীলাই*** (ধাতু প্রত্যয়) ঃ *খীলায়* (ধাতু)-এর সহিত প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নতুন শব্দ গঠন করিলে তাহাকে বলা হয় ধাতু প্রত্যয় বা ***খীলায় ডাখীলাই***। যেমন — *থাং + খামন = থাংখামুন*।

খ) ***ককথাই ডাখীলাই*** (শব্দ প্রত্যয়) ঃ *ককথাই* (শব্দ)-এর সহিত প্রত্যয় যুক্ত হইয়া নতুন শব্দ গঠন করিলে তাহাকে বলা হয় শব্দ প্রত্যয় বা ***ককথাই ডাখীলাই***। যেমন — *রাঙ + গীনাঙ = রাঙগীনাঙ*।

নীচে ককবরক ভাষায় বহুল ব্যবহৃত কয়েকটি প্রত্যয়ের ব্যবহার দেখানো হইল ঃ

১। *'খাই'/ 'খে'/ 'খীলায়'* প্রত্যয়

ধাতুর সহিত *'ইলে'* প্রত্যয় যুক্ত হইয়া যে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয়, এই *'ইলে'* রূপটির জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত *'খাই'/'খে'/'খীলায়'* ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *নীঙ পরিখাই আঙ পরিনাই* — তুমি পড়িলে আমি পড়িব।

খ) *আঙ থাংখে নীঙ থাংনাদে?* — আমি যাইলে তুমি যাইবে কি?

গ) *ব ফায়খীলায় আঙ ফায়নাই* — তিনি আসিলে আমি আসিব।

২। *'উই'/ 'আই'/'ই'* প্রত্যয়

ধাতুর সহিত *'ইয়া'* প্রত্যয় যুক্ত হইয়া যে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয় এই *'ইয়া'* রূপটির জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত *'উই'/'আই'/'ই'* ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *'অর', ফায়উই নায়দি* --- এখানে আসিয়া দেখ।

খ) *নগ' থাংগীই পরিদি* — বাড়ীতে গিয়া পড়।

গ) *মায় চাই নায়দি* — ভাত খাইয়া দেখ।

কোনও ক্রিয়া যাইয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে ক্রিয়ার সহিত '*অী*', '*উই*' ও '*ই*' এবং পরে প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *নগ' চাইদি* — বাড়ীতে গিয়া খাও।

খ) *আঙ রীঙনগ' পরিউইনাই* — আমি বিদ্যালয়ে গিয়া পড়িব।

ঘ) *বাজার' নায়ীইদি* — বাজারে গিয়া দেখ।

খীলায়মা বা *মুঙরীক*বা *মুঙসীলাই*- এর উপর বিশেষ জোর দেওয়া বুঝাইবার জন্য মুঙরীক বা মুঙসীলাই-এর পরে 'খে, খাই' বসে। যেমন —

ক) *ব খাই থাংগীলাক* — সে যাইবে না।

খ) *মনি বাগীইখে উানাজাগ গীলাক* — উহার জন্য চিন্তা করিতে হইবে না।

গ) *থাংনা খাই থাংদি* — যাইতে হইলে যাও।

ঘ) *চানানিখে চাদি* — খাইতে হইলে খাও।

ক্রিয়ার ভাব বা অবস্থা বুঝাইবার জন্য যে ক্রিয়া বিশেষণটি ব্যবহৃত হয় উহার সহিত '*খাই*',/'*খে*'/'*খীলায়*' বসে। যেমন —

ক) *কল কলখাই হিমদি* — ধীরে ধীরে হাঁট।

খ) *সেরেক সেরেক খীলায় সাদি* — চুপি চুপি বল।

গ) *বীতীইখে রমখা* — কিভাবে ধরিয়াছেন?

ঘ) *কীতালখাই সালাইদি* — নতুনভাবে আলোচনা করিও।

➔ ৩। **'*খীলাই*' প্রত্যয়**

নীচের দিকে কোন ক্রিয়া সম্পন্ন করা বা হওয়া বুঝাইলে ক্রিয়াপদের সহিত '*খীলাই*' এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *য়াংগ' নাইখীলাইদি* — এইদিকে (নীচের দিকে) তাকাও।

খ) *অবন খিবখীলাইদি* — উহাকে (নীচের দিকে) ছুড়িয়া ফেল।

➔ ৪। **'*গীরা*' প্রত্যয়**

সর্বাগ্রে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে ক্রিয়াটির সহিত '*গীরা*' এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *নীঙ পরিগীরাদি* — তুমি আগে পড়।

খ) *বন' সাগীরাদি* — তাহাকে আগে বল।

গ) *মান সাউইগীরাদি* — মাকে আগে গিয়া বল।

➤ ৫। *'গীরানা'* প্রত্যয়

উত্তম পুরুষের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে কোন ক্রিয়া সম্পাদন 'করিয়া দেখি' করিয়া ফেলি, বা করিয়া লই, এইরূপ বুঝাইলে ক্রিয়ার সহিত *'গীরানা'* বসে। যেমন —

ক) *রীঙনগ' থাংগীরানা* — আগে বিদ্যালয়ে যাই।

খ) *আঙ বই পরিগীরানা* — আমি আগে বই পড়িয়া লই।

গ) *বল কিসা থুংগীরানা* — আগে একটু বল খেলিয়া লই।

➤ ৬। *'খামু'/'খামুন'* প্রত্যয়

বাংলায় কার্যকারণাত্মক বাক্যে অতীতকালে হয়তো কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইত এইরূপ বুঝাইলে ক্রিয়ার সহিত *'খামু'/'খামুন'* ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *ব থাংখাই আঙ-ব থাংখামুন* — তিনি যাইলে আমিও যাইতাম।

খ) *আঙ চাখে নীঙ-ব চাখামুন* — আমি খাইলে তুমিও খাইতে।

গ) *নীঙ পরিখাই ব পরিখামুন* — তুমি পড়িলে সে পড়িত।

➤ ৭। *'গীলাকখামুন'* প্রত্যয়

কার্যকারণাত্মক বাক্যে অতীতকালে সম্ভবতঃ কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইত না এইরূপ বুঝাইলে মূল ক্রিয়াপদের সহিত *গীলাকখামুন* বসে। যেমন —

ক) *ব ফায়ফান' আঙ ফায়গীলাকখামুন* — সে আসিলেও আমি আসিতাম না।

খ) *আঙ নুগগীলাকখামুন* — আমি দেখিতাম না।

গ) *নীঙ চাফান' ব চাগীলাকখামুন* — আপনি খাইলেও তিনি খাইতেন না।

➤ ৮। *'গীলাকখা'* প্রত্যয়

ভবিষ্যৎ কালে সম্ভবতঃ কোন ক্রিয়া সম্পাদিত হইবে না, এইরূপ বুঝাইলে ক্রিয়া পদটির সহিত *'গীলাকখা'* বসে। যেমন —

ক) *ব মায় চাগীলাকখা* — তিনি সম্ভবতঃ ভাত খাইবেন না।

খ) *ব তেই থাংগীলাকখা* — তিনি হয়তো আর যাইবেন না।

গ) *নরেন ফায়গীলাকখা* — নরেন হয়তো আসিবে না।

➤ ৯। *'চম'* প্রত্যয়

মনযোগের সহিত বা গোপনে দেখা বা শোনা অর্থে ককবরকে ক্রিয়ার সহিত *'চম* এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *কাহামখে নায়চমদি* — ভালভাবে (মনযোগের সহিত) লক্ষ্য কর।

খ) *সেরেক সেরেকখাই খীনাচমদি* — চুপিচুপি (গোপনে) শোন।

১০। *'জাক'* প্রত্যয়

উহা কর্মবাচ্যে ক্রিয়ার প্রত্যয়। কর্মবাচ্যে মুল ক্রিয়ার সহিত উহাকে এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *ব বায় অম' সীয়জাগখা* — তাহার দ্বারা উহা লেখা হইয়াছে।

খ) *অব' ফুনুগজাগানী* — এইটা দেখানো হইবে।

১১। *'গীনাঙ'* প্রত্যয়

কেহ কোন কিছুর অধিকারী বুঝাইলে, যে বস্তু, সম্পত্তি বা বিষয়ের অধিকারী বুঝাইবে উহার সহিত *'গীনাঙ'* ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *ব ফানগীনাঙ বরক* — সে শক্তিমান লোক।

খ) *রামবাবু রাঙগীনাঙ বরক* — রামবাবু ধনবান ব্যক্তি।

গ) *রহিম খাগীনাঙ বরক* — রহিম হৃদয়বান লোক।

১২। *'গীনাঙগীই'* প্রত্যয়

ব্যাপীয়া বা জুরিয়া অর্থে ককবরকে *'গীনাঙগীই'* বসে। যেমন —

ক) *কামি গীনাঙগীই কেব কীরীই* — গ্রাম জুরিয়া কেহ নাই।

খ) *ভারত গীনাঙগীই বন্ধ পালাইজাগখা* — ভারত ব্যাপী বন্ধ পালন করা হইয়াছে।

১৩। *'জা'* প্রত্যয়

কষ্টেসৃষ্টে বা দুঃখসূচক ভাব বুঝাইবার জন্য ককবরকে ক্রিয়াপদের সহিত *'জা* এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *তাবুক অর-ন তঙজাঅ* — এখন কষ্টে সৃষ্টে এইখানেই থাকি।

খ) *বীরগ তাবুক হুকখীলায় চাজাঅ* — তাহারা এখন জুম করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

১৪। *'ত'* প্রত্যয়

বাংলায় বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে যে 'তো' ব্যবহৃত হয়, ককবরকে এই 'তো' রূপটির জন্য *'ত'* ব্যবহৃত হয়। এইক্ষেত্রে তাহার পূর্বে এটি হাইফেন ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *ব-ত' ফায়গীলাক* — তিনি তো আসিবেন না।

খ) *নন'-ত' তাই নুগয়া* — তোমাকে তো আর দেখা যায় না।

গ) *রাঙ-ত' তাই মানগীলাক* — টাকা তো আর পাইব না।

➔ ১৫। *'তৗই'* প্রত্যয়

ন্যায়, মতো, দিকদিয়া, রকম ইত্যাদির জন্য ককবরকে সর্বনামের সহিত 'তৗই' বসে। যেমন —

ক) *নৗওতৗই বরক অর' কৗরৗই* — আপনার মতো লোক এইখানে নাই।

খ) *বিয়াংতৗই থাংনাই* — কোন দিক দিয়া যাইবেন?

গ) *নৗও বৗতৗই কক সা* — আপনি কিরকম কথা বলেন?

কোনও ক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন হইবার পথে বা সম্পাদিত হইবার উপক্রম এইরূপ বুঝাইলে মূল ক্রিয়াকে দুইবার উল্লেখ করিয়া প্রতিবারই উহার সহিত 'তৗই' বসে। যেমন —

ক) *ব থাংতৗই থাংতৗই ঔংখা* — সে যায় যায় ভাব হইয়াছে।

খ) *পাখীটি উড়ে উড়ে ভাব হইয়া আছে* — অ তক বিরতৗই বিরতৗই ঔংখা ।

➔ ১৬। *'তৗতৗই'/'তে'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করিতে করিতে অপর কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে প্রথম মূল ক্রিয়া বসাইয়া ক্রিয়াটির সহিত *'তৗতৗই'* বা প্রথম ক্রিয়াটিকে দুইবার উল্লেখ করিয়া প্রতিবারই উহার সহিত *'তে'* বসাইতে হয়। যেমন —

ক) *হিমতৗতৗই ই কক সাখা* — হাঁটিতে হাঁটিতে এই কথা বলিয়াছে।

খ) *ব নৗংতৗতৗই মৗনৗয়'* — সে খাইতে খাইতে (তরল পদার্থ) হাসে।

গ) *আঙ মৗনৗয়তে মৗনৗয়তে লেংজাগখা* — আমি হাসিতে হাসিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছি।

ঘ) *বরগ মৗনৗয়তৗতৗই সালাংখা* — তাহারা হাসিতে হাসিতে বলিয়া গিয়াছে।

➔ ১৭। *'তা'* প্রত্যয়

চলিত বাংলায় কোন ক্রিয়া 'করিয়াছি আর কি' 'করিয়াছে আর কি' বা 'করিয়াছেন আর কি' এইরূপ বুঝাইলে নিশ্চিন্ত অর্থে 'আরকি' রূপটির জন্য ককবরকে বাক্যের শেষে *'তা'* বসে। যেমন —

ক) *ব ফায়কা তা* — তিনি আসিয়াছেন আর কি।

খ) *খেলাংতি চাখা তো* — খেলাংতি খাইয়াছে আর কি।

গ) *নৗও ফায়দি তা* — আপনি আসিবেন আরকি।

ঘ) *খায়কা তা* — করিয়াছি আরকি।

ঙ) *সানাই তা* — বলিব আরকি।

➔ ১৮। *'থক'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করিতে ভাল লাগা, আরাম লাগা, সুবিধা লাগা এইরূপ বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত *'থক'* বসে এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *আঙ রীচাবমুঙ রীচাবথগ'* — আমার গান গাইতে ভাল লাগে।

খ) *য়াক বায় রমথগ'* — হাত দিয়া ধরিতে সুবিধা লাগে।

গ) *আঙ হিমথগয়া* — আমার হাঁটিতে ভাল লাগেনা।

➔ ১৯। *'থাই'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করা উচিত বা করণীয় এইরূপ বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত *'থাই'* প্রত্যয়টি বসে। যেমন —

ক) *আঙ খকবা মানথাই তঙগ* — আমি পাঁচ টাকা প্রাপ্য।

খ) *বন খুলুমথাই কীলাইঅ* — তাহাকে প্রণাম করা উচিত।

গ) *অব-ন চিনি নায়থাই কীলাইঅ* — এটাই আমাদের দেখা উচিত।

➔ ২০। *'থানি'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদনের 'সময় বা বেলায়' এইরূপ বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত *'থানি'* প্রত্যয়টি যুক্ত হয়। যেমন —

ক) *বক্তৃতা খীলায়থানি* — বক্তৃতা করিবার সময়।

খ) *মানথানি খাই জতত-ন তঙগ'* — পাওয়ার বেলায় সকলেই আছেন।

কাছে বা নিকট অর্থে ককবরকে *'থানি'* ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *আনি থানি* — আমার নিকট।

খ) *রামনি থানি* — রামের নিকট।

➔ ২১। *'দউ'* প্রত্যয়

অনুজ্ঞাসূচক বাক্যের শেষে অনুরোধ অর্থে 'কেমন' শব্দটির জন্য ককবরকে *'দউ'* প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *অর' আচুক তঙদি, দউ* — এখানে বসিয়া থাক, কেমন।

খ) *বন রীই রীদি, দউ* — তাহাকে দিয়া দিও, কেমন।

➔ ২২। *'দ আকন'* প্রত্যয়

'আচ্ছা ঠিক আছে' বা 'সে যাই হউক' এই কথাগুলির জন্য ককবরকে *'দ আকন'* ব্যবহৃত হয়। আবার কখনো কখনো উহার সংক্ষিপ্ত রূপ কেবলমাত্র *'আকন'* ও ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *দ আকন, নীঙ ফায়সিদে* — আচ্ছা ঠিক আছে, আপনি চলে আসেন।

খ) *আকন, নীঙ তাবুক পরিদি* — আচ্ছা, তুমি এখন পড়।

গ) *দ আকন, তাবুক সাদি নীঙ ফায়নাই বীলা* — সে যাই হউক, এখন বলেন আপনি আসছেন তো?

➤ ২৩। *'দরপ'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন হইবা মাত্র বা হইবার সঙ্গে সঙ্গেই অপর কোন ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলা হইলে প্রথম ক্রিয়ার সহিত *'দরপ'* প্রত্যয়টি বসাইয়া প্রয়োজনীয় চিহ্ন পরে যোগ করা হয়। যেমন —

ক) *বিশু ফায়দরপ-ন সাখা* — বিশু আসা মাত্রই বলিয়াছি।

খ) *আঙ সাদরপ-ন সীয়খা* — আমি বলিবা মাত্রই লিখিয়াছে।

➤ ২৪। *'থার'* প্রত্যয়

হত্যা করা বুঝাইবার জন্য মূল ক্রিয়ার সহিত **'থার'** ও উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসে। যেমন —

ক) *লাথা বায় বুথারখা* — লাঠির দ্বারা (পিটাইয়া) হত্যা করিয়াছে।

খ) *দা বায় রাথারদি* — দা দিয়া (কাটিয়া) হত্যা কর।

➤ ২৫। *'য়াগীজা'/'য়গাজা'* প্রত্যয়

সাধারণ বর্তমান কালে না-বাচক বাক্যে বিরক্তি প্রকাশ করিবার জন্য মূল ক্রিয়ার সহিত *'য়াগীজা'/'য়াগাজা'* বসে। যেমন —

ক) *মায়সে চায়াগীজা বাহাইখে তরনাই* — ভাতই খায়না বড় হইবে কি করিয়া।

খ) *অরনি কনরয়াগীজা* — এখান হইতে সরেই না।

➤ ২৬। *'ন'* প্রত্যয়

বিশেষ্য বা সর্বনাম সম্পর্কে জোর দিয়া কোন কিছু বুঝাইতে হইলে বাংলায় 'ই' রূপটির জন্য ককবরকে *'-ন'* বসে এবং এই *'ন'* এর পূর্বে একটা হাইফেন বসে। যেমন —

ক) *অপু-ন মায় চাখা* — অপুই ভাত খাইয়াছে।

খ) *আঙ-ন পুইলা নুগখা* — আমিই প্রথম দেখিয়াছি।

➤ ২৭। *'নাই'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদনকারীকে বুঝাইবার জন্য মূল ক্রিয়ার সহিত *'নাই'* এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসে। যেমন —

ক) *মীথাঙনাই -ন চানাই* — যে রক্ষক সেই ভক্ষক।

খ) *ফায়নাইরগন আচুগ রীদি* — আগন্তুকগণকে বসিয়ে দিন।

➤ ২৮। *'বাই'* প্রত্যয়

সামগ্রিক ভাবে কোন ক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া বুঝাইলে মূল ক্রিয়ার সহিত *'বাই* বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেমন —

ক) *চীঙ অর' ফায়বাইখা* — আমরা (সকলেই) এইখানে আসিয়াছি।

খ) *নরগ থাংবাইদি* — আপনারা সকলেই চলিয়া যান।

২৯। *'ফ/ফন'* প্রত্যয়

প্রথম পুরুষ সম্পর্কে কোনও সংশয় প্রকাশ করা হইলে হাঁবাচক বা নাবাচক বাক্যের শেষে বাংলা বাক্যে 'নাকি' রূপটির জন্য *'ফ/ফন'* বসে। যেমন —

ক) *ব থাংগীলাক ফ* — তিনি নাকি যাইবেন না।

খ) *রহিম থাংনাই ফন* — রহিম নাকি যাইবে।

গ) *জোটন নুগ খা ফ* — জোটন নাকি দেখিয়াছে।

৩০। *'ফানী মানী'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন হইলেও হইতে পারে এইরূপ বুঝাইলে মূল ক্রিয়ার সহিত *'ফানী'* এবং পরে *'মানী'* বসিয়া থাকে। যেমন —

ক) *ব চাফানী মানী* — তিনি খাইলেও খাইতে পারেন।

খ) *আঙ থাংফানী মানী* — আমি যাইলেও যাইতে পারি।

৩১। *'য়াফানী মানী'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন নাও হইতে পারে এইরূপ বুঝাইলে মূল ক্রিয়ার সহিত *'য়াফানী'* এবং পরে *'মানী'* বসে। যেমন —

ক) *টাতৗয় টায়াফানী মানী* — বৃষ্টি নাও পড়িতে পারে।

খ) *ব ফায়াফানী মানী'* — তিনি নাও আসিতে পারেন।

৩২। *'জাবাদি'* প্রত্যয়

অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে অনুরোধ বুঝাইবার জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত *'জাবাদি* বসিয়া থাকে। যেমন —

ক) *বরগন' কিসা নায়জাবাদি* — তাহাদেরকে একটু দেখিও।

খ) *অমন' কিসা রমজাবাদি* — এইটাকে একটু ধরিয়া রাখিও।

৩৩। *'ফুরু'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদনের সময় অপর কোনও ক্রিয়া সম্বন্ধে কিছু বলা হইলে 'সময়' অর্থে প্রথম ক্রিয়াটির সহিত *'ফুরু'* প্রত্যয়টি বসে। যেমন —

ক) *নগ' থাংফুরু সাদি* — বাড়ী যাইবার সময় বলিও।

খ) *হাতিনি ফায়ফুরু তুবুনাই* — বাজার হইতে আসিবার সময় লইয়া আসিব।

➔ ৩৪। *'ব'* প্রত্যয়

বাংলায় কখনও বিশেষ্য বা সর্বনামের সহিত 'also' অর্থে 'ও' বসিয়া থাকে। ককবরকে এই 'ও' এর জন্য *'-ব'* বসিয়া থাকে। তবে এই ব-এর পূর্বে একটি হাইফেন বসে। যেমন —

ক) *আঙ-ব থাংনাই রাম-ব থাংনাই* — আমিও যাইব রামও যাইবে।

খ) *অম'-ব তৗইদি উম'-ব তৗইদি* — এটাও লও ঐটাও লও।

পর পর দুইটি ক্রিয়া সম্পর্কে কিছু বলা হইলে ককবরকে প্রথমে প্রথম ক্রিয়াটির প্রথম উচ্চারিত ধ্বনির সহিত *'-ব'* বসাইয়া উহার পর মূল ক্রিয়া উল্লেখ করিয়া প্রয়োজনীয় কালের চিহ্ন বসাইতে হয়। দ্বিতীয় ক্রিয়াটির ক্ষেত্রেও একই রূপ হয়। এই 'ব'-এর পূর্বেও একটা হাইফেন বসাইতেহয়। যেমন —

ক) *আঙ রৗ-ব রৗনাই তু-ব তুনাই* — আমি দিবও আনবও।

খ) *ব ফা-ব ফায়নাই না-ব নায়নাই* — সে আসিবেও দেখিবেও।

➔ ৩৫। *'মা'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদনে বাধ্যতা বা নিয়ম বুঝাইলে ক্রিয়ার পূর্বে *'মা'* এবং মূল ক্রিয়ার সহিত প্রয়োজনীয় কালের চিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন —

ক) *দরখাস্তনি লগি সার্টিফিকেট জমা মা রৗনাই* — দরখাস্তের সঙ্গে সার্টিফিকেট জমা দিতে হইবে।

খ) *নৗঙ অর' মা তঙনাই* — তোমাকে অবশ্যই এইখানে থাকিতে হইবে।

কেহ কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করিতে পাওয়া বা না পাওয়া বুঝাইলেও ক্রিয়ার পূর্বে *'মা'* এবং ক্রিয়ার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন —

ক) *ব মায় মা চায়া* — সে ভাত খাইতে পায়না।

খ) *আঙ মা নুগয়া* — আমি দেখিতে পাইনা।

গ) *আঙ অর' মা ফায়কা* — আমাকে এইখানে আসিতে হইয়াছে।

➔ ৩৬। *'মাসেমা'* প্রত্যয়

অবশ্যই কোনও ক্রিয়া সম্পাদন হওয়া বা করা বুঝাইলে মূল ক্রিয়ার পূর্বে *'মাসেমা* এবং মূল ক্রিয়ার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসিয়া থাকে। যেমন —

ক) *আঙ মাসেমা তঙনাই* — আমাকে অবশ্যই থাকিতে হইবে।

খ) *নৗঙ মাসেমা থাংনাই* — তোমাকে যাইতেই হইবে।

➔ ৩৭। *'মাসিনসা'* প্রত্যয়

বাংলায় জনক বা কর ইত্যাদি প্রত্যয়ের জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত

'মাসিনসা' যুক্ত হয়। যেমন —

ক) *মৗলাংচামাসিনসা* — বিস্ময়কর।

খ) *কিরিমাসিনসা* — ভয়ঙ্কর।

গ) *সেলেংমাসিনসা* — ঘৃণাজনক।

ঘ) *উানামাসিনসা* — উদ্বেগজনক।

➔ ৩৮। *'সক'* প্রত্যয়

ঘটমান বর্তমান কালে অনুজ্ঞাসূচক হাঁবাচক বাক্যে ক্রিয়ার সঙ্গে *'সক'* বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত করা হয়। যেমন —

ক) *নৗঙ হিম সকদি* — তুমি যাইতে থাক।

খ) *নরগ নায়সকদি* — আপনারা দেখিতে থাকেন।

➔ ৩৯। *'সন'* প্রত্যয়

কষ্টসহকারে দেখা বুঝাইলে 'দেখা' ক্রিয়াটির সঙ্গে *'সন'* বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসানো হয়। যেমন —

ক) *বেরা বেসেরতৗই নায়সনদি* — বেড়ার ফাঁক দিয়া দেখ।

খ) *য়াং কিসা নায়সন লা* — এদিকে একটু দেখ তো (কষ্টেসৃষ্টে)।

➔ ৪০। *'সি'* প্রত্যয়

অনুজ্ঞাসূচক কিংবা ইচ্ছাসূচক বাক্যে ক্রিয়া সম্পাদনের উপর জোর দেওয়া বুঝাইলে ক্রিয়ার সহিত *'সি'* বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত করা হয়। যেমন —

ক) *ব ফায়সিথুন* — সে আসুক।

খ) *আঙ থাংসিনাই* — আমি চলিয়া যাইব।

➔ ৪১। *'সা'* প্রত্যয়

উপরের দিকে কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করা বা হওয়া বুঝাইলে মূল ক্রিয়াটির সহিত *'সা'* বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসানো হয়। যেমন —

ক) *ম তক পৗরসা বিরসাই থাংকা* — পাখীটা ফুরুৎ করিয়া উড়িয়া গেল।

খ) *বুফাঙগ' কাসাদি* — কাছে উঠ।

➔ ৪২। *'সুক'* প্রত্যয়

সম্পূর্ণরূপে কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে মূল ক্রিয়াটির সহিত *'সুক* বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসানো হয়। যেমন —

ক) *চৗঙ নায়সুকখা* — আমরা সম্পূর্ণরূপে দেখিয়াছি।

খ) *ককলাম পানদা মিয়া পাইসুগখা* — আলোচনা সভা গতকাল শেষ হইয়াছে।

৪৩। *'থায়া'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া খুব একটা সম্পন্ন হয় না বা করা হয় না এইরূপ বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত *'থায়া'* প্রত্যয়টি যুক্ত হয় ও তার সঙ্গে প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন —

ক) *ব তাবুক ফায়থায়া* — তিনি এখন (খুব একটা) আসেন না।

খ) *তাবুক মমফল মানথায়া* — এখন তরমুজ (খুব একটা) পাওয়া যায়না।

৪৪। *'ফায়'* প্রত্যয়

আসিয়া কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়াটির সহিত *'ফায়'* বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসানো হয়। যেমন —

ক) *নায়ফায়দি* — আসিয়া দেখ।

খ) *চিনি অর' পরিফায়দি* — আমাদের এখানে আসিয়া পড়।

গ) *চিনি নগ' চাফায়দি* — আমাদের বাড়ীতে আসিয়া খাও।

৪৫। *'বু'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া আসা বুঝাইলে মূল ক্রিয়াটির সহিত *'বু'* বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসানো হয়। যেমন —

ক) *আঙ নায়বুখা* — আমি দেখিয়া আসিয়াছি।

খ) *থাংনাই বীলা মায় চাবুদি* — যাইতেছ তো ভাত খাইয়া আসিও।

৪৬। *'মাং'* প্রত্যয়

অবিরাম বা বারবার কোনও ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে করিতে উহার ফলস্বরূপ অপর কোনও ক্রিয়া সম্পাদন হওয়া বুঝাইলে প্রথম ক্রিয়াটিকে দুইবার উল্লেখ করিয়া প্রতিবার উহার সহিত *'মাং'* বসানো হয়। যেমন —

ক) *সামাং সামাং লেংজাগখা* — বলিতে বলিতে পরিশ্রান্ত হইয়াছে।

খ) *সীয়মাং সীয়মাং কলম বায়খা* — লিখিতে লিখিতে কলম ভাঙ্গিয়াছে।

একই জিনিস বা বিষয় সম্বন্ধে বার বার কিছু বুঝাইলে বিশেষ্য বা সর্বনামের সহিত *'মাং'* বসে। যেমন —

ক) *তীয়মাং নুকজাগ'* — শুধু জলই দেখা যায়।

খ) *ব-মাং ফায়না নায়ী* — শুধু (বারংবার) সেই আসিতে চায়।

৪৭। *'বুরুম বুরুম'* প্রত্যয়

প্রত্যেক বা প্রতিবার বুঝাইবার জন্য বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের সহিত *'বুরুম বুরুম'* বসে। যেমন —

ক) *সাল বুরুম বুরুম উাতীয় উায়া* — প্রত্যেক দিন বৃষ্টি হয় না।

খ) *থাং বুরুম বুরুম আন' তিলাংগ'* — প্রত্যেকবার যাইবার সময় আমাকে লইয়া যায়।

➔ ৪৮। *'বৗলে'/ 'বৗলা'* প্রত্যয়

বলিলাম তো, করিলাম তো, দেখিলাম তো, এইরূপ কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা হইয়াছে বুঝাইলে 'তো' রূপটির জন্য ককবরকে বাক্যের শেষে *'বৗলে'/বৗলা'* ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *আঙ নায়খা বৗলা* — আমি দেখিলাম তো।

খ) *নৗঙ সাখা বৗলে* — আপনি বলিলেন তো।

➔ ৪৯। *'সৗক'* প্রত্যয়

পরিমাণ বুঝাইবার জন্য ককবরকে সর্বনামের সহিত *'সৗক'* বসিয়া থাকে। যেমন —

ক) *আসৗক-ন চাখামুন* — এতটাই খাইতাম।

খ) *বৗসৗক নায়থক* — কত সুন্দর!

গ) *কিসাসৗক রৗখাই-ন অৗংনাই* — খানিকটা দিলেই হইবে।

➔ ৫০। *'র-র'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পন্ন প্রায় বুঝাইবার জন্য ক্রিয়ার সহিত 'র-র' বসিয়া থাকে। যেমন —

ক) *নখা সম র-র* — আকাশ প্রায় অন্ধকার।

খ) *সাল হাব র-র* — সূর্যাস্ত প্রায়।

➔ ৫১। *'রৗরৗক'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া ক্রমশঃ সম্পন্ন হওয়া বুঝাইলে ককবরকে ক্রিঁয়ার সহিত *'রৗরৗক* বসিয়া থাকে। এবং উহার'সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন —

ক) *মানৗই-খৗনৗইনি দাম বাংরৗরৗকখা* — জিনিসপত্রের দাম ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

খ) *বেকার বাংরৗরৗকখা* — বেকার ক্রমশঃ বাড়িতেছে।

কোনও ক্রিয়া ক্রমশঃ সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি ক্রিয়াও ক্রমশঃ সম্পন্ন হওয়া বুঝাইলে উভয় ক্রিয়ার সহিত *'রৗরৗক'* বসে। যেমন —

ক) *হিমরৗরৗক নায়রৗরৗক* — হাঁটিতেছি আর দেখিতেছি।

খ) *কুতুক মা থাগরৗরৗক তঙ কৗচাং ফায়রৗরৗক* — গোলমাল থামিতে লাগিল শান্তিও আসিতে লাগিল।

➔ ৫২। 'কুক' প্রত্যয়

তুলনামূলক ভাবে বেশী বুঝাইবার জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত *'কুক* বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন বসানো হয়। যেমন —

ক) *ব-ন হামকুকনাই* — সে-ই তুলনামূলক ভাবে ভাল হইবে।

খ) *আউলিঅ বেকার বাংকুগ'* — শহরে বেকার তুলনামূলক ভাবে বেশী।

➤ ৫৩। *'সৌলাপ'* প্রত্যয়

নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া অগ্রসর হওয়া বা না হওয়া বুঝাইবার জন্য মূল ক্রিয়ার সহিত *'সৌলাপ'* বসে এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় কালের চিহ্ন যুক্ত হইয়া থাকে। যেমন —

ক) *ব খাজাক জরানি বিসিং রৗচাবসৌলাবলিয়া* — সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গাইতে পারিল না।

খ) *আঙ খাজাক জরানি বিসিসক ফায়সৌলাবলিয়া* — আমি নির্দিষ্ট সময়ে আসিয়া পৌঁছাইতে পারি নাই।

➤ ৫৪। *'লাং'* প্রত্যয়

কোন ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া যাওয়া বুঝাইবার জন্য ককবরকে ক্রিয়ার সহিত *'লাং* বসিয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় কালের চিহ্ন যুক্ত করিতে হয়। যেমন —

ক) *আঁনি সালাংদি* — আমাকে বলিয়া যাও।

খ) *মায় চালাংখা* — ভাত খাইয়া গিয়াছেন।

➤ ৫৫। *'লিয়ানা'/'য়াখীনা'* প্রত্যয়

অতীতকালে সম্ভবতঃ কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা হয় নাই এইরূপ বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত *'লিয়ানা/য়াখীনা'* বসে। যেমন —

ক) *ব ফায়লিয়ানা* — সে সম্ভবতঃ আসে নাই।

খ) *নীঙ মায় চায়াখীনা* — আপনি হয়তো ভাত খান নাই।

➤ ৫৬। *'য়াই'/'য়াউই'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পন্ন না করিয়া বা হইয়া অপর কোন ক্রিয়া সম্পন্ন করা বা হওয়া বুঝাইলে প্রথম ক্রিয়াটির সহিত *'য়াই/য়াউই'* বসে। যেমন —

ক) *মায় চায়াই থাংগীলাক* — ভাত না খাইয়া যাইব না।

খ) *ব সিনমা নায়াউই ফায়গীলাক* — সে সিনেমা না দেখিয়া আসিবে না।

➤ ৫৭। *'য়াখাই'/'য়াখীলায়'/'য়াখে'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন না করিলে বা না হইলে অপর কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা বা না করা, হওয়া বা না হওয়া বুঝাইলে প্রথম ক্রিয়াটির সহিত *'য়াখাই'/'য়াখীলায়'* বসে। যেমন —

ক) *ফুনুগয়াখাই থাংগীলাক* — না দেখাইলে যাইব না।

খ) *আচুগ রীয়াখীলায় আচুগগীলাক* — না বসাইলে বসিব না।

➔ ৫৮। *'য়াসাক'* প্রত্যয়

কোন ক্রিয়া সম্পাদন না হওয়া বা না করা পর্যন্ত কিছু বুঝাইলে মূল ক্রিয়াটির সহিত *'য়াসাক'* বসে। যেমন —

ক) *আঙ ফায়াসাক নায়সিংতঙদি* — আমি না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করিও।

খ) *খাইয়াসাক উপায় কীরীই* — না করা পর্যন্ত উপায় নাই।

➔ ৫৯। *'য়াসা'* প্রত্যয়

ব্যতীত বা ছাড়া অর্থে ককবরকে সর্বনাম, বিশেষ্য বা ক্রিয়াপদের সহিত *'য়াসা* যোগ করা হয়। যেমন —

ক) *পাস খীলায়াসা উপায় কীরীই* — পাশ করা ব্যতীত উপায় নাই।

খ) *নীঙয়াসা আঙ থাংগীলাক* — আপনি ব্যতীত আমি যাইব না।

গ) *সময়াসা মুই* — লবণ ছাড়া তরকারি।

➔ ৬০। *'য়াসানি'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পন্ন হইবার আগে অপর কোন ক্রিয়া সম্পাদন সম্পর্কে কিছু বলা হইলে প্রথম ক্রিয়াটির সহিত *'য়াসানি'* বসে। যেমন —

ক) *ব থাংয়াসানি আঙ থাংনাই* — তিনি যাইবার আগে আমি যাইব।

খ) *পানদা পায়াসানি ব অঙখর থাংকা* — সভা শেষ হইবার পূর্বে সে চলিয়া গিয়াছে।

গ) *ডাকতার ফায়াসানি-ন অ বরক থীয়মানি* — ডাক্তার আসিবার পূর্বেই লোকটি মারা গিয়াছিল।

➔ ৬১। *'ফাইসিং'/'বীখাক'* প্রত্যয়

দিকে বা অভিমুখে অর্থে ককবরকে বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের পরে *'ফাইসিং'/'বীখাক'* বসে। যেমন —

ক) *আউলি বীখাক লাম রীখা* — শহরাভিমুখে যাত্রা করিল।

খ) *আনিফাইসিং নাহারখা* — আমার দিকে দেখিয়াছে।

➔ ৬২। *'সিমি'* প্রত্যয়

শুধু বা কেবলমাত্র অর্থে ককবরকে বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে *'সিমি'* বসিয়া থাকে। যেমন —

ক) *আঙ সিমি থাংনাই* — আমিই শুধু যাইব।

খ) *তরু সিমি চানাই* — কেবলমাত্র তরুই খাইবে।

➔ ৬৩। *'থীগীই'* প্রত্যয়

প্রতি বা পিছু অর্থে ককবরকে *'থীগীই'* ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *খরক থীগীই খকবা বাগদি* — মাথা পিছু পাঁচ টাকা ভাগ করিয়া দাও।

খ) *কেজি থীগীই রাঙ খকসা* — কেজি প্রতি এক টাকা।

গ) *নুখুঙ থাঁগাঁই* রাং নীয়রা — পরিবার পিছু দুই শত টাকা।

➔ ৬৪। *'লা'* প্রত্যয়

বাংলা অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে 'আসেন তো', 'বসেন তো', 'দেখেন তো', এইরূপ বুঝাইলে অনুরোধ অর্থে ক্রিয়ার সহিত 'তো' রূপটির জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়ার শেষে *'লা'* বসে। যেমন —

ক) *য়াং কিসা ফায়লা* — এইদিকে একটু আসেন তো।

খ) *নায়লা ম তাম'* — দেখেন তো এইটা কি?

➔ ৬৫। *'নাবা'* প্রত্যয়

বাংলা অনুজ্ঞাসূচক বাক্যে অনুরোধ অর্থে 'আসেন না' বসেন না' এইরূপ বুঝাইলে 'না' রূপটির জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়ার সহিত *'নাবা'* বসে। যেমন —

ক) *আঙ বায় ফায়নাবা* — আমার সহিত আসেন না।

খ) *অর' কিসা আচুগনাবা* — এইখানে একটু বসেন না।

➔ ৬৬। *'রাগ'* প্রত্যয়

কোনও ক্রিয়া সম্পাদন করিতে সাহস পাওয়া বা না পাওয়া বুঝাইবার জন্য ককবরকে মূল ক্রিয়াটির সহিত *'রাগ'* বসে এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন —

ক) *ব আন সারাগয়া* — সে আমাকে বলিতে সাহস পায় না।

খ) *আঙ রমরাগয়া* — আমি ধরিতে সাহস পাই না।

➔ ৬৭। *'সৗলাই'* প্রত্যয়

এই প্রত্যয়টি অনেক সময় প্রশ্নসূচক বাক্যের শেষে অলঙ্কারস্বরূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক) *তাম নায়না সৗলাই* — কি দেখিবেন?

খ) *বর' তঙনা সৗলায়?* — কোথায় থাকিবেন?

➔ ৬৮। *'ফি'* প্রত্যয়

পুনরায় কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে মূল ক্রিয়ার সহিত *'ফি'* এবং উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন —

ক) *খবর বুবাগরগ পরিফির* — মুখ্য খবরগুলি পুনরায় পড়িতেছি।

খ) *অম পরিফিনাই* — এইটা পুনরায় পড়িব।

➔ ৬৯। *'হর'* প্রত্যয়

দূর হইতে কোন ক্রিয়া সম্পাদন করা বুঝাইলে ককবরক ক্রিয়াটির সহিত *'হর* বসাইয়া উহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন যোগ করা হয়। যেমন —

ক) *বন রিঙহরদি* — তাহাকে ডাকিয়া পাঠাও।

খ) *আরজি সীয়হরদি* — দরখাস্ত লিখিয়া পাঠাও।

৭০। *'হাই'* প্রত্যয়

কোন কিছুর সহিত অন্য কোন কিছুর উপমা দেওয়া হইলে 'মতো' অর্থে ককবরকে বিশেষ্য বা সর্বনামের পরে *'হাই'* বসে। যেমন —

ক) *নীঙ হাই বরক নুগয়াখ* — আপনার মতো মানুষ দেখি নাই।

খ) *রাম হাই শ্যাম আঁংগীলাক* — রামের মতো শ্যাম হইবে না।

৭১। উপরিউক্ত প্রত্যয়গুলি ছাড়াও ককবরকে আরও অনেক প্রত্যয়

নীচে কেবলমাত্র উদাহরণের সাহায্যে এইগুলি উপস্থাপন করা হইলঃ

	প্রত্যয়	প্রত্যয়যুক্ত শব্দ	বাংলা
ক)	*লেলে*	*তাঁইলেলে*	খুব সামান্য মিষ্ট
		খালেলে	সামান্য তিতা বিশিষ্ট
খ)	*সিসি*	*য়কসিসি*	ঝাল ঝাল ভাব
		প্রাপসিসি	সামান্য লবণাক্ত ভাব
		লকসিসি	সামান্য লম্বাটে
গ)	*বেরে বেরে*	*খা বেরে বেরে*	তিতা তিতা ভাব
		তাঁই বেরে বেরে	মিষ্টি মিষ্টি ভাব
ঘ)	*তুরু তুরু*	*খীয় তুরু তুরু*	মোটামুটি টক
		চাক তুরু তুরু	লালচে ভাব
ঙ)	*লীলীক*	*তাঁই লীলীক*	সামান্য মিষ্টি
		খালীলীক	সামান্য তিতা
চ)	*চুমুচুমু*	*খীয় চুমুচুমু*	টক টক ভাব
		তাঁই চুমুচুমু	মিষ্টি মিষ্টি ভাব
ছ)	*চমচম*	*খীয় চমচম*	টক টক ভাব
		তাঁই চমচম	মিষ্টি মিষ্টি ভাব
জ)	*সসল*	*কাঁখা সসল*	খুবই তিতা
		কাঁতাঁই সসল	খুবই মিষ্ট
ঝ)	*জিপজিপ*	*মতম জিপজিপ*	উগ্র সুগন্ধযুক্ত
ঞ)	*হুহুক*	*মতম হুহুক*	খানিকটা সুগন্ধযুক্ত
ট)	*দুদু*	*ফুদুদু*	ধবধবে সাদা
ঠ)	*হেহেক*	*মীনাম হেহেক*	খানিকটা দুর্গন্ধযুক্ত
ড)	*ল'ল'*	*ফুল'ল'*	সামান্য সাদা

বেদেক উলথাম (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

ককথাই মানজু (সমাস)

পরস্পরের সহিত অর্থ সম্বন্ধযুক্ত একাধিক *ককথাই*-কে একটি *ককথাই*-এ পরিণত করাকে বলে ***ককথাই মানজু*** বা সমাস।

মানজুমা ককথাই **(সমস্যমান পদ) ঃ** যে ককথাই-গুলিকে লইয়া *'ককথাই মানজু* গঠিত হয়, তাহাদের প্রত্যেককে বলা হয় ***মানজুমা ককথাই*** বা সমস্যমান পদ। যেমন — *বীসা তেই বীতাই = বীসা-বীতাই*। এখানে তিনটি *'ককথাই'* রহিয়াছে, যেগুলিকে লইয়া *'ককথাই মানজু'* গঠিত হইয়াছে। এইগুলি হইতেছে *'বীসা', 'তেই'* ও *'বীতাই'*। এই তিনটি *ককথাই*-এর প্রত্যেকটিকেই বলে *মানজুমা ককথাই*।

মানজুজাক ককথাই **(সমস্ত পদ) ঃ** পরস্পরের সহিত অর্থ সম্বন্ধযুক্ত যে *ককথাই*-গুলি মিলিত হইয়া একটি অর্থপূর্ণ নতুন শব্দ গঠিত হয় তাহাকে বলে ***মানজুজাক ককথাই*** বা সমস্ত পদ। যেমন — *'বীসা তেই বীতাই' = বীসা-বীতাই*। এখানে মানজুজাক ককথাই হইতেছে *'বীসা-বীতাই'*।

ককসুখুরুপ **(ব্যাসবাক্য) ঃ** *'ককথাই মানজু'*-এর অর্থ বুঝাইবার জন্য যে *ককথাই*-গুলি প্রয়োগ করিতে হয়, উহাদের নাম ***ককসুখুরুপ*** বা ব্যাসবাক্য। যেমন — *বীসা তেই বীতাই = বীসা-বীতাই*। এখানে *'বীসা তেই বীতাই'*-কে একত্রে বলা হয় ***ককসুখুরুপ***।

সৗকাঙ ককথাই **(পূর্বপদ) ঃ** ককবরকে *'সৗকাঙ'* শব্দটির অর্থ 'পূর্ব বা আগে' এবং *'ককথাই'* শব্দটির অর্থ 'পদ'। যেমন — *বীসা তেই বীতাই = বীসা-বীতাই*। এখানে *'বীসা'* হইতেছে ***সৗকাঙ ককথাই*** বা পূর্বপদ।

উলককথাই **(পরপদ) ঃ** ককবরকে *'উল'* শব্দটির অর্থ 'উত্তর বা পরে' এবং *ককথাই* শব্দের অর্থ 'পদ'। সুতরাং ***উলককথাই***-এর অর্থ পরপদ বা উত্তরপদ। যেমন — *বীসা তেই বীতাই = বীসা-বীতাই*। এখানে *'বীতাই'* হইতেছে *উলককথাই* বা উত্তরপদ।

দালরীকমুঙ (প্রকারভেদ)

ককবরক ব্যাকরণে *'ককথাই মানজু'* পাঁচ প্রকার। যথা —

- ১) ***বাতায় ককথাইমানজু*** (দ্বন্দ্ব সমাস)
- ২) ***ফুনুকজুদা ককথাইমানজু*** (বহুব্রীহি সমাস)
- ৩) ***উলফাঙ ককথাইমানজু*** (তৎপুরুষ সমাস)
- ৪) ***মুঙগরন ককথাইমানজু*** (কর্মধারায় সমাস)
- ৫) ***সীকাঙফাঙ ককথাইমানজু*** (অব্যয়ীভাব সমাস)

নিম্নে এই সকল *ককথাইমানজু* সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করা হইল ঃ

১) ***বাতায় ককথাইমানজু (দ্বন্দ্ব সমাস) ঃ***

যে *ককথাইমানজু*-তে একাধিক একজাতীয় ভিন্নার্থক *ককথাই* মিলিত হইয়া একপদ হয় এবং *'মানজুমা ককথাই'* প্রতিটিরই অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ***বাতায় ককথাইমানজু*** বা দ্বন্দ্ব সমাস বলে। নিম্নে কতগুলি *'বাতায় ককথাইমানজু'* এবং উহাদের বাংলা অর্থও ডানপাশে প্রদত্ত হইল ঃ

ককবরক	বাংলা অর্থ
হর বায় সাল = হর-সাল	(রাত ও দিন = রাত-দিন)
মা বায় ফা = মা-ফা	(মাতা ও পিতা = মাতা-পিতা)
মায় বায় মুই = মায়-মুই	(ভাত ও তরকারি = ভাত-তরকারি)
সম বায় মস' = সম-মস'	(লবণ ও মরিচ = লবণ-মরিচ)
চীলা বায় বীরীয় = চীলা-বীরীয়	(ছেলে ও মেয়ে = ছেলে-মেয়ে)
য়াক বায় য়াকুং = য়াক-য়াকুং	(হাত ও পা = হাত-পা)
সাল বায় তাল = সাল-তাল	(সূর্য ও চন্দ্র = সূর্য-চন্দ্র)
হিক বায় সায় = হিক-সায়	(বধূ ও বর = বধূ-বর)
তাখুক বায় বুখুক = তাখুক-বুখুক	(ভ্রাতা ও ভগ্নি = ভ্রাতা-ভগ্নি)
কীরীই বায় গীনাঙ = কীরীই-গীনাঙ	(দরিদ্র ও ধনী = ধনী-দরিদ্র)
কাহাম তেই হাময়া = কাহাম-হাময়া	(ভাল ও খারাপ = ভাল-খারাপ)
উল' তেই সীকাং = উল'-সীকাং	(পশ্চাৎ ও অগ্র = অগ্র-পশ্চাৎ)
য়াকসি তেই য়াকগ্রা = য়াকসি-য়াকগ্রা	*(বাঁয়ে ও ডাইনে = ডাইনে-বাঁয়ে)*

➔ ২) ***ফুনুকজুদা ককথাইমানজু* (বহুব্রীহি সমাস) ঃ**

যে *'ককথাই'* দুইটি মিলিত হইয়া *'ককথাই মানজু'* গঠিত হয় তাহাদের অর্থ না বুঝাইয়া যদি *'মানজুজাক ককথাই'* অন্য বস্তু বা পদার্থ বা কিছুকে প্রধানরূপে বুঝায়, তাহা হইলে ঐ *'ককথাই মানজু'*কে বলা হয় ***ফুনুকজুদা ককথাইমানজু*** বা বহুব্রীহি সমাস। নিম্নে কতগুলি উদাহরণ ও তাদের বাংলা অর্থ ডানপাশে প্রদত্ত হইল ঃ

ককবরক	বাংলা অর্থ
কৗরাক, বুবুক সেং তৗইনাই বরক= সেংকৗরাক	(শক্ত, ধারালো তরবারিধারী = *বীর*)
বৗখা কৗরাক বরক - খা-কৗরাক	(কঠোর হৃদয় যাহার = কঠোর হৃদয়)
লাচিমা কৗরৗই বরক = লাচিয়াবরক	(লজ্জা নেই যাহার = লজ্জাহীন)
বলঙগ তঙনাই বৗরৗয় = বলংতি	(পর্বতে থাকেন যে নারী = পার্বতী)
করম' বৗসাকনি বৗরৗয় = করমতি	(গৌর অঙ্গ যে নারী = গৌরাঙ্গী)
বৗখৗনাই কুফুর বরক – খৗনাইকুফুর	(পক্ক কেশ যাহার = পক্ককেশ)
ককরৗই কক নারৗগয়া বরক = বুখুকখিখরক	(কথা দিয়ে যে কথা রাখে না =বৃথা বাগীশ)
তঙমুঙ সিত্রা বৗরৗয় - তঙসিত্রা	(চরিত্র ভ্রষ্টা নারী = চরিত্র ভ্রষ্টা)
য়াকুং কেবেল বরক - য়াকুংকেবেল	(পা দুর্বল যাহার = পরনির্ভর)
লামানি বৗপৗরা = লামপৗরা	(চৗ রাস্তা যেখানে = চৗরাস্তা)
বৗখা কতর বরক – খা-কতর	(হৃদয় মহৎ যাহার = মহৎহৃদয়)

➔ ৩) ***উলফাঙ ককথাইমানজু* (তৎপুরুষ সমাস) ঃ**

যে *ককথাইমানজু*-তে পূর্বপদের *সিনিমারি* বা বিভক্তি লোপ পায় ও পরপদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ***উলফাঙ ককথাইমানজু*** বা তৎপুরুষ সমাস বলে। নিম্নে কয়েকটি *উলফাঙ ককথাইমানজু* এবং এর বাংলা অর্থ ডানপাশে প্রদত্ত হইল ঃ

ককবরক	বাংলা অর্থ
বলঙনি বুবাগ্রা - বলঙবুবাগ্রা	(জঙ্গলের রাজা = জঙ্গলীরাজ)
উানি বৗলৗঙ = উালৗঙ	(বাঁশের ঝাড় = বাঁশঝাড়)
তকনি বৗতৗই - তকতৗই	(মুরগীর ডিম = মুরগীডিম)
বাইবেলন পরিমা = বাইবেল পরিমা	(বাইবেলকে পড়া = বাইবেল পড়া)
রথন নায়মা = রথনায়মা	(রথকে দেখা = রথদেখা)

ককবরক	বাংলা অর্থ
দেংগি বায় সুগজাক = দেংগিসুগজাক	(ঢেঁকি দ্বারা ছাঁটা = ঢেঁকিছাঁটা)
চিবুক বায় সুকজাক = চিবুকসৗকজাক	(সর্প দ্বারা দষ্ট = সর্পদষ্ট)
লাথা বায় থুংমা = লাথাথুংমা	(লাঠি দ্বারা খেলা = লাঠিখেলা)
বল বায় থুংমুঙ = বলথুংমুঙ	(বল দ্বারা খেলা = বলখেলা)
আমানি কক = মানিকক	(মাতার ভাষা = মাতৃভাষা)
খুমনি বৗলৗঙ = খুমলৗঙ	(ফুলের বাগান = ফুলবাগান)
বিথি বায় ফুলজাক = বিথিফুলজাক	(ঔষধ দ্বারা মর্দন = ঔষধমর্দন)
পরিমানি নক = পরিমা নক	(পড়ার যে ঘর = পড়ারঘর)
হাঅ কৗরাইজাক = হাকৗরাই	(ভূমিতে পতিত = ভূ-পতিত)

➤ ৪) ***মুঙগরন ককথাই মানজু*** **(কর্মধারয় সমাস) ঃ**

যে *ককথাইমানজু*-তে প্রথম *ককথাই*-টি দ্বিতীয় *ককথাই*-টির গরন বা বিশেষণরূপে অবস্থান করে এবং দ্বিতীয় *ককথাই*-টির অর্থই প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ***মুঙগরন ককথাইমানজু*** বা কর্মধারয় সমাস বলে। নিম্নে কয়েকটি *'মুঙগরন ককথাইমানজু'* ও তাহাদের বাংলা অর্থ পাশাপাশি প্রদত্ত হইল ঃ

ককবরক	বাংলা অর্থ
বুদুল বুদুলখে মায় = মায়দুল	(মুষ্টি পরিমান যে অন্ন = অন্নমুষ্টি)
কৗচাং মায় = মায়কৗচাং	(ঠাণ্ডা যে ভাত = ঠাণ্ডাভাত)
কাহাম বরক = বরক কাহাম	(ভাল যে মানুষ = ভালমানুষ)
বিরনাই জাত খুঙ = বিরখুঙ	(উড়ে যে জাহাজ = উড়োজাহাজ)
বিরৗই চানাই বরক = বিরনাইসা	(ভিক্ষা বৃত্তি যাহার = ভিক্ষুক)
কুপুলৗঙ হর = হপুঙ	(সমগ্র রাতব্যাপী = রাতব্যাপী)
কুপুলৗঙ সাল = সাপুঙ	(সমগ্র দিবসব্যাপী = দিবসব্যাপী)
জতনি কতর বায় = বায়কতর	(বড় যে দিদি = বড়দি)
জতনি কতর দারা = দাকতর	(বড় যে দাদা = বড়দা)
জতনি চিকন দারা = দাচিকন	(ছোট যে দাদা = ছোড়দা)
রাঙ-রি কৗরৗই বরক = বিগ্রাসা	(কানাকড়ি নাই যাহার = দরিদ্র)

ককবরক	বাংলা অর্থ
হুলজাক মস' = মস' হুলজাক	(বাটা যে মরিচ = বাটামরিচ)
হুলজাক সৗতৗয় = সৗতৗয় হুলজাক	(বাটা যে হলুদ = হলুদবাটা)
তুংজাক তৗয় = তৗয়কৗতুং	(গরম যে জল = গরমজল)
অক্রা ফৗরৗঙনাই = ফৗরৗনাই অক্রা	(প্রধান যে শিক্ষক = প্রধানশিক্ষক)

৫) ***সৗকাঙফাঙ ককথাইমানজু*** **(অবয়ীভাব সমাস) ঃ**

যে *ককথাইমানজু*-তে পূর্বপদ *'মুঙরৗক'* এবং পরপদ *'হালকবনাই'* কিন্তু অর্থে পূর্বপদ বা *সৗকাঙ ককথাই*-এরই প্রধান্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে ***সৗকাঙফাঙ ককথাইমানজু*** বা অব্যয়ীভাব সমাস বলে। নিম্নে কয়েকটি *সৗকাঙফাঙ ককথাইমানজু* ও তাদের বাংলা অর্থ ডানপাশে প্রদত্ত হইল ঃ

ককবরক	বাংলা অর্থ
থৗয়ৗই থাংয়াসাক = থৗয়াসাক	(মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত = আমৃত্যু)
থাঙগৗই তঙসাক = থাঙ তঙসাক	(জীবিত থাকা পর্যন্ত = আজীবন)
চাথাই কৗরৗই = মা চায়া	(খাদ্যের অভাব = খাদ্যাভাব)
চেরায়ফাঙনি সিমি = চেরায়ফাঙসিনি	(বাল্য হইতে = আবাল্য)
আচায় দ্রপনি সিমি = আচায়ফাঙসিনি	(জন্ম হইতে = আজন্ম)
নক বুরুম বুরুম = নক থৗগৗই	(বাড়ী বাড়ী = প্রতিবাড়ী)
সাল বুরুম বুরুম = সালথৗগৗই	(রোজ রোজ = হররোজ)
জেলা জেলাঅ = জেলা থৗগৗই	(জেলায় জেলায় = প্রতিজেলা)
পাই থাংয়াসাক = পাইয়াসাক	(শেষ না হওয়া পর্যন্ত = অশেষ)
য়াফাঙনি সিমি বুচুক = য়াফাঙবুচুক	(আগা হইতে গোরা পর্যন্ত = আগাগোরা
জে মানমা আমসৗক = মানমাসৗক	(সাধ্যকে অতিক্রম না করে = যথাসাধ্য)
জে মুচুঙমা আমসৗক = মুচুঙমাসৗক	(ইচ্ছাকে অতিক্রম না করে = যথেচ্ছ)

সপ্তম অধ্যায়

বীখাক উলসিনি

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

খীলায় জরা (ক্রিয়ার কাল) [Tense of the Verb]

'খীলায়' কথাটির অর্থ ক্রিয়া অর্থাৎ কার্য। প্রতিটি কার্য-ই কোন না কোন সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে। ক্রিয়া যে সময়ে সম্পাদিত হয় অর্থাৎ ক্রিয়া সম্পাদনের সময়কেই বলা হয় ***খীলায় জরা*** বা ক্রিয়ার কাল।

বাংলা বা ইংরেজীর ন্যায় ককবরকেও *খীলায় জরা* বা ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার। যথা —

- (১) ***আঁংতঙ জরা*** (বর্তমান কাল)
- (২) ***আঁংথাং জরা*** (অতীত কাল)
- (৩) ***আঁংনাই জরা*** (ভবিষ্যৎ কাল)

ককবরক ভাষায় ব্যবহৃত সকল প্রকার বাক্যই উপরে উল্লেখিত তিনটি *জরা* বা কালের কোন না কোনটিতে ঘটে এবং সেই অনুযায়ী ক্রিয়ার কাল নির্ধারিত হইয়া থাকে। নীচে একটি ছকের সাহায্যে বিষয়টি আরও পরিস্কার ভাবে বুঝানো হইল।

আঁংতঙ জরা	*আঁংথাং জরা*	*আঁংনাই জরা*
১। *পামতৌয় পড়িঅ*	১। *পামতৌয় পড়িখা*	১। *পামতৌয় পড়িনাই*
(পামতৌয় পড়ে)	(পামতৌয় পড়িয়াছে)	(পামতৌয় পড়িবে)
২। *ব চাঅ*	২। *ব চাখা*	২। *ব চাউনী*
(সে খায়)	(সে খাইয়াছে)	(সে খাইবে)
৩। *সামপারি ফায়*	৩। *সামপারি ফায়মানি*	৩। *সামপারি ফায়নাই*
(সামপারি আসে)	(সামপারি আসিয়াছিল)	(সামপারি আসিবে)

উপরে তিনটি উদাহরণ লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে, একই কাজ সময় ভেদে সম্পাদিত হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন *জরা*-য় বিভক্ত হইয়াছে।

(১) *ঔংতঙ জরা* (বর্তমান কাল)

[Present Tense]

সাধারণতঃ বর্তমানে কোন কার্য হয়, হইয়া থাকে বা হইতেছে এইরূপ বুঝাইলে *খৗলায়*-এর ***ঔংতঙ জরা*** হয়। এই *'ঔংতঙ জরা'* আবার দুই প্রকার। যথা —

- ক) ***কালনি ঔংতঙ জরা*** (সাধারণ বর্তমান কাল)
- খ) ***ঔংগীই তঙমা জরা*** (ঘটমান বর্তমান কাল)

নিম্নে এই দুইটি *জরা* সম্বন্ধে পৃথক পৃথক ভাবে আলোচনা করা হইল ঃ

ক) ***কালনি ঔংতঙ জরা*** (সাধারণ বর্তমান কাল)

[Present Indefinite Tense]

বর্তমানে কোন কার্য সম্পাদিত হইতেছে বুঝাইলে কিন্তু কখন সম্পাদিত হইতেছে তাহা নির্দিষ্ট না থাকিলে *খৗলায়*-এর ***কালনি ঔংতঙ জরা*** বা সাধারণ বর্তমান কাল হয়। নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝানো হইল ঃ

➛ *ঈ ককবীতাং* **(Affirmative Sentence) ঃ**

ক) সামপারি ভাত খায় — *সামপারি মায় চাঅ (সাকৗলাইমুঙ)*

খ) অমিয়া ভাত খায়কি — *অমিয়া মায় চাদে চা? (সৗংমুঙ)*

গ) সে এইদিকে আসুক— *ব য়াংগ ফায়থুন (মুচুঙমুঙ)*

ঘ) অনিল ঐদিকে যাও — *অনিল আয়াং থাংদি (দাগিমুঙ)*

ঙ) কত সুন্দর ফুল! — *বৗসীক নায়থক খুম! (কৗমাঙমুঙ)*

➛ ***ঈহি ককবীতাং*** **(Negative Sentence) ঃ**

ক) সামপারি ভাত খায় না — *সামপারি মায় চায়া।*

খ) অমিয়া কি ভাত খায় না — *অমিয়া মায় চায়াদে?*

গ) সে যেন এইদিকে না আসে — *ব য়াং তা ফায়ংথুন।*

ঘ) অনিল ঐদিকে যাইও না — *অনিল আয়াং তা থাংদি।*

ঙ) হায় ভগবান! আমার দুর্দশার অন্ত নাই— *অ কৗপাল! আনি বিয়ালনি থাগমুং কৗরাই।*

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ ক) সাধারণ বর্তমান কালে হ্যাঁসূচক সরল বাক্যে *খীলায়* (ক্রিয়া) -এর সহিত *'অ'* এবং নাসূচক সরল বাক্যে *'য়া'* বসে।

খ) সাধারণ বর্তমান কালে প্রশ্নবোধক হ্যাঁসূচক বাক্যে *খীলায়* (ক্রিয়া)-এর প্রথম উচ্চারিত ধ্বনির সহিত *'দে'* ও পরে আবার সম্পূর্ণ ক্রিয়াটি বসে এবং নাসূচক বাক্যে *খীলায়* (ক্রিয়া)-এর সহিত কেবলমাত্র *'য়াদে'* বসে।

গ) সাধারণ বর্তমান কালে ইচ্ছা প্রকাশার্থে হ্যাঁসূচক বাক্যে *খীলায়* (ক্রিয়া)-এর সহিত ('উক' প্রত্যয়ের জন্য) *থুন* বা *থুং* বসে। অপরদিকে নাসূচক বাক্যে *খীলায়*-এর পূর্বে *'তা'* এবং পরে *থুন* বা *থুং* বসে।

ঘ) সাধারণ বর্তমান কালে অনুজ্ঞাসূচক হ্যাঁবাচক বাক্যে *খীলায়*-এর সহিত *'দি'* এবং নাবাচক বাক্যে *খীলায়*-এর পূর্বে *'তা'* ও পরে *'দি'* বসে।

খ) *আঁংগীই তঙমা জরা* (ঘটমান বর্তমান কাল)

[Present Continuous Tense]

বর্তমানে কোন কার্য চলিতেছে অর্থাৎ যাহা আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এখনও শেষ হয় নাই এইরূপ বুঝাইলে *খীলায়* (ক্রিয়া)-এর ***আঁংগীই তঙমা জরা*** হয়। এই *জরা*-য় বাংলা বাক্যে ক্রিয়া পদের সহিত 'ইতেছি' 'ইতেছ' 'ইতেছে' বা 'ইতেছেন' ইত্যাদি যুক্ত থাকে। যেমন —

➜ ***ইঁ ককবীতাং* (Affirmative Sentence) ঃ**

ক) সামপারি ভাত খাইতেছে — *সামপারি মায় চাইতঙগ।*

খ) অমিয়া ভাত খাইতেছে কি? — *অমিয়া মায় চাউইদে তঙ?*

গ) সে এইদিকে আসিতে থাকুক — *ব য়াং ফায় তঙথুন।*

ঘ) অনিল যাইতে থাকো — *অনিল থাং তঙদি।*

➜ ***ইঁহি ককবীতাং* (Negative Sentence) ঃ**

ক) সামপারি ভাত খাইতেছে না — *সামপারি মায় চাইতঙয়া।*

খ) অমিয়া কি ভাত খাইতেছে না — *অমিয়া মায় চাই তঙয়াদে?*

গ) সে যেন এইদিকে না আসিতে থাকে — *ব য়াং তা ফায় তঙথুন।*

ঘ) অনিল তুমি এইদিকে আসিতে থাকো না — *অনিল নীঙ য়াং তা ফায়তঙদি।*

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ ক) ঘটমান বর্তমান কালে সরল হ্যাঁসূচক বাক্যে *খীলায়* (ক্রিয়া)-

এর সহিত *'উই/আঁই/ই'* ও পরে *'তগুগ'* বসে এবং নাসূচক বাক্যে *খীলায়* -এর সহিত *'উই/আঁই/ই'* ও পরে *'তগুয়া'* বসে।

খ) ঘটমান বর্তমান কালে প্রশ্নবোধক হ্যাঁসূচক বাক্যে *খীলায়* (ক্রিয়া)-এর সহিত *'উইদে/আঁইদে/ইদে'* ও পরে *'তগু'* বসে এবং নাসূচক বাক্যে *খীলায়*-এর সহিত *'উই/আঁই/ই'* ও পরে *'তগুয়াদে'* বসে।

গ) ঘটমান বর্তমান কালে ইচ্ছা প্রকাশার্থে হ্যাঁসূচক বাক্যে *খীলায়*-এর সহিত *উই/আঁই/ই* ও পরে *'তগুথুন'* বসে এবং নাসূচক বাক্যে *খীলায়*-এর সহিত *'উই তগুথুন/আঁই তগুথুন/ই তগুথুন'* বসে।

ঘ) ঘটমান বর্তমান কালে অনুজ্ঞাসূচক হ্যাঁবাচক বাক্যে *খীলায়*-এর সহিত *'আঁই/উই/ই'* ও পরে *'তগুদি'* বসে এবং নাবাচক বাক্যে *খীলায়*-এর পূর্বে *'তা'* ও পরে *'উই তগুদি/আঁই তগুদি/ই তগুদি'* বসে।

(২) *আঁংথাং জরা* (অতীত কাল)

[Past Tense]

যে-কার্য সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হইয়াছে বা অতীতে সম্পাদিত হইয়াছে ককবরকে তাহা *আঁংথাং জরা* হয়। এই *আঁংথাং জরা* আবার দুই প্রকার। যথা —

ক) *কালনি আঁংথাং জরা* (সাধারণ অতীত কাল)

[Past Indefinite Tense]

কোন কার্য অতীতে হইয়াছিল বা এইমাত্র সমাপ্ত হইয়াছে এইরূপ বুঝাইলে *খীলায়* (ক্রিয়া)-এর *কালনি আঁংথাং জরা* হয়।

এই *জরা* (কাল)-য় বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদের শেষে 'ইয়াছি', 'ইয়াছ', 'ইয়াছে', 'ইয়াছেন' অথবা 'ইলাম', 'ইলে', 'ইল' বা 'ইলেন' যুক্ত থাকে। যেমন — আমি খাইয়াছি, তুমি করিয়াছ, সে দেখিয়াছে, তিনি পড়িয়াছেন ইত্যাদি।

এই ধরণের হ্যাঁসূচক বাংলা বাক্যগুলিকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় *খীলায়* (ক্রিয়া)-এর সহিত *'খা/কা'* বসে। যেমন —

➜ ***ইঁ ককবীতাং* (Affirmative Sentence) :**

ক) আমি খাইয়াছি — *আগু চাখা।*

খ) তুমি গান গাইয়াছ — *নীগু রীচাবমুগু রীচাবখা।*

গ) সে একটি পাখি দেখিয়াছে — *ব তক মাসা নুগখা।*

ঘ) তিনি বই পড়িলেন — *ব বই পরিখা।*

ঙ) আমরা খেলিয়াছি — *চৗঙ থুঙলাইখা।*

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ ক) বাংলায় পুরাঘটিত বর্তমান কালকে ককবরকে সাধারণ অতীত কাল ধরা হয়।

খ) পরস্পর মিলে কোন কার্য করা বুঝাইলে ককবরকে মূল ক্রিয়াপদের সঙ্গে *'লাই'* বসে পরে অন্যান্য চিহ্ন যুক্ত হয়।

সাধারণ অতীত কালে বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদের শেষে আবার 'ইয়াছিলাম', 'ইয়াছিলে', 'ইয়াছিল' বা 'ইয়াছিলেন' ইত্যাদিও যুক্ত থাকে। যেমন — আমি খাইয়াছিলাম; তুমি করিয়াছিলে; সে দেখিয়াছিল; তিনি বই পড়িয়াছিলেন ইত্যাদি।

এই ধরণের বাংলা বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় *খৗলায়* (ক্রিয়া)-এর শেষে *'মানি'* যুক্ত হয়। যেমন —

➤ *ইঁ ককবৗতাং* (Affirmative Sentence) ঃ

ক) আমি খাইয়াছিলাম — *আঙ চামানি।*

খ) তুমি করিয়াছিলে — *নৗঙ খৗলায়মানি।*

গ) সে দেখিয়াছিল — *ব নুগমানি।*

ঘ) তিনি বই পড়িয়াছিলেন — *ব পুথি পরিমানি।*

ঙ) তাহারা বল খেলিয়াছিল — *বরগ বল থুংলাইমানি।*

সাধারণ অতীত কালে নাসূচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় *খৗলায়* (মূল ক্রিয়া)-এর সহিত *য়াখৗ* বা *লিয়া* যুক্ত করিতে হয়। যেমন —

➤ *ইঁহি ককবৗতাং* (Negative Sentence) ঃ

ক) আমি ভাত খাইনাই — *আঙ মায় চায়াখৗ।*

খ) তুমি এই কাজটি করনাই — *নৗঙ অ সামুঙ খৗলায়াখৗ।*

গ) সে সিনেমা দেখেনাই — *ব সিনেমা নায়াখৗ।*

ঘ) তিনি বই পড়েননাই — *ব পুথি পরিলিয়া।*

ঙ) তাহারা বল খেলেনাই — *বরগ বল থুংলিয়া।*

অতীত কালে সম্ভবতঃ কোন কার্য করা হয় নাই এইরূপ বুঝাইলে ক্রিয়াপদের সবশেষে একটি 'না' যুক্ত হয়। যেমন —

➤ *হঁহি ককবীতাং* **(Negative Setence) ঃ**

ক) বিমল সম্ভবতঃ আসে নাই — *বিমল ফায়াখীনা।*

খ) সে হয়ত সিনেমা দেখেনাই — *ব সিনেমা নায়াখীনা।*

গ) তাহারা হয়ত বল খেলেনাই — *বরগ বল থুংলিয়ানা।*

খ) ঔাংগীই থাং জরা (ঘটমান অতীত কাল)

[Past Continuous Tense]

অতীতে কোন কার্য কিছু সময় যাবৎ ঘটিতেছিল বা চলিতেছিল এরূপ বুঝাইলে ***ঔাংগীই থাং জরা*** বা ঘটমান অতীত কাল হয়। এই *জরা* বা কালের বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদের শেষে 'ইতেছিলাম', 'ইতেছিলে', 'ইতেছিল' বা 'ইতেছিলেন' ইত্যাদি যুক্ত থাকে। যেমন — আমি খাইতেছিলাম; তুমি করিতেছিলে; সে দেখিতেছিল; তিনি পড়িতেছিলেন ইত্যাদি।

এই ধরণের বাংলা হ্যাঁসূচক বাক্যগুলিকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় *খীলায়* (মূল ক্রিয়া)-এর সহিত ***ই/ঔাই/উই***ও পরে ***তঙমানি*** বসাইতে হয়। যেমন —

➤ হঁ ককবীতাং **(Affirmative Sentence) ঃ**

ক) আমি আম খাইতেছিলাম — *আঙ থাইচুক চাই তঙমানি।*

খ) মাজিলতা খেলিতেছিল — *মাজিলতা থুংগীই তঙমানি।*

গ) সে হাঁটিতেছিল — *ব হিমীই তঙমানি।*

ঘ) তাহারা খেলা দেখিতেছিল — *বরগ থুংমুঙ নায়লাই তঙমানি।*

ঙ) চন্দ্রমুখী বই পড়িতেছিল — *চন্দ্রমুখী পুথি পরি তঙমানি।*

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে, ঘটমান বর্তমান কালের কোন বাক্যে যদি অতীতসূচক কোন শব্দ ব্যবহৃত হয় তবে ঐ বাক্যটি স্বয়ংক্রীয় ভাবে ঘটমান অতীত কালে রূপান্তরিত হইয়া যায়। যেমন —

➤ *হঁ ককবীতাং* **(Affirmative Sentence) ঃ**

ক) সামপারি তখন ভাত খাইতেছিল — *সামপারি আফুরু মায় চাই তঙগ।*

খ) কিছুক্ষণ পূর্বে আমি হাঁটিতেছিলাম — *তাইছিংগ আঙ হিমীই তঙগ।*

অতীত সূচিত করে এইরূপ শব্দযুক্ত বাক্যগুলিকে নাসূচক বাক্যে রূপান্তরিত করিবার জন্য *খীলায়* (ক্রিয়া)-এর সহিত ***'ঔাই/উই/ই'***ও পরে ***'তঙয়া'***বসে। যেমন —

ক) সামপারি তখন ভাত খাইতেছিল না — *সামপারি আফুরু মায় চাই তঙয়া।*

খ) কিছুক্ষণ পূর্বে আমি হাঁটিতেছিলাম না — *তাইছিংগ আঙ হিমাঁই তঙয়া।*

৩) *ঔাংনাই জরা* (ভবিষ্যৎ কাল)

[Future Tense]

পরবর্তী সময়ে কোন কার্য হইবে, ঘটিবে, চলিবে বা চলিতে থাকিবে এইরূপ বুঝাইলে *খীলায়*-এর ***ঔাংনাই জরা*** বা ভবিষ্যৎ কাল হয়। এই *'ঔাংনাই জরা'* আবার দুই প্রকার। যথা —

- ক) ***কালনি ঔাংনাই জরা*** (সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল)
- খ) ***ঔাংগীই তঙনাই জরা*** (ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল)

নিম্নে উহাদের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল ঃ

ক) *কালনি ঔাংনাই জরা* (সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল)

[Future Indefinite Tense]

ভবিষ্যতে কোন কার্য হইবে বা ঘটিবে এইরূপ বুঝাইলে *খীলায়* (ক্রিয়া)-এর কালনি ***ঔাংনাই জরা*** বা সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল হয়। এই কালে বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদের সহিত **'ইব', 'ইবে'**, বা **'ইবেন'** যুক্ত থাকে। যেমন— আমি খাইব; তুমি দেখিবে; তিনি আসিবেন ইত্যাদি।

এই ধরণের বাংলা হ্যাঁসূচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় *খীলায়* (মূল ক্রিয়া)-এর সহিত *'নাই/আনী/উানী'* ইত্যাদি বসাইতে হয়। যেমন —

➤ ***ইঁ ককবীতাং* (Affirmative Sentence) ঃ**

ক) আমি যাইব — *আঙ থাংনাই।*

খ) খুমপুই বাজারে যাইবে — *খুমপুই হাতিঅ থাংগানী।*

গ) বিমল চাঁদ দেখিবে — *বিমল তাল নায়ানী।*

ঘ) কসমতি ভাত খাইবে — *কসমতি মায় চাউানী।*

ঙ) কসমরায় কাজটি করিবে — *কসমরায় ম সামুঙ খীলায়নাই।*

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে নাসূচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় *খীলায়* বা মূল ক্রিয়া সহিত কেবল *'গীলাক'* যুক্ত করিতে হয়। যেমন —

➤ ***ইঁহি ককবীতাং* (Negative Sentence) ঃ**

ক) আমি যাইব না — *আঙ থাংগীলাক।*

খ) খুমপুই বাজারে যাইবে না — *খুমপুই হাতিঅ থাংগীলাক*।

গ) বিমল চাঁদ দেখিবে না — *বিমল তাল নায়গীলাক*।

ঘ) কসমতি ভাত খাইবেনা — *কসমতি মায় চাগীলাক*।

ঙ) কসমরায় কাজটি করিবে না — *কসমরায় ম সামুঙ খীলায়গীলাক*।

খ) ***ঔংগীই তঙনাই জরা*** (ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল)

[Future Continuous Tense]

ভবিষ্যতে কোন কার্য চলিতে থাকিবে বা ঘটিতে থাকিবে এইরূপ বুঝাইলে *খীলায়*-এর ***ঔংগীই তঙনাই জরা*** বা ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল হয়। এই কালে বাংলা বাক্যে ক্রিয়াপদের শেষে '-ইতে থাকিব', '-ইতে থাকিবে', '-ইতে থাকিবেন', ইত্যাদি যুক্ত থাকে। যেমন — আমি যাইতে থাকিব; সে দেখিতে থাকিবে; তিনি হাটিতে থাকিবেন ইত্যাদি।

এই ধরণের বাংলা হ্যাঁসূচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় *খীলায়*-এর সহিত '***ই/ঔই/উই***'ও পরে '***তঙনাই/তঙগানী***' ইত্যাদি বসাইতে হয়। যেমন —

➤ ***ইঁ ককবীতাং*** **(Affirmative Sentence) ঃ**

ক) আমি যাইতে থাকিব — *আঙ থাংগীই তঙনাই*।

খ) তুমি যাইতে থাকিবে — *নীঙ থাংগীই তঙনাই*।

গ) সে হাঁটিতে থাকিবে — *ব হিমাই তঙগানী*।

ঘ) তিনি পড়িতে থাকিবেন — *ব পড়িউই তঙগানী*।

ঙ) আমরা খেলিতে থাকিব — *চীঙ থুংলাই তঙনাই*।

ঘটমান ভবিষ্যৎ কালে নাসূচক বাংলা বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় *খীলায়* বা মূল ক্রিয়ার সহিত '***ই/উই/ঔই***'ও পরে '***তঙগীলাক***' বসে। যেমন —

➤ ***ইঁহি ককবীতাং*** **(Negative Sentence) ঃ**

ক) আমি যাইতে থাকিব না — *আঙ থাংগীই তঙগীলাক*।

খ) তুমি খাইতে থাকিবে না — *নীঙ চাই তঙগীলাক*।

গ) সে হাঁটিতে থাকিবে না — *ব হিমাই তঙগীলাক*।

ঘ) তিনি পড়িতে থাকিবেন না — *ব পরি তঙগীলাক*।

ঙ) আমরা খেলিতে থাকিব না — *চীঙ থুং তঙগীলাক*।

***সিথাই* (জ্ঞাতব্য) ঃ** কখনও কখনও মূল ক্রিয়ার সঙ্গে '**ই/ঔই/উই**' উহ্য থাকে।

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

সাঁংমুঙ ককবীতাং (প্রশ্নসূচক বাক্য)
[Interrogative Sentence]

কাল অনুসারে প্রশ্নসূচক বাক্যকে কিভাবে অনুবাদ করিতে হয় এই পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে বিশেষ আলোচনা করা হইয়াছে।

১

কালনি আঁংতঙ জরা, আঁংথাং তেই আঁংনাই জরা
[Present, Past and Future Indefinite Tense]

(অ)

➔ **_ইঁ ককবীতাং_ (Affirmative Sentence) ঃ**

তুমি কি অসীম — *নাঁঙ অসীম দে?*

তুমিই কি অসীম — *নাঁঙদে অসীম?*

তোমার নাম কি অসীম — *নিনি মুঙ অসীমদে?*

তোমার নামই কি অসীম — *নিনি মুঙদে অসীম?*

তুমি কি পড় — *নাঁঙ পদে পরি?*

তুমিই কি পড় — *নাঁঙদে পরি?*

তুমি কি রামায়ন পড় — *নাঁঙ রামায়নদে পরি?*

তুমি রামায়ন পড় কি — *নাঁঙ রামায়ন পদে পরি?*

➔ **_ইঁহি ককবীতাং_ (Negative Sentence) ঃ**

তুমি কি অসীম নও — *নাঁঙ অসীময়াদে?*

তুমি নও কি অসীম — *নাঁঙ য়াদে অসীম?*

তোমার নাম কি অসীম নয় — *নিনি মুঙ অসীময়াদে?*

তোমার নাম নয় কি অসীম — *নিনি মুঙয়াদে অসীম?*

তুমি কি পড় না — *নৗঙ পরিয়াদে?*

তুমিই কি পড় না — *নৗঙদে পরিয়া?*

তুমি কি রামায়নই পড় না — *নৗঙ রামায়নদে পরিয়া?*

তুমি রামায়ন কি পড় না — *নৗঙ রামায়ন পরিয়াদে?*

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ ক) ককবরকে *'দে'* জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন। জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল, পাত্র, ক্রিয়া বা সর্বনামের সহিত হ্যাঁসূচক বাক্যে ব্যবহৃত হয়।

খ) সাধারণ বর্তমান কালে প্রশ্নবোধক হ্যাঁসূচক বাক্যে ক্রিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হইলে *খৗলায়* (মূল ক্রিয়া)-এর প্রথম উচ্চারিত ধ্বনির সহিত *'দে'* ও পরে সম্পূর্ণ *খৗলায়*-টি ব্যবহার করা হয়।

গ) ককবরকে *'য়াদে'* নাবোধক জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন। জিজ্ঞাস্য ব্যক্তি, বস্তু, স্থান, কাল, পাত্র, ক্রিয়া বা সর্বনামের পরে বসে।

(আ)

➔ *ইঁ ককবৗতাং* (Affirmative Sentence) ঃ

তোমার কি কোন বই আছে — *নিনি কুনু পুথিদে তঙ?*

তাহার সাইকেল আছে কি — *বিনি সাইকেল ত-তঙ?*

কসমতির কলম আছে কি — *কসমতিনি কলম ত-তঙ?*

➔ *ইঁহি ককবৗতাং* (Negative Sentence) ঃ

তোমার কি কোন বই নাই — *নিনি কুনু পুথি কৗরৗইদে?*

তাহার কি সাইকেল নাই — *বিনি সাইকেল কৗরৗইদে?*

কসমতির কি কলম নাই — *কসমতিনি কলম কৗরৗইদে?*

সিথাই* (জ্ঞাতব্য) ঃ** ক) সাধারণ বর্তমান কালে হ্যাঁবাচক প্রশ্নসূচক বাক্যে *খৗলায়* (ক্রিয়া) -এর প্রথম উচ্চারিত ধ্বণির সঙ্গে ব্যবহৃত জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন *'দে'* কখনও কখনও উহ্য থাকে। যেমন — ***তদে তঙ-এর পরিবর্তে ***ত-তঙ***।

খ) সাধারণ বর্তমান কালে নাবাচক বাক্যে কাহারও কোন বস্তু বা কিছু আছে কি নাই এরূপ জিজ্ঞাসা করিলে *'নাই'* শব্দটির জন্য ***'কৗরৗই'*** ও পরে জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন *'দে'* বসে।

(ই)

➜ *ইঁ ককবীতাং* **(Affirmative Sentence) ঃ**

খেলাংতি কি আসিয়াছে — *খেলাংতি ফা (দে) ফায়কা?*

সে কি বাড়ীতে গিয়াছে — *ব নগ' থা (দে) থাংকা?*

তাহারা কি ভাত খাইয়াছে — *বরগ মায় চা (দে) চাখা?*

➜ *ইঁহি ককবীতাং* **(Negative Sentence) ঃ**

খেলাংতি কি আসে নাই — *খেলাংতি ফায়াখীদে?*

সে কি বাড়ীতে যায় নাই — *ব নগ' থাংয়াখীদে?*

তাহারা কি ভাত খায় নাই — *বরগ মায় চায়াখীদে?*

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ ক) সাধারণ অতীত কালে প্রশ্নসূচক হ্যাঁবাচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় *খীলায়* (ক্রিয়া)-এর প্রথম উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে জিজ্ঞাসাসূচক চিহ্ন *'দে'*ও পরে সম্পূর্ণ *খীলায়* (ক্রিয়া)-টি ব্যবহার করিয়া তাহার সঙ্গে *'খা/কা'* ব্যবহার করিতে হয়। এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রশ্নসূচক হ্যাঁবাচক বাক্যে *খীলায়*-এর প্রথম উচ্চারিত ধ্বনির সঙ্গে ব্যবহৃত *'দে'* কখনও কখনও উহ্য থাকে।

খ) সাধারণ অতীতকালে প্রশ্নসূচক নাবাচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় *খীলায়* (মূল ক্রিয়া)-টিকে একবার উল্লেখ করিয়া তাহার সহিত *'য়াখীদে/লিয়াদে* যুক্ত করিতে হয়।

(ঈ)

➜ *ইঁ ককবীতাং* **(Affirmative Sentence) ঃ**

আপনি কি ভাত খাইবেন — *নীঙ মায় চাদে চানী?*

তুমি গান গাইবে কি — *নীঙ রীচাবমুঙ রীচাবনাইদে?*

সে এখানে আসিবে কি — *ব অর' ফায়নাইদে?*

➜ *ইঁহি ককবীতাং* **(Negative Sentence) ঃ**

আপনি কি ভাত খাইবেন না — *নীঙ মায় চাগীলাকদে?*

তুমি কি গান গাইবে না — *নীঙ রীচাবমুঙ রীচাবগীলাকদে?*

সে কি এখানে আসিবে না — *ব অর' ফায়গীলাকদে?*

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ ক) সাধারণ ভবিষ্যৎ কালে প্রশ্নসূচক হ্যাঁবাচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় *খৗলায়* (ক্রিয়া)-এর প্রথম উচ্চারিত ধ্বনির সহিত *'দে'* ও পরে সম্পূর্ণ ক্রিয়াটির সহিত কালের চিহ্ন *'নু/ঊনৗ/নাই'* অথবা,

ককচৗলৗয় বা ধাতুটি কেবলমাত্র একবার ব্যবহার করিয়া তাহার সহিত *'নাদে'* বা *'নাইদে'* যুক্ত করিতে হয়। যেমন — খাইবে কি — *চানাদে?* দেখিবে কি — *নায়নাইদে?* ইত্যাদি।

খ) সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের প্রশ্নসূচক নাবাচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় ধাতুটির সহিত *'গৗলাকদে'* বসাইতে হয়।

২

ঔংগৗইতঙ, ঔংগৗইথাং তাই ঔংগৗই তঙনাই জরা

[Present, Past and Future Continuous Tense]

(অ)

➤ ***হঁ ককবৗতাং* (Affirmative Sentence) ঃ**

আপনি কি ঘুমাইতেছেন — *নৗঙ থুউইদে তঙ?*

তুমি কি পড়িতেছ — *নৗঙ পরিউইদে তঙ?*

তাহারা কি খেলিতেছে — *বরগ থুংলাইদে তঙ?*

➤ ***হঁহি ককবৗতাং* (Negative Sentence) ঃ**

আপনি কি ঘুমাইতেছেন না — *নৗঙ থুউই তঙয়াদে?*

তুমি কি পড়িতেছ না — *নৗঙ পরিউই তঙয়াদে?*

তাহারা কি খেলিতেছে না — *বরগ থুংলাই তঙয়াদে?*

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ ক) ঘটমান বর্তমান কালে প্রশ্নসূচক হ্যাঁবাচক বাক্যে *খৗলায়* (ক্রিয়া) -এর সহিত *'ইদে/উইদে/ঔইদে'* ও পরে *'তঙ'* বসে।

খ) ঘটমান বর্তমান কালে প্রশ্নসূচক নাবাচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় *খৗলায়* (ক্রিয়া)-এর সহিত *'ই/ঔই/উই'* ও পরে *'তঙয়াদে'* বসে।

(আ)

➤ ***হঁ ককবৗতাং* (Affirmative Sentence) ঃ**

টিংকু কি পড়িতেছিল — *টিংকু পরিউইদে তঙমানি?*

তুমি কি সিনেমা দেখিতেছিলে — *নীঙ সিনেমা নায়ীইদে তঙমানি?*

অভি কি হাঁটিতেছিল — অভি হিমীইদে তঙমানি ?

➔ ***ইঁহি ককবীতাং* (Negative Sentence) ঃ**

টিংকু কি তখন পড়িতেছিল না — *টিংকু আফুরু পরিই তঙয়াদে?*

তুমি কি গতকাল সিনেমা দেখিতেছিলে না — *নীঙ মিয়া সিনামা নায় তঙয়াদে?*

অভি কি সকালে হাঁটিতেছিল না — *অভি ফুঙগ হিমীই তঙয়াদে?*

সিথাই* (জ্ঞাতব্য) ঃ** ক) ঘটমান অতীতকালে প্রশ্নসূচক হ্যাঁবাচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় *খীলায়*-এর সহিত ***'ইদে/ঔইদে/উইদে' ও পরে ***'তঙমানি'*** বসাইতে হয়।

খ) ঘটমান অতীতকালে প্রশ্নসূচক নাবাচক বাক্যকে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় বাক্যটিতে অতীতসূচক কোন শব্দ (যেমন —গতকাল, গত পরশু, তখন ইত্যাদি) ব্যবহার করিয়া *খীলায়*-এর সহিত ***'ই/ঔই/উই'*** ও পরে ***'তঙয়াদে'***বসাইতে হয়।

(ই)

➔ ***ইঁ ককবীতাং* (Affirmative Sentence) ঃ**

করমতি কি ভাত খাইতে থাকিবে — *করমতি মায় চাইদে তঙনাই?*

তপন কি ঘুমাইতে থাকিবে — *তপন থুউইদে তঙনাই?*

তুমি কি লিখিতে থাকিবে — *নীঙ সীয়ীইদে তঙগানী?*

➔ ***ইঁহি ককবীতাং* (Negative Sentence) ঃ**

করমতি কি ভাত খাইতে থাকিবে না — *করমতি মায় চাই তঙগীলাকদে?*

তপন কি ঘুমাইতে থাকিবে না — *তপন থুউই তঙগীলাকদে?*

তুমি কি লিখিতে থাকিবে না — *নীঙ সীয়ীই তঙগীলাকদে?*

সিথাই* (জ্ঞাতব্য) ঃ** ক) ঘটমান ভবিষ্যৎ কালে প্রশ্নসূচক হ্যাঁবাচক বাক্যে *খীলায়* (ক্রিয়াপদ)-এর সহিত ***'ইদে/উইদে/ঔইদে'ও পরে ***'তঙনাই/তঙগানী'*** বসে।

খ) ঘটমান ভবিষ্যৎ কালের প্রশ্নসূচক নাবাচক বাক্যে *খীলায়*-এর সহিত ***'ই/উই/ঔই'***ও পরে ***'তঙগীলাকদে'*** বসে।

বেদেক উলথাম (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

সীং ককথাই কিচাসীক

(কয়েকটি প্রশ্নসূচক শব্দ)

সীবা/সাব'(কে; **Who**)

তিনি কে — *ব সীবা?*

তাহারা কাহারা — *বরগ সীবা?*

আপনারা কে — *নরগ সাব'?*

সীবান'/সাবন'(কাহাকে; **Whom**)

আপনি কাহাকে চান — *নীঙ সীবান' নুহুন?*

সে কাহাকে ডাকিতেছে — *ব সীবান' রিঙগীই তঙ?*

এইটি কাহাকে দিয়াছেন — *অম' সাবন' রীখা?*

সীবানি/সাবনি(কাহার; **Whose**)

এইটি কাহার বই — *ম সীবানি পুথি?*

তিনি কাহার পিতা — *ব সীবানি বুফা?*

ঐ কলমটি কাহার — *উ কলম সাবনি?*

তীমা/তাম'(কি; **What**)

তোমার নাম কি — *নিনি মুঙ তীমা?*

তাহার বাবা কি করেন — *বিনি বুফা তাম' খীলায়?*

তিনি আপনার কি হন — *ব নিনি তীমা কীলাই?*

তাঁমান/তামন (কোনটিকে)

তুমি কোনটাকে (কি) লইয়াছ — *নীঙ তাঁমান তিলাংখা?*

তিনি কোনটাকে (কি) খুঁজিতেছেন — *ব তামন নাইতুক?*

তিনি কোনটাকে (কি) চান — *ব তাঁমান' সান?*

তাঁমানি/তামনি (কিসের)

তিনি কিসের জন্য আসিলেন — *ব তাঁমানি বাগাঁই ফায়?*

এইটি কিসের জিনিস — *ম' তাঁমানি মানাঁই?*

ঐটি কিসের বই — *উম' তামনি পুথি?*

বম'/বব' (কোনটি; Which)

কোনটি তোমার গাড়ী — *বম' নিনি গাড়ি?*

এইগুলির মধ্যে কোনটি তোমার — *অবরগনি বিসিং বম' নিনি?*

কোনটি তোমার কলম — *বব' নিনি কলম?*

বমন/ববন (কোনটিকে)

তোমার কোনটাকে প্রয়োজন — *নিনি বমন' দরকার?*

আপনি কোনটাকে ভালবাসেন — *নীঙ বমন' হামজাক?*

সে কোনটাকে চায় — *ব ববন' সান?*

বমনি/ববনি (কোনটির)

কোনটার কথা বলিয়াছ — *বমনি কক সাখা?*

কোনটার জন্য নিবেন — *ববনি বাগাঁই তিলাংনাই?*

এইটি কোনটার অংশ — *অব' ববনি কসা?*

বুফুরু (কখন; When)

আপনি কখন যাইবেন — *নীঙ বুফুরু থাংনাই?*

তিনি কখন আসিবেন — *ব বুফুরু ফায়নাই?*

তুমি কখন আসিয়াছ — *নীঙ বুফুরু ফায়খা?*

বীক'/বিয়াং/বীর' (কোথায়; **Where**)

আপনি কোথায় থাকেন — *নীঙ বীর' তঙ?*

তুমি কোথায় যাও — *নীঙ বিয়াং থাং?*

কোথায়? দেখিতেছিনা তো — *বীর' নুগয়া বীলা?*

বাহাই (কেমন; **How**)

আপনি কেমন আছেন — *নীঙ বাহাই তঙ?*

তিনি কিরকম আছেন — *ব বাহাই তঙ?*

কেমন করিয়া আসিলেন — *বাহাইখে ফায়কা?*

বীতাই (কিরকম)

এইটি কিরকম জিনিস — *ম বীতাইজাত মানীই?*

লোকটি কি ধরনের — *ম বরক বীতাই?*

ঐটা দেখিতে কিরকম — *উম' নায়নানি বীতাই?*

তামগীই /তীমাঙগীই (কেন; **Why**)

আপনি যান নাই কেন — *নীঙ তামগীই থাংলিয়া?*

তিনি হাসেন কেন — *ব তীমাঙগীই মীনীয়?*

আপনারা যাইবেন না কেন — *নীরগ তামগীই থাংগীলাক?*

ব (কোন)

তিনি কোন লোকটির কথা বলিলেন — *ব ব বরকনি কক সাখা?*

তুমি কোন কলমটি নিতে চাও — *নীঙ ব-কলম তিলাংনা নায়?*

বিমল কোন কাজটি করিতে চায় — *বিমল ব-সামুঙ খীলায়না নায়?*

বেদেক উলবীরীয় (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

খীলায়হালক

(বাচ্য; Voice)

প্রত্যেক মানুষের কথা বলিবার ভঙ্গি একরকম নহে। তাই কথা বলিবার ধরণ, ভঙ্গি ও প্রকৃতি স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। এই প্রকৃতি অনুসারে *তাঙফাঙ* (কর্তা) বা *তাঙজাকনাই* (কর্ম)-এর সহিত সম্বন্ধ অনুযায়ী *খীলায়* (ক্রিয়াপদ) -এর রূপভেদ ঘটিয়া থাকে। *খীলায়*-এর এই রূপভেদকে বলে ***খীলায়হালক*** বা বাচ্য। ইংরাজীতে ইহাকে বলে Voice। ককবরকে *খীলায়হালক* চার প্রকার। যথা —

- (১) ***তাঙফাঙ খীলায়হালক*** (কর্তৃ বাচ্য)
- (২) ***তাঙজাকনাই খীলায়হালক*** (কর্ম বাচ্য)
- (৩) ***খা-চংমুঙ খীলায়হালক*** (ভাব বাচ্য)
- (৪) ***তাঙনীনীয় খীলায়হালক*** (কর্তাবিহীন বাচ্য)

(১) *তাঙফাঙ খীলায়হালক* (Active Voice) ঃ

যে-বাক্যে *তাঙফাঙ* বা কর্তা মুখ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বলে ***তাঙফাঙ খীলায়হালক*** বা কতৃ বাচ্য।

ক) রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলী লিখিয়াছেন — *রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলী সীয়খা*।

খ) সে ভাত খাইয়াছে — *ব মায় চাবায়খা*।

গ) তিনি আমাকে টাকা দিয়াছেন — *ব আন' রাং রীখা*।

(২) *তাঙজাকনাই খীলায়হালক* (Passive Voice) ঃ

যে-বাক্যে *তাঙজাকনাই* বা কর্ম মুখ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, তাহাকে বলে ***তাঙজাকনাই খীলায়হালক*** বা কর্ম বাচ্য। যেমন —

ক) রবীন্দ্রনাথ দ্বারা গীতাঞ্জলী লেখা হইয়াছে — *রবীন্দ্রনাথ বায় গীতাঞ্জলী সীয়জাগখা*।

খ) তাহার দ্বারা ভাত খাওয়া হইয়াছে — *ব বায় মায় চাজাগখা* ।

গ) তাহার দ্বারা আমাকে টাকা দেওয়া হইয়াছে — *ব বায় আন' রাং রীজাগখা।*

➤ ৩) ***খা-চংমুঙ খীলায়হালক*** (ভাব বাচ্য) ঃ

যে-বাক্যে *তাঙজাকনাই* বা কর্ম থাকে না এবং *খীলায়* (ক্রিয়াপদ)-এর অর্থ প্রধানরূপে ব্যক্ত হয়, তাহাকে বলে ***খা-চংমুঙ খীলায়হালক*** বা ভাব বাচ্য-এর বাক্য। যেমন —

ক) এইবার এইদিকে আসা হউক — *তাবুক য়াং ফায়থুন।*

খ) তাহাকেই যাইতে হইবে — *ব-ন মা থাংনাই।*

গ) তোমাকেই আসিতে হইয়াছে — *নীঙ-ন মা ফায়কা।*

➤ ৪) ***তাঙনীনীয় খীলায়হালক*** (কর্তাবিহীন বাচ্য) ঃ

যে-বাক্যে *তাঙফাঙ* বা কর্তা থাকে না এবং *তাঙজাকনাই* বা কর্ম ও *খীলায়* বা ক্রিয়াপদ উভয়েরই প্রধান্য বিদ্যমান থাকে, তাহাকে বলে ***তাঙনীনীয় খীলায়হালক*** বা কর্তাবিহীন বাচ্য। যেমন —

ক) সভা শেষ করা হইল — *পানদা মীথাকজাকখা।*

খ) কোথায় দেখা হইয়াছে — *বীর' নুগজাকখা।*

গ) ভাত রান্না হইয়াছে — *মায় সঙজাগখা।*

খীলায়হালক সীলাইমুঙ (বাচ্য পরিবর্তন)

[Voice Change]

➤ ***তাঙফাঙ খীলায়হালক*** **(Active Voice)** ঃ

ক) *আঙ চিবুক মাসা বুথারখা* (আমি একটি সর্প হত্যা করিয়াছি)।

খ) *চীঙ সিখা* (আমরা জানিয়াছি)।

গ) পুলিশ সিককন রমখা (পুলিশ চোর ধরিয়াছে)।

ঘ) *ব মায় চাখা* (সে ভাত খাইয়াছে)।

ঙ) *করমতি বই পরিখা* (করমতি বই পড়িয়াছে)।

➤ ***তাঙজাকনাই খীলায়হালক*** **(Passive Voice)** ঃ

ক) *আঙ বায় চিবুক মাসা বুথারজাকখা* (আমার দ্বারা একটি সর্প হত্যা করা হইয়াছে)।

খ) *চীঙ বায় সিজাকখা* (আমাদের দ্বারা জানা হইয়াছে)।

গ) পুলিশ বায় সিকক রমজাকখা (পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে)।

ঘ) *ব বায় মায় চাজাকখা* (তাহার দ্বারা ভাত খাওয়া হইয়াছে)।

ঙ) *করমতি বায় বই পারিজাকখা* (করমতির দ্বারা বই পড়া হইয়াছে)।

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ ক) *তাঙফাঙ খীলায়হালক* (কর্তৃ বাচ্য) হইতে *তাঙজাকনাই খীলায়হালক* (কর্ম বাচ্য)-এ পরিবর্তন করিতে হইলে *তাঙফাঙ* (কর্তা) -এর পরে *'বায়* এবং *খীলায়* (ক্রিয়া)-এর সহিত *'জাক'* প্রত্যয় যুক্ত করিয়া তাহার সহিত প্রয়োজনীয় চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়।

খ) *তাঙজাকনাই খীলায়হালক* হইতে *তাঙফাঙ খীলায়হালক*-এ রূপান্তর করিতে হইলে *তাঙফাঙ*-এর পরে ব্যবহৃত *'বায়'* এবং *খীলায়*-এর সহিত ব্যবহৃত *'জাক'* প্রত্যয় তুলিয়া দিতে হইবে।

➤ ***তাঙফাঙ খীলায়হালক* (কর্তৃ বাচ্য) ঃ**

ক) *ব থাংনাই* (সে যাইবে)।

খ) *কসমতি থুংথুন* (কসমতি খেলা করউক)।

গ) *নীঙ আচুগদি* (আপনি বসুন)।

ঘ) *বরগ চাথুন* (তাহারা খাউক)।

ঙ) *নীরগ থাংদি* (তোমরা যাও)।

➤ ***খা-চংমুঙ খীলায়হালক* (ভাব বাচ্য) ঃ**

ক) *ব বায় থাংজাগনাই* (তার যাওয়া হইবে)।

খ) *কসমতি বায় থুংজাকথুন* (কসমতির দ্বারা খেলা হউক)।

গ) *নীঙ বায় আচুকনা ঔংথুন* (আপনার দ্বারা বসা হউক)।

ঘ) *বরগ বায় চাজাকথুন* (তাহাদের দ্বারা খাওয়া হউক)।

ঙ) *নীরগ বায় থাংনা ঔংথুন* (আপনাদের দ্বারা যাওয়া হউক)।

সিথাই (জ্ঞাতব্য) ঃ ক) কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে পরিণত করিবার সময় কর্তার পরে *'বায়'* ও মূল ক্রিয়ার সহিত *'জাক'* প্রত্যয় যুক্ত করিতে হইবে।

খ) অনুজ্ঞাসূচক বাক্যকে কর্তৃবাচ্য হইতে ভাববাচ্যে পরিণত করিবার সময় কর্তার পরে *'বায়'* ও মূল ক্রিয়ার সহিত যুক্ত *'দি'*-এর পরিবর্তে *'না'* এবং সবশেষে *'ঔংথুন'* বসাইতে হয়।

তাঙনীনায় খীলায়হালক-এর ব্যবহার খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না বলিয়া এই সম্বন্ধে পরিবর্তনের নিয়ম বিশেষ আলোচনা করা হয় নাই।

বেদেক উলবা (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

কক সাফিলমুঙ (উক্তি পরিবর্তন)

[Narration Change]

ককবরকে **'উক্তি'**-র প্রতিশব্দ হল **'কক'**। বাংলা বা ইংরাজীর ন্যায় ককবরকেও *'কক* (উক্তি)' দুই প্রকার। যথা —

➤ ১) ***বাইথাঙ সাজাকমুঙ*** (প্রত্যক্ষ উক্তি)

➤ ২) ***বুইবায় সাজাকমুঙ*** (পরোক্ষ উক্তি)

➛ ১) *বাইথাঙ সাজাকমুঙ* [Direct Narration] ঃ

যে-বাক্য দ্বারা বক্তার বক্তব্যকে সরাসরি অর্থাৎ প্রত্যক্ষভাবে তুলিয়া ধরা হয়, তাহাকে বলা হয় ***বাইথাঙ সাজাকমুঙ*** বা প্রত্যক্ষ উক্তি। যেমন —

ক) রাম বলিল, "আমি পাশ করিব" — *রাম সাখা, "আঙ পাশ খীলায়নাই।"*

খ) খুমপুই বলিল, "আমি আর যাইব না" — *খুমপুই সাখা, "আঙ তেই থাংগীলাক।"*

➛ ২) *বুইবায় সাজাকমুঙ* [Indirect Narration] ঃ

যখন একজনের বক্তব্য অন্য একজন প্রকাশ করে, তখন তাহাকে বলে ***বুইবায় সাজাকমুঙ*** বা পরোক্ষ্য উক্তি। যেমন —

ক) রাম বলিল সে পাশ করিবে — *রাম সাখা ব পাশ খীলায়নাই*।

খ) খুমপুই বলিল সে আর যাইবেনা — *খুমপুই সাখা ব তেই থাংগীলাক*।

কক সাফিলমুঙনি রাইদারগ (উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম) ঃ

ক) *বাইথাঙ সাজাকমুঙ*-এ বক্তব্য উদ্ধৃতি চিহ্নের মধ্যে থাকে। বুইবায় *সাজাকমুঙ* -এ রূপান্তরিত করিবার সময় উদ্ধৃতি চিহ্ন তুলিয়া দিতে হয়।

খ) *বাইথাঙ সাজাকমুঙ* -এ বক্তার বক্তব্য যে কালে থাকিবে *বুইবায় সাজাকমুঙ* -এ

ইহার কোন পরিবর্তন হইবে না। অর্থাৎ কালের কোন পরিবর্তন হয় না।

গ) *বাইথাঙ সাজাকমুঙ*-এ বক্তা যদি উত্তম পুরুষ হয় তবে *বুইবায় সাজাকমুঙ*-এ পরিবর্তন করিবার সময় উদ্ধৃতির ভিতরে ব্যবহৃত উত্তম পুরুষের কোন পরিবর্তন হয় না।

ঘ) *বাইথাঙ সাজাকমুঙ*-এ বক্তা যদি মধ্যম পুরুষ হয় তবে *বুইবায় সাজাকমুঙ*-এ পরিবর্তন করিবার সময় উদ্ধৃতির ভিতরে ব্যবহৃত পুরুষের নিম্নলিখিত পরিবর্তন হইবে।

বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ)	*বুইবায়* (পরোক্ষ)
আঙ (আমি)	*নীঙ* (তুমি)
আনি (আমার)	*নিনি* (তোমার)
আন (আমাকে)	*নন'* (তোমাকে)
চীঙ (আমরা)	*নরগ* (তোমরা/আপনারা)
চিনি (আমাদের)	*নরগনি* (তোমাদের/আপনাদের)
চীঙন (আমাদেরকে)	*নরগন* (তোমাদেরকে/আপনাদেরকে)

ঙ) *বাইথাঙ সাজাকমুঙ*-এ বক্তা যদি প্রথম পুরুষ হয় তবে *বুইবায় সাজাকমুঙ*-এ পরিবর্তন করিবার সময় উদ্ধৃতির ভিতরে ব্যবহৃত পুরুষের নিম্নলিখিত পরিবর্তন হইবে।

বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ)	*বুইবায়* (পরোক্ষ)
আঙ (আমি)	*ব* (সে/তিনি)
আনি (আমার)	*বিনি* (তাহার)
আন (আমাকে)	*বন* (তাহাকে)
চীঙ (আমরা)	*বরগ* (তাহারা)
চিনি (আমাদের)	*বরগনি* (তাহাদের)
চীঙন (আমাদেরকে)	*বরগন* (তাহাদেরকে)

চ) *বাইথাঙ সাজাকমুঙ*-এ বক্তা যাহাকে বলিতেছেন তিনি যদি উত্তম পুরুষ হন তবে *বুইবায় সাজাকমুঙ*-এ পরিবর্তন করিবার সময় উদ্ধৃতিতে ব্যবহৃত পুরুষের নিম্নলিখিত পরিবর্তন হইবে।

বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ)	*বুইবায়* (পরোক্ষ)
নীঙ (তুমি/আপনি)	*আঙ* (আমি)
নিনি (তোমার/আপনার)	*আনি* (আমার)

নন (তোমাকে/আপনাকে)	*আন* (আমাকে)
নরগ (তোমরা/আপনারা)	*চাঙ* (আমরা)
নরগনি (তোমাদের/আপনাদের)	*চিনি* (আমাদের)
নরগন (তোমাদেরকে/আপনাদেরকে)	চাঙন (আমাদেরকে)

ছ) *বাইথাঙ সাজাকমুঙ* -এ বক্তা যাহাকে বলিতেছেন তিনি যদি মধ্যম পুরুষ হন তবে *বুইবায় সাজাকমুঙ* -এ পরিবর্তন করিবার সময় উদ্ধৃতির ভিতরে ব্যবহৃত মধ্যম পুরুষের কোন পরিবর্তন হইবে না।

জ) *বাইথাঙ সাজাকমুঙ* -এ বক্তা যাহাকে বলিতেছেন তিনি যদি প্রথম পুরুষ হন তবে *বুইবায় সাজাকমুঙ* -এ পরিবর্তন করিবার সময় উদ্ধৃতির ভিতরে ব্যবহৃত পুরুষের নিম্নলিখিত পরিবর্তন হইবে।

বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ)	*বুইবায়* (পরোক্ষ)
নাঙ (তুমি/আপনি)	*ব* (সে/তিনি)
নিনি (তোমার/আপনার)	*বিনি* (তাহার)
নন (তোমাকে/আপনাকে)	*বন* (তাহাকে)
নরগ (তোমরা/আপনারা)	*বরগ* (তাহারা)
নরগনি (তোমাদের/আপনাদের)	*বরগনি* (তাহাদের)
নরগন (তোমাদেরকে/আপনাদেরকে)	*বরগন* (তাহাদেরকে)

বাইথাঙ (প্রত্যক্ষ)	*বুইবায়* (পরোক্ষ)
তিনি (আজ)	*থানাইসাল* (গতদিন)
মিয়া (গতকাল)	*উসীকাঙনি সাল* (গত পরশু)
অর' (এখানে)	*আর'* (সেখানে)
তাবুক (এখন)	*আফুরু* (তখন)
খীনা (আগামীকাল)	*তাইনি সাল* (পরের দিন)

বাক্যের প্রকারভেদ অনুযায়ী ককবরকেও উক্তি পরিবর্তনের নিয়ম ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। বিভিন্ন প্রকার বাক্যের উক্তি পরিবর্তন নিম্নে আলোচনা করা হইয়াছে।

সাকীলাইমুঙ ককবীতাং

(বিবৃতিমূলক বাক্য)

[Assertive Sentence]

ক) *বাইথাঙ সাজাকমুঙ — সামপারি সাখা, "আঙ মিয়া-ন কামিনি ফায়ী"।*

(প্রত্যক্ষ উক্তি) (সামপারি বলল, "আমি গতকালই গ্রাম থেকে এসেছি"।)

বুইবায় সাজাকমুঙ — সামপারি সাখা ব উসীকাঙনি সাল-ন কামিনি ফায়ী।

(পরোক্ষ উক্তি) (সামপারি বলল সে গতপরশু গ্রাম থেকে এসেছে)

খ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *করমতি সাঅ, "আঙ খীনা খুমলীঙগ থাংনাই"।*

(করমতি বলল, "আমি আগামীকাল খুমলীঙ যাব")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *করমতি সাঅ ব খীনা খুমলীঙগ থাংনাই ফন।*

(করমতি বলল সে নাকি আগামীকাল খুমলীঙ যাবে)

গ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *রিমা সাখা, "আঙ সালকীবাং সীকাঙ দিল্লীঅ থাংকা"।*

(রিমা বলল, "আমি অনেকদিন আগে দিল্লী গিয়েছি)

বুইবায় (পরোক্ষ) — *রিমা সাখা ব সালকীবাং সীকাঙ দিল্লীঅ থাংকা।*

(রিমা বলেছে সে অনেকদিন আগে দিল্লী গিয়েছে)

ঘ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *ফীরীঙনাই সাখা, "হায়ুঙ সালন কিতিঙগীই পাক'গ"।*

(শিক্ষক মহাশয় বললেন, "পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খায়")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *ফীরীঙনাই সাখা হায়ুঙ সালন কিতিঙগীই পাক'গ।*

(শিক্ষক মহাশয় বললেন পৃথিবী সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরপাক খায়)

ঙ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *বুখীরা সাখা, "আঙ নন কক থাইসা সানাই"।*

(বুখীরা বলল, "আমি তোমাকে একটি কথা বলব")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *ব নন কক থাইসা সানাই হিনীই বুখীরা সাখা।*

(সে তোমাকে একটি কথা বলবে বলে বুখীরা বলল)

সিথাই (জ্ঞাতব্য)ঃ ক) বিবৃতিমূলক বাক্যকে 'বুইবায় সাজাকমুঙ' -এ পরিণত করিবার সময় উদ্ধৃত অংশ (Reported Speech)-কে আগে লইয়া আসিলে তাহার পরে একটি **'হিনীই'** বসে।

সাংমুঙ ককবাথাং

(প্রশ্নসূচক বাক্য)

[Interrogative Sentence]

ক) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *মুরুমুই সাখা, "নিনি মুঙ তামা?"*

(মুরুমুই বলল, "তোমার নাম কি?")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *মুরুমুই বন' বিনি মুঙ তামা হিনাই সাংখা।*

(মুরুমুই তাকে তার নাম কি বলে জিজ্ঞাসা করল)

খ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *মুনমুন আন' সাখা, "নিনি মুঙ তামা?"*

(মুনমুন আমাকে বলল, "তোমার নাম কি?")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *মুনমুন আন আনি মুঙ তামা হিনাই সাংখা।*

(মুনমুন আমাকে আমার নাম কি বলে জিজ্ঞাসা করল)

গ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *বিসুরাই সনজিন সাখা, "নাঙ তামা খালায়"।*

(বিসুরাই সনজিকে বলল, "তুমি কি কর?")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *বিসুরাই সনজিন ব তামা খালায় হিনাই সাংখা।*

(বিসুরাই সনজিকে সে কি করে বলে জিজ্ঞাসা করল)

ঘ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *বুখারায় বাসারায়ন সাংগ, "মায় চানাইদে?"*

(বুখারায় বাসারায়কে জিজ্ঞাসা করে, "ভাত খাবে কি?")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *বুখারায় বাসারায়ন মায় চানাইদে হিনায় সাংগ।*

(বুখারায় বাসারায়কে ভাত খাবে কিনা জিজ্ঞাসা করল)

ঙ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *কসমরায় সাংখা, "নাঙ অমলদে?"*

(কসমরায় জিজ্ঞাসা করল, "তুমি অমল কিনা?")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *কসমরায় আন সাংখা আঙ অমলদে।*

(কসমরায় আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমি অমল কিনা)

দাগিমুঙ ককবীতাং

(অনুজ্ঞাসূচক বাক্য)

[Imperative Sentence]

ক) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *কসমতি সাখা, "নীঙ য়াং ফায়দি"।*

(কসমতি বলল, "তুমি এদিকে এসো")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *কসমতি বন আয়াং থাংনানি সাখা।*

(কসমতি তাকে সেদিকে যেতে বলেছে)

খ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *ফীরীঙনাই সাখা, "নরগ তা কতুগবায়দি"।*

(শিক্ষক মহাশয় বললেন, "তোমারা গোলমাল করিও না")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *ফীরীঙনাই বরগন কতুগয়ানি বাগীই দাগিখা।*

(শিক্ষক মহাশয় তাদেরকে গোলমাল না করতে নির্দেশ দিলেন)

গ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *সুকুরায় সাখা, "আন কিচা তীয় খান রীদি"।*

(সুকুরায় বলল, "আমাকে একটু জল পান করাও")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *সুকুরায় বন কিচা তীয় খানরীনানি কয়খা।*

(সুকুরায় তাকে একটু জল পান করাতে অনুরোধ করেন)

ঘ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *বুদলখি সাখা, "থাইচুক থাইসা খাকদি"।*

(বুদলখি বলল, "একটি আম পাড়")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *বুদলখি আন' থাইচুক থাইসা খাকনানি দাগিখা।*

(বুদলখি আমাকে একটি আম পাড়তে নির্দেশ দিল)

ঙ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *রসমতি সাখা, "তাবুক তা তুকুবায়দি।"*

(রসমতি বলল, "এখন স্নান করো না")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *রসমতি বন আফুরু তুকুয়ানি দাগিখা।*

(রসমতি তাকে তখন স্নান না করতে নির্দেশ দিলেন)

সুরিমুঙ ককবীতাং
(প্রার্থনাসূচক বাক্য)

[Optative Sentence]

ক) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *বিগ্রাসা হিনখা, "মৗতাইরগ, বরগ দাকতি হামৗই বাচাথুন"।*
(ফকির বলল, 'ঈশ্বর, তারা দ্রুতারোগ্য লাভ করুক)

বুইবায় (পরোক্ষ) — *বিগ্রাসা মৗতাইরগনি থানি বরগ দাকতি হামৗই বাচাথুন হিনৗই দিয়াইখা।*
(ফকির ঈশ্বরের কাছে তাদের দ্রুতারোগ্য কামনা করেছেন)

খ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *ব হিনখা, "মৗতাইরগ নিনি কাহাম খৗলায়থুন"।*
(সে বলল, 'ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *ব মৗতায়রগনি থানি চিনি হামারিনি বাগৗই সুরিখা।*
(সে ঈশ্বরের কাছে আমাদের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করেছে)

গ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *বুমা হিনখা, "বাবা গড়িয়া, আনি চেরাইন মৗথাঙদি"।*
(মা বললেন, "বাবা গড়িয়া আমার শিশুকে রক্ষা করুন")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *বুমা বাবা গড়িয়ানি থানি বিনি চেরাইন মৗথাঙনা বাগৗই সুরিখা।*
(মা বাবা গড়িয়ার নিকট তার শিশুকে রক্ষা করতে প্রার্থনা করেছেন)

ঘ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *কাচৗকতি সাখা, "ভগৗবান, আন মৗথাঙজাবাদি"।*
(কাঁচাকতি বলল, "ভগবান আমায় রক্ষা কর")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *কাঁচাকতি ভগৗবাননি থানি বন মৗথাঙনা বাগৗই সুরিখা।*
(কাঁচাকতি ভগবানের নিকট তাহাকে রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেছে)

ঙ) *বাইথাঙ* (প্রত্যক্ষ) — *দুখিরায় সাখা, "অ কাইথর চৗঙন মায়া খায়দি।"*
(দুখিরায় বলল, "হে ঈশ্বর আমাদের দয়া করুন।")

বুইবায় (পরোক্ষ) — *দুখিরায় কাইথরনি থানি বঙন মায়া খৗলায়নানি সুরিখা।*
(দুখিরায় ঈশ্বরের কাছে দয়া প্রার্থনা করেছে।)

বেদেক উলদক (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

ককলেনামারি (বিরাম চিহ্ন)

অন্যান্য ভাষার ন্যায় ককবরক ভাষায়ও বাক্যের কোথায় কতটুকু থামিতে হইবে তাহা বুঝাইবার জন্য বিভিন্ন বিরাম চিহ্নের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ককবরকে বিরাম চিহ্নকে বলা হয় *ককলেনামারি*।

ককবরক ভাষায় প্রধানতঃ নিম্নলিখিত *ককলেনামারি*-গুলি ব্যবহৃত হয়। যথা —

(১) *থাকমারি* (।) — পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি,

(২) *থাকচ'মারি* (,) — পাদচ্ছেদ,

(৩) *কোলন* (ঃ) — কোলন,

(৪) *ড্যাস* (—) — রেখা চিহ্ন,

(৫) *কোলন ড্যাস* (ঃ—) — কোলন ড্যাস,

(৬) *সীংমারি* (?) — জিজ্ঞাসা চিহ্ন,

(৭) *কীমাঙমারি* (!) — বিস্ময় চিহ্ন

(৮) *খুরচামারি* (" ") — উদ্ধৃতি চিহ্ন,

(৯) *হাইফেন* (-) — সংযোজক চিহ্ন,

(১০) *আথুকিরিমারি* (*) — তারকা চিহ্ন,

এখন উপরের *ককলেনামারি*-গুলির ব্যবহারের নিয়ম সম্পর্কে নিম্নে আলোচনা করা হইয়াছে।

(১) ***থাকমারি*** (।) ঃ একটি বাক্য যেখানে শেষ হয় সেখানে একটি *থাকমারি* বা দাঁড়ি বসে। যেমন — *কসমতি ফায়খে আঙ থাংনাই* (কসমতি আসিলে আমি যাইব)।

(২) ***থাকচ'মারি*** (,) ঃ সাধারণতঃ কোন বাক্য পড়িবার সময় যেখানে খুব কম সময় বিরামের প্রয়োজন সেখানে *থাকচ'মারি* বা পাদচ্ছেদ বা কমা বসিয়া থাকে। যেমন — *অমিয়, নীঙ তাই আঙ মায় চানাই* (অমিয়, তুমি আর আমি ভাত খাইব)।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ্য, বিষেশণ, সর্বনাম এমনকি অব্যয় বা ক্রিয়াপদেও একাধিক পদের পর *থাকচ'মারি* প্রয়োগ করা প্রয়োজন। যেমন — *করমতি ফায়কা, লগি ফায়কা কসমতি* (করমতি আসিল, সঙ্গে আসিল কসমতি)।

তৃতীয়তঃ সম্বোধন পদের পরে *থাকচ'মারি* বসিয়া থাকে। যেমন — *তাখুক, য়াং ফায়দি* (ভাই, এইদিকে আসিও)।

চতুর্থতঃ নামের সহিত ডিগ্রী বা শিক্ষাগত যোগ্যতা লিখিতে হইলে নামের পরে ও প্রতিটি ডিগ্রীর পরে *থাকচ'মারি* বসিয়া থাকে। যেমন — *করমতি রিয়াং, এম. এ., এল. এল. বি,* (করমতি রিয়াং, এম. এ., এল. এল. বি)।

(৩) **কোলন** (ঃ) ঃ কোন বিষয় সম্পর্কে দ্রষ্টব্য বা জ্ঞাতব্য ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত শব্দের পরে *কোলন* বসিয়া থাকে। যেমন — *মালমাতারগ ঃ মুসুক, মিসিপ, মায়ুঙ, পুন আবতাইরগ* (পশু ঃ গরু, মহিষ, হাতি, ছাগল ইত্যাদি)।

(৪) **ড্যাস** (—) ঃ একটি বাক্যের সঙ্গে অপর বাক্যের সম্পর্ক রহিয়াছে বুঝাইবার জন্য প্রথম বাক্যের পরে *ড্যাস* বসিয়া থাকে। যেমন, *আঙ মায় চাঅ* — আমি ভাত খাই।

(৫) **কোলন ড্যাস** (ঃ—) ঃ বাক্যে পরবর্তী কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে এই *কোলন ড্যাস* বসিয়া থাকে। যেমন — *তলানি ককবাতাংরগন কক উানজুই বায় সায়দি*ঃ— (নিচের বাক্যগুলিকে বাংলায় অনুবাদ কর ঃ—)

(৬) **সাংমারি** (?) ঃ এইটি প্রশ্নসূচক চিহ্ন। প্রশ্নসূচক বাক্যের শেষে এই *সাংমারি* বা প্রশ্নসূচক চিহ্নটি বসিয়া থাকে। যেমন — *নাঙ তামা খালায় ?* (আপনি কি করেন ?)

(৭) **কামাঙমারি** (!) ঃ আনন্দ, দুঃখ, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়, বিস্ময় ইত্যাদি কোন শব্দ বা শব্দসমষ্টির দ্বারা প্রকাশ করিলে তাহার পরে *কামাঙমারি* বা বিস্ময়সূচক চিহ্ন বসিয়া থাকে। যেমন — *আয়া! বেলাই দুখু মানখা* (উঃ! ভীষণ ব্যথা পাইয়াছি)।

(৮) **খুরচামারি** (" ") ঃ অপরের বক্তব্যকে হুবহু উল্লেখ করিতে হইলে বক্তব্যটির উভয় পার্শ্বে *খুরচামারি* বা উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করিতে হয়। যেমন — *নকসিরায় সাখা, "নাঙ তামা খালায় ?"* (নকসিরায় বলিল, "তুমি কি কর ?")

(৯) **হাইফেন** (-) ঃ দুই বা ততোধিক পদকে একসঙ্গে যুক্ত করিবার জন্য *মানজুমারি* বা হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন — *রাং-পুইসা* (টাকা-কড়ি)।

(১০) **আথুকিরিমারি** (*) ঃ কোন নির্দিষ্ট বাক্য বা শব্দকে বিশেষ ভাবে প্রদর্শন বা দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য *আথুকিরিমারি* বা তারকা চিহ্ন ব্যবহার করা হইয়া থাকে। যেমন — *ত্রিপুরা হাঅ রয়েল বেঙ্গল কারাই*। * রয়েল বেঙ্গল - মাসা (বাঘ)।

বেদেক উলসিনি (সপ্তম পরিচ্ছেদ)

ককথাইমাঙ সৗলাইমুঙ

(শব্দার্থের রূপান্তর)

যে-ভাষা যত বেশী সমৃদ্ধ সে ভাষায় তত বেশী শব্দ-প্রয়োগ বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। ককবরক ভাষায় প্রয়োগের নিপুণতায় একই শব্দ বিশেষ বিশেষ অর্থ প্রকাশ করে থাকে। ককবরকে ইহাকে বলে ***ককথাইমাঙ সৗলাইমুঙ*** বা শব্দার্থের রূপান্তর। এখানে বিশিষ্টার্থে কয়েকটি ***মুঙরৗক***(বিশেষ্য) ও *গরন*(বিশেষণ)-এর প্রয়োগ দেখানো হইয়াছে।

কক (কথা)

কক— কাহিনী বা গল্প,

রাজমালাঅ চিনি তিপ্রা রাজারগনি কক তঙগ— রাজমালায় আমাদের ত্রিপুরার রাজাদের কাহিনী রয়েছে।

কক— প্রতিশ্রুতি

আঙ নন কক রৗখা— আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিলাম।

কক— অনুরোধ,

নৗঙ আনি কক মা নারৗগনাই— আপনাকে আমার কথা-টা রাখতেই হবে।

কক— তর্ক,

ব বায় কক তানলাই সৗবা পাই— তার সঙ্গে কথা-য় কে পারবে!

কক— অপ্রিয় কথা,

বন কক কিচাসৗক সাই খৗনা রিখা— তাকে কিছু কথা শুনিয়ে দিলাম।

মকল (চোখ)

মকল কিয়ক — চোখ খোলা,

তাবুকসে আনি মকল কিয়গ' — এখন আমার চোখ খুলেছে।

মকল বুকুর — চোখের পর্দা,

বিনি মকল বুকুর কীরাই হিনাই-ন ম কক সারাগ' — তার চোখের পর্দা নেই বলেই একথা বলতে সাহস পায়।

মকল চীং — চোখ রাঙানো,

আঙ নন তীমা কক সাখা, নীঙ মকল চীংগীই তঙ — আমি তোমাকে কি এমন কথা বললাম যে তুমি চোখ রাঙাচ্ছ।

মকল কাই — নজর রাখা/দৃষ্টি আকর্ষণ করা,

নীঙ মকল মা কাইনাই — তোমাকে নজর দিতে হবে।

মকল কিঁয়র — চোখ লাগা,

বুয়নি কাহাম নুকখে বিনি মকল কিয়র' — অন্যের ভাল দেখলে তার চোখ লাগে।

য়াক (হাত)

য়াক তঙ — প্রভাব থাকা/হাত থাকা,

অ সামুঙগ বিনি য়াক কীরাই — এই কাজে তার হাত নেই।

য়াগ' চব — হাত করা/বশ করা,

লালাসি ফুনুগীই আন য়াগ' চব মানগীলাক — প্রলোভন দেখিয়ে আমাকে বশ করতে পারবে না।

য়াক রী — হাত দেওয়া /আরম্ভ করা,

আঙ মিয়া-ন সামুঙগ য়াক রীখা — আমি গতকালই কাজে হাত দিয়েছি।

য়াক ফলক — হাত বাড়িয়ে দেওয়া,

নীঙ য়াক ফলগয়াখে আঁংগীলাক — আপনি হাত না বাড়ালে হবে না।

য়াক তিসা — হাত তোলা/প্রহার করা,

নগেন মনুনি সাগ' য়াক তিসাখা — নগেন মনুর গায়ে হাত তুলেছে।

বখরক (মাথা)

বখরক — শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা প্রধান ব্যক্তি,

ব সুপ্রীম কোর্টনি বিচার বখরক তঙমানি — তিনি সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারক ছিলেন।

বখরক তুং — মাথা গরম করা,

আসীক বখরক তা তুংদি,কৗচাং কৗচাংখে উানসুগদি — মাথা গরম করো না, শান্তভাবে চিন্তা কর।

বখরক চা — মাতা খাওয়া/দিব্যি দেওয়া,

আনি বখরক চাদি, মৗতৗই সামুঙ তাঙখে — 'মাথা খাও' এমন কাজ করলে।

বখরগ' হাব — মাথায় ঢোকা/বোধগম্য হওয়া,

ম কক নিনি বখরগ' হাবয়াদে? — এ কথাটা কি তোমার মাথায় ঢোকছে না?

বখরক পায় — মাথা কেনা/বশীভূত করা,

রাং সলক রৗই ব আনি বখরক পায়না নায়ৗ — টাকা ধার দিয়ে তিনি আমার মাথা কিনতে চাইছেন।

বখরক কৗরৗই — মাথা কাঁচা,

অঙ্কঅ বিনি বখরক কৗরৗই — অঙ্কে তার মাথা কাঁচা।

খুনজু (কান)

খুনজু রৗ — কান দেওয়া/গ্রাহ্য করা,

কক হাময়াঅ খুনজু তা রৗদি — বাজে কথায় কান দিও না।

খুনজু চাক — কানপাতা/মনযোগ দিয়ে শোনা,

খুনজু চাগৗই তৗমা খৗনাই তঙ — কান পেতে কি শুনছ?

খুনজুঅ ফায় — কানে আসা/শ্রুতিগোচর হওয়া,

বিনি কক আনি খুনজুঅ ফায়কা — তার কথা আমার কানে এসেছে।

খুনজু নাথঙ ঔং — কান ঝালাপালা হওয়া,

বঙনি কক খৗনাতে খৗনাতে অনি খুনজু নাথঙ ঔংখা — তাদের কথা শুনতে শুনতে আমা কান ঝালাপালা হল।

খুনজুঅ খিকৗলাই — গোচরে আনা,

ম কক আঙ বিনি খুনজুঅ খিকৗলায়ানৗ — এ কথা আমি তার গোচরে আনব।

বুখুক (মুখ)

বুখুগ' তুব — মুখে আনা/উচ্চারণ করা,

কক সিত্রা বুখুগ' তা তুবদি — বাজে কথা মুখে এনো না।

বুখুক মুথুব — মুখ বন্ধ করা/বিরত রাখা,

রাং রৗই বিনি বুখুক মুথুবৗই রৗখা — টাকা দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিয়েছি।

বুখুক তঙ — বচনশক্তি থাকা,

বুখুক তঙসাক কিরিমা তামগৗই — মুখ থাকতে ভয় কিসে।

বুখুগ' ফায় — মুখে আসা/বলিবার প্রবৃত্তি হওয়া,

বিনি বুখুগ' ফা-মা জতত সায় খিবৗ — তার মুখে যা আসে তাই বলে।

য়াকুং (পা)

য়াকুং — পা,

মালমাতা হিংকাই-ন য়াকুং কঙবৗরৗই - পশু মানেই চারপা বিশিষ্ট।

য়াকুংগ কৗলাই — পায়ে পড়া/কাকুতি-মিনতি করা,

বড়বাবুনি য়াকুংগ' কৗলাই তঙদি, চাকরি মানাই — বড়বাবুর পায়ে পড়ো, চাকুরী পাবে।

য়াকুং রম — পায়ে ধরা/তোষামোদ করা,

বিনি য়াকুং রমখে লাভ অৗংনাই — তার পায়ে ধরলে লাভ হবে।

য়াকুংগ থক ফুল — পায়ে তেল দেওয়া,

সাকবরম বুচিনাই বরক বুয়নি য়াকুংগ থক ফুলয়া — আত্মসম্মানবোধ ব্যক্তি অন্যের পায়ে তেল দেয় না।

য়াকুং রৗ — পা বাড়ানো/অগ্রসর হওয়ার জন্য পা সঞ্চালন,

সামুঙ হাময়াঅ য়াকুং রৗয়াই তঙমান চাঅ — খারাপ কাজে পা না বাড়ানোই শ্রেয়।

উপরি উক্ত শব্দগুলি ছাড়াও ককবরকে এমন অনেক শব্দ আছে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বাক্য ভেদে বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে।

অষ্টম অধ্যায়

বীখাক উলচার

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

কক খচরমুঙ (বহুপদের একপদীকরণ)

আচায় দরপনি সিমি থীয়াসাক	—	*লাংমা তঙসাক*
(জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত)		(আজীবন)
আমানি বদলা আমা	—	*মাতয়*
(মায়ের বদলে মা)		(বিমাতা)
আপসা কীলীয়ন বাদুল রানাই	—	*কুমাজীক*
(আতুর ঘরে শিশুনারি ছেদকারিনী)		(ধাত্রী)
আমানি হানকজীক	—	*আতয়জীক*
(মায়ের বোন)		(মাসি)
আমানি ফায়ুঙ	—	*মামা*
(মা-র ছোট ভাই)		(মামা)
আফানি সীলাই অকরা	—	*য়ঙ*
(বাবার জেষ্ঠ্য ভ্রাতা)		(জ্যাঠামশাই)
আফানি কুসু	—	*খীরা*
(বাবার ছোট ভাই)		(কাকা)
আঙখীরানি হিকজীক	—	*আঙখিরিজীক*
(আমার কাকার পত্নী)		(কাকিমনি)
আঁংমুঙরগ সই সই সিনাই	—	*সই সিকীরীঙ*
(সম্যক জ্ঞান আছে যার)		(বিজ্ঞানী)
উাইসা অকতীইখে তেই অকতীইয়া	—	*থালিকবানজি*
(যে নারীর একটি মাত্র সন্তান)		(কাকবন্ধ্যা)

লাচিমা হাই সামুঙ — *লচাচিমাসিনচা*
(লজ্জা পাবার যোগ্য) (লজ্জাজনক)
উল' আচায়নাই — *কুসু*
(পশ্চাতে জন্মেছে যে) (অনুজ)
সৗকাঙ আচায়নাই — *অকরা*
(অগ্রে জন্মেছে যে) (অগ্রজ)
উকলগ' বুয়নি মুঙগৗই কক সানাই — *বুয়ন সেজানাই*
(পশ্চাতে পরের নিন্দা করে যে) (পরনিন্দুক)
ৗাক তনিমা নক — *ৗাহানক*
(শূকর রাখার ঘর) (শূকরালয়)
ৗাকন চাথাই চারিমা তৗক — *ৗাহাতৗক*
(শূকরকে খাবার খাওয়ানোর হাড়ী) (শূকর-হাড়ী)
ৗাকন চাথাই রিমা মানৗই — *ৗাক রাঙখুঙ*
(শূকরকে খাবার দিতে ব্যবহৃত বস্তু) (শূকর-হাতা)
ৗাবায় ৗাজাক রি বকসামা মানৗই — *মাজাঙ*
(বাঁশবোনা কাপড় ছড়ানের বস্তু) (বাঁশ মাচা)
ৗাক বৗরৗয় বৗসা মানজাক — *ডাকমা*
(ছানা প্রাপ্ত শূকরী) (শূকর-মাতা)
কৗবাংমা সৗরৗঙগৗই খাঅ চবজাক — *এলেম কৗরৗঙ*
(কোন বিষয়ে বিশেষ ভাবে জানেন যিনি) (বিশেষজ্ঞ)
কাইজাকনাই চৗলান চুবানাই — *আয়া*
(বিয়ে বাড়ীর বরকে সাহায্যকারী) (বর সাহায্যকারী)
কাইজাকনাই বৗরৗয়ন চুবানাইজৗক — *আয়াজৗক*
(বিয়েবাড়ীর কনেকে সাহায্যকারী মহিলা) (কনে সাহায্য কারীনী)
কাইজাক ফুরু চৗলানি লগিঅ থাংনাইরগ — *চৗলানসঙ*
(বরের সহযাত্রী যারা) (বরযাত্রী)
কাইজাকফুরু বৗরৗয়নি লগিঅ তঙসকনাইরগ — *বরৗয়সঙ*
(কন্যার সহযাত্রী যারা) (কনে যাত্রী)
কুঙকিলা পুঙমুঙ — *কুহু কুহু*
(কোকিলের রব) (কূজন)
কাহাম হাময়া ৗানসুকনা রৗঙজায়া — *সুসুঙ*
(ভাল মন্দ বোধ নেই যার) (নির্বোধ, অবোধ)

কাহাম হাময়া, উানসুগীই য়াপরি সেনাই বরক — *উানসুক কীরীঙ*
(ভাল মন্দ চিন্তা করে কাজ করেন যিনি) (চিন্তাবিদ)
খুনজুঅ কানমা সীনামজাক খুম — *উাখুম*
(কর্ণে পরিধেয় ফুল) (কর্ণফুল)
খুনজুনি বীলাম — *খুনজুলাম*
(কর্ণের ছিদ্রপথ) (কর্ণছিদ্র)
খুমন সলনাই মুই — *মুইখুমু*
(ফুলের সদৃশ সব্জী) (মাসরুম)
খীনাই সিলমানি সেং বীসা — *সেংসা*
(মাথা নেড়ার যন্ত্র বিশেষ) (খুর)
খরগ' বুলজাকনাই রি — *পাকুরি*
(মাথায় পেচানো কাপড়) (পাগরি)
খরগ' বীখনাই কীরীই — *পিলানদা*
(মাথায় চুল নেই যার) (নেড়া)
খরগ সেদেরীই খীনাই রাজাক — *খরকথুনতা*
(মুণ্ডিত মস্তক যার) (মুণ্ডিত মস্তক)
খরকসানি সামুঙ য়াচাকসকনাই — *য়াকচু*
খী-ব, খীইঅ, তী-ব তীইঅ — *খীইসুমু তীইসুমু*
(টকও লাগে মিষ্টিও লাগে) (টকমিষ্টি)
চবাঅ বুয়ন মেচেননাই — *কীপলাই*
(যুদ্ধে জয় করেছেন যিনি) (বিজয়ী)
চবাঅ বুয়নি য়াগ' চেননাই — *কেচেন*
(যুদ্ধে পরাজিত হয়েছেন যিনি) (বিজিত)
চা-ব চাকয়া, চাকয়াই-ব তঙয়া — *চাক র-র*
(পূর্ণরাঙাও নয়, অরাঙাও নয়) (ইসৎ রাঙা)
চীলা-ব য়া রীবীয়-ব য়া — *গুরুমান*
(পুরুষও নয়, স্ত্রীও নয়) (হিজরা)
চেরায়ফুরুনি সিমি — *চেরায় থাঙসিনি*
(শৈশবকাল হতে) (আশৈশব)
চালায় কাইসানি বরকরগ — *সাক-চালাই*
(সঙ্গী হিসাবে বিচরণ করে যে) (সহচর)

চাঙগ বরমা ফারাসা রি	—	*পুদরি*
(কোমর তাঁতে ব্যবহৃত ছেড়া টুকরো কাপড়)		(নেংটি)
চানা মায় কীরাই	—	*মাচায়া*
(যার ভাতের অভাব আছে)		(হাভাতে)
জততনি কুসু	—	*থাইথাক*
(সকলের ছোট)		(সর্ব কনিষ্ঠ)
জততনি সীকাঙ আচায়নাই বীসা	—	*অকীরাসা*
(সর্ব জ্যাষ্ঠ যে পুত্রসন্তান)		(জ্যাষ্ঠ পুত্র)
জততনি সীলাই হামজাককুকমা বীসা	—	*খাচুকসা*
(সর্বাধিক স্নেহের সন্তান)		(স্নেহভাজন)
জততনি কুসু য়াসি	—	*য়াসি কতই*
(সর্ব কনিষ্ঠ যে আঙ্গুল)		(কনিষ্ঠা)
জততনি কুতুর য়াসি	—	*য়াসিমা*
(সর্ব বৃহৎ যে আঙ্গুল)		(বৃদ্ধাঙ্গুল)
জততনি কতর বায়	—	*বায়কতর*
(বড় যে দিদি)		(বড়দি)
জততনি কতর দারা	--	*দাকতর*
(বড় যে দাদা)		(বড়দা)
তক হাই ফিলিক ফালাক আঁংতীরাংনাই	—	*তকবাইলিক*
(মুরগীর ন্যায় এদিক-ওদিক যাওয়া)		(চঞ্চলমতি)
তীয়মা খরনীয়নি বীপীরা	—	*তীয়পীরা*
(দুইটি নদীর মিলনস্থল)		(নদীসঙ্গম)
তীয় বীপীরাঅ সীকাঙ তঙবুনাই	—	*তিপ্রা*
(নদীসঙ্গমে অগ্রে আগন্তুক যারা)		(ত্রিপুরী)
তু-ব তুংয়া, তুংয়াই-ব তঙয়া	—	*তুংলুলুক*
(গরমও নয়, ঠাণ্ডাও নয়)		(ইসৎ গরম)
তী-ব তীইয়া, তীইয়াই-ব তঙয়া	—	*তীইলীলীক*
(মিষ্টিও নয়, অমিষ্টিও নয়)		(ইসৎ মিষ্টি)
তালুকাঅ বীখীনাই কীরাই	—	*পিলানদা*
(তালুতে চুল নেই যার)		(নেড়া)
তীয় খকমা দীখীই	—	*তীয়দুক*
(জল তোলার দড়ি)		(জলদড়ি)

তৗয় হাময়া তনিমা মানৗয়	—	*হাতিনি*
(নোংরা জল রাখার পাত্র)		(জলপাত্র)
তৗয় তঙমা হাখর	—	*তৗয়খর*
(জলের আধার)		(জলাধার)
তৗয়নি বের' তৗয়কতর	—	*তৗয়ুঙ (সমুদ্র)*
তৗয়' মানথকমা মুই	—	*তৗয়মুই*
(জলে প্রাপ্য তরকারি)		(জলজ তরকারি)
তৗয় ফায়মানি মুক	—	*তৗয়মুক*
(জলের উৎস স্থল)		(জল-উৎস)
পেরনাইজাত মানৗয়	—	*পেরনাই-মানৗয়*
(যা সশব্দে বিষ্ফোরন ঘটে)		(বিষ্ফোরক)
মৗয়তু খৗলায় রিমা হাইখে সৗয়মা	—	*সৗয়মৗয়তু*
(স্মরণ করে দেয় যে লিপি)		(স্মারকলিপি)
সেজামা হাই সামুঙ	—	*সেজাথাই*
(যা নিন্দা করার যোগ্য)		(নিন্দনীয়)
সেলেংমা হাই সামুঙ	—	*সেলেংমাসিনসা*
(ঘৃণা করার যোগ্য)		(ঘৃণ্য)
নক আরিগানা তঙনাই	—	*নকাব্লি*
(যে কাছে বাস করে)		(প্রতিবেশী)
হাচৗক' তঙনাইসা	—	*হাচৗকসা*
(গিরিতে অবস্থান করেন যিনি)		(গিরিশ)
বিহিক তেই বৗসাই	—	*হিকসাই*
(জায়া ও পতি)		(দম্পতি)
লাইতেসাখে লাইসু মানয়া জাগা	—	*লাইসুথগয়া*
(যেখানে সহজে গমন করা যায় না)		(দুর্গম)
লেরৗই সামুঙ তাঙনাই বরক	—	*কেলের*
(বিলম্বে কাজ করে যে)		(দীর্ঘসূত্রী)
লাইতেসাখে মানয়া মানৗয়	—	*মানথগয়া*
(যা সহজে পাওয়া যায় না)		(দুষ্প্রাপ্য)
বুয়নি আৗংগৗই সামুঙ তাঙনাই	—	আদঙ
(যে অপরের হয়ে কাজ করে)		(প্রতিনিধি)

বলগুগ তগুনাইজীক	—	*বলংতি*
(পর্বতের কন্যা)		(পার্বতী)
নীগুনা বাগীই তীয়	—	*নীগুজাগনাই*
(পানার্থে জল)		(পানীয়)
মীরীগনা সামুগু খীলায়নাই	—	*মীরীগনাই*
(যে পাহাড়ার কাজ করে)		(পাহারাদার)
পরিনা বাগীই পুথি	—	*পরিজাগনাই*
(যা পাঠযোগ্য)		(পাঠ্য)
লাইতেসাখে সিজাগায়া	—	*সিথগয়া*
(যা সহজে জানা যায় না)		(দুর্জ্ঞেয়)
বলাইমা হাই সামুগু	—	*বলাইথাই*
(যা প্রশংসার যোগ্য)		(প্রশংসনীয়)
খীলায়মা হাই সামুগু	—	*খীলায়থাই*
(যা করীার যোগ্য)		(করণীয়)
মানমা হাই মানীয়	—	*মানথাই*
(যা পাওয়া উচিত)		(প্রাপ্য)
চেংফুরু খীলায় থতক	—	*চেংথতক*
(যা আরম্ভে মধুর)		(আপাতমধুর)
কীসতাম কীরীই বরক	—	*বিগরা*
(যার কিছু নেই)		(নিঃস্ব, অকিঞ্চন)
সাকন বুথারনাই বরক	—	*সাক বুথারজাকনাই*
(যে আপনাকে হত্যা করে)		(আত্মঘাতী)
আইনন' তীয়ীই কীরীগু বরক	—	*আইকীরীগু*
(আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ যিনি)		(আইনজ্ঞ)
রীজাগনাই মানীয়	—	*রীথাই*
(যা দিতে হবে)		(প্রদেয়)
মুগুসান তীয়ীই কাহামখে সিনাই	—	*কীরীগু*
(কোন বিষয়ে যে উত্তমরূপে জানে)		(বিশেষজ্ঞ)
বীসাই কীরীই বীরীয়	—	*রানদি*
(পতি বিয়োগ ঘটেছে যার)		(বিধবা)
কিরিমা হাই সামুগু এবা মানীই	—	*কিরিমসিনসা*
(ভয় দায়ক যা)		(ভয়ঙ্কর)

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

কক বিফিরিঙ বায় কক বীকীরায়

(বাগ্‌ধারা ও প্রবাদ বাক্য)

অ

অলমবুস — অকালকুষ্মাণ্ড

অললমা — অকর্মণ্য

অক খুয়খে মীসা আদা চাঅ — ক্ষুদা থাকলে বাঘে ঘাস খায়।

অচাইনি নগ' বেমার কাকয়া — ওঝার ঘরে নিত্য জ্বর।

অমর কুসু কক কীরাক — ছেলের মুখে বুড়ো কথা।

অক কীপীলীঙরগ অক খুইমা সিয়া — সুখী বুঝেনা দুখীর বেদন।

অমরনি সীলাই কক চাকীরা — ইঁচড়ে পাকা।

অক বুকচানি সীলাই অকআধা চা — নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো।

আ

আউাস কীবাং লাংমা কম — আশা অনন্ত, জীবন সংক্ষিপ্ত।

আচায়া সানি বাসি তাক — কালনেমীর লঙ্কা ভাগ।

আনদ্রাকুনদ্রা হাদুল খিতার — অন্ধকারে ঢিল ছোড়া।

সাল-তাল তঙমা বায়সে নখা মীচীংগীই তঙ — আছে বলে চন্দ্র-সূর্য আকাশের এত সৌন্দর্য্য।

আমিঙনি থানি দুধ মীরীগনা পজা — শিয়ালের কাছে কুমির ছানা পোষার দায়িত্ব।

আ রমনাখে হারপেক নাঙগ — কষ্ট করলে কেষ্ট মিলে।

আমিঙবলঙন তনক ফুনুক — বনবিড়ালকে মুরগীর খাঁচা দেখানো।

উা

উাক বমতম — মাথায় গোবর।

উাহানক খরসানি উাক — এক গোয়ালের গরু।

উাতীয়ন নায়সিং রিগনাই সীতীই — পর প্রত্যাশী সদা উপবাসী।

উাইসালে চীমুই কুগানী — (দুঃখের পরে আসে সুখ)।

উাফাক লাইবাই লামা সাইঅ — চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।
উাতীয় কীরীই ফেরাং কগ' — বিনা মেঘে বজ্রাপাত।
উানামা তঙখে বরক থীয়া — ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।
কীসা কীরীইদে থামপুই বা — কারণ বিনা কার্য হয় না।
কীপাল' তঙতীই — অদৃষ্টের লেখা।
কীসা কীথাঙগ চাখীয় লু — কাটা গায়ে নুনের ছিটা।
কীচাংমা বীথাই থাই — গায়ে কাটা দেওয়া।
কুউা বিসিংনি য়ংগীলা — কূপমণ্ডুক।
কীরীইনি বের' কা ফায় — মরার উপর খড়ার ঘা।
কীপাল হামরা রীঙসাফুরু চংফেরেঙ বুদুক চঅ — অভাগা যেদিকে যায় সাগর শুকিয়ে যায়।
কিচান কতরখীলায় খিব — তিলকে তাল করা।

খ

খুম বাহাই নবার প্লিনী — ধর্মের ঢোল বাতাসেই বাজে।
খাঅত' তঙগ খায়ুঙ কানানি, কীপাল কারিয়া আন' — মনে বড়োআশা করি, বিধাতা তা নেয় হরি।
খাম তাময়াই পুঙয়া — ঘটনা ছাড়া রটনা হয় না।
খিনাই লাচিয়া, নুগনাইসে লাচিঅ — করে জনের লাজ নেই, দেখে জনের লাজ।
খিমানি খিকরক সুয়া, খুপইমানি সুনাই — আচার আছে, বিচার নেই।
খা খামমা-ব খুকপেরয়া — বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না।
খীনাই থক কীরীই সীকাল রীঙ থথক — অভাবে স্বভাব নষ্ট।
খীনাই থক মিলিক তেই-ব থক ফুল — তেলা মাথায় তেল দেওয়া।
খরাও হামরা রীচাপমুঙ, সম কীরীই মুই — সুরহীন গান আর নুনহীন ব্যঞ্জন।
খা কীরীইদে নায়সিগীই মীনীয়লাই — ভাব ছাড়া ভক্তি, কলা ছাড়া প্রসাদ।
খুরিঅ আচুগীই আথুকিরি খাক — আকাশ কুসুম কল্পনা করা।
বুখুগ' কীতীইখে য়াক-ব কীতীই — বচন ভাল যার চলন ভাল তার।
খুনজুঅ সেরেক সেরেক সালাইমা চায়া — কানাকানি ভাল নয়।
খাঅ তঙখে য়াক চুগ' — ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়।
খীলায় তঙদে বীথাই মানয়া তঙ — কাজ করলে ফল পাবেই।
খরকসানি কাপমুঙ, তেই খরকসানি মীনীয়মুঙ — কারও পৌষ মাস কারও সর্বনাশ।
খুনজু রমখে বখরক ফায়ী — কান টানলে মাথা আসে।
খানি হর তীয় বায় বুথার মানয়া — মনের আগুন জল দিয়ে নিভানো যায় না।
খিকরকন উানসুগয়া থাইপল' মনক — ওজন না বুঝে ভোজন করা।
খা কামা নাওয়া গথকমা নাঙগ — কল্পনা সত্য নয় বাস্তবই সত্য।

গ

গলা তৗয় কৗরৗই পুঙমা আকার — শূন্য কলসী বেজায় বাজে।
গলা তৗয় কৗপৗলৗঙ পুপাকয়া — ভরা কলসী বাজে না।
গৗনাঙরগ মুকতৗরৗই থাংয়া — ধনীর চোখে নিদ্রা নেই।

চ

চরলে হান খা-য়া — পর কখনও আপন হয় না।
চর বায় চর খায় — কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।
চানাই তপসি বুজাগনাই রজঙ — উদোর পিণ্ডি বুধুর ঘাড়ে।
চৗলারগ কৗবাং গুরা খাজাকয়া — অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
চিবুকন নুগৗই লাথা — যৎ কালে তৎ চিন্তা।
চেরাইফুরু মুফুন মানয়াখে তরৗই কৗথৗঙ অৗংগ — কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ট্যাঁস ট্যাঁস।
চানা আচুগৗই হাচিং লেখা — ধান ভাঙ্গতে শিবের গীত।
চাথানি চুগৗ, সামুঙ তাঙথানি চুগয়া — অকর্মণ্যের ভোজন সার।
চুউাক নৗঙয়া, চুউাক বায় নৗঙজাগৗ — মদ খায় না, মদে খায়।
চাথাই কৗরৗইখে বরম-ব কৗরৗই — খাবার নেই যার সম্মান নেই তার।
চানা কৗরৗঙখে সঙনা-ব রৗঙগ — খেতে জানে যে রাঁধতে জানে সে।
চাবায়ামানি বজর' — কথা ও কাজে সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যক্তি।
চানাখাইবা বেকরেং খিবনাখাইবা বাহান — গিলতেও পারিনা ফেলতেও পারি না।

জ

জামি মুন ফানৗ তৗইয়া — লেবু পাকলেও মিষ্টি হয় না।
জামি-ব কৗখা থেনতৗরৗয়-ব কৗখা বমন কাহাম হিন নাই — কেবা মন্দ, কেবা ভালো প্রদীপ আর মোমের একই আলো।
জাইতি কৗবাং মায় মা চায়া — অতি আত্মীয়তার ভাত জোটে না।
জলিফুরু মকল নুগয়া — ক্রোধে চোখ অন্ধ থাকে।

ত

তিপরাসা কক খেরেক, মৗখরাসা কৗসা খেরেক — ত্রিপুরীরা ঘাঁটে কথা নিয়ে, বানর ঘাঁটে ক্ষত নিয়ে।
তিয়ারি খরসানি আ — এক বিলের মাছ।
তৗয়নি আ তৗয়'-ন থাংগ — জলের মাছ জলেই যায়।
তৗয়-ব পাইলাং খি-ব তাঙলাং — যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যা হয়।
তক বলঙলে তকবরক খায়া — পর কখনও আপন হয় না।
তপসি মায় চাও, রজঙ তকজাগৗ — অপরাধ করে এক শাস্তি পায় আরেক।

তৗয়মা নায়তৗই রিগনাই সুতৗই — রথ দেখা কলা বেচা।

তাপাঙ হাকৗরা তানফুরু ফায়দি চেরাইরগ ফায়দি, মালা ফাগৗনা চাফুরু থাংদি চেরাইরগ থাংদি — গাং ডিঙ্গুলে কুমিরকে কলা।

তৗয়সানি আ, খামাঅ তখৗলাইঅ, সাকাঅ তকসায়া — ইতিহাসের চাকা সামনের দিকে এগিয়ে চলে।

তৗয়মানি আ পুখুরিঅ ফায়া — নদীর মাছ পুকুরে আসে না।

তৗক তাগৗইদে সরক তাগয়াই তঙ — জীব দিয়েছেন যিনি, আহার দেবেন তিনি।

তরমাঙ-ন বখরি খায়া — আকৃতিতে বড় হলেই গুণের অধিকারী নয়।

তৗয় থেনেনি আ বাহারমা বারা — মুল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত।

তখাবা তৗমা পুঙয়াই তঙ, ইমাংবা তৗমা নুগয়াই তঙ — ঘুঘুকেবিনা ডাকে, স্বপনে বিনা দেখে।

তৗমা সামানি, তৗমা খৗনাখা, থেনতৗরৗই পায়ৗই তুবুখা — বলি এক শুনে আরেক।

তৗয়সা বাবাইসা বায়খে তেইবাবাইসা থেঅ — নদীর এক পাড় ভাঙ্গে তো আরেক পাড় গড়ে।

তৗয়মানি সাই আরাংসে লগৗ — বাঁশের চেয়ে কঞ্চি বড়।

তখা তৗতৗই কুঙকিলা হাই পুঙনা নায় — কাক হয়ে কোকিলের মতো ডাকতে চেষ্টা করা।

তঙনা রৗঙয়া তঙকৗমা, চানা রৗঙয়া চা কৗমা — বেহিসাবীর সংসার ফতুর।

তরখে বায়ৗই কৗলাইঅ — অতি দর্পে হত লঙ্কা।

তকমানি গৗরৗঙ তকসা, বুমানি গৗরৗঙ বৗসা — যেমন পিতা তেমন পুত্র।

তৗক তুংয়া সানি তৗমা সরকবা তুং — হাড়ীর আগে সরা গরম হওয়া।

তখা হাই বুখুক হু — পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গা।

থ

থাপাঅ বল কৗরৗই মায়তৗক কুতুগয়া — মিষ্টি কথায় চিড়া ভিজে না।

দ

দামরা মায় তাঙ, চেখরা মুঙলাই — কাজ করে একজন, নাম কুড়ায় আরেকজন।

দউই হিমখে লামা কর'অ — তাড়াতাড়িতে জিনিস খারাপ হয়।

দাঙমাই বরমাঙন চৗলা ঔংয়া — পিছ গোঁজলেই পুরুষ হয় না।

ন

নাপিতন নুগৗই য়াসুকু লগৗ — নাপিত দেখে কুড়ি নখ বেড়ে উঠা।

নখা সময়াই উাতৗয় উাঅ — বিনা মেঘে বৃষ্টিপাত।

নাসলেমা বরক মগজ' কর'অ — যাকে দেখতে নারি, তার চলন বাঁকা।

নখা সমমাসৗক উাতৗয় উায়া — যত গর্জে তত বর্ষে না।

নকনি তকজৗলা ফাতার' সৗইজৗলা — ঘরে বাঘ, বাইরে বিড়াল।

নখা নায়সাই খুকতৗয় মুসুখে সাগনি সাগ' কৗলাইঅ — আকাশের দিকে থু থু ফেললে আপনার গায়ে পড়ে।

নখা গুরুমমা সীক ফেরাঙ কগয়া — যত গর্জে তত বর্ষে না।
নখাঅ বিরমাঙদে তলিঙ ঔাং — আকাশে উড়লেই চিল হয় না।
নক-হুক কৗরৗই উানামা কৗরৗই — ন্যাংটার নেই বাটপাড়ের ভয়।
নক তাঙবায়ৗই হিক তুবদি — আগে ঘর, তবে তো পর।
নবার কৗরৗই বৗলাই নিনাঙয়া — বিনা বাতাসে পাতা নড়ে না।
নবারনি সৗলাই খা দউ — মন বাতাসের আগে ছোটে।
নবার ফায়খে চুমুই কবনৗ — উঠন্তি মুলো পত্তনেই চেনা যায়।
নিনিলে সামামাঙ সে, আনিলে সাফা মৗনাম ফা — তোমার একরকম আর আমার উভয়রকম যাতনা।

প

পিয়া বথপ' হর সুন — বোলতার চাকে আগুন দেওয়া।
পাপ গৗনাঙরগ সা কৗবাং মানৗ — যে করে পাপ, সে হয় সাত পুত্রের বাপ।
পিয়া বৗতৗয় নৗংনাখে পিয়া চৗকজাগনা নাঙগ — দুঃখ বিনা সুখ লাভ হয় কি মহীতে।
পালসাখে তাতাল-ন কুবুয় — দশচক্রে ভগবান ভূত।
পাপ বুফান-ব ফিয়গয়া — পাপ বাপকেও ছাড়ে না।
পুয়তু থাংসে মৗতাই, থাংয়াখে হলং — মানলে ঠাকুর, না মানলে পাথর।

ফ

ফানতক বারিঅ হাবখাইসে ফানতক মতগমা সিঅ, মস' বারিঅ হাবখাইসে মস' য়গমা সিঅ — কোন কাজ করলে তার সুবিধা অসুবিধা ধরা পড়ে।
ফানগৗনাঙনি সাল — জোর যার মুলুক তার।
ফাতার' রাঙচাক, বিসিং কসক — বাইরে সরল, ভিতরে গরল।
ফানগৗনাঙ-ন চাগৗনাঙ — বীরভাগ্য বসুন্ধরা।

ব

বৗথাই-ন বুফাঙনি, মুঙ নৗরৗগৗ — ফলেন পরিচীয়তে।
বুরাসা খৗই পুক' য়াকুং রৗ — মরন ফাঁদে পা দেওয়া।
বাইথাঙ হামখে বেবাক-ন হামৗ — আপনি ভালো তো জগত ভালো।
বাইথাঙনি ফান-ন ফান — স্বাবলম্বন সর্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন।
বলঙনি মৗসা চায়া, বৗখানি মৗসা চাঅ — বনের বাঘে খায় না, মনের বাঘে খায়।
বৗরৗয়রগ কৗবাং নালিয়া মুনয়া — অতি সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট।
বুইনি বাগৗই উারাই চকখে সাগ-ন কৗলাই থৗইঅ — পরের জন্য ফাঁদ পেতে নিজে পড়ে মরে।
বৗথাইনি সৗলাই বকং কতর — আমের চেয়ে আঁটি বড়।
বরক খরকসা তঙমুঙ কাইসা — নানা মুনির নানা মত।

বখরক থাংথানি খিতুঙ থাং — আগের হাল যেদিকে, পিছের হাল সেদিকে।

বাহাই মানমাঙ অক কৌপৌলৌঙ — ঘ্রাণেনঃ অর্ধ ভোজনং।

বৌসাগ মারিউই কৌসা, বৌর' বিথি রিনাই — সর্ব অঙ্গে ব্যথা, ওষুধ দেব কোথা।

বেলাই তরখে বায়ৗই কৌলাইঅ — অতি দর্পে হত লঙ্কা।

বিরিমান নাঙখে বরকী খা সিঅ — বিপদে বন্ধুর পরিচয় হয়।

ম

মাইসিং কুসুঙসা বায় কৌচাংমা পাইয়া — এক মাঘে শীত যায় না।

মাগনা মানমা হাইচুকমা চাঅ — পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়।

মৌসানা রৌঙয়াখে নখৗলা কেখেক — নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।

মাঙখুং হেলেঙ মুই থৗইয়া — হালকা মুগুরে শিকার মরে না।

মায়তৗক কতরনি মায়রুংখু, থুমুই রৗঙগৗই মচমসা — হাতি লেটলে ঘোড়ার সমান।

মকলনি ফন, য়াকুংনি চর — চোখের বালি।

ল

লাংমা তঙসাক অসৗঙ পাইয়া — যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

স

সিয়ারি মায় হাময়া, কথমা অকপুঙয়া — শুধু কথায় চিড়া ভিজে না।

সাইচুং সাক কাইসা, পজা চাকজাগয়া — গায়ে মানে না আপনি মোড়ল।

সাক কাইসা তঙমুঙ কাইসা — নানা মুনির নানা মত।

সাকনি থৗইমুঙ কবর-ব সিঅ — আপনা বুঝ পাগলও বুঝে।

সিনাল বায় সিনাল রিগনাই বাকসা — চোরে চোরে মাসতুতু ভাই।

সৗই খিতুং উাসুঙগ দাফানৗ পেঙয়া — শতবার ধুলেও কয়লার ময়লা ছাড়ে না।

সৗই বায় আমিঙ নাঙলাই তঙ — সাপে-নেউলে লড়াই।

সৗংখে কক মানৗ, চগখে রুঙ থাংগ — গাইতে গাইতে গাইন আর বাজাতে বাজাতে বাইন।

সেলে সাক হাঙ কৌসৗরাঙ আ হাঙ — পরিশ্রমই সৌভাগ্যের প্রসূতি।

সাগনি খিকরকনি খি সামলেগৗরাদি — আপন চরকায় তেল দাও।

সাজৗকন ফৗরৗঙমা হামজৗক রৗঙ, হামজৗকন ফৗরৗঙমা নকসা নকারি — মেয়েকে শেখালে, বউ শিখে, বউকে শেখালে পড়শী।

সেলেংন থলখে বালিন থলৗ — চাকরকে নির্দেশ দিলে সে তার নীচের চাকরকে নির্দেশ দেয়।

হ

হউাচেং মায়রুঙ সারৗ — উলুবনে মুক্তা ছড়ানো।

হলং কেসেপনি তকতৗই — উভয় সঙ্কট।

নবম অধ্যায়

বীখাক উলচুকু

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

ককমাঙজুদা সামলায় ককথাই

(প্রায় সমুচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ)

১। ***উর'***

উর' — সেখানে,

উর' কেব কীরাই — সেখানে কেহ নাই।

উর' — মুখ দিয়া ধাক্কা দিয়া খুঁড়া,

গনদার হা উর' — গণ্ডার (মুখ দ্বারা ধাক্কা দিয়া) মাটি খুঁড়ে।

২। ***এর***

এর — নাড়াচাড়া করা,

মন তাই তা এরদি — এইটাকে আর নাড়াচাড়া করিও না।

এর — বিস্তার লাভ করা,

অব তাইব এরাই তঙগ — এইটি আরও বিস্তার লাভ করিতেছে।

৩। ***কই // কয়***

কই — বাঁকিয়া যাওয়া,

অ লামা য়াগরাতাই কইখা — এই রাস্তাটি ডানদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে।

কই — অভিমান করা,

আঙ তেই কইগীলাক — আমি আর অভিমান করিব না।

কয় — অনুরোধ করা,

ব আন ফায়না কয়জাঅ — তিনি আমাকে আসিতে অনুরোধ করেন।

➔ ৪। ***কক // কাক***

কক — কথা,

নীঙ আন তীমা কক সাখা — তুমি আমাকে কি কথা বলিয়াছ?

কক — ভাষা,

কক তামন হিন — ভাষা কাহাকে বলে?

কক — ছোঁড়া,

সিলাইনি কগদি — বন্দুক থেকে গুলি ছোড়।

কাক — ছিন্ন হওয়া,

বীরগ কাগলাই তঙখা — তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

➔ ৫। ***কতক // কথক***

কতক — গলা,

বিনি কতকনি খরাঙ কীমাখা — তাহার গলার স্বর হারাইয়া গিয়াছে।

কতক — ডাকা (মুরগী),

তক কতকনাই — মুরগী ডাকিবে।

কথক — স্বাদপূর্ণ,

চাথাই কথক চাথগ — স্বাদপূর্ণ খাবার খাইতে ভাল লাগে।

➔ ৬। ***কর'***

কর' — ভুল করা,

বরক হিংকাই-ন কর'অ — মানুষ মাত্রই ভুল হয়।

কর' — তা দেওয়া,

তাখুম তাখুমতীয় কর'য়া — হাঁস ডিমে তা দেয়না।

➔ ৭। ***কল***

কল — ঘাঁটিয়া দেওয়া,

মায়তীকনি মায় কলদি — হাড়ীর ভাত ঘাঁটিয়া দাও।

কল — দোলানো,

বিসমা কলীইতা হিমদি — কোমর দোলাইয়া হাঁটিও না।

কল — বর্শা (অস্ত্র),

কল বায় সুদি — বর্শা দিয়া খোঁচা দাও।

কল — যন্ত্র,

কল-কারখানা সীনামদি — কল-কারখানা তৈরী কর।

কল — আস্তে আস্তে,

কল কলখে হিমদি — আস্তে আস্তে হাঁটিও।

৮। ***কলম***

কলম — গরম লাগা,

তিনি বেলাই কলম' — আজ বেশী গরম লাগে।

কলম — হৃষ্টপুষ্ট হওয়া,

ব আগিনি সৌলাই কলমখা — সে পূর্বাপেক্ষা হৃষ্টপুষ্ট হইয়াছে।

কলম — লেখনী,

আন কলম কাঙসা হদে — আমাকে একটা লেখনী দাও।

৯। ***কলি***

কলি — কলিকাল,

চাঁঙ কলিনি বরক — আমরা কলিকালের মানুষ।

কলি — নাকফুল,

বাই চিকন কলি কানয়া — ছোড়দি নাকফুল পরিধান করে না।

১০। ***কসর***

কসর — স্বর ভঙ্গ হওয়া,

আনি খরাঙ কসরখা — আমার গলার স্বর ভাঙ্গিয়াছে।

কসর — চুইয়ে পড়া,

গলানি তৌয় কসরখা — কলসীর জল চুইয়া পড়িয়াছে।

১১। ***কা***

কা — আরোহণ করা,

বৌফাঙগ কাসাদি — বৃক্ষারোহণ কর।

কা — রাখা,

নিনি সাইকেল কালাংদি — তোমার সাইকেলটা রাখিয়া যাও।

কা — পায়ে দেওয়া,

জুতা কায়াউই তা হিমদি — জুতা পায়ে না দিয়া হাঁটিওনা।

কা — পা ফেলা,

অর তা কাদি — এখানে পা ফেলিও না।

১২। ***কাই***

কাই — রোপন করা,

জে মানসাক বুফাঙ কাইদি — যতগুলি সম্ভব বৃক্ষ রোপণ কর।

কাই — বিবাহ দেওয়া,

বন কাইরৌদি — তাহাকে বিবাহ দাও।

কাই — প্রতিষ্ঠা করা / স্থাপন করা,

ব ই রাংনকনি কুলালা কাইখা — তিনি এই স্কুলটির ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়াছেন।

১৩। ***কার***

কার — ত্যাগ করা,

আঙ চা নাংমা কারখা — আমি চা পান ছাড়িয়া দিয়াছি।

কার — নিবেদন করা,

দুদ' তোয় কারদি — দুধে জল নিবেদন কর।

কার — বাওয়া,

বিমল তাবুক বসই কার' — বিমল এখন বড়শী বায়।

১৪। ***কারা // কাঁরা***

কাঁরা — শ্বশুর,

যদুবাবু রহিমনি বাঁকাঁরা — যদুবাবু রহিমের শ্বশুর।

কারা — ঠাট্টা,

নাঁউ আন কারা দে থুং — তুমি কি আমাকে ঠাট্টা করিতেছ?

কারা — বিঘত (অর্ধহাত),

কসমবায়সঙ কারাসা জাগা-ব য়াকার না নাইয়া —কসমবায়গণ এক বিঘত জমিও ছাড়িতে চায় না।

১৫। ***কিসিল***

কিসিল — আরোপ করা,

দারানি সাগ'দায়িত্ব কিসিলজাগখা — দাদার উপর এই দায়িত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

কিসিল — গড়াগড়ি দেওয়া,

ব কিসিলাই তঙগ — সে গড়াগড়ি দিতেছে।

১৬। ***কুচুক***

কুচুক — উঁচু,

সিকরুক সানাই কুচুকতাই বির মান — শকুন অনেক উপর দিয়া উড়িতে পারে।

কুচুক — কাশ দেওয়া,

তা কুচুগদি — কাশি দিওনা।

১৭। ***কুতুক // কুথুক***

কুতুক — কঠিন,

ম সামুঙ বেলাই কুতুক — এই কাজটা খুবই কঠিন।

কুতুক — গোলমাল করা,

তা কুতুকবায়দি — গোলমল করিও না।

কুতুক — টগবগ করে ফুটা,

মায় কুতুগ — ভাত টগবগ করিয়া ফুটে।

কুথুক — গভীর,

তৗয় কুথুগনি আ — গভীর জলের মাছ।

১৮। ***কুফুঙ // কুফুং***

কুফুঙ — জলে ভাসা,

লাইফাঙ তৗয়' কুফুঙগ' — কলাগাছ জলে ভাসে।

কুফুঙ — মেদযুক্ত মোটা,

ম বৗরৗয় বেলাই কুফুঙ কতরমা — এই ভদ্রমহিলা বেশ মোটাসোটা।

কুফুং — বন্ধ হওয়া,

য়াংনি লামা কুফুংজাক — এইদিগের রাস্তা বন্ধ হইয়া আছে।

১৯। ***কুরুক***

কুরুক — নষ্ট হওয়া,

দুদ কুরুক থাংকা — দুধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

কুরুক — আখ,

কুরুক মৗতাই রৗথানি নাঙগ' — আখ পূজায় লাগে।

কুরুক — আবর্জনাপূর্ণ হওয়া,

দাইকুং কুরুকখা — নর্দমাটি আবর্জনা পূর্ণ হইয়াছে।

২০। ***কেবেং***

কেবেং — বাধা দেওয়া,

ব আন কেবেংগ' — সে আমাকে বাধা দেয়।

কেবেং — দৈর্ঘ্য,

অ নগনি কেবেং-কসং হমান — এই ঘরটির দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সমান।

২১। ***কৗচাং***

কৗচাং — ঠাণ্ডা, নম্র

প্রদীপ চৗলা সৗনাই কৗচাং — প্রদীপ বেশ নম্র ছেলে।

কৗচাং — শীত লাগা,

তিনি বেলাই কৗচাংগ' — আজ প্রচণ্ড শীত।

২২। ***কৗলাই // কৗলায়***

কৗলাই — পড়িয়া যাওয়া,

কুতুলদি, আৗংয়াখে কৗলাইনাই — সরিয়া যাও, নতুবা পড়িয়া যাইবে।

কৗলায় — সহজ,

ম-ন লামা কীলায় — এইটাই সহজ পন্থা।

কীলায় — সস্তা,

তিনি তকতীয় কীলায় — আজ মুরগীর ডিম সস্তা।

২৩। ***খক***

খক — চুরি করা,

মানীই খগখে পাপ আঁংগ' — জিনিস চুরি করিলে পাপ হয়।

খক — জল তোলা,

কুউানি তীয় খগদি — কূয়া হইতে জল তোল।

২৪। ***খপ***

খপ — অন্তর্ভূক্ত করা,

অ লিসতিঅ আনি মুঙ খবদি —এই তালিকায় আমার নাম অন্তর্ভূক্ত কর।

খপ — বাঁধানো (রাস্তা, মাঠ, ঘাট ইত্যাদি),

বিশু লামা খবনানি সামুঙ তাংগ — বিশু রাস্তা বাঁধাইবার কাজ করে।

২৫। ***খল***

খল — চয়ন করা,

সামপারিসঙ খুম খললাই তঙগ — সামপারিগণ ফুল চয়ন করিতেছে।

খল — কুড়ি

নকসিরায় আপেল খলনীয় পায়খা — নকসিরায় দুই কুড়ি আপেল ক্রয় করিয়াছে।

খল — মনস্থ করা,

আঙ পরিনানি খলকা — আমি পড়িতে মনস্থ করিয়াছি।

২৬। ***খাই।। খায়***

খাই — কমানো,

মায়রাঙনি মায় কিসা খাইদি — থালা হইতে কিছুটা ভাত কমাও।

খায় — করা,

নীঙ তাম খায়? — আপনি কি করেন?

খায় — গুঁতা মারা,

বঙনি মুসুক বকরং গীনাঙ ফানী খায়য়া—আগের গরু শিং থাকলেও গুঁতা মারেনা।

২৭। ***খাইচিক***

খাইচিক — দৌড়ানো,

ব দাকতি খাইচিগ' — সে দ্রুত দৌড়ায়।

খাইচিক — কৃপণ,

অভিচরন বেলাই খাইচিক — অভিচরন খুবই কৃপণ।

➤ ২৮। *খাম*

খাম — ঢাক,

শিবু খাম তাম' — শিবু ঢাক বাজায়।

খাম — পোড়িয়া যাওয়া,

বঙনি নক খুংসা খামসাই থাংকা — তাহাদের একটা ঘর পুড়িয়া গিয়াছে।

➤ ২৯। *খু*

খু — উল্লেখ করা,

ব আনি মুঙ খুউইদে সাখা — তিনি কি আমার নাম উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন?

খু — ধাক্কা লাগা,

গারি বায় স্কুটার আতুমসা খুলাইখা — গাড়ী আর স্কুটার হঠাৎ ধাক্কা লাগিয়াছে।

খু — ঢালা,

লাঙগানি ময় খুদি — খাড়া হইতে ধান ঢাল।

➤ ৩০। *খুক*

খুক — মুখ,

খুকনি কক বায় অাংগীলাক — মুখের কথায় হইবেনা।

খুক — খুলিয়া ফেলা,

কামচীলায় খুগদি — শার্ট খুলিয়া ফেল।

➤ ৩১। *খুর*

খুর — ভাত বা তরকারি ইত্যাদি বাড়া,

মামুই খুরদি — ভাত তরকারি বাড়।

খুর — খনন করা,

বরগ পুখুরি খুর' — তাহারা পুকুর খনন করে।

➤ ৩২। *খীনা*

খীনা — শ্রবণ করা/কর্ণপাত করা,

আনি কক থাইসা খীনাদি — আমার একটা কথা শ্রবণ কর।

খীনা — আগামীকাল,

আঙ খীনা নগ থাংনাই — আমি আগামীকাল বাড়ী যাইব।

➤ ৩৩। *খীয়।। খীই*

খীয় — অম্ল বা টক হওয়া

বেলপুই চানা খীয়' — জলপাই খাইতে টক লাগে।

খীই — ফাঁদ,

সিনজ মাসা খীইঅ কীচাখা — একটা ইঁদুর ফাঁদে আটকাইয়াছে।

খাই — নাস্তানাবুদ করা,
বন খাইজাগখা — তাহাকে নাস্তানাবুদ করা হইয়াছে।

৩৪। *গণ্ড*
গণ্ড — ভল্লুক,
আঙ গণ্ড মাসা নুগখা — আমি একটা ভল্লুক দেখিয়াছি।
গণ্ড — নত হওয়া,
আসীক দাকতি তা গণ্ডদি — এত তাড়াতাড়ি নত হইও না।

৩৫। *গতি*
গতি — ঘটা,
তৌমা গতিখা — কি ঘটিয়াছে?
গতি — উপায়,
ম য়াসা আনি তেই গতি কৌরাই — ইহা ছাড়া আমার আর উপায় নাই।

৩৬। *গেরেপ*
গেরেপ — ঘনাইয়া আসা,
দিবর গেরেবখা — দুপুর ঘনাইয়া আসিয়াছে।
গেরেপ — বেজে উঠা,
সাইরেন গেরেবখা — সাইরেন বাজিয়া উঠিয়াছে।
গেরেপ — ঘেরাও করা,
কর্মচারীরগ বিধানসভা গেরেপলাইখা — কর্মচারীগণ বিধানসভা ঘেরাও করিয়াছে।

৩৭। *চক*
চক — খনন করা,
ও.এন.জি.সি. চকনা সামুণ্ড চলিতঙগ — ও. এন. জি. সি.-র খননকার্য চলিতেছে।
চক — চালানো /বাওয়া,
বিটুন রুঙ চগ — বিটুন নৌকা চালায়।
চক — ঝাড়া,
বায়চিকন মায় চগাইতঙগ — ছোড়দি ধান ঝাড়িতেছে।

৩৮। *চা*
চা — খাওয়া,
আঙ মায় চাঅ — আমি ভাত খাই।
চা — সঠিক হওয়া/মনপুতঃ হওয়া,
বিনি সামুঙন আঙ চাসুগ' — তাহার কাজ আমার মনপুতঃ।
চা — চা (পানীয়)

নীও চা নীংনাদে? — আপনি চা খাইবেন কি?

৩৯। ***চাক***

চাক — লাল হওয়া,

আপেল মুনুই চাগখা — আপেল পাকিয়া লাল হইয়াছে।

চাক — পাতা,

মৌসাইনি খৗই চাগদি — হরিণ ধরিবার ফাঁদ পাত।

চাক — জায়গা হওয়া,

অর চাগগীলাক — এখানে জায়গা হইবেনা।

চাক — মানত করা,

ব বুরাসনি থানি তক রৗনানি চাগখা — সে বুড়াদেবতার নিকট মোরগ মানত করিয়াছে।

৪০। ***চর***

চর — কাঁটা,

চর বায় চর খায়দি — কাঁটা দিয়া কাঁটা তোল।

চর — টিকসই হওয়া,

অ রিগনাই চরউানী — এই শাড়ীটা টিকসই হইবে।

চর — ভর সহ্য করা,

অ উা আন চরগীলীক — এই বাঁশটা আমার ভর সহ্য করিবেনা।

৪১। ***চার***

চার — আট,

আন' থাইলিক্ থাইচার হরদি — আমাকে আটটা কলা দাও।

চার — মাচাঙ

চার সৗনামদি — মাচাঙ তৈরী কর।

৪২। ***চাম***

চাম — পুরাতন হওয়া,

আনি সাইকেল বেলাইন চামখা — আমার সাইকেলটা বেশ পুরাতন হইয়াছে।

চাম — ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়া,

বিনি জুতা দাকতি চাম' — তাহার জুতা তাড়াতাড়ি ক্ষয় হয়।

৪৩। ***তক***

তক — পাখী,

তক নখাঅ বির' — পাখী আকাশে উড়ে।

তক — আঘাত করা,

ব আন আতুরা বায় তগখা — সে আমাকে হাতুড়ী দ্বারা আঘাত করিয়াছে।

তক — মোরগ,

আনি তক কাঁচাক মাসা তঙমানি — আমার একটা লাল মোরগ ছিল।

৪৪। *তাক*

তাক — বয়ন করা,

খেলাং রিতরাক তাগ' — খেলাং বিছানা চাদর বয়ন করে।

তাক — তৈরী করা,

তাপস গলা তাগী — তাপস কলসী তৈরী করে।

তাক — এখন,

আঙ তাক থাংগীলাক — আমি এখন যাইব না।

৪৫। *তাখুক*

তাখুক — ভাই,

অ তাখুক্ য়াং কিসা ফায়দি — এই যে ভাই, এইদিকে একটু আসিও।

তাখুক — পেঁচা,

তাখুকনি মকল কিতিং — পেঁচার চক্ষু গোলাকার।

তাখুক — খাঁচা,

অ তাখুগ' তকবুলু মাসা তঙগ' — এই খাঁচায় একটা বুলবুলি আছে।

৪৬। *তাঙ*

তাঙ — স্পর্শ করা,

মন' কিসা তাঙলা — এটাকে একটু স্পর্শ করতো।

তাঙ — নির্মাণ করা,

তখিরাই নক তাঙগ' — তখিরাই ঘর তৈরী করে।

তাঙ — নিড়ি দেওয়া,

বীরীয়রগ নালিয়া তাঙগ' — মহিলাগণ পাট নিড়ি দেয়।

তাঙ — কাজ করা,

ব সামুঙ তাঙ কীরাক — তিনি কঠোর পরিশ্রমী।

৪৭। *তীমা*

তীমা — কি,

নীঙ তীমা খীলায় — আপনি কি করেন?

তীমা — বাজানো,

শিবু খাম তীমা' — শিবু ঢাক বাজায়।

৪৮। *তাল*

তাল — চাঁদ

নখানি তালন' জতত-ন হামজাগী — আকাশের চাঁদকে সকলেই ভালবাসে।
তাল — মাস,
ফাইনাই তাল' আঙ দিল্লী থাংনাই — আগামী মাসে আমি দিল্লী যাইব।
তাল — তাল (ফল),
তালনি আউান চাথগ' — তালের পিঠা খাইতে ভাল লাগে।

৪৯। ***তৗই।। তৗয়***
তৗই — লওয়া,
আনি সলা কিসা তৗইলা — আমার থলেটা একটু লও তো।
তৗই — মিষ্টি লাগা,
থাইপুঙ চানা তৗইঅ — কাঁঠাল খাইতে মিষ্টি লাগে।
তৗই — ডিম পাড়া,
তাখুমবৗরৗই বৗতৗই তৗইঅ — হংসী ডিম পাড়ে।
তৗয় — জল,
নৗঙ তৗয় নৗংনাদে — আপনি জল খাইবেন কি?

৫০। ***থক***
থক — তৈল,
সিপিঙনি থক মান' — তিল হইতে তৈল পাওয়া যায়।
থক — স্বাদ লাগা,
থদে থক নাইলা — স্বাদ হইয়াছে কি দেখ তো।

৫১। ***থপ***
থপ — ফোঁটা,
উাতৗয় থপসা থপনৗয়খে কৗলাইঅ — বৃষ্টি একফোঁটা দুই ফোঁটা করিয়া পড়ে।
থপ — বাসা তৈরী করা,
তক খুকচৗই বায় বথপ থপ' — পাখী চঞ্চু দ্বারা বাসা তৈরী করে।

৫২। ***থু***
থু — ঘুমানো,
নৗঙ থুউইদে তঙ — আপনি কি ঘুমাইতেছেন?
থু — চাল পরিস্কার করা,
আমা মাইরুম থুঅ — মা চাল পরিস্কার করেন।

৫৩। ***থুক।। থৗক***
থুক — গভীর হওয়া,
অ পুখুরি বৗসৗক থুগনাই — এই পুকুরটা কত গভীর হইবে।

থীক — উকুন;

আনি বখরগ' থীক কীরীই — আমার মাথায় উকুন নাই।

৫৪। *থীই // থীয়*

থীই — রক্ত,

কুকনি থীই কুফুর — ফড়িং এর রক্ত সাদা।

থীয় — মৃত্যু হওয়া,

চাঁও জত্তন মা থীয়নাই — আমদের সকলকেই মৃত্যুবরণ করিতে হইবে।

৫৫। *দুম*

দুম — বাঁধা,

মুসুক দুমদি — গরু বাঁধ।

দুম — বোনা/ বয়ন করা,

আফা বেড়া দুমীই মান' — বাবা বেড়া বুনিতে পারেন।

৫৬। *দুক // দীক*

দুক — লতা,

মুইতুনি দুক তুবদি — কচুর লতা আনিও।

দীক — দেরী হওয়া,

তামঙগীই দীগীখা সীলাই — কেন দেরী হইয়াছে?

দীক — ফাঁদ,

দীক চাগদি — ফাঁদ পাত।

৫৭। *নার*

নার — দোলানো,

তা নারদি — দোলাইও না।

নার — পাড়, তীর,

আয়াং নার' থাংদি — ঐ পাড়ে যাও।

৫৮। *নুখুঙ // নুখুং*

নুখুঙ — পরিবার, সংসার

চিনি কামিঅ নুখুঙ খুঙনীয়চি তঙগ — আমাদের গ্রামে কুড়িটা পরিবার আছে।

নুখুং — ঘরের ছাদ,

নুখুং সাকানি কীলাইখা — ঘরের ছাদ হইতে পড়িয়াছে।

৫৯। *নীঙ // নীং*

নীঙ — তুমি/আপনি,

নীঙ তাম খীলায়? — আপনি কি করেন?

নীং — পান করা,

আঙ তঁায় নীংনাই — আমি জল পান করিব।

নীং — ডাকা,

অমলন নীংদি — অমলকে ডাক।

৬০। *পাই।। পায়*

পাই — শেষ হওয়া,

সিনেমা পাইখা — সিনেমা শেষ হইয়াছে।

পাই — জয় লাভকরা,

সীবা পাইখা — কে জয়লাভ করিয়াছে?

পায় - ক্রয় করা,

আঙ সাইকেল খুংসা পায়নাই — আমি একটা সাইকেল ক্রয় করিব।

৬১। *প্রাপ ।। পাপ*

প্রাপ — লবনাক্ত হওয়া,

মুইঅ সম প্রাবখা — তরকারিতে লবণ বেশী হইয়াছে।

পাপ — পাপ (Sin),

তাতাল সাখে পাপ ঔংনাই — মিথ্যা বলিলে পাপ হইবে।

৬২। *পিয়া*

পিয়া — মৌমাছি,

পিয়া বথপ' হর তা সুনদি — মৌমাছির চাকে আগুন দিও না।

পিয়া — পিসেমশাই,

পিয়া তিনি ফায়াখী — পিসেমশাই আজ আসেন নাই।

৬৩। *পুঙ*

পুঙ — পূর্ণ হওয়া,

নিনি মুচুংমা পুঙথুন — আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

পুঙ — শব্দ করা,

তাবুক তাই তা পুঙদি — এখন আর শব্দ করিও না।

৬৪। *পের*

পের — অঙ্কুরিত হওয়া,

বীচীলীইনি বুমুক পের' — বীজ হইতে অঙ্কুরোদগম হয়।

পের — সশব্দে ফাঁটা,

বোমা পেরমা বায় খরগনীয় থীয়জাখা — বোমা ফাঁটায় দুইজনের মৃত্যু হইয়াছে।

➔ ৬৫। ***ফাই।। ফায়***

ফাই — মটকে ভাঙ্গা,

উা ফাইদি — বাঁশ (মটকে) ভাঙ্গ।

ফায় — আসা

য়াং ফায়দি — এইদিকে আসিও।

➔ ৬৬। ***ফান***

ফান — শক্তি,

বিনি মুঙসা ফান কীরাই — তাহার কোন শক্তি নাই।

ফান — জড়ানো, ফাঁসানো

বিনি লগি আন-ব ফানখা — তাহার সহিত আমাকেও জড়াইছে।

➔ ৬৭। ***ফার***

ফার — ঝাড়পোষ করা,

তিনি নক ফারয়াখী — আজ ঘর ঝাড়পোষ করে নাই।

ফার — অনুবাদ করা,

ককবরক বায় ফারদি — ককবরকে অনুবাদ কর।

ফার — নামকরণ করা,

নরেনন' বিবেকানন্দ' মুঙ ফারজাগখা — নরেনকে বিবেকানন্দ নামকরণ করা হইয়াছে।

➔ ৬৮। ***ফুঙ***

ফুঙ — সকাল,

আঙ ফুঙগ মায় চায়া — আমি সকালে ভাত খাই না।

ফুঙ — হাতল বা বাট,

উা বায় দাফুঙ সীনামদি — বাঁশ দিয়া দা-র হাতল তৈরী কর।

➔ ৬৯। ***ব***

ব — সে, তিনি

ব সীবা? — তিনি কে?

ব — কোন?

ব কলম নিনি? — কোন কলমটা তোমার?

ব — বিছানো,

রিগনাই বরক বউই আচুগদি — পাছড়া বিছাইয়া বসিও।

ব - ও *(also, too)*

বিনি লগি অমল-ব ফায়নাই — তাহার সহিত অমলও আসিবে।

৭০। বথক

বথক — কোন কিছুর খোল বা ঘর,

সেং বথকনি সেং তিখৗলাইদি — খোল হইতে তরবারি বাহির কর।

বথক — ভাঙ্গিয়া চুরমার করা,

মন' বথকদি — এইটাকে ভাঙ্গিয়া চুরমার কর।

৭১। *বসক*

বসক — অগ্রভাগ,

উা বসক' তখা আচুগখা — বাঁশের আগায় কাক বসিয়াছে।

বসক — বসানো,

অর' কল কাইসা বসকদি — এখানে একটা কল বসাও।

৭২। *বা*

বা — পাঁচ,

আন রাঙ খকবা হরদে — আমাকে পাঁচ টাকা দাও।

বা — প্রসব হওয়া,

চিনি মুসুক মাসা বাখা — আমাদের একটা গরু বাচ্চা দিয়াছে।

বা — বেয়ে যাওয়া,

চাঁঙ হাচাম বাঔই অঙখরখা — আমরা খাড়া পাহাড় (বেয়ে) অবতরণ করিয়াছি।

৭৩। *বায়।। বাই*

বায় — ভাঙ্গিয়া যাওয়া,

আনি য়াক বায়' থাংকা — আমার হাত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

বায় — দ্বারা/দিয়া,

য়াগরা বায় রমদি — ডান হাত দিয়া ধর।

৭৪। *বায় - এবং/ও*

মনীষা বায় সুদীপা ফায়কা — মনীষা ও সুদীপা আসিয়াছে।

বাই — সঙ্গে/সহিত,

আঙ নৗঙ বাই থাংনাই — আমি তোমার সঙ্গে যাইব।

বাই — দিদি,

নিনি বাইনি মুঙ তৗমা? — তোমার দিদির নাম কি?

৭৫। *বার*

বার — প্রস্ফুটিত হওয়া,

খুমলৗঙগ খুম বারখা — বাগানে ফুল ফুটিয়াছে।

বার — পার হওয়া,

নৌঙ হাওড়া তৌয়মা বারৌই বাচাদি — তুমি হাওড়া নদী পার হইয়া দাঁড়াও।

➤ ৭৬। ***বারা***

বারা — বেঁটে/খাটো,

ব আনি সৌলাই বারা — সে আমার তুলনায় খাটো।

বারা — অতিরিক্ত/ অবশিষ্ট,

নরগ খরগ বৌসৌক বারা ঔংখা — তোমরা কতজন অতিরিক্ত হইয়াছ?

➤ ৭৭। ***বৌর'।। বর'।। বর***

বৌর' — কোথায়?

নৌঙ বৌর' থাংনাই — আপনি কোথায় যাইবেন?

বর — রোপণ করা,

আষাঢ় তাল মায় বরনানি জরা — আষাঢ় মাস ধান রোপণের সময়।

বর — গুঁজিয়া দেওয়া,

বেরা বেসের বরদি — বেরার ফাঁকে গুঁজিয়া দাও।

বর — বাতারোগ হওয়া,

বিনি মুসক বরৌই থৌয়কা — তাহার গরুটার বাত রোগে মৃত্যু হইয়াছে।

➤ ৭৮। ***বির***

বির — উড়া,

নখাঅ তক বির' — আকাশে পাখী উড়ে।

বির — ভিক্ষা করা,

অ বরক বিরৌই তঙখা — এই লোকটা ভিক্ষা করিতেছে।

➤ ৭৯। ***বুকুর***

বুকুর — চামড়া,

মুসুক বুকুর বায় জুতা সৌনামজাগ' — গরুর চামড়া দিয়া জুতা তৈরী করা হয়।

বুকুর — বাকল, ছাল

বুফাঙ বুকুর বায় বিথি ঔংগ — গাছের বাকল দ্বারা ঔষধ হয়।

বুকুর — খোসা,

বাতৌইনি বুকুর কুফুর — ডিমের খোসা সাদা।

➤ ৮০। ***বুরুয়।। বৌরৌয়***

বুরুয় — চার

চৌঙ খরক বুরুয় — আমরা পাঁচ জন।

বৌরৌয় — স্ত্রীলোক/ মহিলা,

বৌরৌয়রগ রিগনাই চুম' — মহিলারা শাড়ী পড়েন।

➤ ৮১। ***বুসুক।। বৗসৗক।। বুচুক***

বুসুক — নাতি,

বুবুসুক ফায়খা — তাহার নাতি আসিয়াছে।

বৗসৗক — কত?

ব রাঙ বৗসৗক সানখা? — তিনি কত টাকা চাহিয়াছেন?

বুচুক — অগ্রভাগ,

য়াফাঙ-বুচুক বুচিয়াই কক তা সাদি—আগাগোড়া না বুঝিয়া কথা বলিবেন না।

➤ ৮২। ***বেরা***

বেরা — বেড়া

আয়ঙ বেরা দুম' — আমার জ্যেঠামশাই বেড়া বুনেন।

বেরা — ফেলে রাখা,

অর বেরাদি — এখানে ফেলে রাখ।

➤ ৮৩। ***বৗথাই***

বৗথাই — ফল,

থাইচেরেম বৗথাই দালসানি বুমুঙ — থাইচেরেম একপ্রকার ফলের নাম।

বৗথাই — নক্সা,

ম রিবরক' বৗথাই বুমুল তিসানি — এই পাছড়ায় নক্সা তৈরী কর।

➤ ৮৪। ***বুচু***

বুচু — দাদু,

বিনি বুচু ফায়খা — তাহার দাদু আসিয়াছে।

বুচু — পুঁটলি,

অ বুচুনি বিসিং তৗমা — এই পুঁটলিটার ভিতরে কি?

➤ ৮৫। ***বৗতৗয়।। বৗতৗই***

বৗতৗয় — ঝোল,

মুইঅ বৗতৗয় কৗরৗই — তরকারিতে ঝোল নাই।

বৗতৗই — কিরকম?

মনি রঙ বৗতৗই — উহার রঙ কিরকম?

বৗতৗই — ডিম,

তাখুম বৗতৗই আলিসা পায়দি — এক হালি হাঁসের ডিম ক্রয় করিও।

➤ ৮৬। ***বুখুক***

বুখুক — বোন,

বরগ তাখুক-বুখুক খরক বৗসৗক — তাহারা কতজন ভাই-বোন?

বুখুক — মুখ,

আনি বুখুগ' লেচু — আমার মুখে লেচু।

➤ ৮৭। ***বেঙ।। বেং***

বেঙ — তাড়ানো,

থামপুই বেঙদি — মশা তাড়াও।

বেং — মাকড়সা,

বেং জাল নক তাঙগ' — মাকড়সা জালের বাসা তৈরী করে।

➤ ৮৮। ***মখল।। মকল***

মখল — বেকায়দায় ফেলা,

ব আন মখলখা — সে আমাকে বেকায়দায় ফেলিয়াছে।

মখল — শোয়ানো,

বন অর মখলদি — তাকে এখানে শোয়াও।

মকল — চোখ,

বিঁনি মকল কলসা কীরাই — তাহার একটা চোখ নাই।

➤ ৮৯। ***মন'।। মন***

মন' — এটাকে,

মন' তা রমদি — এটাকে ধরিও না।

মন — মন,

আঙ মায়রুঙ মনসা পায়নাই — আমি এক মণ ধান কিনিব।

➤ ৯০। ***মসক***

মসক — হরিণ,

সিপাইজলা মসক তঙগ' — সিপাহীজলায় হরিণ আছে।

মসক — জল দ্বারা ভিজানো,

অবন' তা মসকদি — এটাকে জল দ্বারা ভিজাইও না।

➤ ৯১। ***মাখুক***

অ চেরাই মাখুগনা সীরীঙখা — এই শিশুটা হামাগুড়ি দিতে শিখিয়াছে।

মাখুক — বন বিড়ালের ন্যায় প্রাণী,

অ বলঙগ' মাখুক তঙগ' — এই বনে বনবিড়ালের ন্যায় প্রাণী আছে।

➤ ৯২। ***মুয়তু।। মুইতু***

মুয়তু — স্মরণ,

আনি মুইতু কীরাই — আমার স্মরণ নাই।

মুইতু — কচু, *মুইতু বায় মুই সঙদি* — কচু দিয়া তরকারি রান্না কর।

৯৩। *মান*

মান — পারা,

ব মনয়াদে — সে কি পারেনা?

মান — পাওয়া,

ব রাগু খকচি সকাত মানখা — সে দশ টাকা পুরস্কার পাইয়াছে।

৯৪। *মাল*

মাল — গলায় চুলকানো,

মুইতু চাফুরু মাল' — কচু খাওয়ার সময় গলায় চুলকায়।

মাল — বাহিয়া চলা।

আনি সাগ' বেং মালখা — আমার শরীরে মাকড়সা বাহিয়া গেছে।

৯৫। *মুসু*

মুসু — অঞ্জিনা,

বিনি মকল' মুসু থাইকা — তার চোখে অঞ্জিনা হইয়াছে।

মুসু — থুথু ফেলা,

অর' খুকতীয় তা মুসুদি — এখানে থুথু ফেলিও না।

৯৬। *মীসা*

মীসা — নৃত্য করা,

ব তাবুক মীসানাই — সে এখন নৃত্য করিবে।

মীসা — বাঘ,

ত্রিপুরানি বঁলগুগ মীসা কীরীই — ত্রিপুরার বনে বাঘ নাই।

৯৭। *মানদার*

মানদার — কাঠবিড়াল

মানদার নারিকারা চাঅ — কাঠবিড়াল নারিকেল খায়।

মানদার — মানদার গাছ,

মানদারফাঙগ' বুসু তঙগ — মানদার গাছে কাঁটা আছে।

৯৮। *মায়রুঙ // মায়রুং*

মায়রুঙ — চাউল,

মায়রুঙনি কেজি বীসীক — চাউলের কেজি কত?

মায়রুং — ধানের স্তুপ,

ম মায়রুংলে বেলাই তরখা — ধানের স্তুপটা বেশ বড় হইয়াছে।

৯৯। *য়ক*

য়ক — মুক্তি পাওয়া,

য়গমানখে য়াং কিসা ফায়দি — মুক্তি পাইলে এইদিকে একটু আসিও।
য়ক — ভাজা করা (লুচি, চিড়া, মুড়ি ইত্যাদি),
লুচি য়গদি — লুচি ভাজ।

➤ ১০০। ***য়ঙ // য়ং***
য়ঙ — জ্যাঠামহাশয়,
বিনি য়ঙ ফায়কা — তাহার জ্যাঠামশাই আসিয়াছে।
য়ং — কীট, পোকা, জীবাণু।
ম্যালারিয়ানি য়ং কিরিমাসিনসা — ম্যালারিয়ার জীবাণু ভয়ঙ্কর ।

➤ ১০১। ***রম // রম'***
রম — ধরা,
মন' কিসা রমলা — এটাকে একটু ধর তো।
রম' — সেকাইট, ধান ভাঙ্গার মুগুর
রূম' বায় বুখা — সেকাইট দিয়া আঘাত করিয়াছে।

➤ ১০২। ***রি***
রি —কাপড়,
রি কাঙসা পায়দি — একটা কাপড় কিনিও।
রি — দেওয়া,
বন রাঙ খকবা রিদি — তাহাকে পাঁচ টাকা দাও।
রি — পোষা,
আঙ সাঁই মাসা রিঅ — আমি একটা কুকুর পোষে থাকি।

➤ ১০৩। ***রু // রী***
রু — বনরুই,
আঙ রু মাসা নুগখা — আমি একটা বনরুই দেখিয়াছি।
রী — দেওয়া,
কসমতি অসীমন রাং কিসাসীক রীখা —কসমতি অসীমকে কয়েকটা টাকা দিয়াছে।

➤ ১০৪। ***রুউা***
রুউা — কুঠার,
রুউা বায় বল ফিল জাগ' — কুঠার দ্বারা লাকড়ি করা হয়।
রুউা — চিনা জোঁক,
রুউা থাঁই কুসুব' — চিনা জোঁক রক্ত শোষণ করে।

➤ ১০৫। ***রাঁউাই***
রাঁউাই — আশীর্বাদ করা,

গড়িয়া বাবা চাঁগুন' রুউাইখা — গড়িয়া বাবা আমাদের আশীর্বাদ করিয়াছেন।

রুউাই — ব্যথা করা,

আনি য়াক-য়াফুং রুউাইঅ — আমার হাত-পা ব্যথা করে।

১০৬। *রুগ।। রাঁগ*

রুগ — সিদ্ধ করা,

বাঁতাঁয় রুগদি — ডিম সিদ্ধ কর।

রাঁগ — তাড়ানো,

মুসুক খিতুং বায় মাছি রাঁগ' — গরু লেজ দ্বারা মাছি তাড়ায়।

১০৭। *রুঙ।। রাঁঙ*

রুঙ — নৌকা,

আঙ রুঙ চগ মানয়া — আমি নৌকা চালাইতে পারিনা।

রাঁঙ — শিক্ষা করা/জানা,

আঙ ককবরক সানা রাঁঙগ — আমি ককবরক বলিতে জানি।

১০৮। *লাই।। লায়*

লাই — পাতা/পত্র,

লাইঅ মায় চানাই — পাতায় ভাত খাইব।

লাই — অতিক্রম করা,

ব আন লাইখা — সে আমাকে অতিক্রম করিয়াছে।

লাই — পৃষ্ঠা,

লাইসাঅ নায়দি — প্রথম পৃষ্ঠায় দেখ।

লায় — সহজ হওয়া,

তাবুক কিসা লায়খা — এখন একটু সহজ হইয়াছে।

লায় — সস্তা হওয়া,

মায়নি দাম আগিনি সাঁলাই লায়খা — ধানের মূল্য পূর্বাপেক্ষা সস্তা হইয়াছে।

১০৯। *লামদাঙ।। লামদাং*

লামদাঙ — ঝাপ,

দোকাননি লামদাঙ সজাক — দোকানের ঝাপ বন্ধ।

লামদাং — যাতায়াতের পথ,

অব' মায়ুঙ লামদাং — এইটা হাতী যাতায়াতের পথ।

১১০। *লেখা*

লেখা — গণনা করা,

লেখাউই সাদি — গণনা করিয়া বল।

লেখা — লেখা,

বিনি লেখা নাইথক — তাহার লেখা সুন্দর।

১১১। *লেং*

লেং — পরিশ্রান্ত হওয়া,

তামঙগৗই আসীকলেংখা — কেন এত পরিশ্রান্ত হইয়াছ?

লেং — অজ্ঞান হওয়া,

ব লেং থাংকা — সে অজ্ঞান হইয়া গিয়াছে।

১১২। *উা*

উা — বাঁশ,

তিনি উা মা পায়নাই — আজ বাঁশ কিনিতে হইবে।

উা — দাঁত,

বিনি বুউা সাঅ — তাহার দাঁত ব্যথা করে।

উ়া — বৃষ্টি হওয়া,

উাতৗয় উাই তঙখা — বৃষ্টি পড়িতেছে।

উা — বুনা,

য়ঙ বেরা উাঅ — জ্যেঠামশাই বেড়া বুনেন।

১১৩। *উামৗচার*

উামৗচার — দাঁত কিড়মিড় করা,

নৗঙ তাঙগৗই উমৗচার' — তুমি কেন দাঁত কিড়মিড় কর?

উামৗচার — মনযোগ দেওয়া,

উামৗচারৗই খৗনাদি — মনযোগ দিয়া শোন।

১১৪। *উার*

উার — কামড় দেওয়া,

সৗই উারনাই — কুকুর কামড় দিবে।

উার — চওড়া হওয়া,

ম বৗসীক উারখা — এটা কত চওড়া হইয়াছে?

১১৫। *উালাই*

উালাই — ঝগড়া করা,

ব বেলাই উালাইঅ — সে ভীষণ ঝগড়া করে।

উা লাই — বাঁশ পাতা,

উা লাই চিকন চিকন নুগখা — ছোট ছোট বাঁশ পাতা দেখিয়াছি।

➤ ১১৬। *উখাক*

উখাক — কামড়াইয়া টুকরা করা,

মন' উখাগদি — এটাকে কামড়াইয়া টুকরা কর।

উখাক — লম্বালম্বিভাবে চেরা বাঁশ,

উখাক বায় সুদি — চেরা বাঁশ দিয়া পরিমাপ কর।

➤ ১১৭। *স*

স — বন্ধ করা,

তাইলাম সদি — জানালা বন্ধ কর।

স — টানা,

অবন সউই রমদি — এটাকে টানিয়া ধর।

স — সঙ্গে লওয়া,

টুলুন-ব লগি মা সনাই — টুলুকেও সঙ্গে লইতে হইবে।

➤ ১১৮। *সক*

সক — পৌঁছা

চাঁঙ সক ফায়খা — আমরা আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

সক — পচে যাওয়া,

থাইলিক সক থাংকা — আম পচিয়া গিয়াছে।

সক — পুড়ে য়াওয়া,

বিনি নক খুংনা সগসাই থাংকা — তাহার একটা ঘর পুড়িয়া গিয়াছে।

➤ ১১৯। *সঙ*

সঙ — রান্না করা,

মায় সঙদি — ভাত রান্না কর।

সঙ — গুণ, দল

বরক সঙসা ফায়কা — একদল লোক আসিয়াছে।

➤ ১২০। *সম*

সম — লবণ,

মুইঅ সম রীদি — তরকারিতে লবণ দাও।

সম — কাল হওয়া,

চুমুই বায় নখা সমসাই তঙখা — মেঘে আকাশ কাল হইয়া আছে।

➔ ১২১। *সর।। সর'*

সর — লোহা,

সরনি বল বেলাই হিলিক — লোহার বল প্রচণ্ড ভারী।

সর' — কোমর তাঁতে ব্যবহৃত বাঁশের টুকরা,

বাঁচংগ সর' খাদি — কোমর তাঁতে বাঁশের টুকরা বাঁধ।

সর — বাঁধা (পাগড়ী, রিসা ইত্যাদি)

রিসা সরদি — বক্ষ আবরণী বাঁধ।

➔ ১২২। *সা*

সা — বলা,

কক তা সাদি — কথা বলিও না।

সা — ব্যথা করা,

বহক সাঅ — পেট ব্যথা করে।

সা — সন্তান,

বওলে তিপরাসাসে — তিনি ত্রিপুরী সন্তান।

সা — এক,

আঙ আমিঙ মাসা নুগখা — আমি একটা বিড়াল দেখিয়াছি।

➔ ১২৩। *সাম*

সাম — নিকট, পাশে

আনি সাম' আচুগদি — আমার পাশে বস।

সাম — ঘাস,

পুন সাম চাঅ — ছাগল ঘাস খায়।

➔ ১২৪। *সামুঙ*

সামুঙ — কাজ,

সামুঙ তাংদি — কাজ কর।

সামুঙ — প্রয়োজন,

সামুঙ নাঙনাই — প্রয়োজন লাগিবে।

➔ ১২৫। *সাল*

সাল — দিন,

আঙ সাল' সামুঙ তাংগ — আমি দিনে কাজ করি।

সাল — সূর্য,

পুবগীলা সাল কাসাঅ — পূর্ব দিকে সূর্য উদিত হয়।

সাল — হেঁচড়িয়ে যাওয়া,

উাফাকন সালাই তুবদি — বাঁশের আঁটিটাকে হেঁচড়াইয়া আন।

➜ ১২৬। *সি*

সি — জানা,

আঙ সিয়া — আমি জানি না।

সি — ভিজে যাওয়া,

উাতায়' সিনাই — বৃষ্টিতে ভিজিয়া যাইবে।

➜ ১২৭। *সিচা।। সেচা*

সিচা — জাগ্রত হওয়া,

নরগ সিচাদি — তোমরা জাগ্রত হও।

সেচা — হাই তোলা,

নাঙ তামা আসাক সেচাইতঙ — তুমি কি এত হাই তোলছ?

➜ ১২৮। *সিনি*

সিনি — চিনিতে পারা,

আঙ বন সিনিঅ — আমি তাহাকে জানি।

সিনি — সাত,

অর' চাঙ খরকসিনি — এখানে আমরা সাতজন।

➜ ১২৯। *সিল*

সিল — ঢালিয়া লওয়া,

তায় সিলাই ন্যাংদি — জল ঢালিয়া খাও।

সিল — লেপন করা,

আমা নখলা সিল' — মা উঠান লেপেন।

সিল — চাঁচিয়া ফেলা,

অবন সিলদি — এইটাকে চাঁচিয়া ফেল।

➜ ১৩০। *সিলাই*

সিলাই — বন্দুক,

আঙ সিলাই কঙসা পায়নাই — আমি একটা বন্দুক কিনিব।

সিলাই — আওয়াল গাছ,

সিলাই ফাঙ বেলাই কারাক — আওয়াল গাছ খুবই শক্ত।

➜ ১৩১। *সু*

সু — মাপা,

সুউই নায়দি — মাপিয়া দেখ।

সু — পরিশোধ করা,

নীঙ আনি লাকাই সুদি — তুমি আমার ঋণ পরিশোধ কর।

সু — ধোয়া,

রিগনাই সুদি — শাড়ী ধোও।

সু — চোখা অস্ত্র দিয়া ঘা দেওয়া।

উা বায় সুদি — বাঁশের চোখা অস্ত্র দ্বারা ঘা দাও।

১৩২। *সুক।। সৗক*

সুক — নাতি,

ব বিনি বুসুক — সে তাহার নাতি।

সুক — চাউল করা, ধান ভাঙ্গা,

মায় সুগনা নাঙনাই — ধান ভাঙ্গাইতে হইবে।

সুক — কিল মারা,

আন তাঙগৗই সুগখা — আমাকে কেন কিল মারিয়াছ?

সৗক — ছোবল মারা,

চিবুক সুগানৗ — সাপ ছোবল মারিবে।

সৗক — গুঁজিয়া দেওয়া,

অর সৗগৗই রৗদি — এখানে গুঁজিয়া দাও।

১৩৩। *সুপ*

সুপ — ফুঁ দেওয়া,

উাসুঙ বায় সুবদি — বাঁশের চোঙ দ্বারা ফুঁ দাও।

সুপ — সেলাই করা,

সুদীপা কামচৗলাই সুব' — সুদীপা জামা সেলাই করে।

সুপ — কোণা,

সুপবৗরৗয় গৗনাঙ নক — চারকোণা বিশিষ্ট ঘর।

১৩৪। *সুপুরু*

সুপুরু — পণ্ড করা,

নীঙ অবন' সপুরুই রৗখা — তুমি এইটাকে পণ্ড করিয়া দিয়াছ।

সুপুরু — ভাঙ্গা (কাঁঠাল ইত্যাদি),

থাইপুঙ সুপুরুদি — কাঁঠাল ভাঙ্গ।

১৩৫। *সুং।। সৗং।। সৗঙ*

সুং — ভর দেওয়া,

লাথা চিকন' তা সুংদি, সুংখে বায়ানু — দুর্বল লাঠিতে ভর দিওনা, ভর দিলে ভাঙ্গিবে।

সৌং — জিজ্ঞাসা করা,
বন' সৌংদি — তাহাকে জিজ্ঞাসা কর।
সৌঙ — ডাকা, (কুকুর ইত্যাদি)
সৌই সৌংগ — কুকুর ডাকে।
সৌঙ — টানানো,
তিরিপাল সৌঙদি — ছত্রঙ্গী টানাও।

১৩৬। ***সাই।। সায়***

সাই — পানসা বা কষা হওয়া,
অ বৌথাই সাই বেরে বেরে — এই ফলটা পানসা পানসা ভাব।
সাই — গিয়া বলা,
বরগন' সাইদি — তাহাদের গিয়া বল।
সায় — স্বামী
ব প্রমিলানি বৌসায় — তিনি প্রমিলার স্বামী।
সাই — বাছাই করা
উাফাকনি উা সাইদি — বাঁশের আঁটি হইতে বাঁশ বাছাই কর।

১৩৭। ***সৌই।। সৌয়***

সৌই — কুকুর,
আনি সৌই কুফুর মাসা তঙগ — আমার একটা সাদা কুকুর আছে।
সৌই — দা দিয়া পালিশ করা,
উা সৌইদি — বাঁশ (দা দিয়া) পালিশ কর।
সৌয় — লেখা,
ককবৌলাই কাঙসা সৌয়দি — একটা চিঠি লেখ।

১৩৮। ***সৌতৌই।। সৌতৌয়***

সৌতৌই — প্রস্রাব করা,
আঙ অর সৌতৌইয়াখ — আমি এখানে প্রস্রাব করি নাই।
সৌতৌয় — হলুদ,
মুইঅ সৌতৌয় রৌয়াখ — তরকারিতে হলুদ দেও নাই।

১৩৯। ***সেপ***

সেপ — দোহন করা,
মুসৌকমা সেবদি — গাভী দোহন করা।
সেপ — সুযোগ,
সেব মানখে রমনাই — সুযোগ পাইলে ধরিব।

সেপ — টিপ দেওয়া,

কাহামখে সেবদি — ভাল করিয়া টিপ দিয়া ধর।

১৪০। *হর*

হর — আগুন,

হর ফীনাঙদি — আগুন জ্বালাও।

হর — রাত্র,

আঙ হর' থাংনাই — আমি রাত্রিবেলা যাইব।

হর — বহন করা,

ঊফাক হরদি — বাঁশের আঁটি বহন কর।

হর — দেওয়া,

বন' রাঙ খকবা হরদি — তাহাকে পাঁচ টাকা দাও।

১৪১। *হান*

হান — মাংস,

ঊহান্ তুবুদি — শূকরের মাংস আন।

হান — মোরাদ দেওয়া,

ম মায়রুম বেলাই হানী — এই চাউল বেশ মোরাদ দেয়।

১৪২। *হার*

হার — উচানো,

ব আন' সেং হারীই ফুনুগ' — সে আমাকে তরোয়াল তাক করিয়া দেখায়।

হার — আধা কাচরা হওয়া,

অ সামুঙ হারসাই তঙখা — এই কাজটা আধাকাচরা হইয়া রহিয়াছে।

১৪৩। *হা*

হা — মাটি,

নীঙ হা তা'নদি — তুমি মাটি কাট।

হা — দেশ,

চিনি হানি মুঙ ভারত — আমাদের দেশের নাম ভারত।

১৪৪। *হীন*

হীন — বলা,

ব তাম হীন — সে কি বলে?

হীন — বকুনি খাওয়া।

ব কক খীনায়ানি বাগীই হীনজাগখা — সে কথা না শোনায় বকুনি খাইয়াছে।

দশম অধ্যায়

বীখাক উলচি

বেদেক পুইলা (প্রথম পরিচ্ছেদ)

ককবরক লেখামুঙ (ককবরক গণনা পদ্ধতি)

ককবরক গণনায় দুইটি পদ্ধতি রহিয়াছে। যথা — (ক) দশভিত্তিক ও (খ) কুড়ি ভিত্তিক। নিম্নে প্রথমে দশভিত্তিক তাহার পর কুড়িভিত্তিক গণনা পদ্ধতি প্রদত্ত হইল।

➛ (ক) *চি রীগীই লেখামুঙ* (দশভিত্তিক গণনা পদ্ধতি) ঃ

১ — *সা*
২ — *নীয়*
৩ — *থাম*
৪ — *বুরুয়*
৫ — *বা*
৬ — *দক*
৭ — *সিনি*
৮ — *চার*
৯ — *চুকু*
১০ — *চি*
১ দশ ১ — *চিসা*
১ দশ ২ — *চিনীয়*
১ দশ ৩ — *চিথাম*
১ দশ ৪ — *চিবুরুয়*
১ দশ ৫ — *চিবা*
১ দশ ৬ — *চিদক*
১ দশ ৭ — *চিসিনি*
১ দশ ৮ — *চিচার*
১ দশ ৯ — *চিচুক*
২ দশ — *নীয়চি*
২ দশ ১ — *নীয়চিসা*
২ দশ ২ — *নীয়চিনীয়*
২ দশ ৩ — *নীয়চিথাম*
২ দশ ৪ — *নীয়চিবুরুয়*
২ দশ ৫ — *নীয়চিবা*
২ দশ ৬ — *নীয়চিদক*
২ দশ ৭ — *নীয়চিসিনি*
২ দশ ৮ — *নীয়চিচার*
২ দশ ৯ — *নীয়চিচুকু*
৩ দশ — *থামচি*
৩ দশ ১ — *থামচিসা*
৩ দশ ২ — *থামচিনীয়*

৩ দশ ৩ — থামচিথাম
৩ দশ ৪ — থামচিবুরুয়
৩ দশ ৫ — থামচিবা
৩ দশ ৬ — থামচিদক
৩ দশ ৭ — থামচিসিনি
৩ দশ ৮ — থামচিচার
৩ দশ ৯ — থামচিচুকু
৪ দশ — বুরুয়চি
৪ দশ ১ — বুরুয়চিসা
৪ দশ ২ — বুরুয়চিনৗয়
৪ দশ ৩ — বুরুয়চিথাম
৪ দশ ৪ — বুরুয়চিবুরুয়
৪ দশ ৫ — বুরুয়চিবা
৪ দশ ৬ — বুরুয়চিদক
৪ দশ ৭ — বুরুয়চিসিনি
৪ দশ ৮ — বুরুয়চিচার
৪ দশ ৯ — বুরুয়চিচুকু
৫ দশ — বাচি
৫ দশ ১ — বাচিসা
৫ দশ ২ — বাচিনৗয়
৫ দশ ৩ — বাচিথাম
৫ দশ ৪ — বাচিবুরুয়
৫ দশ ৫ — বাচিবা
৫ দশ ৬ — বাচিদক
৫ দশ ৭ — বাচিসিনি
৫ দশ ৮ — বাচিচার
৫ দশ ৯ — বাচিচুকু
৬ দশ — দকচি
৬ দশ ১ — দকচিসা
৬ দশ ২ — দকচিনৗয়
৬ দশ ৩ — দকচিথাম
৬ দশ ৪ — দকচিবুরুয়
৬ দশ ৫ — দকচিবা
৬ দশ ৬ — দকচিদক
৬ দশ ৭ — দকচিসিনি
৬ দশ ৮ — দকচিচার
৬ দশ ৯ — দকচিচুকু
৭ দশ — সিনিচি
৭ দশ ১ — সিনিচিসা
৭ দশ ২ — সিনিচিনৗয়
৭ দশ ৩ — সিনিচিথাম
৭ দশ ৪ — সিনিচিবুরুয়
৭ দশ ৫ — সিনিচিবা
৭ দশ ৬ — সিনিচিদক
৭ দশ ৭ — সিনিচিসিনি
৭ দশ ৮ — সিনিচিচার
৭ দশ ৯ — সিনিচিচুকু
৮ দশ — চারচি
৮ দশ ১ — চারচিসা
৮ দশ ২ — চারচিনৗয়
৮ দশ ৩ — চারচিথাম
৮ দশ ৪ — চারচিবুরুয়
৮ দশ ৫ — চারচিবা
৮ দশ ৬ — চারচিদক
৮ দশ ৭ — চারচিসিনি
৮ দশ ৮ — চারচিচার
৮ দশ ৯ — চারচিচুকু
৯ দশ — চুকুচি
৯ দশ ১ — চুকুচিসা
৯ দশ ২ — চুকুচিনৗয়
৯ দশ ৩ — চুকুচিথাম
৯ দশ ৪ — চুকুচিবুরুয়
৯ দশ ৫ — চুকুচিবা
৯ দশ ৬ — চুকুচিদক
৯ দশ ৭ — চুকুচিসিনি
৯ দশ ৮ — চুকুচিচার
৯ দশ ৯ — চুকুচিচুকু
১০ দশ — রা

➔ (খ) *খলপে রীগীই লেখামুঙ* (কুড়ি ভিত্তিক গণনা পদ্ধতি) ঃ

১ — *সা*
২ — *নীয়*
৩ — *থাম*
৪ — *বুরুয়*
৫ — *বা*
৬ — *দক*
৭ — *সিনি*
৮ — *চার*
৯ — *চুকু*
১০ — *চি*
১ দশ ১ — *চিসা*
১ দশ ২ — *চিনীয়*
১ দশ ৩ — *চিথাম*
১ দশ ৪ — *চিবুরুয়*
১ দশ ৫ — *চিবা*
১ দশ ৬ — *চিদক*
১ দশ ৭ — *চিসিনি*
১ দশ ৮ — *চিচার*
১ দশ ৯ — *চিচুকু*
১ কুড়ি — *খলপে*
১ কুড়ি ১ — *খলপেসা*
১ কুড়ি ২ — *খলপেনীয়*
১ কুড়ি ৩ — *খলপেথাম*
১ কুড়ি ৪ — *খলপেবুরুয়*
১ কুড়ি ৫ — *খলপেবা*
১ কুড়ি ৬ — *খলপেদক*
১ কুড়ি ৭ — *খলপেসিনি*
১ কুড়ি ৮ — *খলপেচার*
১ কুড়ি ৯ — *খলপেচুকু*
১ কুড়ি ১০ — *খলপেচি*
১ কুড়ি ১১ — *খলপেচিসা*
১ কুড়ি ১২ — *খলপেচিনীয়*
১ কুড়ি ১৩ — *খলপেচিথাম*
১ কুড়ি ১৪ — *খলপেচিবুরুয়*
১ কুড়ি ১৫ — *খলপেচিবা*
১ কুড়ি ১৬ — *খলপেচিদক*
১ কুড়ি ১৭ — *খলপেচিসিনি*
১ কুড়ি ১৮ — *খলপেচিচার*
১ কুড়ি ১৯ — *খলপেচিচুকু*
২ কুড়ি — *খলনীয়*
২ কুড়ি ১ — *খলনীয়সা*
২ কুড়ি ২ — *খলনীয়নীয়*
২ কুড়ি ৩ — *খলনীয়থাম*
২ কুড়ি ৪ — *খলনীয়বুরুম*
২ কুড়ি ৫ — *খলনীয়বা*
২ কুড়ি ৬ — *খলনীয়দক*
২ কুড়ি ৭ — *খলনীয়সিনি*
২ কুড়ি ৮ — *খলনীয়চার*
২ কুড়ি ৯ — *খলনীয়চুকু*
৩ কুড়ি — *খলথাম*
৩ কুড়ি ১ — *খলথামসা*
৩ কুড়ি ২ — *খলথামনীয়*
৩ কুড়ি ৩ — *খলথামথাম*
৩ কুড়ি ৪ — *খলথামবুরুয়*
৩ কুড়ি ৫ — *খলথামবা*
৩ কুড়ি ৬ — *খলথামদক*
৩ কুড়ি ৭ — *খলথামসিনি*
৩ কুড়ি ৮ — *খলথামচার*
৩ কুড়ি ৯ — *খলথামচুকু*
৩ কুড়ি ১০ — *খলথামচি*

ককবরক গণনা পদ্ধতি

৩ কুড়ি ১১ — *খলথামচিসা*
৩ কুড়ি ১২ — *খলথামচিনৗয়*
৩ কুড়ি ১৩ — *খলথামচিথাম*
৩ কুড়ি ১৪ — *খলথামচিবুরুয়*
৩ কুড়ি ১৫ — *খলথামচিবা*
৩ কুড়ি ১৬ — *খলথামচিদক*
৩ কুড়ি ১৭ — *খলথামচিসিনি*
৩ কুড়ি ১৮ — *খলথামচিচার*
৩ কুড়ি ১৯ — *খলথামচিচুকু*
৪ কুড়ি — *খলবুরুয়*
৪ কুড়ি ১ — *খলবুরুয়সা*
৪ কুড়ি ২ — *খলবুরুয়নৗয়*
৪ কুড়ি ৩ — *খলবুরুয়থাম*
৪ কুড়ি ৪ — *খলবুরুয়বুরুয়*
৪ কুড়ি ৫ — *খলবুরুয়বা*
৪ কুড়ি ৬ — *খলবুরুয়দক*
৪ কুড়ি ৭ — *খলবুরুয়সিনি*
৪ কুড়ি ৮ — *খলবুরুয়চার*
৪ কুড়ি ৯ — *খলবুরুয়চুকু*
৪ কুড়ি ১০ — *খলবুরুয়চি*
৪ কুড়ি ১১ — *খলবুরুয়চিসা*
৪ কুড়ি ১২ — *খলবুরুয়চিনৗয়*
৪ কুড়ি ১৩ — *খলবুরুয়চিথাম*
৪ কুড়ি ১৪ — *খলবুরুয়চিবুরুয়*
৪ কুড়ি ১৫ — *খলবুরুয়চিবা*
৪ কুড়ি ১৬ — *খলবুরুয়চিদক*
৪ কুড়ি ১৭ — *খলবুরুয়চিসিনি*
৪ কুড়ি ১৮ — *খলবুরুয়চিচার*
৪ কুড়ি ১৯ — *খলবুরুয়চিচুকু*
১ শত — *রা*

---

১ হাজার — *সাই*
১ লক্ষ — *রাসাই*
১ কোটি — *রৗজাক*
১ মহাপদ্ম — *রারৗজাক* (বিলিয়ন)
১ হাজার ১ — *সাইসা*
১ লক্ষ ১ — *রাসাইসা*
১ কোটি ১ — *রৗজাকসা*
১ মহাপদ্ম ১ — *রারৗজাকসা*

বেদেক উলনীয় (দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ)

ককবরক গণনায় শ্রেণী বিভাজকের ব্যবহার

ককবরক ভাষায় বিশেষ্যের সংখ্যা গণনায় সংখ্যাবাচক শব্দের সহিত ব্যবহৃত শ্রেণী বিভাজকের বিস্তৃত ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। শ্রেণী বিভাজকটি সংখাবাচক শব্দের পূর্বে যুক্ত হইয়া থাকে। শ্রেণী বিভাজকটি নির্ভর করে জিনিসটি কি, বা কি জাতীয়, বা উহার আকৃতির উপর।

অনেক ক্ষেত্রে শ্রেণী বিভাজক ব্যবহারের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। জিনিসটি যে জাতীয় হইবে উহার উচ্চারণের জন্য ব্যবহৃত শব্দের শেষ দুইটি বর্ণযোগে উচ্চারিত ধ্বনি (শেষ শব্দাংশ)টি সংখ্যাবাচক শব্দের পূর্বে যুক্ত হয়। এই ক্ষেত্রে প্রথমে বিশেষ্যটিকে লিখিতে হইবে। কিন্তু বিশেষ্যটির উচ্চারণে যদি কেবলমাত্র দুইটি বর্ণ থাকে সেক্ষেত্রে প্রথমে বিশেষ্য বসাইবার প্রয়োজন নাই। যদিও অনেক ক্ষেত্রে এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে এই নিয়মে ব্যবহৃত কয়েকটি শ্রেণী বিভাজকের ব্যবহার প্রদত্ত হইল ঃ

➤ ১। ***বীথাই*** — ফল,

ককথাই — শব্দ,

সুতরাং ফল, শব্দ ইত্যাদির সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে ***'থাই'*** শ্রেণী বিভাজকটি ব্যবহৃত হইবে। যেমন —

একটি ফল — *বীথাই থাইসা,*

দুইটি আম — *থাইচুক থাইনীয়*

তিনটি শব্দ — *ককথাই থাইথাম*

ব্যতিক্রম ঃ আধারবাচক বা প্যাকেট বা কথা ইত্যাদি গণনার ক্ষেত্রেও ***'থাই'*** বসিবে। যেমন —

একটি খাড়া — *লাঙগা থাইসা,*

এক প্যাকেট মরিচ — *মস' প্যাকেট থাইসা,*

একটি কথা — *কক থাইসা*

দুইটি থালা — *মায়রাঙ থাইনীয়*

২। ***বীতাং*** — মালা, ছড়া,

সুতরাং মালা, ছড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে ***'তাং'*** বসিবে। যেমন —

একটি ফুলের মালা — *খুমতাং তাংসা,*

এক ছড়া খেজুর — *খেজুর বীতাং তাংসা,*

একটি কর্মসূচী — *সামুঙ বীতাং তাংসা,*

৩। ***বীলাই*** — পাতা বা পৃষ্ঠা,

সুতরাং পাতা বা পৃষ্ঠা গণনায় ***'লাই'*** বসিবে। যেমন —

পাঁচটি আম পাতা — *থাইচুক বীলাই লাইবা,*

ছয় পৃষ্ঠা — *বীলাই লাইদক,*

৪। ***বুফাঙ*** — গাছ,,

সুতরাং গাছ গণনার ক্ষেত্রে ***'ফাঙ'*** বসিবে। যেমন —

দুইটি গাছ — *বুফাঙ ফাঙনীয়,*

তিনটি গাছ — *বুফাঙ ফাঙথাম,*

৫। ***বীতাই*** — ডিম,

সুতরাং ডিম গণনার ক্ষেত্রে ***'তাই'*** বসিবে। যেমন —

তিনটি ডিম — *বীতাই তাইথাম,*

চারটি ডিম — *বীতাই তাইবুরুয়,*

৬। ***বুবার*** — ফুল,

সুতরাং ফুল গণনার ক্ষেত্রে ***'বার'*** বসিবে। যেমন —

একটি ফুল — *বুবার বারসা*

তিনটি ফুল — *খুম বারথাম*

৭। ***বীলাম*** — ছিদ্র,

দগলাম — দরজা,

তাইলাম — জানালা,

সুতরাং ছিদ্র, দরজা, জানালা ইত্যাদির গণনার ক্ষেত্রে *'লাম'* বসিবে। যেমন —

একটি ছিদ্র — *বীলাম লামসা,*

দুইটি দরজা — *দগলাম লামনীয়,*

তিনটি জানালা — *তাইলাম লামথাম,*

৮। *বুদুল* — **টিল, চাকা, পিণ্ড,**

সুতরাং টিল, চাকা বা পিণ্ড গণনার ক্ষেত্রে *'দুল'* বসিবে। যেমন —

এক পিণ্ড ভাত — *মায়দুল দুলসা,*

একটি মাটির চাকা — *হাদুল দুলসা,*

৯। *বেদেক* — **ডাল, শাখা, বিভাগ,**

সুতরাং গাছের ডাল বা শাখা গণনার ক্ষেত্রে *'দেক'* বসিবে। যেমন —

দুইটি ডাল — *বেদেক দেকনীয়,*

তিনটি শাখা — *বেদেক দেকথাম,*

১০। *বুসুপ* — **কোণ,**

সুতরাং কোণ গণনার ক্ষেত্রে *'সুপ'* বসে। যেমন —

এক কোণ — *বুসুপ সুবসা,*

চার কোণা বিশিষ্ট — *বুসুপ সুববুরুয় গীনাঙ,*

১১। *খীতীঙ* — **সুতা,**

সুতরাং সুতা বা সুতার ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট কোন কিছুর গণনায় *'তীঙ'* বসিবে। যেমন —

একটি সুতা — *খীতীঙ তীঙসা,*

দুইটি চুল — *খীনাই তীঙনীয়,*

১২। *বুদুক* — **লতা, ছিলা, গুণ, দড়ি,**

সুতরাং লতা, ছিলা বা গুণ গণনার ক্ষেত্রে *'দুক'* বসিবে। যেমন —

একটি লতা — *বুদুক দুকসা,*

দুইটি দড়ি — *বুদক দুকনীয়,*

১৩। *ককথর* — **শব্দাংশ,**

সুতরাং শব্দাংশ গণনার ক্ষেত্রে *'থর'* বসিবে। যেমন —

দুইটি শব্দাংশ — *ককথর থরনীয়,*

তিনটি শব্দাংশ — *ককথর থরথাম,*

১৪। *তাল* — মাস,

সুতরাং মাস গণনার ক্ষেত্রে *'তাল'* বসিবে। যেমন —

দুইমাস — *তালনীয়,*

তিনমাস — *তালথাম,*

১৫। *সাল* — দিন,

সুতরাং দিন গণনার ক্ষেত্রে *'সাল'* বসিবে। যেমন —

একদিন — *সালসা,*

পাঁচদিন — *সালবা,*

১৬। *বিসি* — বৎসর,

সুতরাং বৎসর গণনার ক্ষেত্রে *'বিসি'* বসিবে। তবে ১ এর ক্ষেত্রে *'বিসি'*-এর সংক্ষিপ্ত রূপ *'বি'* এবং ২ ও ৫ এর ক্ষেত্রে *'বিসিগ'* ব্যবহৃত হয়। যেমন —

এক বৎসর — *বিসা,*

দুই বৎসর — *বিসিগনীয়,*

পাঁচ বৎসর — *বিসিগবা,*

১৭। *হর* — রাত্রি,

সুতরাং রাত্রি গণনার ক্ষেত্রে *'হর'* বসিবে। যেমন —

এক রাত্রি — *হরসা,*

দুই রাত্রি — *হরনীয়,*

১৮। *থপ* — ফোঁটা (drop)

সুতরাং ফোঁটা গণনার ক্ষেত্রে *'থপ'* বসিবে। যেমন —

এক ফোঁটা — *থপসা,*

তিন ফোঁটা — *থপথাম,*

১৯। *খুরি* — বাটি, পাত্র,

সুতরাং বাটি, পাত্র ইত্যাদি গণনার ক্ষেত্রে *'খুরি'* বসিবে। যেমন —

এক বাটি — *খুরিসা,*

দুই পাত্র — *খুরিনীয়,*

২০। ***বাগ* — খণ্ড বা ভাগ,**

সুতরাং খণ্ড বা ভাগ এর ক্ষেত্রে ***'বাগ'*** বসিবে। যেমন —

এক খণ্ড — *বাগসা,*

দুই ভাগ — *বাগনীয়,*

২১। ***সগু* — দল, গুণ,**

সুতরাং দল বা গুণ গণনার ক্ষেত্রে ***'সগু'*** বসিবে। যেমন —

এক দল — *সগুসা,*

তিন গুণ — *সগুথাম,*

২২। ***দাল* — প্রকার,**

সুতরাং প্রকার বুঝাইবার জন্য ***'দাল'*** বসিবে। যেমন —

দুই প্রকার — *দালনীয়,*

তিন প্রকার — *দালথাম,*

২৩। ***হাখর* — গর্ত,**

সুতরাং গর্ত গণনার ক্ষেত্রে সংখ্যা বাচক শ্রেণী বিভাজক ***'খর'*** বসিবে। যেমন —

একটি গর্ত — *হাখর খরসা,*

তিনটি গর্ত — *হাখর খরথাম,*

২৪। ***খরক* — জন, মাথা**

সুতরাং জন, মাথা গণনার ক্ষেত্রে ***'খরক'*** বসিবে। যেমন —

দুইজন — *খরকনীয়,*

তিনজন — *খরকথাম,*

২৫। ***বুচু* — পুটলি,**

সুতরাং পুটলি গণনার ক্ষেত্রে ***'চু'*** বসে। যেমন —

এক পুটলি — *বুচু চুসা,*

দুই পুটলি — *বুচু চুনীয়,*

২৬। ***মথা* — আঁটি, সংস্থা**

সুতরাং আঁটি গণনার ক্ষেত্রে ***'মথা'*** বসিবে। যেমন —

এক আঁটি — *মথাসা,*

তিন আঁটি — *মথাথাম,*

ককবরক গণনায় শ্রেণী বিভাজকের ব্যবহার

উপরে উল্লেখিত বাঁধা ধরা নিয়ম ছাড়াও আরো অনেক শ্রেণী বিভাজক বিদ্যমান। উহাদের মুখস্থ করা ব্যতীত কোন গত্যন্তর নাই। নিম্নে উহাদের সম্পর্কে আলোচনা করা হইল।

➤ ২৭। প্রাণীর সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে *'মাক'* বসিয়া থাকে। তবে ১, ৪, ৫, ৬ এর ক্ষেত্রে মাক-এর সংক্ষিপ্ত রূপ *'মা'* এবং ২ এর ক্ষেত্রে *'মাঙ'* বসিয়া থাকে। যেমন —

একটি গরু — *মুসুক মাসা,*

দুইটি ছাগল — *পুন মাঙনৗয়,*

সাতটি মোরগ — *তক মাকসিনি,*

➤ ২৮। ***কল*** — গোলাকৃতি ছোট কোন জিনিসের ক্ষেত্রে ***'কল'*** বসাইয়া থাকে। যেমন —

একটি মার্বেল — *মার্বেল কলসা,*

দুইটি চোখ — *মকল কলনৗয়,*

➤ ২৯। ***খুং*** — 'যান' যেমন - গাড়ী, রিক্সা, সাইকেল, বিমান, নৌকা, জাহাজ, ঘর, বাক্স, দা ইত্যাদি গণনার ক্ষেত্রে ***'খুং'*** বসিয়া থাকে। যেমন —

একটি বিমান — *বিরখুং খুংসা,*

একটি জাহাজ — *তৗয়রৗঙ খুংসা,*

➤ ৩০। ***কং*** — হাত, পা, আঙ্গুল, লাঠি, কলম এবং মৃত গাছ ইত্যাদি গণনার ক্ষেত্রে ***'কং'*** বসিয়া থাকে। যেমন —

দশটি হাত — *য়াগ কংচি,*

দুইটি পা — *য়াকুং কংনৗয়,*

বিশটি আঙ্গুল — *য়াসি কংনৗয়চি,*

একটি কলম — *কলম কংসা,*

➤ ৩১। ***কাঙ*** — বই, খাতা, কাগজ, কাপড় ইত্যাদির সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে ***'কাঙ*** বসিয়া থাকে। যেমন —

একটি বই — *পুথি কাঙসা,*

একটি শার্ট — *কামচৗলৗয় কাঙসা,*

➤ ৩২। ***লেপ*** — কেইক, পিঠা, পয়সা ইত্যাদির সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে ***'লেপ'*** বসিয়া থাকে। যেমন —

একটি কেইক — *কেইক লেপসা,*

দুইটি পিঠা — *আউান লেপনীয়,*

তিনটি পয়সা — *পুইসা লেপথাম,*

৩৩। ***খক*** — টাকা গণনার ক্ষেত্রে ***'খক'*** বসিয়া থাকে। যেমন —

দশ টাকা — *রাঙ খকচি,*

পাঁচ টাকা — *রাঙ খকবা,*

৩৪। ***ফন*** — মাছ, মাংস ইত্যাদির টুকরা গণনার ক্ষেত্রে ***'ফন'*** বসিয়া থাকে। যেমন —

পাঁচ টুকরা মাছ — *আ ফনবা,*

এক টুকরা মাংস — *বাহান ফনসা,*

৩৫। ***ফুং*** — চপেটাঘাত বা আঘাতের সংখ্যা গণনার ক্ষেত্রে ***'ফুং'*** বসিয়া থাকে।

একটি লাথি — *উসতা ফুংসা,*

একটি চপেটাঘাত — *থাপরা ফুংসা,*

৩৬। ***ফাতি*** — খাইবার ক্ষেত্রে ***'বেলা'*** বুঝাইবার জন্য ***'ফাতি'*** বসিয়া থাকে। যেমন —

এক বেলা — *ফাতিসা,*

দুই বেলা — *ফাতিনীয়,*

৩৭। ***কীরীং*** — মানব শরীরের মাংসের অংশ বা জায়গার অংশ বুঝাইবার জন্য ***'কীরীং'*** বসিয়া থাকে। যেমন —

এক অংশ মাংস — *বাহান কীরীংসা,*

এক অংশ জায়গা — *জাগা কীরীংসা,*

৩৮। ***উাই*** — একবার, দুইবার, কতবার ইত্যাদির ক্ষেত্রে 'বার' বুঝাইবার জন্য ***উাই'*** বসিয়া থাকে। যেমন —

একবার — *উাইসা,*

কতবার — *উাই বীসীক,*

৩৯। ***মুক*** — দৈর্ঘ্য পরিমাপের একক 'হাত' বুঝাইবার জন্য ***'মুক'*** বসিয়া থাকে। যেমন —

এক হাত — *মুকসা,*

পাঁচ হাত — *মুকবা,*

৪০। ***খাক*** — কোন জিনিসের অংশ বুঝাইবার জন্য ***'খাক'*** বসিয়া থাকে। যেমন —

এক অংশ — *খাকসা,*

পাঁচ অংশ — *খাকবা,*

➔ ৪১। *লাপ* — কাগজ অথবা কাপড়ের ছেঁড়া টুকরা বুঝাইবার জন্য *'লাপ* বসিয়া থাকে। যেমন —

এক টুকরা ছেঁড়া কাগজ — *কাগজ লাপসা,*

দুই টুকরা ছেঁড়া কাপড় — *রি লাপনীয়,*

➔ ৪২। *বাই*—তমাক, গাজা, ইত্যাদির ছিলিম গণনার ক্ষেত্রে *'বাই'* বসিয়া থাকে। যেমন —

এক ছিলিম গাজা — *গাজা বাইসা,*

দুই ছিলিম তামাক — *দুমা বাইনীয়,*

➔ ৪৩। *খপ* — পানের ক্ষেত্রে চুমুক বা টান ইত্যাদি বুঝাইবার জন্য *'খপ'* বসিয়া থাকে। যেমন —

এক চুমুক কফি — *কফি খপসা,*

একটান তামাক — *দুমা খপসা,*

➔ ৪৪। *কাই* — উপরে উল্লেখিত জিনিসগুলি ব্যতীত বাকি সকল জিনিসের ক্ষেত্রে *'কাই'* বসিয়া থাকে। যেমন —

একটি ইট — *ইট কাইসা,*

➔ ৪৫। *রেচেক*—ফল জাতীয় কোন কিছুর ফালি গণনার ক্ষেত্রে *'রেচেক'* বসে। যেমন —

একফালি তরমুজ — *তরমুজ রেচেকসা,*

একফালি কুমড়া — *চাকুমরা রেচেকসা,*

➔ ৪৬। *খানি* — পানের খিলি গণনার ক্ষেত্রে *'খানি'* বসিয়া থাকে। যেমন —

এক খিলি পান — *কুউাই খানিসা,*

বেদেক্ উলথাম (তৃতীয় পরিচ্ছেদ)

তৗইতুন সৗয়মুঙ (পত্রলিখন)

➔ (১) *সৗয়নাই তাই মাননাই* (লেখক ও প্রাপক) ঃ

সাধারণতঃ দূরের কাহাকেও কোন বিষয় সম্পর্কে অবগত করিতে হইলে একটা কাগজে লিখিয়া জানাইতে হয়। এই লিখিত কাগজকেই বলা হয় পত্র। ককবরকে পত্রকে বলা হয় *তৗইতুন* বা *ককবৗলাই* বা *ককলাই*। যিনি এই পত্র লিখিয়া থাকেন তাহাকে বলা হয় *সৗয়নাই* বা লেখক এবং যাহার উদ্দেশ্যে পত্রখানি লিখা হয় তাহাকে বলা হয় *মাননাই* বা প্রাপক।

➔ (২) *তৗইতুননি কক* (চিঠির ভাষা) ঃ

চিঠিতে লিখিত ভাষা স্পষ্ট, সহজ ও সরল হওয়া বাঞ্ছনীয়। যাহাতে প্রাপক চিঠির মূল বক্তব্য খুব সহজেই বুঝিতে পারেন।

➔ (৩) *তৗইতুননি বাগমুঙ* (চিঠির অংশ) ঃ

ককবরক ভাষায় ব্যবহৃত চিঠির অংশগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

ক) *সৗয় সৗকাঙ* (শিরোনাম; The Heading) ঃ

এই অংশে লেখকের নাম ঠিকানা ইত্যাদি লিখিতে হয়, যাহাতে প্রাপক সহজেই এই ঠিকানায় উত্তর পাঠাইতে পারেন। এই অংশটি চিঠির মূল অংশের উপরে দক্ষিণ ভাগে লিখা হয়।

খ) *সাললেখা* (দিনাঙ্ক; The Date) ঃ

এই অংশটি চিঠির দক্ষিণ ভাগে প্রেরকের নাম-ঠিকানার নিম্নাংশে লিখিতে হয়।

গ) *খা-নামুঙ* (সম্ভাষণ; The Salutation) ঃ

এই অংশটি চিঠির মূল বক্তব্যের বাম ভাগে খানিকটা উপরে লেখা হয়। ককবরকে ব্যক্তিগত চিঠির ক্ষেত্রে গুরুজনকে *মানিথাই* (শ্রদ্ধেয়, শ্রীচরণকমলেষু, শ্রীচরণেষু), *মানিজাগনাই* (শ্রদ্ধাস্পদেষু, শ্রদ্ধাভাজন), *খুলুমথাই* (পূজনীয়, পরম পূজনীয়) ইত্যাদি, সমবয়স্ক বা বন্ধু স্থানীয় ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে *খা-কিচিং* (বন্ধুবরেষু, প্রীতিভাজনেষু) *খানি* (সুহৃদয়েষু, প্রিয়), *খাপাঙনি* (প্রিয়বরেষু) ইত্যাদি বয়ঃকনিষ্ঠ ভ্রাতৃপ্রতিমদের প্রতি *কুইয়া*

(কল্যাণীয়েষু, কল্যাণবরেষু, স্নেহাস্পদেষু) এবং অপরিচিত সম্মানীয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে *বরমগীনাঙ* (মহাশয়, মাননীয়, মান্যবরেষু), *মানগীনাঙ* (মাননীয়, মান্যবরেষু) ইত্যাদি লেখা হয়।

ঘ) ***ককবুমা*** (মূল বক্তব্য, The body of the letter) ঃ

এই অংশে পত্রলেখক তাহার বক্তব্য সহজ সরল ভাষায় লিখিয়া থাকেন।

ঙ) ***খা-নাফিমুঙ*** (উপসংহার; The subscription) ঃ

এই অংশটিকে লিখিতে হয় পত্রের মূল বক্তব্যের খানিকটা নীচে দক্ষিণ ভাগে।

চ) ***সীয়নাইনি মুঙ সীয়মুঙ*** (স্বাক্ষর; The signature) ঃ

এটা হইতেছে প্রেরকের সহি। খা-নাফিমুঙ-এর নিম্নাংশে এই সহি করিতে হয়।

ছ) ***সীয়হরজাগনাইনি মুঙ তেই নিকুমা*** (প্রাপকের নাম ঠিকানা) ঃ

এই অংশটি খাম বা পোষ্টকার্ডের উপরে লিখিতে হয়। অথবা কোন কোন পত্রে ঠিকানার স্থান নির্দিষ্ট থাকে।

তাইতুন' সীয়জাগনাই ককবীতাং কিচাসীক

(পত্রে ব্যবহৃত কয়েকটি বাক্য)

জরা কিচিস্যসে আঁংখা নিনি ককবীলাই মানখা (কিছুক্ষণ হল আপনার পত্র পেয়েছি)। *থাংনাই তালনি ১৫ তারিখনি ফুঙগ সীয়জাক নিনি কাকবীলাই মানখা* (গত মাসের ১৪ তারিখের সকাল বেলায় লিখিত আপনার পত্রখানি পেয়েছি)। *সাল কীবাং আঁংখা আঙ নন' ককবীলাই রীয়া* (অনেকদিন হল আমি আপনাকে কোন পত্র দেই না)।

নীঙ অব খীনাউই বেলাই-ন তঙথকজাগনাই (আপনি ইহা শোনে অত্যন্ত আনন্দিত হবেন)।

সাল কীবাং আঁংখা নরগনি কুনু খবর মানলিয়া (অনেক দিন হল আপনাদের কোন খবর পাচ্ছি না)।

খীনাউই বেলাই-ন খা ফুরখা (শুনে অত্যন্ত খুশী হলাম)।

আনি বাগীই উানানানি নাঙগীলাক (আমার জন্য চিন্তা করতে হবে না)।

নরগ জতত-ন কাহাম খীনাউই বেলাই-ন খা ফুরখা (আপনারা সবাই ভাল জেনে খুবই খুশী হলাম)।

জরা জরাঅ চিঠি রহরীই তঙথগমুঙ রীনা তা পগদি (মাঝে মাঝে পত্র দিয়ে আনন্দ দিতে ভুলবেন না)।

অকরার গন আনি খুলুমমা য়াফারদি (বড়দেরকে আমার প্রণাম জানাবেন)।

দাকতি ককবীলাইনি জবাব রীহরদি (শীগ্‌গির পত্রের উত্তর দেবেন)।

আঙ নিনি ককবীলাইনি নাইসিংগীই তঙগ (আমি আপনার পত্রের অপেক্ষায় আছি)।

চীঙ কাহাম-ন তঙগ' (আমরা ভালই আছি)।

নরগ' বাহাই তঙ জানগহরদি (আপনারা কেমন আছেন জানাবেন)।

তিনি আসীক-ন (আজ এতটুকুই থাক)।

১) **কাহাম-হাময়া সৗংগৗই বুফানি থানি বৗসাজৗলানি ককবৗলাই ঃ**

শিবনগর,
কলেজ রোড কৗচাম
আগরতলা,
১৫-৪-'৯৯ ইং

খুলুমথাই বাবু,

পুইলা-ন নৗও আনি খুলুমমুং য়াচাগদি। মিয়া হর' ইমাংগ' আঙ নুগ, নৗও লুমুই তঙখা। আ বাগৗই মিয়া হরনি সিমি নিনি বাগৗই খা সতনৗই তঙখা। আঙ নগনি ফায়ফুরু নন কিসা লুমৗই তঙমা হাই নুগৗই ফায়মানি-ন মৗতৗই অৗংখা। ডাক্তার নয়জাগৗই বিথি চাদি হৗনৗই সামানি। চা দে চাখা অব জানগৗই ককবৗলাই সৗয়হরদি। নৗও সাগনি বাগৗই কুনুফুরু-ন যত্ন নায়া। তাবুগনি সিমি সাগনি বাগৗই কিসা যত্ন খৗলায়দি।

আমা তাই বাই কুফুরন আনি খুলুমমা য়াফারদি। আঙ কাহাম-কৗরৗও-ন তঙগ, নরগ বাহাই তঙ সৗয়হরদি।

পাইথাগ'
নৗও সাজৗলা
'বলেন'

তঙথাই

মুঙ — চন্দ্রকুমার দেববর্মা কামি — আখড়া বাড়ী, পোঃ দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট, খোয়াই, ত্রিপুরা পশ্চিম।	ডাক টিকিট

(২) **পরীক্ষাঅ পাশ খৗলায়মানি খবর খৗনাউই হামবাই জানগৗই বুফায়ুংনি থানি বৗতানি ককবৗলাই ঃ**

ধলেশ্বর, আগরতলা
১৭-৩-৯৯ ইং

খাপাঙনি কলেন,

মিয়া সারিগ' নরগনি মাধ্যমিক পরীক্ষানি ফল করিজাগখা। কারিজাগমানি খবর মানমানি লগি লগি-ন আঙ ওরিয়েন্ট চৌমনি থাংগৗই নিনি রোল নম্বর নায় ফায়খা। নৗও জতত মিলিউই ৪১৫ নম্বর মানখা। অ নম্বর নুগৗই আঙ বেলাই-ন তঙথগজাগখা। সাল কিসানি বিসিং-ন মার্কসিট নরগনি রৗওনগ' সগৗইনাই।

(১) ক. ভালমন্দ জানিতে চাহিয়া পিতার নিকট পুত্রের পত্র ঃ (সাধুভাষা)

শিবনগর,
পুরাতন কলেজ রোড,
আগরতলা
১৫-৪-৯৯ ইং

পূজনীয় বাবা,

প্রথমেই আপনি আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। গত রাত্রে স্বপ্নে আমি দেখিয়াছি যে আপনি জ্বরে ভুগিতেছেন। তাই গত রাত্র হইতে আপনার জন্য মন টান পোড়ান করিতেছে। আমি বাড়ি হইতে আসিবার সময় আপনাকে কিছুটা অসুস্থ দেখিয়া আসিবার জন্যই এইরূপ হইয়াছে। ডাক্তার দেখাইয়া ঔষধ খাইতে বলিয়াছিলাম। খাইয়াছেন কিনা তাহা জানাইয়া চিঠি লিখিয়া পাঠাইবেন। আপনি নিজের জন্য কখনও যত্ন নেন না। এখন হইতে নিজের শরীরের প্রতি খানিকটা যত্ন নিবেন।

মা ও রাঙা দিদিকে আমার প্রণাম জানাইবেন। আমি ভালই আছি। আপনারা কেমন আছেন লিখিয়া জানাইবেন।

ইতি
আপনার স্নেহের
'বলেন'

ঠিকানা

নাম — চন্দ্রকুমার দেববর্মা গ্রাম — আখড়া বাড়ী পোঃ — দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট খোয়াই, ত্রিপুরা পশ্চিম।	ডাক টিকিট

২. (ক) পরীক্ষায় পাশের সংবাদ পাইয়া অভিনন্দন জানাইয়া ছোটভাই-এর নিকট দাদার পত্র ঃ (সাধুভাষা)

ধলেশ্বর, আগরতলা
১৭-৩-৯৯ ইং

স্নেহের কলেন,

গতকাল বিকালে তোমাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হইয়াছে। ফল প্রকাশের সংবাদ পাইবামাত্র আমি ওরিয়েন্ট চৌমুহনী গিয়া তোমার রোল নম্বর দেখিয়া আসিয়াছি। তুমি সর্বমোট ৪১৫ নম্বর পাইয়াছ। এই নম্বর দেখিয়া আমি খুবই আনন্দিত হইয়াছি। কিছু দিনের মধ্যেই মার্কসিট তোমাদের বিদ্যালয়ে গিয়া পৌঁছিবে।

নৗঙ তাবুক বর তঙগৗই পরিনা নায়'। নগ' তঙগৗইদে পরিনাই আউলিঅ আনি লগি তঙগৗই? ব স্ত্রীম' পরিনা মুচুঙ অবরগ সৗয়হরদি।

মাফাসঙ বাহাই তঙ? আঙ কাহম-ন ককবৗলাইনি জবাব সৗয়হরদি।

পাইথাগ'

'নৗতা'

তঙথাই/ নিকুমা

মুঙ — কলেন রূপিনি কামি — মানদাই, পোঃ — জিরানিয়া, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম।	ডাক টিকিট

(৩) হোস্টেল তঙখরনি খবর জানগৗই বুফানি থানি বৗসাচৗলানি ককবৗলাই ঃ

বোধজং বর্ডিং হাউস

আগরতলা,

২৮-৫-৯৯ ইং

খুলুমথাই বাবু,

সৗরাপসা সৗকাং নিনি ককবৗলাই মানখা। নগনি জতত-ন কাহাম খৗনাই বেলাই-ন খা তঙথকজাগখা। নৗঙ সৗয়খা চিনি রৗঙনগনি হোস্টেলনি তঙখর বৗতৗই জানগহরনানি।

চিনি হোস্টেলনি তঙখর বেলাই-ন কাহাম। হোস্টেলনি বৗসকাংগ-ন ইস্কুলনি মাঠ কতর। ইস্কুল ছুতি অৗংখাই সারিগ' চৗও অ-মাঠ' ফুটবল থুংলাইঅ। সানজা অৗংখাই-ন চৗঙ জতত-ন য়াগ-য়াকুং সুউই জান জানি পুথি আকরগ নাউই সাক বাইথাঙ পরিনানি আচুগলাইঅ। আনি অর' তঙনানি কুনু অসুবিধা অৗংগৗলাক। নৗঙ আনি বাগৗই তা উানাদি।

নৗঙ তাই আমা আনি খুলুমমা য়াচাগদি। আনি ককবৗলাই মানদরপ-ন জবাব সৗয়হরদি।

পাইথাগ'

নিনি কুসুমা

বরুন

তঙথাই

খুলুমথাই, শ্রী সুধাংশু কলই কামি — অমরাকুমার পাড়া, খোয়াই, ত্রিপুরা (পঃ)	ডাক টিকিট

তুমি এখন কোথায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতে চাও? বাড়িতে থাকিয়া পড়াশুনা করিবে না আগরতলায় আমার সহিত থাকিয়া পড়াশুনা করিবে? কোন্ স্ট্রিমে পড়াশুনা করিতে ইচ্ছা তাহা লিখিয়া আমাকে জানাইও।

মা ও বাবা কিরূপ আছেন? আমি ভালই। পত্রের উত্তর দিও।

ইতি

তোমার দাদা

শিরোনামা/ ঠিকানা

ডাক টিকিট

নাম — কলেন রূপিনী
গ্রাম — মানদাই,
পোঃ — জিরানীয়া,
আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম।

৩. (ক) হোস্টেল পরিবেশের বর্ণনা জানাইয়া পিতার নিকট পুত্রের পত্র ঃ (সাধুভাষা)

বোধজং বর্ডিং হাউস
আগরতলা
২৮-৫-৯৯ ইং

শ্রীচরণকমলেষু,

বাবা, কিছুক্ষণ পূর্বে আপনার পত্র পাইয়াছি। বাটীস্থ সকলেই সুস্থ আছে শুনিয়া খুবই উৎফুল্ল হইয়াছি। আপনি লিখিয়াছেন আমাদের বিদ্যালয়ের হোস্টেলের পরিবেশ বর্ণনা করিয়া জানাইতে।

আমাদের হোস্টেলের পরিবেশ খুবই ভাল। হোস্টেলের সম্মুখভাগেই বিদ্যালয়ের বিশাল মাঠ। বিদ্যালয় ছুটি হইলে বিকালে আমরা এই মাঠে ফুটবল খেলি। সন্ধ্যা হইবা মাত্র আমরা সকলেই হাত-পা ধৌত করিয়া পুঁথি লইয়া নিজে নিজেই পড়িতে বসিয়া যাই। আমার অত্র থাকিতে কোনরূপ অসুবিধা হইবে না। আপনি আমার জন্য চিন্তা করিবেন না।

পরিশেষে আপনি ও মা আমার প্রণাম গ্রহণ করিবেন। আমার পত্র পাওয়া মাত্রই উত্তর দিবেন।

ইতি

তোমার কনিষ্ঠ পুত্র
বরুন

শিরোনামা

ডাক টিকিট

পূজনীয়,
শ্রী সুধাংশু কলই
গ্রাম — অমরাকুমার পাড়া,
খোয়াই, ত্রিপুরা (পঃ)

(৪) *বেরাই ফায়না বাগীই কিচিংনি থানি কিচিংনি ককলাই :*

বাবা গরিয়া

যতনবাড়ী, অমরপুর
১২-১১-৯৯ ইং

খাপাঙনি

বিরেন্দ্র, নিনি ককবীলাই মানীই বেলাই তঙথকজাগখা। পৌষ তালনি হাংরাইফুর নীঙ চিনি অর ফায়নাই খীনাউই, আনি তঙথকমানি তেঁই আরি কীরীই। বিসা উল' নীঙ চিনি অর' ফায়নাই সাল বীরীয় সালবা তঙগীই মা থাংনাই।

নীঙ-ত সিঅ চিনি অর আ কীলায়। চামানি মানীইনি বিসিং আ সিমি-ন অর কাহাম চামুঙ। ম য়াসা চিনি অ আমচাই থাইলিকনি বাগীই-ব মুঙ কতর। নীঙ ফায়খাই আবরগনি বেবস্থা ঔংনাই তাই কুবুনি নায়থগ জাগাঅ-ব গুরিনানি থাংনাই। তিনি অর-ন মীথাকসিনু, মালাইখে সালাইনাই।

নীঙ তাই নরগনি নুখুঙনি বরকরগ বাহাই তঙ জানগহরদি। আঙ তাই চিনি নগনি বরকরগ কাহাম-ন। ককবীলাইনি জবাব সীয়হরদি।

পাইথাগ'
নিনি খাকিচিং
'নরেন'

তঙথাই

শ্রী চন্দ্রকান্ত ত্রিপুরা, *কামি — গণ্ডাছড়া,* *পোঃ — গণ্ডাছড়া বাজার,* *ধলাই, ত্রিপুরা।*	ডাক টিকিট

(৫) *আচায়মা সাল পালাইনানি সাল' ফায়না বাগীই কিচিংনি থানি কিচিংনি ককবীলাই :*

কলেজ রোড কীচাম,
আগরতলা
১০-১০-৯৯ ইং

খাতাংজাক অসীম,

ফায়নাই এপ্রিল তালনি ২ তারিখ আনি আচায়মা সাল। খীনাউই খা তঙথক জাগনাই অমন' রীগীই আ সালনি সানজা ৬ টা ফুরু চিনি নগ' হুকমু পানদা ঔংগানী। অ পানদাঅ নীঙ মা তঙনাই।

৪। (ক) **বেড়াইতে আসিবার জন্য বন্ধুর নিকট বন্ধুর পত্র ঃ (সাধুভাষা)**

বাবা গড়িয়া

যতনবাড়ী, অমরপুর
১২-১১-৯৯ ইং

প্রিয়বরেষু,

বীরেন্দ্র তোমার পত্র পাইয়া খুবই আনন্দিত হইয়াছি। পৌষ মাসের সংক্রান্তিতে তুমি আমাদের এইখানে আসিতেছ শুনিয়া আমার আনন্দের আর সীমা নাই। এক বৎসর পরে তুমি আমাদের এইখানে আসিতেছ, চার পাঁচদিন থাকিয়া যাইতে হইবে।

তুমি তো জানো আমাদের এইখানে মাছ সস্তা। খাওয়ার দ্রব্যাদির মধ্যে মাছই হল এইখানে ভাল খাবার। ইহা ছাড়া আমাদের এই অঞ্চল কলার জন্যও বিখ্যাত। তুমি আসিলে এই সবের ব্যবস্থা হইবে এবং অন্য মনোরম স্থানেও ভ্রমণে বাহির হইব। আজ এইখানেই শেষ করিতেছি। সাক্ষাতে বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

তুমি ও তোমাদের বাটীস্থ সকলে কিরূপ আছ, জানাইও। আমি ও আমাদের বাটীস্থ সকলেই ভাল আছি। পত্রের জবাব দিও।

ইতি
তোমার প্রিয়বন্ধু
নরেন

শিরোনাম

শ্রী চন্দ্রকান্ত ত্রিপুরা, গ্রাম — গণ্ডাছড়া, পোঃ — গণ্ডাছড়া বাজার, ধলাই, ত্রিপুরা।	ডাক টিকিট

৫। (ক) **জন্মদিনে আসিবার জন্য বন্ধুর নিকট বন্ধুর পত্র ঃ (সাধুভাষা)**

পুরাতন কলেজ রোড,
আগরতলা,
১০-১০-৯৯ ইং

প্রিয়বরেষু, অসীম,

আগামী এপ্রিল মাসের ২ তারিখ আমার জন্মদিন। শুনিয়া আনন্দিত হইবে যে, এই উপলক্ষ্যে ঐদিন সন্ধ্যা ছয়টায় আমাদের বাড়িতে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হইবে। তোমার নিকট আমার অনুরোধ তুমি ঐ অনুষ্ঠানে অবশ্যই উপস্থিত থাকিবে।

সানজা-চামুং ওঁংনাই, মৌসামুঙ -তামমুঙ ওঁংনাই। আনি কিচিংসঙ অ পানদাঅ তঙনাই। নৌঙ তঙখাই জতত-ন তঙথকজাগনাই।

আঙ নিনি বাগৗই নায়সিংগই তঙখা।

পাইথাগ'
নিকিচিং
'দীপক'

নিকুমা

শ্রী অসীম দেববর্মা, C/o শ্রী অমর রঞ্জন দেববর্মা কামি — আমপুরা, পোঃ — দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট, খোয়াই ত্রিপুরা (পঃ)।	ডাক টিকিট

(৬) মায়চু চালাইমাঅ মানজাগৗইনা বাগৗই কিচিংনি থানি ককবৗলাই ঃ

আমপুরা, খোয়াই
১১-১২-৯৯ ইং

খাপাঙনি সুজিত,

নন খবর কাহাম থাইসা রৗই তঙগ। ফায়নাই জানুয়ারী তালনি ১৫ তারিখ ককতি সাল' চৌঙ মায়চু চালাইনানি কক চাবলাইখা। তাকুলাইঅ মায়চু চালাইমানি জাগা ওঁংখা নীরমহল। নৌঙ তৌমুং অ মায়চু চালাইমাঅ চৌঙ বায় থাংখে বেলাই-ন খা রস চাজাগবাইনাই।

অ মায়চু চালাইমানি জাগানি বারাবায়চিং তৌয় মাঙ। নীরমহলনি তঙমুঙ তাই নায়থকমা-ব চাজাগমা হাই-ন। ম য়াসা ত্রিপুরানি লাইবুমাঅ মনি কক তঙগ। কুবুই-ন! অ জাগা নুগখাই চিনি তঙথক রৗনাই তঙরৗঙ কাইসা ওঁংনাই।

আ সালা' দামসিনিনি অ চৌঙ লাম রৗনাই। নৌঙ সালসা সৗকাং-ন আনি অর সক ফায়দি। হামজাগমুঙ য়াফারৗই।

নিনি খাপাঙনি
সুদীপ

তঙথাই

শ্রী সুজিত ত্রিপুরা প্রযত্নে — শ্রী সুরেন্দ্র ত্রিপুরা কামি — মহারাণীপুর, পোঃ — তেলিয়ামুড়া, খোয়াই ত্রিপুরা পশ্চিম।	ডাক টিকিট

সান্ধ্যভোজ হইবে, নাচ-গান হইবে। আমার বন্ধুরা সকলেই ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবে। তুমি থাকিলে সকলেই আনন্দিত হইবে।

আমি তোমার অপেক্ষায় রইলাম।

ইতি
তোমার বন্ধু
দীপক

শিরোনাম

শ্রী অসীম দেববর্মা, ডাক টিকিট C/o শ্রী অমর রঞ্জন দেববর্মা গ্রাম — আমপুরা, পোঃ — দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট, খোয়াই, ত্রিপুরা (পঃ)।

৬। বনভোজনে অংশগ্রহণ করিবার জন্য বন্ধুর নিকট পত্র ঃ

আমপুরা, খোয়াই
১১-১২-৯৯ ইং

হৃদয়ে, সুজিত,

তোমাকে একখানি সুখবর দিতেছি। আগামী জানুয়ারী মাসের ১৫ তারিখ রবিবারে আমরা বনভোজন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছি। এই বছর বনভোজনের স্থান নির্বাচন করিয়াছি 'নীরমহল'। তুমি যদি এই বনভোজনে আমাদের সহিত থাকো তাহলে খুবই আনন্দিত হইব।

এই বনভোজনের স্থানটির চারিদিকে শুধু জল আর জল। নীরমহলের অবস্থান ও সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করিবার মতো। তাছাড়া ত্রিপুরার ইতিহাসে ইহার উল্লেখ রহিয়াছে। সত্যি! এই স্থানটি প্রত্যক্ষ করিলে আমাদের একটি বিপুল অভিজ্ঞতা হইবে।

ঐদিন সকাল সাতটায় আমরা এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করিব। তুমি একদিন পূর্বে আমার এইখানে আসিয়া পৌঁছিবে।

ভালবাসা অর্পনান্তে।

তোমার প্রিয়
সুদীপ

শিরোনাম

শ্রী সুজিত ত্রিপুরা ডাক টিকিট প্রযত্নে — শ্রী সুরেন্দ্র ত্রিপুরা গ্রাম — মহারাণীপুর, পোঃ — তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, ত্রিপুরা পশ্চিম।

(৭) **রৗঙনগ' ফায়মায়া আঁংমানি বাগীই ফৗরৗঙজৗক কতরনি থানি ছুতিনি আরজি ঃ**

মানগীনাঙ ফৗরৗঙজুক কতর
আমপুরা উচ্চ বিদ্যালয়,
খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা।

বরম গীনাঙ

আনি কয়মুঙ আঙ থাংনাই জানুয়ারী তালনি ২৮ তারিখনি সিমি ৩০ তারিখ জরা লুমৗই তঙমা বায় রৗঙনগ' ফায় মানয়াখৗ।

আ বাগীই মানগীনাঙ ফৗরৗঙজৗগ কতরনি থানি আনি কয়মুঙ আন অ সালথামনি ছুতি মঞ্জুর খৗলায়জাগথুন।

৩ ফেব্রুয়ারী,
১৯৯৯ ইং

কয়হরনাই
শ্রী রণজিৎ দেববর্মা
রৗঙরেম কাইচার,
বাগ - ক
রোল নং — ১৮

(৮) **ককবরক কক ফারনাই পদনি বাগীই বিধান সভানি তাঙফাঙনি থানি আরজি ঃ**

মানগীনাঙ
সেক্রেটারী,
ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ্ এসেমব্লি,
আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম,

স্যার,

থাংনাই ৮ মার্চ ৯৯ ইং তারিখনি 'কর্মবার্তা' ককতৗমা বৗলাইঅ নিনি দপতর ককবরক ককফারনাই পদনি বাগীই বিজ্ঞপ্তি কারীমান' রৗগীই খুরচাজাগ পদনি বাগীই আঙ-ব বরক খরকসা।

তলাঅ সামুঙ নাঙমানি ককরগ খুরাচাজাগখা

(১) মুঙ — যতীন্দ্র দেববর্মা,

(২) ফানি মুঙ — যোগেশ দেববর্মা,

৭। বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিবার ফলে প্রধান শিক্ষিকার নিকট ছুটির আবেদন ঃ

মাননীয়া,

প্রধান শিক্ষিকা মহাশয়া,
আমপুরা উচ্চ বিদ্যালয়,
খোয়াই, পশ্চিম ত্রিপুরা।

মহাশয়া,

অধীনের বিনীত নিবেদন এই যে, আমি গত জানুয়ারী মাসের ২৮ তারিখ হইতে ৩০ তারিখ পর্যন্ত অসুস্থ থাকিবার দরুণ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইতে পারি নাই।

অতএব মাননীয়া প্রধান শিক্ষিকার নিকট আমার প্রার্থনা আমাকে এই তিন দিনের ছুটি মঞ্জুর করিয়া বাধিত করিবেন।

৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৯ ইং

বিনীত
শ্রী রণজিৎ দেববর্মা
অষ্টম শ্রেণী
শাখা - ক
রোল নং - ১৮

৮। (ক) ককবরক অনুবাদক পদের জন্য বিধানসভার সেক্রেটারীর নিকট দরখাস্ত ঃ

মাননীয়
সেক্রেটারী মহোদয়,
ত্রিপুরা লেজিসলেটিভ্ এসেমব্লী
আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম।

স্যার ,

গত ৮ই মার্চ ৯৯ ইং তারিখে 'কর্মবার্তা' সংবাদপত্রে আপনার দপ্তরে ককবরক অনুবাদক পদের জন্য যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, উল্লেখিত পদের জন্য আমিও একজন প্রার্থী।

নীচে প্রয়োজনীয় বিবরণ প্রদান করা হল —

(১) নাম — যতীন্দ্র দেববর্মা,
(২) পিতার নাম — যোগেশ দেববর্মা

(৩) তগুথাই — চম্পাহাওর, খোয়াই, ত্রিপুরা পশ্চিম।

(৪) বীরনি বরক — ভারতনি বরক

(৫) আচায়মানি সাল — ১৩-১-১৯৭১ ইং

(৬) সগুদুক/ সংদুকয়া — সগুদুক

(৭) ধর্ম — হিন্দু

(৮) পড়ালেখা — (ক) এম. এ.; সি. সি. কে.
(খ) টাইপ, ককথাই বীরীয়চি (পি.এম)

(৯) নুখুংনি তমুঙ — বিগরা তাই নগ' কে-ব চাকরি খীলায়নাই কীরীই;
হা কীরীই নুখুংনি বরক।

(১০) এমপ্লয়মেন্ট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার — ডব্লিও/২৯০/৯১

নিনি বিজ্ঞপ্তিতাই পাসপোর্ট সাইজ ফতু কাইনীয় তাই সার্টিফিকেট রগনি এটেষ্টেট কপি আরজনি লগি রীহরখা। খুরচাজাগ পদ' আন' সেপ রীনানি কয়হর'।

কয়হরনাই
যতীন্দ্র দেববর্মা

সাললেখা ঃ ২৪ মার্চ, ১৯৯৯ ইং

(৩) ঠিকানা — চাম্পাহাওরা, খোয়াই, ত্রিপুরা পশ্চিম।

(৪) নাগরিকত্ব — ভারতীয়

(৫) জন্ম তারিখ — ১৩-১-১৯৭১ ইং

(৬) উপজাতি/অনুপজাতি — উপজাতি

(৭) ধর্ম — হিন্দু

(৮) শিক্ষাগত যোগ্যতা — (ক) এম.এ.; সি.সি.কে,
(খ) টাইপ, ৪০টি শব্দ (মিনিট প্রতি)

(৯) পারিবারিক বিবরণ — দুঃস্থ, পরিবারে চাকুরীরত কেউ নেই, ভূমিহীন পরিবারের সদস্য।

(১০) এমপ্লয়মেন্ট রেজিস্ট্রেশন নাম্বার — ডব্লিও/২৯০/৯১

আপনার বিজ্ঞপ্তি অনুসারে পাসপোর্ট সাইজ ফটো দুই কপি ও সার্টিফিকেটগুলির এটেস্টেট কপি আবেদন পত্রের সঙ্গে দেওয়া হল। উল্লেখিত পদে আমাকে নিয়োগ করার জন্য অনুরোধ করছি।

নিবেদক
যতীন্দ্র দেববর্মা,

তারিখ ঃ ২৪ মার্চ, ১৯৯৯ ইং

বেদেক উলবীরীয় (চতুর্থ পরিচ্ছেদ)

ককবরক খীলায়মুঙ

(ককবরক অনুবাদ)

ইংরাজী তেই বাংলানি ককবরক খীলায়মুঙ

[Translation from English and Bengali into Kokborok]

ইংরাজী বা বাংলায় লিখিত বক্তব্যকে ককবরকে রূপান্তরিত করিবার সময় বক্তব্যের তাৎপর্যকে যেমন অব্যাহত রাখিতে হইবে, তেমনি ককবরক ভাষার মূল প্রকৃতি সম্বন্ধেও অবহিত থাকিতে হইবে। অনূদিত অংশটি যেন ককবরক ভাষায় মৌলিক রচনা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে তদ্বিষয়ে সতর্ক না থাকিলে অনুবাদ সুন্দর হয় না। নীচে অনুবাদ সম্বন্ধে সচেতন হইবার জন্য কয়েকটি নির্দেশ লক্ষ্যণীয়।

১। ইংরাজী বা বাংলা হইতে ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় কোন শব্দ বা বাক্যের প্রতিশব্দ ব্যবহার করিলেই সর্বদা প্রকৃত অনুবাদ হয় না। প্রত্যেক শব্দের আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া মূল বাক্যের তাৎপর্য অনুধাবন করিয়া স্বাভাবিক ককবরক বাক্যে ভাবানুবাদ করা উচিত। সেই জন্য অনুবাদের জন্য নির্ধারিত ইংরাজী বা বাংলায় লিখিত অনুচ্ছেদটি একাধিকবার পড়িয়া মূল বক্তব্যের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

২। অনুবাদ করিবার সময় নীচের নিয়মগুলির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন ঃ

ক) যে অনুচ্ছেদটি অনুবাদ করিতে হইবে তাহা কমপক্ষে দুই তিনবার ভালভাবে পড়িয়া লইতে হইবে।

খ) ককবরকে অনুবাদ করিবার সময় ককবরকের মৌলিকত্ব বজায় রাখিতে হইবে। ইংরাজী বা বাংলায় লিখিত বাক্যগুলির কেবলমাত্র প্রতিশব্দ বসাইলেই চলিবে না।

গ) ইংরাজী বা বাংলায় লিখিত দীর্ঘ বাক্যগুলিকে প্রয়োজনে ভাবানুবাদের জন্য দুই-তিনটি বাক্যে বিভক্ত করিয়া লওয়া যায়। অথবা প্রয়োজনে ছোট ছোট দুই তিনটি বাক্যকে একটি বাক্যে লইয়া আসা যায়।

ঘ) ভাষার সরলতা ও প্রাঞ্জলতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

ঙ) ইংরাজী বা বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত সকল শব্দের ককবরক প্রতিশব্দ নাও থাকিতে পারে। এই ক্ষেত্রে আমাদের ককবরক ভাষায় সর্বদা ব্যবহৃত ও ঋণকৃত শব্দগুলিকেই ব্যবহার করিতে হইবে এবং সঙ্গে প্রয়োজনীয় ককবরক বিভক্তি যুক্ত করিতে হইবে।

নীচে ইংরাজী ও বাংলার কয়েকটি অনুচ্ছেদকে ককবরক ভাষায় অনুবাদের উদাহরণ প্রদত্ত হইল ঃ

1. Sister Nivedita known as Margaret Elizabeth Nobel, was born in Ireland in 1867. After finishing her education, she settled down in England in the teaching profession. During this period she happned to meet Swami Vivekananda at a London home. Greatly attracted by his teachings she accepted him as her Master. She came to India with her Master for dedicating to herself to the uplift of Indian women.

বাংলা ঃ ভগিনী নিবেদিতা, যিনি মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ নামে পরিচিতা, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে আয়ার্ল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষাসমাপনান্তে তিনি শিক্ষকতার পেশা নিয়ে ইংল্যাণ্ডে বাস করতে থাকেন। এই সময় লণ্ডনের এক বাড়িতে স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে তাঁর হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়। তাঁর (স্বামিজীর) বাণীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তিনি (নিবেদিতা) তাঁকে গুরু হিসাবে গ্রহণ করেন। ভারতীয় নারীদের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করার জন্যে তিনি তাঁর গুরুর সঙ্গে ভারতে আসেন।

ককবরক ঃ *বুখুক নিবেদিতা, মার্গারেট এলিজাবেথ নোবল্ মুঙগাঁই সিনিজাক, ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দঅ আয়ারর্ল্যাণ্ড' আচায়খা। পড়ালেখা পাইমানি উল' ব ফৗরৗঙনাইজৗকনি সামুং য়াচাগাঁই ইংল্যাণ্ড' তঙনা নাঙখা। আফুরু লণ্ডননি নক খুঙসাঅ স্বামী বিবেকানন্দ বায় ব সালসা মালাইজাগখা। বিনি (স্বামিজীনি) ককবিতি বায় বৗখা সতনজাগাঁই ব (নিবেদিতা) বন গুরু হিসাবৗই মানিখা। ভারতনি বৗরৗয়রগনি হামকৗরায় খৗলায়থানি সাগন বেদকনা বাগাঁই ব বিনি গুরুনি লগি ভারত' ফায়কা।*

2. Man is the maker of his own fortune. We can not prosper in our life if we are afraid of labour. Some people think that success in life depends on luck or chance. Nothing can be farther from truth. Scientists have toiled day and night in their laboratories to invent gramophone, radio television, which have added to the joy of our life. Life is not a bed of roses. Industry is the secret of success not only for an individual but also for a nation.

বাংলা ঃ মানুষ আপনার ভাগ্যের নির্মাতা। যদি আমরা পরিশ্রমকে ভয় পাই, তবে আমরা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবো না। অনেকে মনে করে, জীবনে সাফল্য ভাগ্য বা সুযোগ-সম্ভাবনার ওপর নির্ভর করে। এর থেকে অসত্য আর কিছু হতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা গ্রামোফোন, রেডিও, দূরদর্শন আবিষ্কার করতে গিয়ে দিবারাত্রি তাদের গবেষণাগারে পরিশ্রম করেছেন যেগুলি আমাদের জীবনে আনন্দ বৃদ্ধি করেছে। জীবন গোলাপ ফুল দিয়ে তৈরী শয্যা নয়। শুধু ব্যক্তির পক্ষে নয়, দেশের পক্ষেও পরিশ্রমই হোলো সাফল্যের গোপন কথা।

ককবরক ঃ *বরক-ন বরকনি তালিখান সীনাম'। তাঙনানি কিরিখাই চাঁও জীবন' আগক মানগীলাক। তালিখা এবা সেবনি বাগীইসে বরক মুনুইসু জীবন' হামাই মান' হিনাই বাগসা বাগসা খাঅ তঙগ। ম ককলে কুবুই বায় কিসা ফান' সললাইমানি কীরাই। সইসিমা কীরাঙরগ গ্রামোফোন, রেডিও তেই টেলিভিশনরগ কারিনা বাগাই বরগনি তাঙরুতুকনগ' হপুঙসাপুঙ সামুঙরগ তাঙখা। আবনি বাগাই চিনি জীবন' তঙথতক-ব বাঙখা। বরক মুনুইসুনি জীবননি লামালে কীসাপয়া। তাঙমুঙ-ন জীবন' হামাই মানমানি ককয়ারীং — ম কক সাগ কাইসানি বাগাই নাঙমা হাই-ন জাতি কাইসানি বাগাই-ব নাঙগ।*

3. Rabindranath Tagore is the greatest name in Bengali literature. He was born 1861 in the famous family of Jorasanko, Calcutta. His father Maharshi Debendranath Tagore was a noble man respected by all. Rabindranath started writing poem from his early boyhood. He was awarded the Noble Prize in 1913 for his English translation of Gitanjali.

বাংলা ঃ বাংলা সাহিত্যে মহত্তম নাম হ'লো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কলকাতার জোড়াসাঁকোর এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহৎ ব্যক্তি হিসাবে সকলের সম্মান পেয়েছিলেন। অতি বালক বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে আরম্ভ করেন। তাঁর গীতাঞ্জলির ইংরাজি অনুবাদের জন্যে তিনি ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে 'নোবেল পুরস্কার' পান।

ককবরক ঃ *কক উানজুইনি ককরীবাইঅ জতনি কতর বুমুঙ আঁংখা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দঅ কলিকাতানি জোড়াসাঁকোনি মুঙগীনাঙ নুখুঙ খুঙসাঅ ব আচাইঅ। বুফা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর জত বায় মানিজাগনাই বরক-কাহাম খরকসা তঙমানি। রবীন্দ্রনাথ চেরাইফুরুনি সিমি-ন ককলবরগ সীয়নানি চেঙাসাখা। ব বায় সীয়জাক গীতাঞ্জলিনি ইংরাজী খীলায়জাগনি বাগাই ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দঅ ব 'নোবেল পুরস্কার' মানখা।*

4. Once a brave young queen lived in 'Jhansi'. Her name was

Rani Laxmibai. She had lost her husband at the age of eighteen. Her son was a little child . So she had to rule the country. The people were very happy under her reign. They loved their queen very much.

বাংলা ঃ একদা এক সাহসী রাণী ঝাঁসিতে বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল রাণী লক্ষ্মীবাঈ। তিনি আঠারো বছর বয়সে তাঁর স্বামীকে হারিয়েছিলেন। তাঁর পুত্র তখন একটি ছোট্ট শিশু মাত্র। অতএব তাঁকে রাজ্যশাসনের ভার নিতে হলো। তাঁর শাসনকালে প্রজারা খুব সুখে ছিল। তারা তাদের রাণীকে খুব ভালবাসত।

ককবরক ঃ *জরা কাইসাঅ খা কতরজৗক ইসিরি খরগসা ঝাঁসিঅ তঙমানি। বিনি মুঙ তঙমানি রানী লক্ষ্মীবাঈ। বিনি উমর বিসি চিচার ফুরু বৗসাই থৗয়লাংখা। বিনি বৗসাজৗলা আফুরু চেরাই কৗলৗয়। আ বাগৗই ব-ন রাইজ চালগনানি পজা মা য়াচাগখা। ব শাসন খৗলায়মা জরাঅ লুকুরগ বেলাই তঙথগৗই-ন তঙমানি। বরগ বঙনি ইসিরিন বেলাই হামজাগৗই তঙমানি।*

5. To women were quarrelling about a child . Both of them went before the judge and prayed for justice. The judge called the executioner and ordered,'Cut the child into two halves and give one half to each of the women.' One of the women, when she heard the order remained silent, but the other began to weep and wail saying, "For God s sake, don't cut my child ." The Judge then knew of the truth that this very woman was the mother of the child. He delivered the child to her and having punished the other woman sent her away .

বাংলা ঃ দুজন মহিলা একটি ছেলে নিয়ে ঝগড়া করছিল। তারা দু'জনই বিচারকের কাছে বিচার প্রার্থনা করল। বিচারক ঘাতককে ডেকে আদেশ করলেন, "ছেলেটিকে দু টুকরা করে কেটে মহিলা দু'টির প্রত্যেককে অর্ধাংশ দাও।" মহিলা-দুটির একজন এ-আদেশ শুনে চুপ করে রইল, কিন্তু অন্যজন কাঁদতে শুরু করল এবং আর্তনাদ করে বলল, 'ঈশ্বরের দোহাই, আমার ছেলেকে কাটবেন না।' তখন বিচারক, এই মহিলাটিই-যে ছেলেটির সত্যিকার মা, সে সত্য বুঝতে পারলেন। তিনি তাকে ছেলেটি দিয়ে বিদায় দিলেন এবং অন্য মহিলাকে শাস্তি দিলেন।

ককবরক ঃ *বৗরৗয় খরগনৗয় চেরাই মাসান তৗয়ৗই উৗলাই তঙমানি। বরগ খরগনৗয়-ন বিচার বখরকনি থানি বিচারনি বাগৗই কয়হরখা। বিচার বখরক বুথার খিবনাইন রিঙগৗই দাগিখা, "চেরাইন খাগনৗয়খে রাথারৗই বৗরৗয় খরগনৗয়ন খাগসা খাগসাখে রৗহরদি।'*

বীরীয় খরগনীয়নি খরগসা অ থলমুঙ খীনাউই সিরিং সিরিং তঙখা, ফিয়া কুবুন খরগসা কাবনানি চেংখা তাই কাবতীতীই কয়খা, বগীবাননি সীমাই তাংগীই সাঅ, আনি চেরাইন তা তানদি।' বিচার বখরক আফুরু অ বীরীয়ন চেরাইনি সই সই বুমা হিনীই বুচি মানখা। ব অ বীরীয়ন চেরাইসান' য়াফারীই নায়রীগখা তাই কুবুন বীরীয়ন সাসতি রীখা।

6. A merchant who had three daughters,was setting out upon a journey, but before he went he asked each daughter what gift he should bring for her. The eldest wished for pearls, the second for jewels, but the third said, 'Dear father, bring me a rose.' Now it was no easy task to find a rose, it was the middle of winter; yet as she was the fairest daughter and was very fond of flowers, her father said he would try what he could do.

বাংলা ঃ এক বণিকের তিন মেয়ে ছিল। একদিন ভ্রমণে বের হবার আগে বণিক প্রত্যেক মেয়েকে জিজ্ঞেস করলেন, তাদের জন্য কী আনবেন। বড় মেয়েটি মুক্তা চাইল, দ্বিতীয় মেয়েটি মণি চাইল; কিন্তু তৃতীয় মেয়েটি বলল, 'বাবা, আমার জন্য গোলাপ ফুল আনবেন।' তখন ছিল শীতের মাঝামাঝি সময়, এ-সময় গোলাপ ফুল সংগ্রহ করা তেমন সহজ ছিল না। যেহেতু সে-ই ছিল তাঁর সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে এবং সে ফুল খুব ভালোবাসত, তাই তার বাবা বললেন যে, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করে দেখবেন।

ককবরক ঃ *বানিয়া খীলায়নাই খরগসানি বীসাজীক খরগথাম তঙমানি। সালসা বেরাইনা অঙখরমানি সীকাং বানিয়া খীলায়নাই বীসাজীক খরগসা খরগসান সীংখা, বঙনি বাগীই তীমা তুবুনাই। অকরাজীক মুকতা সানখা, কীচারজীক রাঙচাক সানখা; ফিয়া কুসুজীক সাখা, বাবু, আনি বাগীই গুলাব বুবার বারসা তুবদি।' আফুরু মাসিং মলনি কীচার জরা তঙমানি, অ জরাঅ গুলাব বুবার মানথগনা আসীক কীলায় য়া। ব-ন বিনি বীসাজীক রগনি বিসিং নায়থক অীংমা বায় তাই ব খুম বেলাই হামজাগমা বায় বুফা বন সাখা, ব মানমাতীই সাকতারানী।*

7. Sir Isaac Newton, one of the greatest men of science the world has seen, was at the same time a man of peculiar mildness of character. One evening he had indscreetly left his door open, when his little dog Fido went in and threw down his candle, which set fire to his valuable papers and entirely consumed them. When Newton entered the room and saw the irrepairable mischief which had been done, he simple exclaimed, "Ah Fido, you don't know what harm you have committed!"

বাংলা ঃ আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে যে-সব শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হয়েছে, স্যার আইজাক নিউটন তাঁদের অন্যতম। তিনি অত্যন্ত নম্র স্বভাবের লোক ছিলেন। একদিন সন্ধ্যাবেলা তিনি অসাবধানবশতঃ তাঁর ঘরের দরজা খুলে রেখে গিয়েছিলেন। তাঁর ছোট কুকুর ফিডো ভিতরে ঢুকে জ্বলন্ত মোমবাতি তাঁর প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের উপর ফেলে দেওয়ায় সেগুলি একেবারে জ্বলে যায়। নিউটন ঘরে ঢুকে তাঁর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে দেখতে পেয়ে শুধু বললেন, "আঃ ফিডো, তুমি জান না তুমি আমার কিরূপ ক্ষতি করেছ!'

ককবরক ঃ *তাবুক জরা হা সাকাঅ আচায়নাই সইসিকীরীওরগনি বিসিং স্যার আইজ্যাক নিউটন মুঙগীনাঙ বুমুঙ কাইসা। ব বেলাই তওকীচাং তঙনাই বরক তঙমানি। সালসা সানজারগ' ব সাগ সামলেয়াই বিনি নগনি দগা ফিয়গজাক নিউটন অঙখর থাংমানি। বিনি চিকনতে সীই ফিডো নগ বিসিং হাবীই চীংগীই তঙনাই মোমন বিনি নাঙমানি কাগজরগনি সাকা খিকীলাই রীমা বায় আবরগ উাইসাবায় খামসাই থাংকা। নিউটন নগ' হাবীই বিনি সুপুঙজাগয়া ক্ষতি অীংখা নুগীই ব কক থাইসা সিমি সাখা, 'ইস্ ফিডো, নীঙ সিয়া নীঙ আনি বীসীক ক্ষতি খীলায়কা।"*

8. I remember the day when the Cabuliwalla and my Mini had met and I felt sad. When she had gone, Rahmat heaved a deep sigh, and sat down on the floor. The idea had suddenly come to him that his daughter too must have grown in this long time and that he would have to make friends with her anew, Assuredly he would not find her as he used to know her. And besides what might not have happened to her in these eight years?

বাংলা ঃ কাবুলিওয়ালার সঙ্গে আমার মিনির যেদিন প্রথম দেখা হয়েছিল সেদিনের কথা আমার মনে পড়ল। মনটা কেমন ব্যথিত হয়ে উঠল। মিনি চলে গেলে একটা গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে রহমত মাটিতে বসে পড়ল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝতে পারল, তার মেয়েটিও এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরূপ বড় হয়ে উঠেছে, তার সঙ্গেও আবার নতুন করে আলাপ করতে হবে — তাকে ঠিক আগের মত তেমনটি আর পাবে না। এই আট বছরে তার কী হয়েছে তাই বা কে জানে?

ককবরক ঃ *কাবুলিওয়ালা বায় আনি মিনি পুইলা মালাইমা সালনি কক আনি মুয়তু অীংখা তাই খাঅ দুখু নাঙখা। মিনি থাংমানি উল' হামা কলক কাইসা হরীই রহমত হাঅ আচুগখা। আতুমসা ব সীরাই সীরাইখে বুচিখা, বিনি বীসাজীক-ব আ সাল কীদীকনি বিসিং আসীক তরখানা, বিনি লগি-ব তাইসা কীতালখে কক মা সানাই — বন আগি নুগমা হাই তাবুক তেই নুগজাগীলাক। অ বিসিচারনি বিসিং ব তীমা অীংখা মবা সীবা সি?*

9. The Trojans refused to give up Helen, So the Greeks determined to take and burn the city. For many years they laid siege to it, but could nor overcome it. Sometimes the Trojans rushed out of their city gates and drove the Greeks away. Once they drove them to the sea-shore and set fire to their ships.

বাংলা ঃ ট্রোজানরা হেলেনকে ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেছিল। অতএব গ্রীকরা নগরটিকে অবরোধ করতে ও পোড়াতে স্থির করল। বহু বৎসর তারা ওটা অবরোধ করে রেখেছিল। কিন্তু ওটা জয় করতে পারে নি। সময় সময় ট্রোজানরা তাদের নগরীর ফটক থেকে সবেগে বের হয়ে গ্রীকদের বিতাড়িত করেছিল। একবার তারা তাদেরকে সমুদ্রতীরে নিয়ে তাদের জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।

ককবরক ঃ *ট্রোজানরা হেলেনন' য়াকার থাংনানি গসিলিয়া। অম' বায় গ্রীকসঙ অ আউলিন' কাসুই তনিনানি তাই সগসাই রীনানি চা বখা। বিসি কীবাং রমীই বরগ আবন কাসুই তনিমানি। ফিয়া অবন জিদিনা মানলিয়া। উরাম উরাম ট্রোজানরগ বঙনি আউলিনি দগা কতরনি নঙখরলাই গ্রীকসঙন রীখলাই রীমানি। উইসা বরগ বঙন তীয়জীলাঙ রুকুংগ রীখলাই রীখা তাই বঙনি তীয়খুঙগ হর সুনচাই রীলাইখা।*

10. Once upon a time there lived an old man and an old woman who were very poor. One day the old woman said, why dont you go to the forest, old man , and cut down a tree for us to use for fire wood? "Very well", said the old man , and he look as are and went to the forest. He found a tree he liked and was about to chop it down, but the tree cried out in a human voice: Please don't chop me down, and I'll do you a good turn too some day.

বাংলা ঃ একদা এক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা বাস করত। তারা অতি গরীব ছিল। একদিন বৃদ্ধা বলল, "হে বৃদ্ধ, আমাদের জ্বালানী কাঠের জন্য তুমি বনে গিয়ে একটি গাছ কাটনা কেন?' বৃদ্ধ বলল, 'উত্তম'। সে একটি কুড়োল হাতে বনে গেল। সে পছন্দমত একটি গাছ দেখতে পেয়ে তা টুকরো টুকরো করে কাটতে উদ্যত হল, কিন্তু গাছটি মানুষের সুরে চীৎকার করে উঠল ঃ 'দয়া করে আমায় টুকরো টুকরো করে কাটবে না, আমি কোনদিন তোমার উপকার করব।'

ককবরক ঃ *জরা কাইসাঅ বুরা বায় বুরিচুক খরগনীয় তঙমানি। বঙনি রাং-পুইসা কিসাফানী কীরীই আঁংমানি। সালসা বুরিচুক সাখা, "অ বুরা নীঙ বলংগ থাংগীই চিনি সঙজাগনাই বলনি বাগীই বুফাঙ ফাঙসা তান মানয়াদে? বুরা সাখা, 'কাহাম কক-ন'। ব রুউা কংসা য়াগ' তীয়ীই বলংগ থাংকা। ব সানমাতীই বুফাঙ ফাঙসা নুগীই আবন তাননা*

নায়খা, ফিয়া আ বুফাঙ বরক হাই খরাঙ তরাই সাখা ঃ 'দয়া খীলায়াই আন তা তানদি, আঙ সালসা নিনি হামারি খীলায়নাই।'

11. Very early next day. Oliver got up, unloked the door and walked quistly into the start. He looked round, then started walking along the road.At noon he stoped by a mlestone. He was seventy miles from London. In that great city nobody would find him Oliver got up again and walked twenty miles thart day with nothing to eat except dry bread and water.

বাংলা ঃ অলিভার পরের দিন খুব ভোরে জেগে দরজা খুলল এবং রাস্তা দিয়ে নীরবে হাঁটতে লাগল। সে চারদিকে তাকাল। তারপর সে রাস্তা ধরে চলতে লাগল। মধ্যাহ্নে সে একটি মাইলস্টোনের পাশে থেমে গেল। সে লণ্ডন থেকে সত্তর মাইল দূরে ছিল। ঐ মহানগরীতে তাকে কেউ দেখতে পাবেনা। অলিভার আবার উঠে দাঁড়াল এবং সেদিন বিশ মাইল হাঁটল। তখন তার শুষ্ক রুটি ও জল ছাড়া কোন খাবার ছিল না।

ককবরক ঃ *অলিভার তাইনি সাল' আইচুগ' থুমানি বাচাউই দগলাম ফিয়গখা তাই লামাতাই সিরিং সিরিং হিমাই তঙখা। বারা বাইচিং নায়সিক নায়খা তাই লামা তাংসা রমাই হিম তঙখা। দিবর' ব মাইলষ্টোন কাইসানি গানা থাংগাই বাথাগখা। ব লণ্ডননি মাইল সিনিচি হাচাল' তঙমানি। অ আউলি কতর' বন' কেব নুগজাগালাক। অলিভার বাচাফিকা তাই আ সাল' মাইল নায়চি হিমমানি। আফুরু বিনি লগি রুটি কারান তাই তায় য়াসা চামানি মানাই তেই কুসতাম কারাই আংমানি।*

12. My name is Rabinson Crusoe, I was born in 1632 in the city of York. When quite a boy I wanted to be a sailor, but my parents said I was foolish to choose such a dangerous life, and begged me to stay at home. So for a time, I tried to be content. But it was useless; I longed to see the great world and could not settle at home.

বাংলা ঃ আমার নাম রবিন্সন্ ক্রুসো। আমি ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইয়র্ক শহরে জন্মগ্রহণ করি। যখন আমি সবেমাত্র বালক আমি জাহাজের নাবিক হতে চেয়েছিলাম। কিন্তু আমার মা-বাবা বলতেন যে, এইরূপ বিপজ্জনক জীবিকা নির্বাচন করা আমার পক্ষে বোকামি এবং তাঁরা আমাকে বাড়িতে থাকতেই অনুরোধ করলেন। সুতরাং কিছু সময়ের জন্য আমি সন্তুষ্ট থাকতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু বৃথা হল; বিরাট বিশ্ব দেখবার জন্য আমার ব্যাকুলতা জাগল; আমি ঘরে থাকতে পারলাম না।

ককবরক ঃ *আনি মুঙ রবিনসন্ ক্রুসো। আঙ ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দঅ ইয়র্ক আউলিঅ আচায়খা। চেরাই তঙফুরু আঙ তরীই তীয়খুঙ চালগনাই ঔংনা নায়মানি। ফিয়া মা-ফা আন সাখা, আঙ বুতুটা ঔংমা বায় অমতৗই বিপদ গীনাঙ সামুঙ খৗলায়না চংখা। বরগ আন' নগ'-ন তঙনানি কয়মানি। আবাগৗই সাল কিসা রমৗই আঙ সিরিং সিরিং তঙনানি চংখা। ফিয়া আব জইখ থাংমানি, আঙ হা কতর নায়না মুচুঙমানি; আঙ নগ' তঙ মালিয়া।*

13. India is our country. We live in India. India is one of the ancient countries of the world. This country is rich in natural resources, but the people are poor. Most of the people of this country live in villages. Most of the villagers are cultivators. They plough the land and grow crops. But they themselves do not get two square meals a day. They love their motherland better than their own life. India is a vast country. Many peoples live in this country. Their food, dress, language and culture are different. Inspite of this all are sons of the same soil.

বাংলা ঃ ভারত আমাদের দেশ। আমরা ভারতবর্ষে বাস করি। পৃথিবীর প্রাচীন দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ একটি। এই দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সম্পদশালী। কিন্তু জনগণ দরিদ্র। এদেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। গ্রামবাসীদের অধিকাংশ কৃষক। তাহারা জমি চাষ করে ও ফসল ফলায়। কিন্তু নিজেরা নিয়মিত দু'বেলা খাইতে পায় না। তাহারা তাহাদের মাতৃভূমিকে নিজের জীবন অপেক্ষা অধিক ভালবাসে। ভারতবর্ষ একটি বিরাট দেশ। এই দেশে বহু জাতি বাস করে। তাহাদের খাদ্য, পোষাক, ভাষা ও সংস্কৃতি আলাদা। তাহা সত্ত্বেও সকলেই একই মাটির সন্তান।

ককবরক ঃ *ভারত চিনি হা। চৗঙ হা ভারত' তঙবায়ৗ। হা সাকানি দেশ কৗচামরগনি বিসিং ভারত কাইসা। অ দেশ' হামাঙনি মানৗই-খৗনৗই কুপুলৗঙ। ফিয়া অরনি লুকুরগ বিয়াল' কৗলাইজাক। অ হানি বরক কৗবাংমা-ন কামিরগ' তঙবায়ৗ। কামিরগ' তঙনাইরগনি কৗবাংমা-ন খেতি খৗলায় চাজানাই। বরগ খেতি খৗলায়ৗ তাই মায়খুল থাই রৗঅ। ফিয়া বরগ বাইথাঙসে ফাতিকনৗয় মায় মা চায়া। বরগ বঙনি হান' নিজিনি লাংমানি সৗলাই বিসি হামজাগবায়ৗ। হা ভারত দেশ কতর কাইসা। অ হাঅ দফা কৗবাং তঙবায়ৗ। বঙনি চামা-কানমা, মানি কক এবা হুকুমু আলকা। তব' ফানৗ জতত-ন হা কাইসানি বরক।*

16. There was a big town. It was very far from this country. The town was in the northern region of the world. It was terribly cold there. One afternoon a little girl of that town was passing by a

road. The cold was overcast terrific. There was snow-fall on the roads, and the sky was overcast with darkness. The girl had no cap on her head, and no shoes on her feet. It was getting dark. It was the last twilight of that year. The girl had some match-boxes in her hand. That day none bought a single match-box from her. She became thoughtful. She thought, 'Now what shall I do and where shall I go?"

বাংলা ঃ একটি বড় শহর ছিল। এ দেশ থেকে অনেক দূরে। শহরটি ছিল পৃথিবীর উত্তরে। সেখানে দারুণ শীত। সেই শহরের একটি ছোট মেয়ে একদিন বিকেলবেলা শহরের পথ দিয়ে চলেছে। ভীষণ শীত। রাস্তায় বরফ পড়ছে এবং আকাশ অন্ধকারে ঢেকে গিয়েছে। মেয়েটির মাথায় টুপি নেই। পায়ে নেই জুতো। সন্ধ্যা প্রায় হয়ে এলো — সেটি বছরের শেষ সন্ধ্যা। মেয়েটির হাতে ছিল কতকগুলি দেশলাই-এর বাক্স। সেদিন কেউ তার একটি দেশলাইও কেনে নি। সে চিন্তিত হলো; ভাবলো, এখন কি করি, কোথায় যাই?

ককবরক ঃ *আউলি্ কতর কাইসা তঙমানি। আব' অ হানি সৗলাই চালকুগ'। অ আউলি তঙমানি হাতিংনি পুব গৗলাতৗই। আর' বেলাই কৗচাংগ'। অ আউলিনি চিকনতে বৗরৗয় মাসা সালসা সারিগ' আউলিনি লামা তৗংসাতৗই হিমৗই তঙমানি। লামা রগ' বরফ কৗলাই তঙখা তাই নখা-ব সমসাই তঙখা। বৗরৗয় বৗসানি বখরগ' তুপি কৗরৗই। জুতা-ব কান জাগয়া। সানজা অৗং র-র। অ সানজা আ বিসিনি পাইথাক সানজা তঙমানি। বৗরৗয় বৗসানি যাগ' হরখক কিচাসৗক তঙমানি। আ সাল' কেব' বিনি আরনি হরখক থাইসা ফানৗ পায়লিয়া। ব উৗনাজাগখা তাই উৗনসুগখা, তাবুক তৗমা খায়নাই, বৗর' থাংনাই?*

17. Lear was the king of Britain. He was advanced in years. He wanted to retire from State-affairs. But he had no son. To whom could he hand over the charge of the kingdom? The king had three daughters. The king decided that he would divide the kingdom among the three daughters. One day the king called all the three daughters. He said to the eldest daughter, "Tell me, my child, how much you do love me?"

বাংলা ঃ ব্রিটেনের রাজা লিয়ার। বয়স হয়েছে, রাজকাজ থেকে অবসর চান। কিন্তু ছেলে নেই। রাজ্যের ভার দেবেন কাকে? রাজার তিন মেয়ে। রাজা ঠিক করলেন তিন মেয়েকেই রাজ্যটা ভাগ করে দেবেন। একদিন রাজা তিন মেয়েকেই ডাকলেন। বড় মেয়েকে বললেন, মা, বলত তুমি আমায় কেমন ভালবাস?

ককবরক ঃ *ব্রিটেননি বুবাগ্রা লিয়ার। উমর অৗংখা, বুবাগ্রানি সামুঙনি লেলামাঅ থাংনা,*

নায়ী। ফিয়া বীসাচীলা কীরীই। রাইজ'নি পজা সীবান' য়াফারনাই? বুবাগ্রানি বীসাজীক খরগথাম। বুবাগ্রা খা চংখা বীসাজীক খরমথামন-ন রাইজ'ন বাগীই রীউানী। সালসা বুবাগ্রা বীসাজীক খরগথামন-ন নুহ্নখা। অক্রান' সাখা, বীরীয়মা, সালা নীঙ আন বীসীক হামজাক?

18. Someone was reading a book one night . Somewhere in the book it is written that some people have a long beard and a sma!! head. People of this type are foolish. The man who was the reading the book had a long beard. He placed his hand on the head and came to know that his head was small. He bacame thoughtful and said to himself, 'There is no way to make the head big, but the beard can be made short'. So saying he put the tip of his beard in the lamp before him. As a result, his beard and face got burnt. Then he said, 'The statement of the book is all right'.

বাংলা ঃ এক ব্যক্তি একদিন রাত্রে একখানি বই পড়িতেছিলেন। বইটির একস্থানে লেখা আছেঃ কোন কোন লোকের মাথা ছোট এবং দাড়ি লম্বা। এই শ্রেণীর লোক আহাম্মক। পুস্তক পাঠকের দাড়ি লম্বা ছিল। তিনি মাথায় হাত দিলেন এবং বুঝিলেন যে তাহার মাথা ছোট। তিনি চিন্তিত হইলেন এবং মনে মনে বলিলেন, মাথা বড় করার উপায় নাই। কিন্তু দাড়ি ছোট করা যায়। এই বলিয়া তিনি সম্মুখস্থ প্রদীপে দাড়ির অগ্রভাগ ধরিলেন। ইহাতে তাহার দাড়ি ও মুখ পুড়িয়া গেল। তখন তিনি বলিলেন, পুস্তকের কথাই ঠিক।

ককবরক ঃ *বরক খরগসা সালসা হর' পুথি কাঙসা পরিতঙমানি। পুথিনি জাগা কাইসাঅ সীয়জাক তঙগ কেব কেবনি বখরক চিকন তাই খচাই কলক। আমতাই বরক বুতুউা। পুথি পরিনাইনি খচাই কলক তঙমানি। ব বখরক রমীই নায়' বিনি বখরক চিকন। ব উানাজাগখা তাই খা বিসিং বিসিং উানসুগখা, বখরক কতর খীলায়না লামা কীরীই। ফিয়া খচাই বারা খীলায় ফানী মানী। আমতায় উানসুগীই বিনি বীসকাংনি চাতিঅ খচাইনি বুচুক রম', অমবায় বিনি খচাই তাই মীখাঙ খামসাই থাংকা। আফুরু ব বুচিখা পুথিনি কক-ন কুবুই।*

19. Long long ago there was a University in Magadha. It was named Nalanda. Its site has been discovered a few miles from Patna. Many relics of it are found underground. The Buddhist scriptures were taught there. Many professors lived here and taught thousands of pupils. Students from different countries came to study here. A Bengalee prince named Shuabhadra was once the Principal here.

বাংলা ঃ সেকালে মগধে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল তাহার নাম নালন্দা। পাটনা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে তাহার স্থান বাহির হইয়াছে। মাটির তলে তাহার অনেক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। এখানে বৌদ্ধশাস্ত্র পড়ান হইত। বহু অধ্যাপক এখানে থাকিয়া সহস্র সহস্র ছাত্রকে পড়াইতেন। নানা দেশ হইতে ছাত্রগণ এখানে পড়িতে আসিত। শীলভদ্র নামক এক বাঙ্গালী রাজপুত এক সময় এখানে অধ্যক্ষ ছিলেন।

ককবরক ঃ *সাল কীদীগমা সীকাং মগধ' বিশ্ববিদ্যালয় খুংসা তঙমানি। বনি বুমুং নালন্দা। পাটনানি সিমি মাইল কিচাসীক হাচাল' বিনি জাগা কারিজাগখা। হা তলাঅ বনি মারি কীবাংমা মানজাগখা। আর' বৌদ্ধ পুথি-কীথার পরি রীমানি। ফীরীওনাই কীবাংমা আর' তঙগীই হাজার হাজার সীরীওনাইরগন পরি রীমানি। ফাতার দেশনি সীরীওনাইরগ আর' পরিনানি ফায়'। শীলভদ্র মুঙগীই বুবাগ্রা-সাজীলা খরকসা জরা কাইসাঅ আরনি প্রিন্সিপাল তঙমানি।*

20. I was returning form office. Suddenly the words reached my ears. 'Well, do you know the meaning of the word Independence?' It was the voice of my teacher. What was he doing in the office even after dusk? I saw there Sital, Bipin, Nibaran and some other peons of the office. Some of them had an exercise book and a pencil in hand. Some had a piece of chalk and slate in their hands. On seeing me all became silent. For a while I too, could not utter a word.

বাংলা ঃ অফিস থেকে ফিরে আসছিলাম। হঠাৎ কানে গেল, 'আচ্ছা, স্বাধীনতা শব্দের অর্থ জান তোমরা ?' এ যে মাষ্টারমশাই-এর গলা। সন্ধ্যার পরেও মাষ্টারমশাই কি করছেন অফিসে ? দেখলাম শীতল, বিপিন, নিবারণ এবং আরও কয়েকজন অফিসের পিওনকে। তাদের কারো হাতে খাতা পেন্সিল, কারো হাতে খড়ি শ্লেট। আমাকে দেখে সবাই চুপ করে গেল। মুহূর্তকাল আমিও কোন কথা বলতে পারলাম না।

ককবরক ঃ *আঙ অফিসনি কিফিলীই তঙমানি। আতুমসা খুনুজঅ বুফায়কা, 'দউ, স্বাধীনতানি ককমাঙ নরগ সিদে সি ?' ম তো আনি ফীরীওনাইনি খরাঙ। সানজানি উল-ব ফীরীওনাই অফিস' তীমা খীলায় তঙ ? শীতল, বিপিন নিবারন তাই অফিসনি পিওন কিচাসীকন নুগ'। বরগনি কেবনি থানি খাতা, পেন্সিল, কেবনি য়াগ' সেলেট বায় চক। আন' নুগীই জতত-ন সিরিং সিরিং আীংবায়খা। সীরাপসানি বাগীই আঙ-ব মুঙসা কক সাই মালিয়া।*

21. Perhaps you have heard the name of the University of Nalanda. The famous Chinese traveller Hieuen Tsang had come to this seat of learning. Students hailing from different places of Asia used to

come here. There was arrangement for nearly ten thousand students' accommodation here. They learnt the Buddhist religion, Arts and Science. Many Scholars of Bengal would teach here. They had great reputation. Only a small number of relics of the Nalanda University can be see today.

বাংলা : তোমরা হয়তো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম শুনিয়াছ। বিখ্যাত চীন পর্যটক হিউয়েন সাঙ্ এই বিদ্যাপীঠে আসিয়াছিলেন। এশিয়ার বিভিন্ন স্থান হইতে ছাত্ররা এখানে আসিত। এখানে প্রায় দশ হাজার ছাত্রের বাসের ব্যবস্থা ছিল। তাহারা বৌদ্ধধর্ম, কলা ও বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিত। বাংলাদেশের অনেক পণ্ডিত এখানে অধ্যাপনা করিতেন। তাঁহাদের বেশ খ্যাতি ছিল। আজ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

ককবরক : *নরগ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়নি বুমুঙ খীনাখানা। মুঙগীনাঙ চীননি বেরাই-ফায়নাই হিউয়েন সাঙ অর' ফায়মানি। এশিয়ানি জাগা কীবাংমানি সীরীংনাইরগ অর পরি ফায়'। আর' খরগ চিসাইসীক সীরীঙনাইরগ তঙগীই মান'। বরক বৌদ্ধ ধর্ম, আর্ট তাই বিজ্ঞানন' তীয়াই সীরীঙগ। বাংলাদেশনি সিকীরীং কীবাংমা আফুরু অর' পরি রীঅ। বঙনি বুমুঙ-ব পেরজাক তঙমানি। তাবুক নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়নি মারি কিচিসা সিমিসে নুগজাগ'।*

22. Do you want to prosper in life? If so, talk less and work more. Only the idle talk much. The idle persons find faults with other. An idle brain is the devil's workshop. Those who have working habit do find no time to criticise others. They have not sufficient time at their disposal to waste.

বাংলা : তুমি কি জীবনে উন্নতি করতে চাও ? তাহলে কথা কম বল, কাজ বেশী কর। কেবল অলস লোকেরা বেশী কথা বলে। যারা অলস লোক তারা অপরের ক্রটি খুঁজে বেড়ায়। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা। যারা কাজের লোক তারা অপরের সমালোচনা করার সময় পায় না। অপচয় করার মত সময় তাদের হাতে থাকে না।

ককবরক : *নীঙ নিজিনি লাংমান কিয়গ রীনাদে নায়? হিংকাই কক খাইউই সাদি, সামুঙ কীবাং খীলায়দি। সেলের বরক সিমিসে কক কীবাং সাঅ। সেলের বরক বুয়নি কর'মুঙ সিমি রুতুগীই হিম'। সেলের বমতম সইতাননি কারখানা। সামুঙ খীলায়নাই বুয়ন তেনতাইনানি জরা মায়া। অসইখে লাই রীনানি জরা বঙনি য়াগ' কীরীই।*

23. We are students. We are young in age. We dream. We suffer and again inspired with zeal. We are fond of noble ideals. We hate selfishness. We raise voices of protest whatever is wrong. We are

fearless. The nation expects a lot from us. We have determination to fulfil that expectation.

বাংলা ঃ আমরা ছাত্র। বয়সে নবীন। আমরা স্বপ্ন দেখি। দুঃখ পাই, আবার উৎসাহে নেচে উঠি। মহৎ আদর্শ আমাদের ভাল লাগে। স্বার্থপরতাকে আমরা ঘৃণা করি। যা কিছু অন্যায় তার প্রতিবাদ করি। আমরা নির্ভীক। আমাদের সম্বন্ধে জাতির আশা অনেক। সে আশা পূর্ণ করার দৃঢ় সংকল্প আমাদের আছে।

ককবরক ঃ *চাঁঙ সাঁরাঁঙনাইসঙ। উমর' চাঁঙ সিকলা। চাঁঙ ইমাং নুগ'। দুখু মান', তাইস্য খাতুংগাঁই মাঁসালাইঅ। আদর্শ কাহামন চাঁঙ হামজাগ'। বাইথাঙনি হামারি সানমুঙন' চাঁঙ ছেলেংগ। অইনায়নি বিরুদ্ধে চাঁঙ খরাঙ তর রাঁঅ। চাঁঙ মুঙসা কিরিয়া। চাঁঙন তাঁয়াঁই জাতিনি অসাত কাঁবাংমা। বঙনি অসাতন' চারাঁই তিসানা বাগাঁই চাঁঙ সাঁমাই তাঙজাক।*

24. It was the 2nd Magh of the Bengali year 1340. The time was about 2 p.m. I was reading to me the floor of my maternal uncle's house. It appeared to me the chair and the table were rocking. Then turned my eyes and saw that the walls on all sides had begun to away. I came to realise that it was an earthquake. If I stayed within, I could not survive. Hue and cry rang all around. We all came rushing to the meadow. The house broke down just a little after.

বাংলা ঃ ১৩৪০ সালের ২রা মাঘ। বেলা প্রায় ২টা। মামার বাড়ীতে দোতলায় বসিয়া পড়িতেছি। মনে হইল চেয়ার ও টেবিল দুলিতেছে। চাহিয়া দেখি চারিদিকে দেয়ালও দুলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বুঝিলাম ভূমিকম্প। ঘরের মধ্যে থাকিলে আর বাঁচিব না। চারিদিকে তখন উচ্চ চীৎকার উঠিয়াছে। আমরা সকলে ছুটিয়া মাঠে আসিয়া পড়িলাম। একটু পরেই বাড়িখানা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ককবরক ঃ *বাংলা ১৩৪০ সননি মাঘ তালনি ২ তারিখ। সারিকনি দামনাঁয় তাম র-র, মামাসঙনি নগ' মালাকাঁনাঁয়' আচুগাঁই আঙ পরিই তঙমানি। খাঅ কাখা চেয়ার বায় টেবিল লিলাগাঁই তঙখা। নায়সিক নায়' বারাবাইচিংনি দেওয়ালরগ-ব লিলাগাঁই তঙখা। বুচিখা বাংলা ফায়খা। নগ বিসিং তঙখাই তেই থাঙগ্রাক। বারাবাইচিং আফুরু চিরিক-মকর' চলি তঙখা। চাঁঙ জতত-ন খাপরুমাঁই নখলাঅ অঙখর ফায়খা। সাঁরাপসা উল'-ন অ নক বায়াঁই কাঁলাইখা।*

25. Derozeo died at the age of twenty two. What did he want to do? - to build up men. What sort of men? - men full of vitality,

thirsting for knowledge. Those who are young not only in age but also in mind and soul. Derozeo knew that it is the young who had to shoulder responsibility through ages to build up the new world and he could do that. We, therefore, remember and respect him.

বাংলা ঃ ডিরোজিও মারা গিয়েছিলেন বাইশ বছর বয়সে। তিনি কী করতে চেয়েছিলেন? মানুষ গড়তে চেয়েছিলেন। কী মানুষ? প্রাণবন্ত জ্ঞানপিপাসু মানুষ। যারা শুধু বয়সে নয়, মনে এবং প্রাণেও তরুণ। ডিরোজিও জানতেন যুগে যুগে নতুন পৃথিবী গড়বার ভার তরুণদেরই নিতে হয় এবং তিনি তা পেরেছিলেন। তাই তাঁকে আমরা স্মরণ করি, শ্রদ্ধা করি।

ককবরক ঃ *ডিরোজিওনি উমর বিসি নীয়চিনীয় ফুরু থীয়জাখা। ব তীমা খীলায়না নায়মানি? বরক সীনামনা নায়মানি। তীমা বরক? বীখা কীথাঙ সিকাংজাগনাই বরক, বরগন জেরগ উমর বায় সিমি য়া, লাংমা বায় বীখাঅ-ব সিকলা। ডিরোজিও সিঅ যুগ যুগ রমীই হায়ুঙ কীতাল সীনামনানি পজা সিকলা রগন-ন য়াচাগনা নাঙগ তাই ব খীলায় মানখা। অমবায় চীঙ বন মুয়তু খীলায়', খুলুমমুঙ য়াফার'।*

26. After having travelled in England and America Rabindranath came back home in 1913. That year on November 15 there reached a good news in India. The poet was then at Santiniketan. The news was that he had been awarded the Noble Prize in Literature. In a minute his life was crowned with success. Never before the Whites honoured the culture and civilisation of the Blacks in this fashion.

বাংলা ঃ ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকা ভ্রমণ শেষ করে কবি রবীন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এলেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে। এই বছর ১৫ই নভেম্বর ভারতবর্ষে পৌঁছল এক সুসংবাদ। কবি তখন শান্তিনিকেতনে। খবর এল তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। এক নিমেষে তাঁর জীবন সাফল্যে ভরে উঠল। এর আগে আর কখন এমনভাবে কালো মানুষের সভ্যতাকে সাদা মানুষ সম্মান জানায় নি।

ককবরক ঃ *ইংল্যাণ্ড বায় আমেরিকা বেরাইমানি উল' ককলবনাই রবীন্দ্রনাথ হাঅ কিফিল ফায়খা ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দঅ। আ বিসিনি নভেম্বর তালনি ১৫ তারিখ হা ভারত ককতীমা কাহাম কাইসা ফায় সকফায়খা। ককলবনাই আফুরু শান্তি নিকেতন'। খবর সকফায়খা ব ককরীবাইঅ নোবেল পুরস্কার মানখা। মুকফিলিকসানি বিসিংন বিনি লাংমা বলাই কীপুলীঙ অীংখা। বনি সীকাং কুনুফুরু-ন সাক কসম বরকরগনি সভ্যতান' সাক কুফুর বরক বরম ফুনুগয়াখী।*

27. God has made this beautiful Universe. He is very merciful. We cannot see Him. To His eyes the low and high all are equal. He has given us all necessary things. We cannot live even for a moment without His grace. He has given us eyes, ears and noses etc. Let us pray to God, 'O God! make us men, give us wisdom, give us strength'.

বাংলা ঃ ভগবান এই সুন্দর বিশ্ব সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি পরম করুণাময়। আমরা তাঁহাকে দেখিতে পাই না। তাঁহার চোখে ছোট-বড় সবাই সমান। তিনি আমাদের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস দিয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত আমরা এক মুহূর্তও বাঁচিতে পারি না। তিনি আমাদের চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ইত্যাদি দিয়াছেন। চলো, আমরা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, "হে ভগবান, আমাদের মানুষ কর, আমাদিগকে জ্ঞান দাও; শক্তি দাও।"

ককবরক ঃ *কাইথর অ নায়থক হায়ুঙন' সীনামখা। ব বেলাই খা কতর। চীঙ বন নুগয়া। বিনি মকল' কীরীই-গীনাঙ জতত-ন বাকসা। ব চিনি নাঙমানি জতত মানীই-খীনীই রীহখা। বিনি দয়া য়াসা চীঙ মুকফিলিকসা ফানী থাঙগীই মানয়া। ব চীঙন মকল, খুনজু বুকুঙ আকরঁগ রীহখা। হিমদি, চীঙ কাইথরন সুরিলাইগ্রানা "অ কাইথর, চীঙন বরক সীনামদি, চীঙন এলেম রীহরদি; ফান রীহরদি।"*

28. Civilisation does not mean some beautiful houses, roads and streets. – Civilisation does not mean good standards of food and clothing – Civilisation is the full manifestation of humanity. Men have made many impossible things possible with the help of science. But it seems yet that men are about to lose something. The Civilisation of the country is kept alive by love, service, sacrifice and spirituality. It is unfortunate that today the erosion of all these values is leading the world civilisation gradually towards destruction. To live in this world these values are to be reawakened through the medium of education.

বাংলা ঃ সভ্যতা মানে কতকগুলি সুন্দর ঘরবাড়ী ও রাস্তাঘাট নয়, সভ্যতা মানে শুধু ভাল খেয়ে পরে থাকা নয়। — সভ্যতা হচ্ছে মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ বিকাশ। — মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ অনেক কিছু অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। কিন্তু তবুও মনে হয় মানুষ যেন কিছু একটা হারাতে বসেছে। প্রেম, সেবা, ত্যাগ ও আধ্যাত্মিকতা দেশের সভ্যতাকে বাঁচিয়ে রাখে। দুঃখের বিষয় আজ এইসব মূল্যবোধের অবক্ষয় বিশ্বসভ্যতাকে ক্রমশ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীতে বাঁচতে হলে শিক্ষার মাধ্যমে এইসব মূল্যবোধের পুনর্জাগরণ ঘটাতে হবে।

ককবরক ঃ সভ্যতা হীনখে নায়থক নগ-হুক বায় লামা কিচাসীক সিমি বুজগয়া, সভ্যতা হীনখে চামা কানমা সিমিয়া। — সভ্যতা আঁংখা মুনুইসুনি তঙমুঙন' কিয়ক রিসুগনানি, — বরক সই সিমানি জারে তাবুক চারাঁই থগয়া সামুঙ কিচাসীকন চারাঁই মানখা। তব ফানী খা কাঅ বরক তাঁমাজানি কাঁমাজাগাঁই তঙখা। হামজাগমুঙ, সেবা, ত্যাগ তাই আধ্যাত্মিকতা হানি সভ্যতান মাঁথাঙগাঁই মান'। খাঅ নাঙমানি কক তাবুক অমতাঁই মুইল বুচিলাইমা, খাইরাঁকমা বায় হায়ুঙনি সভ্যতা কমর রাঁরাঁক। হা সাকাঅ থাঙ তঙনানি হীনখে রাঁওনানি বিসিংতাঁই অমতাঁই মুইল' বুচিমান' মাঁথাঙফিনা নাঙনাই।

29. He came back from school. His mother asked him, "Child, where has the bread behind your books come from? See, rows of ants are moving towards the almirah of books". The boy felt ashamed at this question. At last he said, "Mother, I give two breads out of my share of food to the old beggar woman on the front road of our house. The old woman did not come yesterday. So I have kept those two breads in the almirah'. His mother then embraced the boy. Do you know who the boy was? He is Netaji Subhash Chandra Bose.

বাংলা ঃ বিদ্যালয় থেকে ফিরে এল। মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "খোকা, তোমার বইয়ের পেছনে রুটি কোত্থেকে এল? দেখ সারি সারি পিঁপড়ে বইয়ের আলমারির দিকে চলছে। " এই প্রশ্নে ছেলে বড় লজ্জায় পড়লে। শেষে সে বললো, "মা, আমার খাবার থেকে দু'খানি রুটি রোজ বাড়ির সামনের রাস্তার ভিখারী বুড়িকে দিই। বুড়ি কাল আসে নি, তাই রুটি দু'খানা আলমারিতে রেখে দিয়েছি।" মা তখন ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন। এই ছেলেটি কে জান? ইনিই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

ককবরক ঃ রাঁওনগনি কিফিল ফায়খা। বুমা বন সাঁংগ, "মনাই, নিনি পুথিনি উকলগ রুতি বাঁরনি ফায়খা? নায়সিগদি বাঁতাং বাঁতাংখে মুইসুরুম পুথিনি আলমারি বাঁখাক থাং তঙখা।" অ কক খাঁনাউই চেরাই মারখে-ন লাচিজাগখা। উল' ব সাঅ, "মা, আনি চামানি রুতি লেপনাঁয় সালবুরুম বুরুম চিনি নগনি বাঁসকাংগ লামা গানানি বিগ্রা বুরিজাঁকন রাঁঅ। আ বুরিজাঁক মিয়া ফায়াখু, আবাগাঁই রুতি লেপনাঁয় আলমারিঅ তনাঁই রাঁখা।" বুমা আফুরু বাঁসাজালান কাঁবাগাঁই রমখা। অ চেরাই সাঁবা সিদে সি? ব-ন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।

30. The boat of Bhaktaram is made of the sheets of hard wood. Bhaktaram sells that boat at a cheap rate. Saktinath Babu buys it. Saktinath and Muktinath are two brothers. The locality they live at is called Jelebasti. His house is very big. A river flows in front of it

and a big road runs behind it. His gate-keeper Saktu Singh and Akram Misra wrestle every morning.

বাংলা ঃ ভক্তরামের নৌকা শক্ত কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরী। ভক্তরাম সেই নৌকা সস্তা দরে বিক্রী করে। শক্তিনাথবাবু কিনে নেন। শক্তিনাথ আর মুক্তিনাথ দুই ভাই। যে পাড়ায় থাকেন তাহার নাম জেলে বস্তি, তাঁর বাড়ী খুব মস্ত। সামনে নদী, পিছনে বড় রাস্তা। তাঁর দারোয়ান শক্তু সিং আর আক্রম মিশ্র রোজ সকালে কুস্তি করে।

কককবরক ঃ *ভক্তরামনি রীং কাত কীরাকনি তক্তা বায় সীনামজাক। ভক্তরাম আ রীং দাম কীলায়খে ফাল'। শক্তিনাথবাবু পায়ীই নাঅ। শক্তিনাথ বায় মুক্তিনাথ তাখুকনীয়, বরগ তঙনাই কামিনি বুমুঙ জেলে বস্তি, বিনি নগ বেলাই কতর। বীসকাংতীই তীয়মা, উকলগতীই লাহার কাইসা তঙগ। বিনি দগা মীরীগনাই শক্তু সিং তাই আক্রম মিশ্র সাল বুরুম বুরুম-ন ফুঙগ সলাইঅ।*

31. We live in the vast land India. India is one of the ancient countries of the world. This country is full of many resources. Most of the Indians are farmers. They plough lands and grow crops. They are poor. No development of this Country is possible if this poverty is not removed.

বাংলা ঃ আমরা এই বিশাল দেশ ভারতবর্ষে বাস করি। পৃথিবীর পুরাতন দেশগুলির মধ্যে ভারতবর্ষ অন্যতম। এই ভূখণ্ড নানা সম্পদে পূর্ণ। এ দেশের অধিকাংশ লোক গ্রামে বাস করে। ভারতবাসীদের অধিকাংশই কৃষক। তাহারা জমি চাষ করে ও ফসল ফলায়। তাহার দরিদ্র। এই দারিদ্র্য না ঘুচিলে এদেশে কোন উন্নতি সম্ভব নয়।

কককবরক ঃ *চীঙ অ হা কতরমা ভারত' তঙবায়ী। হা সাকানি দেশ কীচামরগনি বিসিং হা ভারত মুঙগীনাঙ কাইসা। অ হা পদরেপদ সম্পদ গীনাঙ। অ হানি বরক কীবাংমা কামিরগ' তঙবায়ী। ভারঅনি বরক কীবাংমা-ন খেতি খীলায়নাই। বরগ আল চুউইঅ তাই মায়-খুল থাই রীঅ। বরগ কীরীইজা। বঙনি অ কীরীই তঙমুঙ সকমরীই মানয়াখে অ দেশনি মুঙসা হামারি অীংগ্লাক।*

32. Rakhal is very inattentive to his studies. He does not read attentively even a single day. He can say his lesson not a single day. He does not listen to the new lesson given by the teacher. He looks here and there. Rakhal is very glad to get leave to play. He wants nothing if he can play. He quarrels and beats with all at the time of play. For this reason the teacher always rebukes him.

বাংলা ঃ লেখাপড়ায় রাখালের বড় অমনোযোগ। সে একদিনও মন দিয়া পড়ে না। একদিনও পড়া বলিতে পারে না। গুরুমহাশয় যখন পড়া দেন, সে তাহাতে মন দেয় না। কেবল এদিক ওদিক চাহিয়া থাকে, খেলিবার ছুটি হইলে রাখাল বড় খুশী। খেলিতে পাইলে সে আর কিছুই চায় না। খেলিবার সময় সে সকলের সহিতও মারামারি করে। এ কারণে গুরুমহাশয় তাহাকে সতত গালাগালি দেন।

ককবরক ঃ *পড়ালেখাঅ রাখাল বেলাই ফিলিক ফালাক। ব সালসা ফানী খা চমাই পরিয়া। ব সালসা ফানী বিনি পড়া রাই মানয়া। ফীরীঙনাই বন' পড়া কীতাল রীফুরু ব খীনায়া আঁংগ। ব য়াং-আয়াং নায়াসিকতঙগ। থুংনানি ছুতি মানখে ব বেলাই তঙথগজাগী, থুংনা মানখে ব তেই কুসতাম সানয়া। থুংফুরু-ব ব বুইন বুঅ তাই উালাইঅ। বনি বাগীই ফীরীঙনাই বন' জতফুরু-ন কুল'।*

33. A wayfarer was going along the road. Evening set in as he went on walking. In the darkness, he found himself in the midst of a forest. It was a dense forest. Nothing was visible. He wandered and wandered till at last he lost his way. In the dead of night he saw all on a sudden a big house by the side of the forest. His physical weakness was due to tiredness. He knocked on the closed door of the house again and again shouting, 'Is there any body there? Give me shelter, please".

বাংলা ঃ একজন পথিক রাস্তা দিয়ে চলছে। চলতে চলতে সন্ধ্যে হয়ে এল। এদিক অন্ধকারে সে এসে পড়েছে এক বনের মধ্যে। ঘন বন। কিছু দেখা যাচ্ছিল না। লোকটি ঘুরতে ঘুরতে শেষকালে পথ হাঁরিয়ে ফেলল। তারপর অনেক রাত্রে হঠাৎ দেখল বনের ধারে একটা মস্ত বাড়ি। ক্লান্তিতে তার শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছে। সেই বাড়ির বন্ধ দরজায় সে কেবল ধাক্কা দিতে লাগল আর চেঁচাতে লাগল, 'কে আছ, আমায় একটু আশ্রয় দাও'।

ককবরক ঃ *লামা তীঙসা রমাই বরক খরকসা হিমাই তঙমানি। হিমতে হিমতে সানজা আঁং তঙখা। য়াং আনদ্রা-কুন্দ্রা ব বলং কাইসাঅ সকফায়কা। বলং কথুক। মুঙসা নুগজাগয়া আঁং তঙমানি। অ বরক গুরিমাং গুরিমাং পাইথাগ' লামা কর'জাগখা। উল' হর কুথুগ আতুমসা আ বলংনি গানা নগ কতর খুংসা নুগ'। লেংজাগীই বিনি বীসাগ বেলসাই ফায়মানি। আ নগনি সজাক দগাঅ ব দাগারমাং দাগারমাং চিরিগীই তঙমানি, "সাবা তঙ, আন কিসা তঙনানি রাদি"।*

বেদেক উলবা (পঞ্চম পরিচ্ছেদ)

সালাইমুঙ - সংলাপ

(Dialogue)

১

বিষয় ঃ আসন্ন পরীক্ষা / দুই বান্ধবীর কথোপকথন

রীগীই ঃ বীসুকাংগ পরীক্ষা / মারে কীনীয়নি ককলাম

করমতি। *তীমা খবর কসমতি, পরীক্ষা কাসুখা বীলা। বাহাই তিয়ার আঁংখা ?*(কি খবর করমতি, পরীক্ষা তো এসে গেল। কেমন প্রস্তুতি নিলি ?)

কসমতি। *আসীকতসাল রমীই কাহামখে-ন তিয়ার আঁংখা হিনীয় উনসুগমানি। ফিয় পরীক্ষা-ব ফায়রীরীক কিরিমা-ব বাং রীরীক* (এতদিন তো ভালই তৈরী হয়েছি বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষা যতই এগিয়ে আসছে, ততই ভয় বাড়ছে)।

করমতি। *নীঙ হাই তঙমুঙ জততনি-ন। কাহামখে পরিনাইরগনি আমতীই উানাম কীরীই না, চীঙ হাই কিসামিসা পরিনাইরগনি তঙমুঙ নীঙ বায় বাকসা* (তোর মতো অবস্থা সকলেরই। যারা খুব ভাল পড়াশুনা করেছে, তাদের হয়ত এই ভাবনা নেই, কিন্তু আমাদের মতো মাঝারিদের তোর মতো অবস্থা)।

কসমতি। *আঁং মানী। নিনি বাহাই আঁংখা ? ইংরাজীনি খবর তীমা ?* (তা হবে। তোর কেমন হলো ? ইংরেজীর খবর কি) ?

করমতি। *জতত-ন কিসা কিসা পরিখা। সীংমুঙরগ ফীরীংনাই বায় থিক খীলায় নাখা। খা খীলায় মানী নম্বর কাহাম মানাই* (সবই পড়ে রেখেছি। প্রশ্নগুলো

মাষ্টার মশাইকে দিয়ে ঠিক করে নিয়েছি। আশা করি ভাল নম্বর পাব)।

কসমতি। *আঙ ইংরাজী মানয়া। মুতামুতি নম্বর মানখাই-ন চুগ'। ফিয়া ইংরাজীত কাহামদে খীলায় মান চেসতা খীলায় তঙগ। বনি বাগীই প্রাইভেট টিউটর খরকসা নারীগখা। নায়াগ্রনা পরীক্ষা বাহাই আঁং?* (আমি ইংরেজীতে কাঁচা। মোটামুটি নম্বর পেলেই চলবে। তবে ইংরেজীতে ভাল করতে পারি কিনা চেষ্টা করছি। এর জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর রেখেছি। দেখা যাক পরীক্ষা কেমন হয়)।

করমতি। *কাহাম-ন আঁংনাই। তীমাঙগীই হিনবা নীঙ পড়ালেখান তীয়াই ফাকি রীয়া বীলা। পরিশ্রম খাইকে বীথাই কাহাম মানাই* (ভালই হবে। কারণ তোর তো পড়ালেখার ব্যাপারে ফাঁকি নেই। পরিশ্রম করলে ভাল ফল পাবি)।

কসমতি। *আঙ ইতিহাস পরিথগ'। আর' আঙ নম্বর কাহাম মানানী* (ইতিহাস পড়তে আমার বেশ ভাল লাগে। এতে আমি ভাল নম্বর পাব)।

করমতি। *নিনি পরীক্ষা কাহাম-ন আঁংনাই। আসীক সাল রমীই পরীক্ষা রীই ফায়কা, রেজাল্ট কুনুফুরু হাময়া খীলায় লিয়া বীলা। তাবুক তীমা আসীক উানাই তঙ? নায়দি নিনি পরীক্ষা কাহাম-ন আঁংগানী। আনিসে পরীক্ষা রীমা হাময়া* (তোর পরীক্ষা ভালই হবে। এতদিন তো পরীক্ষা দিয়ে এলি। রেজাল্ট তো কখনও খারাপ করিসনি এখন এতো চিন্তা করছিস কেন? দেখবি তোর পরীক্ষা ভালই হয়েছে। আমারই পরীক্ষা খারাপ হয়)।

কসমতি। *হুঁ হি.* (না - না)।

করমতি। *পরীক্ষা বীসকাংগ-ন, নায়ানী* (সামনেই পরীক্ষা, দেখা যাবে)।

কসমতি। *নিনি কক খীনাই আনি কিসা খা তঙথকজাগখা। সালসা আনি অর ফায়নাবা। বী সীংমুঙরগনি উত্তর কাহামখে পরিনা নাঙনাই, কিসা ফুনুগ ফায়দি। বী সাল' ফায়নাই সাদি* (তোর কথা শুনে আমার মনে একটু আনন্দ লাগছে। একদিন আমার এখানে আয় না। কোন প্রশ্নের উত্তরগুলি জোর দিয়ে পড়তে হবে একটু দেখিয়ে দিবি। কবে আসবি বল?)

করমতি। *বীসকাং ককতি সালনি দিবর রগ'* (আগামী রবিবার দুপুরের দিকে)।

২

সালাইমুঙ-তঙখর ঃ সাতুং তুংজাক দিবর' সুকেশ তাই দীপন বুফাঙ ফাঙসানি সাকলম' আচুকজাক।

সংলাপ-পরিবেশ ঃ রৌদ্রকর উজ্জ্বল দিপ্রহরে সুকেশ ও দীপন একটি গাছের ছায়ায় বসা। (সাধুভাষা)

সুকেশ — *তাখুক, নীঙ তামঙগীই উ নক ফায়সিং চক চক নাহারীই তঙখা?* (ভাই, তুমি কেন ঐ ঘরটার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছ?)

দীপন — *আহাই-ন* (এমনিতেই)।

সুকেশ — *ইঁহি, নিনি নাহারমুঙগ তীমা কুসতাম হুইজাক তঙখীনা* (তোমার দৃষ্টির মধ্যে সম্ভবতঃ কিছু একটা লুকায়িত রহিয়াছে)।

দীপন — *নীঙ ক্লুবুই-ন সাখা, দা সুকেশ। হীনখাই খীনাদি* (তুমি সত্যিই বলিয়াছ, সুকেশদা। তাহা হইলে শোন)।

সুকেশ — *দউ আকন সাদি* (আচ্ছা, ঠিক আছে বলো)।

দীপন — *তিনিনি সিমি বিসিচিনীয় সীকাংগ আঙ জেফুরু অর তঙগ, আফুরু নিরো মুঙগীই খরকসা টা নক চিকন' তঙমানি। আঙ আফুরু পুইলা ক্লাস এলিভেন' ভর্তি ঔংখা। ব-ব আফুরু এলিভেন' পরিঅ। ব ইস্কুল খুংসাঅ আঙ তেই ইস্কুল খুংসাঅ পরিঅ। অরনি ছাত্রগনি বিসিং এলিভেন' পরিনাই চীঙ কীনীয় সিমি-ন। সামুঙ নাঙখাই আঙ বিনি আর' থাংগ', ব-ব আনি অর' ফায়'। আমতীইখাই চীঙ কীনীয়নি বিসিং কিচিংনি হালক কীরাক ঔংসুগখা* (আজ হইতে বার বৎসর পূর্বে আমি যখন এইখানে বাস করিতাম, তখন নিরো নামে একজন ঐ ছোট ঘরটিতে থাকতো। আমি তখন প্রথম একাদশ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইয়াছি। সেও তখন একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। সে এক ইস্কুলে পড়ে আর আমি অন্য ইস্কুলে পড়ি। এখানকার ছাত্রদিগের মধ্যে এলিভেনে পড়ুয়া কেবল মাত্র আমরা দুজিনই। প্রয়োজনে আমি তাহার ঐখানে যাই, সেও আমার এইখানে আসে। এইভাবে আমাদের দুইজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গভীর হইল)।

সুকেশ — *আবনি উল'* (তাহার পর)?

দীপন — *মনি উল'! নায়তে নায়তে বিসিগনীয় লাই থাংকা। চিনি টুয়েলভ ফাইনাল*

পরীক্ষা-ব পাইবাইখা। আঙ আনি নগ থাংখা, ব বিনি নগ' থাংখ
(তাহার পর। দেখিতে দেখিতে দুইটি বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল। আমাদের টুয়েলভফাইনাল পরীক্ষাও শেষ হইয়াছে। আমি আমার বাড়ীতে চলিয়া গেলাম, সে তাহার বাড়ীতে চলিয়া গেল)।

সুকেশ — *মনি উল' তাম ঔাংখা* (তাহার পর কি হইল)?

দীপন — *মনি উল' আচমসা খবর মানখা বিনি বুমা থীয়জাখা। আঙ বন নায়নানি থাংকা। ব আফুরু খা খামজাক বীখা তৗইউই লামা ফায়সিং সীবানি বাগীই নায়সিংগীই তঙমানি। আ জরাঅ আঙ বিনি নগ সগীইখ* (তাহার পর হঠাৎ খবর পাইলাম তাহার মা মারা গিয়াছে। আমি তাহাকে দেখিতে গেলাম। সে তখন ভগ্ন হৃদয়ে রাস্তা অভিমুখে কাহার জন্য যেন অপেক্ষা করিতেছিল। এমন সময় আমি তাহার বাড়ীতে গিয়া পৌঁছিলাম)। *মনি সীকাং আঙ কুবুনি রাইজ'অ বেরাইনা বাগীই বিরুখুংনি টিকেট তানমানি তাই বাতিল খাই মানয়াখ। আমতীই জরাঅ আঙ বেরাইনা ম থাংকা। তালনীয় উল' আঙ জেফুরু কিফিল ফায়খা ব আফুরু আঙ বায় কক সায়া। বিসিকচিনীয় সীক ঔাংখীনা র বায় মালাইমানি। তিনি ব তঙমানি নগ চিকনন' নুগীই বিনি কক মুয়তু ঔাংখা* (ইতি পূর্বে আমি অন্য রাজ্যে বেড়াইতে যাইবার জন্য বিমানের টিকেট করিয়াছিলাম আর বাতিল করিতে পারিনাই। এই অবস্থায় আমাকে বেড়াইতে যাইতে হইয়াছে। দুই মাস পরে যখন আমি বাড়ী ফিরিলাম সে তখন আমার সহিত কথা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বার বৎসর অতিক্রান্ত হইল তাহার সহিত সাক্ষাত হইয়াছিল। আজ তাহার থাকিবার ছোট সেই ঘরটাকে দেখিয়া তাহার কথা মনে হইল)।

বেদেক উলদক (ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)

ককফলক (ভাব-সম্প্রসারণ)

[Amplification]

কবি, সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল মনীষীদের সংক্ষিপ্ত উক্তি, ব্যবহৃত বাক্য ও পঙক্তিতে বিরাট ভাব, অর্থ-ব্যঞ্জনা অন্তর্নিহিত থাকে। এই সংক্ষিপ্ত উক্তি বা বক্তব্যের মূল বা অন্তর্নিহিত ভাবটিকে বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিবার নাম ***ককফলক*** বা ভাব-সম্প্রসারণ। ভাবের সম্প্রসারণের বিবিধ যুক্তি, দৃষ্টান্ত ও উপমাদির সাহায্যে মূল ভাবটিকে পরিস্ফুট করিতে হয়। নীচে উদাহরণ হিসাবে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ককবরক সিলেবাসভূক্ত কয়েকটি ভাব-সম্প্রসারণ বাংলা ভাবানুবাদসহ প্রদত্ত হইল।

১ খুম সাগনি বাগৗই কিয়গয়া, নিনি খাপাঙনি খুমবারন বুইনি বাগৗই কিয়গ রৗদি

হামাঙ বায় সৗনামজাক জুদা জুদা মানৗয়রগনি বিসিং, খুম ঔংখা নায়থগমা মানৗই মুঙসা। খুম নায়থক সিমিয়া, খুমরগ ম-ব মতম'। খুমনি নায়থকমা, মতমমা তেই কৗথারমুঙনি বাগৗই বরক সিমিয়া, মৗতাইরগ-ব খুমন হামজাগবাইনা। আবনি বাগৗই-ন মাতৗই রৗথানি খুম নাঙগ। বংবৗরাইরগ খুম বৗতৗয় নৗঙগ। পিয়া বৗতৗয়-ব খুমনি-ন থুমজাগ'। বৗরৗয়রগ খুম কান', খাজুঅ বর'। খুম বায় খুমতাংরগ সুবজাগ', নগরগ সাজগজাগ'। জুদা জুদা খুম মতমরগ বায় সেন্টরগ সৗনামজাগ'। আহাইখে খুমরগ বুইনি জুদা জুদা সামুঙগ মাং নাঙগৗই তঙগ। আবনি বাগৗই-ন সাজাগ' — খুম সাগনি বাগৗই কিয়গয়া। বুইনি সামুঙগ নাঙমা বায়-ন খুমরগ খুম ঔংগৗই কিয়গমানি সার্থক ঔংখা হিনৗই সাজাগ'। কক ঔংখা বুইনি হামারিনি বাগৗই সাগন ফৗনাঙ মায়াখাই ম হাঅ আচাই ফায়মানি অসয় হিনৗইসে হিনজাগ'।

বরক মুনুইসু রগনি থানি-ব সাকাঅ সাজাগমানি আ কক নাঙসুগ'। বরক খরকসা হদানি-ন বকচ'। বরক খরকসা হদানি বরকরগনি থানি চুবাচু মাননা মুচুঙমা হাই-ন হদানি বরকরগ-ব আ বরকনি থানি কিসাসৗকলে মাননা মুচুঙজাগ'। কুবুনি বরকরগনি হামারিনি বাগৗই জত-ন জে মানসাক সাগন ফৗনাঙথাই। বরক মুনুইসু সাগন তৗয়ৗই, বৗসা বৗতৗইরগন তৗয়ৗই সিমি-ন তঙথতকখে তঙনা-চানা বাগৗই সিমি হা সাকাঅ আচাইফায়াখ। আবতৗই সাগন তৗয়ৗই সিমি পাইলাইয়া ঔংগৗই তঙথানি মুঙসা তঙথক কৗরৗই। অবতৗই খৗলায় তঙনাইরগ ম হাঅ আচাই ফায়মানি অসয়সে। বুইনি হামারিনি বাগৗই সামুঙগ চুগখাইসে বরক মুনুইসুনি জীবন ব চাখা হিনৗই হিনজাগ'। আবনি বাগৗই-ন খুমরগ হাই সাগন-ব বুইনি হামারিনি বাগৗই ফৗনাঙ মানমাতৗই সাগনি খাপাঙনি খুমবারন কিয়গ রৗথাই।

২ সৗই খিতুং উাসুঙগ দাফান' পেঙয়া

সৗই জত' বায়-ন সিনিজাক য়াবুরুয় মানৗই কাইসা। নক কৗবাংমারগ'-ন সৗই রিমানি নুগজাগ'। সৗইনি বৗসাক ববতৗই তেই বিনি তঙমুঙ চামুঙরগ বতৗই আব' জত-ন সাউই মান'। খুলাসানি সৗলাই কিসা কলকমা, বিখুমুগৗনাঙ তেই ককই সৗই খিতুং বেলাইসে নায়থক। সৗইনি অ খিতুং উাইসা ফানৗসে পেঙয়া। আবন সেপেঙনা হিনৗই জেসা ফানৗ খায়দি, তবসে ব পেঙয়া। সৗই খিতুংগ গি ফান ফুলদি এবা উাসুঙগ ফানৗ দাউই তনদি, তব'সে ব পেঙয়া। কক ঔংখা বিনি তঙমুঙন ব খিবৗইসে মানয়া।

সাগনি তঙমুঙন এবা লয়ন খিবৗই মানয়া ঔংমানি, বরকনি থানি-ব তঙগ। বরক খরকসা খরকসা বিনি তঙমুঙ এবা লয়ন খিবৗইসে মা'য়া। অর' তঙমুঙ হিনমা বায় তঙমুঙ সিতরানি কক-ন সাজাগখা। তঙমুঙ কাহাম হিনকাই ত জত-ন চাজাগ', তঙমুঙ সিতরা

১ ক. "পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না, তোমার হৃদয়পুষ্পকে অপরের জন্য বিকশিত কর"

প্রকৃতি সৃষ্ট বিভিন্ন জিনিসগুলির মধ্যে ফুল অতি সুন্দর বস্তু। ফুল শুধুমাত্র সুন্দরই নয়, ফুলের সৌরভও রয়েছে। ফুলের সৌন্দর্য, সৌরভ ও পবিত্রতার জন্য কেবলমাত্র মানুষই নয়, দেবতাগণও ফুলকে ভালবাসেন। এজন্যই পূজার কাজে ফুল প্রয়োজন। ভ্রমর ফুলের মধু পান করে। মধুও ফুল থেকেই সংগ্রহ করা হয়ে থাকে। নারীগণ ফুল ব্যবহার করে, চুলের খোপায় গুঁজে রাখে। ফুল দিয়ে মালা তৈরী করা হয়, ঘরবাড়ী সাজানো হয়। বিভিন্ন রকমের ফুল দিয়ে সুগন্ধি সেন্ট তৈরী করা হয়। এভাবে ফুল কেবল অপরের কাজে নিয়োজিত। এজন্যই বলা হয়ে থাকে — পুষ্প আপনার জন্য ফোটে না। অপরের কাজে লাগে বলেই ফুলের ফুল জীবন সার্থক বলা হয়ে থাকে। মোট কথা পরহিতার্থে নিজেকে উৎসর্গ করতে না পারলে এই পৃথিবীতে জন্ম বৃথা।

মানুষের জীবন সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। একজন মানুষ সমাজেরই অঙ্গ। একজন মানুষ সমাজের মানুষের কাছ থেকে সাহায্য আশা করার মতোই সমাজের মানুষও ঐ মানুষটির কাছ থেকে কিছু একটা পাওয়ার আশা করে। পরহিতার্থে সাধ্যমতো নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া উচিত। মানবজাতি নিজেদের সন্তান-সন্ততি নিয়ে আমোদ-প্রমোদ করে বেঁচে থাকার জন্যই কেবল এ জগতে জন্মগ্রহণ করেনি। এভাবে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে বেঁচে থাকার বিন্দুমাত্র সার্থকতা নেই। এভাবে যারা বেঁচে রয়েছে তাদের এ জগতে জন্ম বৃথা। অপরের কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত করতে পারলে মানব জীবন সার্থক বলা হয়ে থাকে। এ জন্যই ফুলের ন্যায় অপরের হিতার্থে নিজের হৃদয়পুষ্পকে বিকশিত করা উচিত।

২ ক. "কুকুরের লেজ চোঙ-এ রাখলেও সোজা হয় না"

অথবা, শতবার ধুলেও কয়লার ময়লা যায় না

কুকুর আমাদের পরিচিত চতুষ্পদ প্রাণী। অনেক বাড়ীতেই কুকুর পোষতে দেখা যায়। কুকুরের দেহের আকৃতি ও তার আচরণ সম্পর্কে আমরা সকলেই অবহিত। পশমে ভরা ও বক্র লেজ যুক্ত কুকুরকে খুবই সুন্দর দেখায়। কুকুরের এই লেজটি কখনও সোজা হয় না। এটিকে সোজা করতে শত চেষ্টা করলেও আর সোজা হয় না। কুকুরের লেজে ঘি মাখলে বা চোঙ-এর মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলেও এটি সোজা হয় না। অর্থাৎ এর ধর্ম সে পরিত্যাগ করতে পারে না।

নিজের ধর্মকে বা অভ্যাসকে পরিত্যাগ করতে অপারক মানুষের মধ্যেও দেখা হয়। মানুষের প্রত্যেকেই নিজেদের আচরণ বা অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারে না। এখানে আচরণ বলতে অসদাচরণকেই বুঝানো হয়। শোভাচরণ সকলেরই প্রসংশা পায়,অসদাচরণ

ঔাংখাই-ন বেজুউা। তঙমুঙ এবা লয় সিতরান খিবৗই মায়া ঔাংখাই কেবফানৗ চাজাগয়া। জে মানসাক দাতি দাতি খৗলায় লয় সিতরারগন খিবিনানি সামুঙ। আবসে বাগসা বাগসা জেসৗক ফানৗ হিনজাগথুন বিনি অ তঙমুঙন ব খিবৗইসে মানয়া। নৗঙ জেসৗক ফানৗ হিনদি, বিনি আ তঙমুঙ কাহাম ফানৗ ঔাংথুন হাময়াফানৗ ঔাংথুন বিনি আ লয়ন ব খিবয়া। আবনি বাগৗই-ন সজাগ' 'সৗই খিতুং উাসুঙগ দাফানৗ পেঙয়া।'

৩ "সালনি বাগৗই হর' কাবৗই মুকতৗয় খিকলাইখাই সাল কিফিলয়া, এরেং থাংগ আথুকিরি কানাই"

অ হায়ুঙগ ঔাং তঙনাই জতত-ন রাইদা কাইসাঅ খাজাক। অ রাইদাতৗই-ন হর-সাল ঔাংগ, সাল কাসাঅ সাল হাবৗ, তাল কাসাঅ তাল থৗয়' আকরগ ঔাংতঙগ। অ রাইদানি জুদা ঔাংখে-ন হায়ুঙ নিনাঙ ফানৗ মানৗ। অ রাইদান গসি নামা-ন সই তেই অব'-ন মুকথাঙ। সাতুং তুংমা তেই চৗংমা সালনি-ন য়াফারমুঙ। অম' বায় তুমুঙ কে-ব হর' সাল কাসাথুন হিনৗয় কাবৗই তঙখা হিংকাই সাল কাসাগৗলাক। উলতা কাবৗই তঙমা বায় ব আ জরানি বাগৗই মকল নুগয়া ঔাংনাই। হরনি নখাঅ কাসাজাক তালনি পহর তাই নাইথক আথুকিরি চৗংসামাসে নুগজাগয়া ঔাংনাই। সাল হাবমানি উল' আউ-আউ চিরিগৗই কাবৗই তঙফানৗ সাল কাসাগৗলাক। বনি সৗলাই নখাঅ কাসাজাক তাল পহর তাই নায়থক আথুকিরিরগন নায়সানা হাৗ। তাইনি সাল' ফুঙ আইখে রাঙচাকনি, সাল-ত' কাসানাই-ন। বনি বাগৗই বন' নায়সিং তঙনা হাৗ।

চিনি হদাঅ অমতৗই বরক কিচাসৗক তঙগ ঔাংথগয়া মুঙসান তৗয়ৗই অসাত খৗলায়ৗ। জরানি রাইদান বরগ গসিনা নাইয়া। মানথগয়া মানৗই মাননা নায়ৗ তাই মাহানয়া মানৗয়নি বাগৗই খা খামজাগৗ। বরগ-ব মানমা জরানি মানৗইনি সেপেলেজাগৗ। বরগ তাবুক মানমা মানৗইন য়াচাগয়াই মানথগয়া মানৗইনি বাগৗই ফিলিক ফালাক ঔাংগ। বরগ তাবুক জরান তৗয়ৗই খা সিয়া। আবাগৗই জরা-ব বঙন য়াকারৗই থাংগ। বিনি য়াক গানানি মানৗই-ব ব তেই মানয়া ঔাংগ। আবাগৗই-ন সাজাগৗ তাবুক মানমা মানৗইন-ন য়াচাকনা হাৗ তেই অবন' তৗয়ৗই-ন খা ফুরনা চাঅ। ঔাংয়াখেবা মানথগমা মানৗই-ব বিনি আরনি হাচাল' থাংসিঅ।

৪ "পড়ালেখা কৗরৗই, সিয়া কুতাম কাহাম-হাময়া, বৗসকাংগ মকল কলনৗয় তব' মকল নুগয়া।"

পড়ালেখানি নায়মুঙ ঔাংখা মাঙতাং ন কাহামখে চৗংসারৗই তিসানানি। নায়মুঙ কৗরৗই পড়ালেখা জইখ তেই অসয়। পড়ালেখা কৗরৗঙ বরক হায়ুঙনি মরগ খরকসা।

হলেই ব্যতিক্রম। অসদাচরণ বা কুঅভ্যাস পরিত্যাগে অপারক লোককে কেউ পছন্দ করে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব অশোভাচরণ ত্যাগ করা প্রয়োজন। তথাপিও কেউ কেউ আছে যত বকুনিই থাক না কেন তার এই আচরণ সে ত্যাগ করতে পারে না। আপনি যতই বলুন না কেন, তার এই আচরণ ভালই হোক কিংবা খারাপই হোক সে ত্যাগ করে না। এ জন্যই বলা হয় কুকুরের লেজ চোঙ-এ রাখলেও সোজা হয় না।

**৩ ক. "রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা
সূর্য নাহি ফেরে,শুধু ব্যর্থ হয় তারা।"**

বিশ্বব্রহ্মাণ্ড এক অমোঘ নিয়মে আবদ্ধ। এই নিয়ম ছন্দেই দিবা-রাত্রি হয়, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়, চন্দ্রের উদয় ও বিলয় ঘটে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলেই মহা প্রলয়ের সম্ভাবনা থাকে। এই নিয়মকে মেনে নেওয়াই সঠিক ও বাস্তব। রৌদ্র ও উজ্জ্বলতা সূর্যেরই দান। তাই বলে কেউ যদি রাত্রে সূর্যোদয়ের জন্য হায়হতাশ বা কাঁদতে শুরু করে তবু কিন্তু সূর্যোদয় হবে না। বরং কাঁদতে থাকায় তার চোখ ঝাপসা হয়ে আসবে। বরং রাতের আকাশে প্রস্ফুটিত চন্দ্রের আলো ও মনোরম নক্ষত্রের সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করা থেকে সে বঞ্চিত হবে। সূর্যাস্তের পর হাউ মাউ করে কাঁদতে শুরু করলেও সূর্য আর ফিরে আসবে না। তদপেক্ষা আকাশের চন্দ্রোদয় ও মনোরম নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা প্রত্যক্ষ করাই শ্রেয়। প্রভাত হলে সোনার রবির উদয় তো হবেই। এ জন্য তাকে অপেক্ষা করা উচিত।

আমাদের সমাজেও এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছে যারা অবাস্তব কিছু দাবী করে বসে। সময়ের অমোঘ নিয়মকে তাঁরা মানতে নারাজ। দুষ্প্রাপ্য বস্তু পেতে চায়, নাগালের বাইরের বস্তু লাভের জন্য পরিতাপ করে। তারাও প্রাপ্য বস্তু থেকে বঞ্চিত হয়। তাঁরা বর্তমানে প্রাপ্য বস্তুকে গ্রহণ না করে যা পাওয়া সম্ভব নয় তা লাভের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাঁরা বর্তমান সম্পর্কে উদাসীন। এ জন্য বর্তমানও তাদেরকে ত্যাগ করে চলে যায়। তাঁর নাগালের বস্তুও সে আর পায় না। এ জন্যই বলা হয় যে, সময়ে যা পাওয়া সম্ভব তা-ই গ্রহণ করা উচিত এবং তাকে নিয়েই তুষ্ট থাকা শ্রেয়। অন্যথায় প্রাপ্য বস্তুও তার নাগালের বাইরে চলে যায়।

**৪ ক. "যার বিদ্যা নাই সে না জানে ভালোমন্দ,
শিরে দুই চক্ষু আছে তথাপি সে অন্ধ।"**

বিদ্যার উদ্দেশ্য হল জীবনকে সফল করে তোলা। উদ্দেশ্যহীন বিদ্যা ব্যর্থ ও অর্থহীন। বিদ্বান ব্যক্তি বিশ্বের সম্পদ। বিদ্যা নামক বস্তুটি আমাদের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত করতে

পড়ালেখা মুঙগীই সামুঙন চিনি মাঙতাংগ গীদালরীই মানয়াখে পড়ালেখা অসয়স। কক তঙগ বুবাগ্রানি বরম বাইথাঙনি হাঅ, কীরীঙরগনি জত' জাগাঅ। কক আঁংখা বুবাগ্রান বিনি বাইথাঙনি দেশ' বরম রীজাগী। ফিয়া পড়ালেখা কীরীঙরগন জতত জাগাঅ-ন বরম রীজাগী। পড়ালেখা আঁংখা গিয়ান থুমনানি থারুক কঙসাসে। অম'বায় চীঙ গিয়ানন থুমীই মানী। পড়ালেখা খীলায়ীই হদানি মীনাকন নরসাই রীই মানী। পড়ালেখা হামারি তেই হামকীরায় তুবুঅ। বরকরগন বীসকাং আগক তীলাংনানি য়ারীং কলকন আঁংখা অ পড়ালেখা। মকল কীরীইখে মুঙসা মানীই নুগয়াতীই বরক মাসা-ব হাকর'দে কীলাইনাই, তীয়'দে কীলাইনাই মুঙসা সিয়া,মকল তঙফানী পড়ালেখা কীরীইখে খরকসা বীম' চানী,বীম চায়া বী-সামুঙ খীলায়খে কাহাম আঁংন' বী-সামুঙ খীলায়খে হাময়া আঁংন' অব' সিয়া। রীঙনি পহর তাবুক সাতুং তুংমান-ব মেচেনীই মানী। রীঙনি পহর বায় তাবুক হায়ুঙন সিমি চীংসারীই তঙয়া, মঙ্গল গ্রহন-ব চীংসারীইদে মান অবন' তীয়ীই আমজগমুঙ চলি তঙগ। পড়ালেখানি জারে-ন অ সামুঙ খীলায় মানখা। আঁংয়াখেবা মঙ্গল গ্রহনি বুমুঙ-ব সিগীলকখামুন। আবাগীই-ন সাজাগী পড়ালেখা কীরীই বরক মকল নুগয়া বায় বাকসা।

৫ "তীয় সিমবুক বখরক তিসাই সাঅ পুখুরিন' সীয় নারীগদি, পামতীয় থপসা রীখা নন।"

তীয় সিমবুক পুখুরিনি তীয়'-ন আচায়ী। পুখুরিনি অ গিলামা তীয়' পামতীয় থপসা রীই তীয় সিমবুক পুখুরিন' সাঅ, বিনি অ য়াফারমুঙনি কক পগয়াই তঙনানি। তীয় সিমবুক হর' সিয়ারি কীলাইঅ তাই পামতীয় আঁংগ। উল' অ পামতীয় বিনি আরনি পুখুরিনি তীয় কীরাইঅ। অ কিচিসা তীয় পুখুরিনি থানি কুসতাময়া। অ থপসা তীয় বায় পুখুরিনি তীয় বারি রীই মাননা ককয়া। তীয় সিমবুকনি অতীয় থপসান পুখুরিঅ য়াফারয়াই মুঙসা লাম কীরীই। ব মুচুঙয়া ফানী সিয়ারিনি মানজাক অ তীয় থপসান' পুখুরিনি তীয়'-ন মা খিকীলাইনাই। তব' ফানী অ তীয় থপসানসে ব বিনি আচায়রীনাই পুখুরিনি থানি লাকাই রীখা হিনীয় উানসুগী। অম বায় ব আঁংসাই তঙগ।

সই সই দান খীলায়নাই বরক বিনি অ দান খীলায়মুঙনি ককন কুনুফুরু পির রীই তঙয়া। বুয়নি হামারিনি বাগীইসে ব দান খীলায়ী। নিজিনি খুমুঙ পের রীনা বিনি আসল নায়মুঙয়া। ফিয়া চিনি হদাঅ অমতীই বরক কিচাসীক তঙগ নিজিনি কুমুঙ সিমিসে পের রীনা বঙনি নায়মুঙ। বঙন চীঙ আসল হামারি খীলায়নাই হিনীয় মানয়া। অমতীই বরক বুয়নি হামারি কিচিসা খীদে খীলায়কা, খীলায়া নিজিনি অ দান খীলায়মানি ককন জততনি থানি সাই খীনারীঅ। তীয় সিমবুক পুখুরিন সামানি ককন খুরচাই খা মেরেং কিচাসীক দান খীলায়নাই বরক তীমা উানসুগীই তঙ অব'সে বুচিমানী। পুখুরিঅ তীয় গিলামা-ন তঙগ।

না পারলে এই বিদ্যা অর্থহীন। কথায় বলে "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।" অর্থাৎ রাজাকে নিজের দেশে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। কিন্তু বিদ্বান ব্যক্তিকে সর্বত্রই সম্মান প্রদর্শন করা হয়। বিদ্যা হচ্ছে জ্ঞান সঞ্চয়ের শলাকা স্বরূপ। এর দ্বারা আমরা জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারি। জ্ঞানার্জন দ্বারা সমাজের অন্ধকার দূর করা যায়। বিদ্যা কল্যাণ ও উন্নয়ন বয়ে নিয়ে আসে। মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার মূলে রয়েছে এই বিদ্যা। চোখ না থকালে কোন কিছু দেখতে না পেয়ে একটি লোক গর্তে পড়বে কি জলে যেমন বুঝতে পারে না, তেমনি চোখ রয়েছে এরূপ একজন মূর্খ বা অশিক্ষিত ব্যক্তিও কোনটি সঠিক বা কোনটি সঠিক নয়, কোন কাজটা করা শুভকর বা কোন কাজটা অশুভ তা বুঝতে পারে না। শিক্ষার আলো বর্তমানে সূর্যের আলোকেও হার মানায়। শিক্ষার আলো বর্তমানে শুধুমাত্র পৃথিবীকেই আলোকিত করছে না, মঙ্গল গ্রহকে আলোকিত করা যায় কিনা তা নিয়ে অনুশীলন চলছে। বিদ্যার্জনের ফলেই এটি সম্ভব হয়েছে। অন্যথায় মঙ্গল গ্রহের নামও বোধ হয় জানা যেতো না। এ জন্যই বলা হয় বিদ্যাহীন বা মূর্খ ব্যক্তি অন্ধের সমতুল্য।

৫ ক. "শৈবাল দীঘিরে বলে উচ্চ করি শির
লিখে রেখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির।"

শৈবালের জন্ম দীঘির জলেই। দীঘির অগাধ জলে এক ফোঁটা শিশির বিন্দু দিয়ে শৈবাল দীঘিকে বলে, তার এই দানের কথা দীঘি যেন ভুলে না যায়। শৈবালে রাতে কুয়াশা পড়ে ও শিশির জন্মে। তারপর শিশিরের ফোঁটা তার থেকে দীঘির জলে গিয়ে ঝরে পড়ে। এই সামান্য জল দীঘির কাছে কিছুই নয়। এই এক বিন্দু জলে দীঘির জলবৃদ্ধি ঘটানোর কথা নয়। শৈবালের এই জলবিন্দু দীঘিতে না ফেলে গত্যন্তর নেই। তার অনিচ্ছা থাকলেও তাতে জমানো শিশির বিন্দু দীঘির জলে ঢালতে বাধ্য। তবুও এই জলবিন্দুকে জন্মদাতা দীঘির কাছে সে ঋণ হিসাবে দিচ্ছে বলে মনে করে। এ জন্য সে গর্ব বোধ করে।

প্রকৃত দাতা তাঁর দানের কথা কখনো প্রচার করেন না। অপরের কল্যাণের জন্য তিনি দান করে চলেন। আত্মপ্রচার তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু আমাদের সমাজে এমন কিছু ব্যক্তি রয়েছেন যাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে নাম কামানো। তাদেরকে আমরা প্রকৃত উপকারী বলতে পারি না। এই ধরনের মানুষ অপরের সামান্য উপকার করলো কি করলো না নিজের এই দানের বিষয় সকলকে বলে বেড়ায়। শৈবালের দীঘির প্রতি উক্তির মাধ্যমে ক্ষুদ্র কিছুর দানকারীর প্রকৃত পরিচয় পাওয়া যায়। দীঘির অগাধ জলরাশি। তার এই

বিনি অ তৗয়ন' ব বরকনি বাগৗই খা লগৗই য়াফার রৗঅ। বিনি অ ফাফারমুঙনি ককন ব বুয়ন সায়া। পুখুরিনি অ-সামুঙ কতর তাই বলাইথাই। কুবুন বৗখাক পুখুরিনি তৗয়' আচায়নাই তৗয় সিমবুক — পুখুরিনি তৗয় কুসুবৗই বানচি তঙনাই,পামতৗয় থপসা খিকলায়ৗই-পুখুরিনি সৗয়ৗই নারৗগদি হিনৗয় সাঅ। তৗয় সিমবুক হাই বরক কিচাসৗক চিনি হদাঅ-ব নুগজাগৗ। বরগ খামেরেং, সাকবলাই তাই ঔংসাই তঙগ। ফিয়া পুখুরি হাই খা কতর বরক খা লগৗই বুয়নি হামারিঅ নিজিন য়াফার রৗঅ।

 "হামা কলক হরৗই তৗয়মানি য়াংনার সাঅ,
আয়াংনার' তঙথককুগনা আনি খা কাঅ।
তৗয়মানি আয়াংনার আচুগৗই হামাকলক হর'—
সাঅ, তঙথক চাথক বেবাক-ন য়াংনার'।।"

বরকনি সানমা-নায়মানি আরি কৗরৗই। বিনি থানি তঙমা মানৗই -খৗনৗইরগ বায় বিনি খা ফুরয়া। জতফুরু সানমা-নায়মানি উকলগ' সিমিসে খাইচিকলাইঅ। বরকনি হাময়া তঙমুঙরগনি বিসিং অব' কাইসা। নখা সামলালায় বঙনি অ সানমুঙনি বাগৗই বরগ বাইথাঙনি বৗখান তঙথক রৗই মানয়া। বঙনি সানমা মাঙ সে, তেই কুনু কৗরৗই। তিনি অব', খৗনা আব', সনি উব' আমতৗই মাঙসে। কক ঔংখা কে-ব জেসা মানৗই-ন সান মানৗ, ফিয়া মানমানি আরিলে খাজাক সে। বরক সানমাসৗক মানৗই জত' ফুরু মানথগয়া। সানমা তাই মানমা অ-ককথাই থাইনৗয়নি বিসিং জে চালমুঙ আব-ন ঔংখা বরকনি খা ফুরয়ানি আসল কারন। ককবুমা ঔংখা, তৗমা মানখে বরক বিনি বৗখান' তঙথক রৗই মাননাই, তৗমা মানখে খা ফুরজাগনাই অব' ব নিজি-ব সিয়ানা। বনি বাগৗই-ন বরগ লাংমা তঙসাক হাচালনি মানৗইন মাহাননানি খাইচিগৗই তঙগ।

বরক নিজিনি সাকতারমুঙ বায় অজিই মানজাক মানৗই-খৗনৗই বায় বৗখান তঙথক রৗই মানয়া। বিনি কাইসা উানসুগমুঙ ঔংখা বুয়নি থানি বিনি সৗলাই কৗবাংমা মানৗই খৗনৗই তঙনা। ব পুইলা সানমাসৗক মানসুগফানৗ বিনি বৗখাঅ তঙথক রৗই মানগৗলাক। তামগৗই হিনবা ব সানমাসৗক মানমানি উল' বিনি সানমা তাই-ব বারিনাই। আবায়-ন বরকনি সানমা তাই মানমা অ ককথাই থাইনৗয়ন একলগি তুবুই মানয়া। আ বাগৗই-ন নিজিনি থানি তঙমাসৗকন তৗয়ৗই-ন খাঅ তঙথক রৗনা হামৗ।

 "হা তলাঅ তঙসাক রাঙচাকনি মুঙসা দাম কৗরৗই"

সর, সীসা, গ্রাফাইট, দস্তা আবতৗই মানৗইরগনি কাহাই রাঙচাক-ব হা তলাঅ

জলরাশিকে অকাতরে সে মানুষের জন্য দান করে থাকে। তার এই দানের কথা অপরকে বলে না। দীঘির এই কাজ মহৎ ও প্রশংসণীয়। অপরদিকে দীঘির জলেই জন্ম গ্রহণ করে শৈবাল — যে নাকি দীঘির জল শোষণ করেই বেঁচে থাকে, একবিন্দু শিশির দান করে দীঘিকে বলে লিখে রাখার জন্য। শৈবালের মতো মনোবৃত্তির মানুষ আমাদের সমাজেও বর্তমান। তারা সংকীর্ণমনা, আত্মগৌরবী ও অহংকারী। আর দীঘির মত বিশাল মনের মানুষরা উদার মনে অপরের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করেন।

৬ ক. "নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিঃশ্বাস,
ওপারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস'।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে —
কহে, "যাহা আছে সুখ সকলি এপারে।।"

মানুষের কামনা-বাসনার সীমা নেই। তার কাছে যা আছে, তা দিয়ে সে সন্তুষ্ট নয়। সর্বদা কেবল কামনা-বাসনার পেছনে ছুটে চলে। মানুষের অশুভ চরিত্রের মধ্যে এটিও একটি। আকাশ চুম্বী তাদের এই চাহিদার জন্যই মানুষ তৃপ্তিহীনতায় ভোগে। তাদের শুধুই চাওয়া আর চাওয়া,এর শেষ নেই। আজ এটা, কাল ওটা তো, পরশু ঐটা। মুশকিল হচ্ছে, যে কেউ যা খুশী চাইতে পারে, কিন্তু পাওয়ার ক্ষমতা যে সকলেরই সীমিত। মানুষ তার চাহিদার সমগ্র অংশই পায় না। চাওয়া ও পাওয়া এই শব্দ দুটির মধ্যে যে ব্যবধান তা-ই তার অতৃপ্তির মূল কারণ। আসল কথা হলো কি পেলে যে মানুষ খুশী থাকবে বা তৃপ্ত থাকবে তা সে নিজেও বোধ হয় জানে না। এ জন্যই আজীবন মরিচীকার পেছনে ছুটে চলে।

মানুষ নিজের প্রচেষ্টায় যা কিছু অর্জন করে তার দ্বারা মনকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে না। তার মনে একটা ভাবনা কাজ করে যে অন্যের যা আছে তা বোধ হয় অনেক বেশী। সে প্রথম যা চেয়েছিল তার সম্পূর্ণ অংশ পেলেও সন্তুষ্ট থাকতে পারবে না, কেননা ইতিমধ্যে তার চাহিদার আরো বৃদ্ধি ঘটেছে। এজন্যই মানুষের চাওয়া ও পাওয়ার দূরত্বকে নির্মূল করা যাবে না। তাই নিজের যা আছে তা দিয়েই মনকে তুষ্ট রাখা ভালো।

৭ ক. "খনি গর্ভে স্বর্ণ মূল্যহীন"

লোহা, সীসা, গ্রাফাইট, দস্তা ইত্যাদির মতো স্বর্ণও খনিজ ধাতুগুলির মধ্যে একটি।

তঙনাই মানীই কাইসা। রাঙচাক হা তলাঅ কুবুনি মানীইরগ বায় সাপুলজাক তঙমুঙগ মানথগ'। হাতিংনি বেচেপ' কীরীঙ, বরকরগ গবেষনা গীনাঙ সামুঙ খীলায়ীই এবা বিজ্ঞান রীগীই রুতুকনা সামুঙ চালগীই কুবুনি মানীইরগ বায় সাপুলজাক অ রাঙচাকন' হা সাকাঅ তিসাঅ তাই কীকীরীক খীলায়ী। কীকীরীক খীলায়মানি সীকাং রাঙচাকনি চীংখুরুবমুঙ-ব কীরীই দাম-ব কীরীই। তামঙগীই হিনবা কীকীরীক খীলায়া সাক রাঙচাকনি চীংখুরুবমুঙ-ব ফায়া তাই বরক মুনুইসুনি সামুঙগ নাঙয়া। কীকীরীক রাঙচাক চীংখুরুবনাই মানীই কাইসা তাই মরগ। অম বায় পদরেপদ গয়নারগ তাগরীজাগী। ফিয়া হা তলাঅ তঙসাক অ রাঙচাকনি ককতীমা কেব সিয়া। আবাগীই চরজাগনাই তাই চীংখুরুবনাই মানীই ফানী হা তলাঅ তঙসাক বরকনি সিজাগায়া অীংমা বায় রাঙচাকনি মুঙসা দাম কীরীই।

হা তলাঅ তঙনাই রাঙচাক বায় বাকসা বরক-ব চিনি হদাঅ তঙগ। হা তলানি রাঙচাক জেতীইখে সাকসাক হা সাকাঅ ফায় মানয়া, অমতীই-ন বীরগ-ব হদানি হামকীরায়নি বাগীই সাকন বেদক মানয়া। লাইসুথগয়া হাচালনি হাচীক বেসের বাসার তঙজানাই এবা সাধারন বরক রগনি বের'-ব রীঙমারি গীনাঙ কেব কেব তঙগ। বীরগন কেব সিনিয়া। বীরগনি রীঙমারিনি মুঙসা কক সায় মানখে এবা বুচি মানখে বীরগন-ব হদানি হামকীরায় গীনাঙ সামুঙগ ফীনাঙনা দরকার। অমতীই রীঙমারি গীনাঙ বরকরগন হদানি হামকীরায়' ফীনাঙমুঙ রাঙচাক কীকীরীক খীলায়মা সামুঙ বায় বাকসা। বীরগনি রীঙমারিন হদানি সামুঙগ ফীনাঙগীই হদান চীংখুরুবীই তিসাই মানী।

৮ **''রথযাত্রা, বরক কুপুলীঙ, বেলাই তঙথতক —**
লামাঅ কীলায়ীই খুলুম' জত' ভক্তরগ।
লামা হীন' 'আঙ মীতাই' রথ হীন' 'আঙ'
মূর্তি হীন' 'আঙ মীতাই' — মীনীয়' সিনাই।।''

রথযাত্রা ফুরু রথ নায়না হিনীয় বরক কীবাংমা-ন ফায়'। বরক বরকন হামজাগী; জাগা কীরীংসাঅ বরক কীবাংমা কুথুমলাইমানি আব' অঙথকমানি কক-ন। রথযাত্রা ফুরু কাঠবায় সীনামজাক মীতাই নক হাই রথনি বিসিং জগন্নাথ মীতাইনি মূর্তি আচুক রীজাগী। লেখাজুখা কীরীই বরকরগ আর' খুলুম ফায়ী। মীতীই নক বায় বাকসা রথ তীমুঙ বন'সে খুলুমলাই তঙনা এবা মীতাইনি মূর্তি বন'সে খুলুমলাই তঙনা এবা লামাঅ কীলায়ীই খুলুমলাইমা বায় বন' সে খুলুমলাই তঙনা হিনীয় উানসুগখে আব' অসই সে। জততনি বীখানি কক সায়মানাই সিঅ লুকুরগ বন' মুয়তু খীলায়ীই সে খুলুমলাই তঙগ। রথ তাই মূর্তি ফুনুগমারি সিমিসে।

স্বর্ণ মাটির নীচে অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। ভূতত্ত্ববিদগণ গবেষণা কার্য চালিয়ে বা বিজ্ঞান ভিত্তিক অনুসন্ধান কার্য চালিয়ে আকরিক স্বর্ণ উত্তোলন করেন ও পরিশোধন করে থাকেন। পরিশোধনের পূর্ব পর্যন্ত স্বর্ণের উজ্জ্বলতাও নেই মূল্যও নেই। কারণ অপরিশোধিত আকরিক স্বর্ণ পরিশোধনের পূর্বে উজ্জ্বলতা প্রাপ্ত হয় না। তাই মানুষের কোন কাজে আসে না। পরিশোধিত স্বর্ণ উজ্জ্বল ও মূল্যবাণ। তা দিয়ে বিভিন্ন প্রকার অলংকারাদি তৈরী করা হয়। কিন্তু খনিগর্ভে নিমজ্জিত এই স্বর্ণ মানুষের অজ্ঞাত। এ জন্য টিকসই ও উজ্জ্বল ধাতু হওয়া সত্ত্বেও খনিগর্ভে নিমজ্জিত স্বর্ণ মানুষের অজ্ঞাত থাকার কারণে তার ন্যূনতম মূল্যও নেই।

খনিগর্ভে নিমজ্জিত স্বর্ণের সঙ্গে তুল্য মানুষও আমাদের সমাজে পরিলক্ষিত হয়। খনিগর্ভের স্বর্ণ যেমন স্বপ্রচেষ্টায় মাটির উপরে ওঠে আসতে পারে না, তেমনি তারাও সমাজের কাজ করার সামান্য মাত্র সুযোগ না পেলে নিজেদের কর্মযোগ্যতা প্রমাণ করতে পারে না; সমাজের কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে না। দুর্গম প্রত্যন্ত পাহাড়ী অঞ্চলে বসবাসকারী বা সাধারণ জনগণের মধ্যেও মেধাবী ব্যক্তি রয়েছেন। তারা সকলেরই অজ্ঞাত। তাদের মেধার সামান্য মাত্র পরিচয় পাওয়া গেলে বা বুঝতে পারলে তাদেরকেও সমাজের কল্যাণমূলক কাজে নিযুক্ত করা প্রয়োজন। এ ধরণের মেধাবী ব্যক্তিদের সমাজের কল্যাণমূলক কাজে নিযুক্তিকে আকরিক স্বর্ণের পরিশোধন কাজের সঙ্গে তুলনা করা যায়। তাদের মেধাকে সমাজের কাজে লাগিয়ে সমাজকে উজ্জ্বল করে তোলা সম্ভব।

৮ ক. "রথযাত্রা, লোকারণ্য মহা ধুমধাম —
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি'।
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী।।"

রথযাত্রার সময় রথ দেখার জন্য অনেক জনসমাগম হয়। মানুষ মানুষকে ভালবাসে; কোন স্থানে বিপুল জনসমাগমে আনন্দ পাওয়ারই কথা। রথযাত্রার সময় কাঠনির্মিত মন্দিরাকৃতি রথের মধ্যে জগন্নাথ দেবের মূর্তি স্থাপন করা হয়। অসংখ্য লোক সেখানে প্রণাম নিবেদন করে। মন্দির স্বরূপ রথ যদি ভাবে যে সে প্রণম্য; দেবতার প্রতীক মূর্তি যদি ভাবে যে সে প্রণম্য; অথবা পথে লুটিয়ে প্রণাম নিবেদন করার জন্য পথ যদি ভাবে যে সে প্রণম্য; তাহলে তা নিতান্তই ভ্রম। অন্তর্যামী দেবতা জানেন যে, জনগণ তাঁকে স্মরণ করেই প্রণাম নিবেদন করছে। রথ ও মূর্তি উপলক্ষ মাত্র।

খুলুমজাগনাইসঙ ভক্তরগনি খুলুমমুঙ লাইতেসাখে-ন য়াচাগীই তঙগ; ফিয়া দলসা তঙগ খুলুমমুঙ য়াচাগনা বাগীই গুরি বেরাইঅ তাই বাইথাঙনি বীখান ফুরজাগীই তঙগ; বীরগ সই খুলুমথাই বরকয়া। বীরগ কাঠনি রথ তাই রথ বিসিং তঙনাই মূর্তি বায় বাকসা। বীরগ-ব বাইথাঙন খুলুমীই তঙনা হিনীয় বীখান তঙথক রীঅ।

❾ "কেরাচিন-চাতি সাঅ হা-নি চাতিন'
'তাখুক হিনীই রিংখাই ততরা সেবীই রীন'।
আ জরা নখা সাকা তাল কাসাখা;
কেরাচিন রিংগীই সাঅ, 'ফায়গীরাদি আতা'।"

কেরাচিন-চাতি, হানি তাগজাক চতিন' সাহর', বন' তাখুক হিনীয় রিংখা হিংকাই ব বিনি ততরা সেবীই রীউানী। ইংখেপ' নখা সাকা তাল কাসাখা। আফুরু কেরাচিন-চাতি তালন' তাখুক হিনীয় হামবাই য়াফারী।

কেরাচিন-চাতি, হা-নি তাগজাক চাতি তাই নখানি তাল কাইথামনি-ন চীঙ পহর মানী। ফিয়া বঙনি পহর কাইসা বায় তেকাইসানি বাকসা য়া। হা-নি তাগজাক চাতিনি সীলাই কেরাচিন চাতি চীংমালে কিসা কীবাং। ফিয়া নখা সাকানি তালনি পহর বায় কেরাচিন-চাতি তেই হা-নি তাগজাক চাতিনি মুঙসা সুচানা কীরীই। তালনি পহর কীচাং, কাহামকুব তাই হায়ুঙ গীনাঙগীই পিরজাক। কেরাচিন-চাতি চীংমা হা-নি চাতিনি সীলাই কিসা কীচীং। সানা থাংখে বাকসা-ন। কাইসা ঔংখা হরুউা থক বায় চীংনাই তেই কাইসা ঔংখা কেরাচিন থক বায় চীংনাই। কেরাচিন চাতিনি পহর কিচিসাসে কীবাং। অবন' তীয়াই-ন ব ঔংসাই তঙগীই হানি চাতি বায় তেই কীথালাইনা নাইয়া; হাচাল'সে তঙনা নাইঅ। কুবুন বীখাক গিলামা পহর গীনাঙ হাচালনি নখা সাকানি তালন'সে ব হামবাই য়াফারনা নাইঅ, লামসগনা নাইঅ, জাইতি সানা নাইঅ। ফিয়া অব' কুনুফুরু-ন ঔংগীলাক।

বরক মুনুইসুনি তঙমুঙগ-ব কেরাচিন চাতিনি তঙমুঙ নুগজাগী। বীরগ নিজিনি কীরীইজা জাইতিনি সীলাই হাচাল' তঙনাই কুবুনি রাংগীনাঙ এবা বরমগীনাঙ বরকরগ বায় কীথালাইনা নাইঅ তাই গানানি জাইতি হিনীয় বুয়ন' সাথগ'। অমতীই বরক রাং গীনাঙ এবা বরমগীনাঙ বুয়নসে নিজিনি জাইতি সাথতক হিনীয় খা কাঅ। নিজিনি জাইতি কীরীইজা এবা বিগরা ঔংখে বীরগ বায় জাইতিনি হালক মীথাঙ নারীগনা নাইয়া তাই বঙন বাইথাঙনি জাইতি হিনীয় গসিয়া।

ভক্তিভাজন ভক্তদের প্রণাম সহজেই গ্রহণ করেন; কিন্তু আর একদল আছেন যারা ভক্তের প্রণাম কুড়িয়ে বেড়ান এবং আত্মতুষ্টি লাভ করেন; তারা যথার্থ ভক্তির পাত্র নহে। তারা কাঠনির্মিত রথ ও রথস্থিত মূর্তির সমতুল্য। তারাও নিজেদেরকে ভক্তিভাজন মনে করে আত্মতুষ্টি লাভ করেন।

৯ ক. "কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে,
'ভাই বলে ডাক যদি দেবো গলা টিপে।'
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন-শিখা বলে, 'এসো মোর দাদা'।"

কেরোসিনের শিখা মাটির প্রদীপকে উদ্দেশ্য করে জানায় তাকে ভাই বলে সম্বোধন করলে সে তার কণ্ঠ রুদ্ধ করে দেবে। ইতিমধ্যে আকাশে চন্দ্রোদয় হল। তখন কেরোসিন শিখা চাঁদকে ভাই সম্বোধন করে স্বাগত জানালো।

কেরোসিনের শিখা, মাটির প্রদীপ ও আকাশের চাঁদ তিনটি থেকেই আমরা আলোক পাই। কিন্তু তাদের আলোক দানের ক্ষমতা সকলের এক নয়। মাটির প্রদীপের আলোক-শিখার তুলনায় কেরোসিন-শিখার উজ্জ্বলতা একটু বেশী। কিন্তু আকাশের চাঁদের আলোকের সঙ্গে কেরোসিনের শিখা বা মাটির প্রদীপের আলোকের তুলনা চলে না। চাঁদের আলোক স্নিগ্ধ, সর্বশ্রেষ্ঠ ও পৃথিবীব্যাপী। কেরোসিন-শিখার উজ্জ্বলতা মাটির প্রদীপের তুলনায় সামান্য বেশী। বলতে গেলে সমতুল্যই। একটি কেরোসিন দ্বারা ও অপরটি রেড়ির তেল দ্বারা প্রজ্জ্বলিত। কেরোসিন প্রদীপের উজ্জ্বলতা খানিকটা উজ্জ্বল। এর ফলেই সে আত্মদম্ভে দাম্ভিক; মাটির প্রদীপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করতে চায় না; দূরে সরে থাকতে চায়। অপরপক্ষে অধিক আলোকের অধিকারী সুদূরে অবস্থিত আকাশের চাঁদকে সে স্বাগত জানাতে চায়, অভ্যর্থনা করতে চায়; যা কখনও সম্ভব হয়ে উঠবে না।

মানব চরিত্রেও কেরোসিন শিখার ন্যায় চরিত্র পরিলক্ষিত হয়। তারা দরিদ্র নিকট আত্মীয় অপেক্ষা দূর-সম্পর্কীয় ধনী ও মানী ব্যক্তির সঙ্গে কুটুম্বিতার সম্পর্ক স্থাপন করতে চায় ও নিকট আত্মীয় বলে পরিচয় দেয়। এ ধরনের মানুষ ধনী ও মানী দূর-সম্পর্কীয় ব্যক্তিদের নিকট আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে গর্ব বোধ করে। নিজের আত্মীয়-স্বজন দরিদ্র ও দুর্বল হলে তাদের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রাখতে চায় না ও নিকট আত্মীয়ের সম্পর্ক অস্বীকার করে।

১০ "'জান' নীঙ তলা খিকলায়ী, ব নন' তলাঅ খানাই, উকলগ' নারীগখা জান', ব নন' উকলগ' সনাই।"

বাইথাঙনি হামারিন সই হামারি হিনীয় মানয়া, হদানি হামারি আঁংয়াখে বেবাক ফাইসিংনি হামারি আঁংগীলাক। অর' হদা হিনমানিলে দফা কাইসা এবা বসঙ কাইসান বুজগয়া, অর' হদা আঁংখা বরক মুনুইসুনি হদা। অ হদানি বিসিং পড়ালেখা কীরীই-কীরীঙ, গীনাঙ-কীরীইজা জতত-ন তঙবায়ী। বেবাক হদানি হামকীরায়-ন বরকনি নায়মুঙ আঁংনা কীলাইঅ। হদানি বিসিং তঙনাই বুয়ন এলেগানা খীলায়ীই বাইথাঙনি হামারি সিমি সানখাই সই হামকীরায় আঁংগীলাক। কেব পড়ালেখা, রাং-রি, রীঙ আকরগনি ফাইসিংতীই উকলগ কীলাই তঙখাই বীরগ হদানি হামকীরায়ন-ব তলাতীই সতনীই তঙনাই। অমতীই তঙমুঙগ হদানি হুকুমু, মাইন জতত-ন তলাঅ কীলাই তঙনাই। হদানি বিসিং তঙনাই জতত দফা-বসঙনি বরক রগন বরক মুনুইসুনি অধিকার, মানথাই তাই হামারিনি সেপসাপ রীনা দরকার। আঁয়াখেবা হদানি বেবাক হামকীরায় দেরানাই।

বরক মুনুইসুনি হদাঅ দফা এবা বসঙ কিচাসীক উকলগ' কীলাইজাক তেই মানথাই সেপলেজাকরগ তঙগ। তলাঅ কীলাইজাক দফা এবা বসঙনি বিসিং পড়ালেখা কীরীই, কীরীইজা তাই সিয়া বরক বীবাংমা-ন তঙগ। হদানি বিসিং তঙনাই পড়ালেখা কীরীঙ, গীনাঙ রগনি বিসিং কেব কেব বঙন এলেগানা এবা সাগ নাঙয়া আঁংমা নুগজাগী। অমতীই হদা কুনুফুরু-ন কুচুগ কাসাই মানয়া। য়াকুং কঙসা এবা য়াক কীরীই আঁংখাই এবা দেরা জাগখাই বরকমাসা জেতীইখে কেবেল এবা ফান কীরীই আংজাগী, হদানি দফা কাইসান এবা বসঙ কাইসান তলাঅ খিকলায়ীই হদা-ব বীসকাং আগগীই মানয়া। অ কক উানসুগীই-ন হদানি জতত দফা বসঙন বীকসা বাকাসাখে আগক রীই মা তিলাংনাই।

১১ "চীংখুরুবমা বায় সিমি রাঙচাক আঁংয়া"

রাঙচাক, রুফাই, সর — আবতীই মানীইরগনি বিসিং রাঙচাক আঁংখা মরগ তেই চীংখুরুবনাই মানীই মুঙসা। রাঙচাক বায় রুফাই এবা সর হাই মানীইরগনি দাম-ত সুনাসে কীরীই। রাঙচাক চীংখুরুবনাই তেই চরনাই মানীই মুঙসা আঁংমা বায় রাঙচাক বায় পদেরেপদ গয়নারগ-ন তাগ রীজাগ'। রাঙচাক বায় গয়না, সিমি-নি য়া ঘড়িনি চেইন তেই চশমানি ফ্রেমরগ-ব তাগ রীজাগ'। রাঙচাক হাই চীংখুরুবনাই কুবুনি মানীইরগ-ব তঙগ। ফিয়া চীংখুরুবমা বায় সিমি আ মানীইরগন রাঙচাক হিনীইলে চংমানি চায়া। রাঙচাকনি গীরীঙ এবা তঙমুঙ আ মানীইরগ' তদে তঙ আবন আমজগীই মা নায়নাই। রাঙচাকনি 'গুণ কীরীই আঁংখাই আ মানীইন রাঙচাক হিনীই মানয়া।

চীংখুরুবমা বায় সিমি রাঙচাক আঁংয়া হিনমানি ম কক জত' জাগাঅ-ন নাঙগ,

১০ ক. "যারে তুমি নীচে ফেল, সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে, সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।"

ব্যক্তিগত উন্নতি প্রকৃত সমৃদ্ধি নয়, সমাজের উন্নতি না হলে সার্বিক উন্নতি হয় না। খানে সমাজ বলতে কোন জাতি সম্প্রদায়ের সমাজ বা গোষ্ঠী বিশেষের সমাজকে বুঝায় । এখানে সমাজ বলতে সমগ্র মানব সমাজকে বোঝানো হয়েছে। এই সমাজের মধ্যে শিক্ষিত-শিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সকলেই রয়েছে। সমগ্র সমাজের উন্নতিই মানুষের কাম্য ওয়া উচিত। সমাজের অন্যকে অবহেলা করে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত উন্নয়নে তৎপর হলে কৃত উন্নতি সম্ভব নয়। কেউ বিদ্যা-বুদ্ধি, ধন-দৌলত, শিক্ষা -দীক্ষায় পশ্চাৎপদ হলে ারা সমাজের উন্নতিকে নীচের দিকে টেনে রাখবে। এই অবস্থায় সমাজের সাংস্কৃতিক ন সবই নীচে পড়ে থাকবে। সমাজের সকল জাতি-গোষ্ঠীর মানুষকেই মনুষ্যত্বের অধিকার, াপ্য ও উন্নতির সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা প্রয়োজন। নতুবা সমাজের সার্বিক উন্নয়ন হত হবে।

মানব সমাজের কোন কোন অংশ পশ্চাৎ পদ ও বঞ্চিত। সমাজের নিম্ন শ্রেণীভুক্তদের শিক্ষিত ও দারিদ্রের সংখ্যা বেশী। সমাজের শিক্ষিত ও ধনী ব্যক্তিদের মধ্যে কেউ কেউ াদের অবজ্ঞা ও অবহেলার চোখে দেখতে লক্ষ্য করা যায়। এধরনের সমাজ কখনো পরে উঠতে পারে না। একটি হাত বা একটি পা না থাকলে বা বিকল হয়ে পড়লে কজন মানুষ যেমন দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে তেমনি সমাজের কোন জাতি-গোষ্ঠীকে াচে ফেলে সমাজটিও সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারে না। এ কথাটি ভেবে সমাজের কলকেই সমভাবে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

১১ ক. "চকচক করলেই স্বর্ণ হয় না"

সোনা, রূপা ও লোহা ইত্যাদি ধাতুগুলির মধ্যে সোনা মূল্যবান ও উজ্জ্বল ধাতু। নানার সঙ্গে রূপা বা লোহার মতো বস্তুর তুলনা করা যায় না। সোনা উজ্জ্বল ও টিকসই াতু বলে সোনা দিয়ে বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্কারাদি তৈরী করা হয়। সোনা দিয়ে শুধুমাত্র ালঙ্কারদি-ই নয়, ঘড়ির চেইন ও চশমার ফ্রেইমও তৈরী করানো হয়। সোনার মতো কচকে অন্যান্য বস্তুও রয়েছে। কিন্তু শুধুমাত্র চকচক করলেই ঐ বস্তুকে সোনা বলে মনে রা ঠিক নয়। সোনার বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম ঐ বস্তুটিতে আছে কি নেই তা যাচাই করে দেখতে বে। সোনার গুণ না থাকলে ঐ বস্তুকে সোনা বলা যায় না।

চকচক করলেই স্বর্ণ হয় না প্রবাদটি সর্বত্রই প্রযোজ্য। কোন বস্তুকে একবার মাত্র

মানৗই মুঙসা নায়কায়সা বায় কাহাম এবা নায়থক নুগজাগমা বায় সিমি চৗঙ আবন কাহাম এবা নায়থক হিনৗই চংমানি চায়া। কাহামখাই নায় আকই চংয়াখাই আ মানৗই হাময়া এবা সিতরাফানী ঔংমান'। মানৗই সিমিয়া, বরক মুনুইসুরগ-ব হাই-ন, সাকা সাকা রিচুম বায় আকবায় কাহাম নুগজাগমা বায় সিমি বরক খরকসান কাহাম এবা কৗরৗঙ হিনৗই সাকলাইমানি চায়া। সাকা সাকা কাহাম এবা কৗরৗঙ হাই মা তঙফান আ বরক বিসিংগ হাময়া এবা মুঙসা রৗঙয়া ফানী ঔং মান'। আবনি বাগৗই-ন সাজাগ' 'চৗংখুরুবমা বায় সিমি রাঙচাক ঔংয়া'। কক ঔংখা সাকানি গরন, রিচুম এবা নায়থকমান নুগৗই সিমি মুঙসান কাহাম হিনৗই খাঅ চংমানি চায়া, বিসিংনি গৗরৗঙ তেই গুন বায়সে মুঙসান মা সিনিনাই।

১২ খা কামা নাঙয়া গথগমা নাঙগ

চৗঙ পদেরেপদ সামুঙরগ তাঙগ, ককরগ সাঅ তেই উানসুগ'। সামুঙরগ তাঙফুরু জে মানসাক কাহাম খাই তাঙনানি খৗলায়' তেই ববনি উল' ববন তাঙখাই চান', বুফুরু তাঙখাই চান' — আবরগ উানসুগৗই-ন সামুঙরগ তাঙনানি নায়'। ফিয়া জতফুরু সামুঙ মুঙসান চৗঙ তাঙনা মুচুঙমাতৗই খাই তাঙগৗই মানয়া এবা তাঙনা মুচুঙমানি জরামতে তাঙগৗই মানয়া। চৗঙ খা বিসিং চাবৗই তনমাতৗই সামুঙরগ তাঙজাগমানি বাঙথায়া, খা বিসিং বিসিং ঔংথতক মা তঙমা হায় সামুঙরগ-ব গথগয়া। আবনি বাগৗই-ন হিন' - খা কামা নাঙয়া, গথগমা নাঙগ।

খা কামা নাঙয়া, গথগমা নাঙগ হিনমানি ককলে নাঙনা হিনৗই-ন নাঙগ। রমদি, বরক খরকসা বিনি বৗসাজৗলান ডাক্তার সৗনামনা হিনৗই খা চংগৗই তনিখা। ফিয়া উল নুগজাগখা আ চেরাই কুনুমতেখাই মাইদমিক পাস খৗলায় প্রাইমারী বেরেমনি ফৗরৗঙনাইসে ঔং মানসিঅ। হাইকে নায়দি আ বরক খা কাজাগমানি নাঙলিয়া, গথগমানিসে নাঙসিঅ। তেই খরকসা সালসা সামুঙ নাঙজাগৗই আগরতলানি খোয়াইঅ কিসা থাংগৗই সারিগ'-ন কিফিল ফায়না হিনৗই খাঅ চংগৗই ফুঙগ লাম রৗমানি। আ বরক খাঅ চংমাতৗই-ন আ সাল' খোয়াইঅ সগৗইখা তেই সামুঙ-ব পাই মানকা; ফিয়া আ সারিগ' কিফিলৗই মানলিয়া। আচমসা মালখুঙ কানাই খরকনৗয় খরকথাম বায় মালখুঙ চালগনাইরগ বুলাইমা বায় আ সারিগ' মালখুঙরগসে চলিলিয়া। আবনি বাগৗই আ বরক-ব আ হরসা আর-ন থুউই তেইনি সাল'সে মা কিফিলসিঅ। কুবুই-ন খা কামানিলে নাঙয়া-ন, গথগমানিসে নাঙগ।

দেখে ভাল বা সুন্দর প্রতীয়মান হলেই তাকে প্রকৃতপক্ষে ভাল বা সুন্দর বলে ধরে নেওয়া যায় না। ভালভাবে যাচাই না করে মনস্থির করলে ঐ বস্তুটি খারাপ বা কুৎসিতও হতে পারে। বস্তু বলে নয়, মানব সমাজও অনুরূপ; বাহ্যিকভাবে পোষাক-পরিচ্ছেদে কাউকে আপাতদৃষ্টিতে ভদ্র বলে মনে হলেও কাউকে ভাল বা বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃতি দেওয়া ঠিক নয়। বাহ্যিকভাবে ভাল বা বিশেষজ্ঞ বলে প্রাথমিকভাবে প্রতীয়মান হলেও প্রকৃতপক্ষে খারাপ বা অজ্ঞও হতে পারে। এ জন্যই বলা হয়, 'চকচক করলেই স্বর্ণ হয় না'। অর্থাৎ শুধুমাত্র বাহ্যিক গঠন,পরিচ্ছদ বা সৌন্দর্য দেখে কোন কিছু ভাল বলে মেনে নেওয়া ঠিক নয়; অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী দ্বারাই কোন কিছুকে জানতে হবে।

১২ ক. " কল্পনা সত্য নয় বাস্তবই সত্য"

আমরা বিভিন্ন রকমের কাজকর্ম করি, কথা বলি ও চিন্তা করি। কাজকর্ম করার সময় সাধ্যমতো ভালভাবে করার চেষ্টা করি ও কোনটির পর কোনটি করা উচিত, কখন করা উচিত — ইত্যাদি ভেবে কাজকর্ম করতে চাই। কিন্তু সর্বদা কোন কাজকে আশানুরূপভাবে করতে পারি না বা সময়মতো করতে পারি না। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজকর্ম করতে খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না, পরিকল্পনা অনুযায়ী সফলভাবে কাজকর্মগুলি বাস্তবায়িতও হয় না। এ জন্যই বলা হয় কল্পনা সত্য নয়, বাস্তবই সত্য।

'কল্পনা সত্য নয়, বাস্তবই সত্য' প্রবাদটি সর্বাংশে সত্য। ধরা যাক, একজন লোক তার ছেলেকে ডাক্তার তৈরী করবে বলে মনস্থির করে রেখেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা যায় ছেলেটি কষ্টে-সৃষ্টে মাধ্যমিক পাশ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে পেরেছে। তাহলে দেখা যায় লোকটির ভাবনা বাস্তবায়িত হয়নি যা ঘটেছে তাই বাস্তব। অপর একজন ব্যক্তি একদিন কোন এক কাজে সকালবেলা রওনা হয়ে বিকাল বেলার মধ্যেই ফিরে আসবে ভেবে আগরতলা থেকে খোয়াই-এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। তার ভাবনা অনুযায়ীই লোকটি ঐ দিন খোয়াই গিয়ে পৌঁছল ও কাজকর্মও শেষ করতে পারল কিন্তু ঐ বিকাল বেলায় আর ফিরতে পারল না। হঠাৎ দু'জন যাত্রীও তিনজন চালকের মধ্যে গোলযোগের ফলে হাতাহাতির কারণে ঐদিন বিকালে আর গাড়ী চলাচল হয়নি। এজন্য লোকটিও একরাত্রি সেখানে থেকে পরদিন ফিরতে বাধ্য হয়। সত্যিই কল্পনা সত্য নয়, বাস্তবই সত্য।

বেদেক উলসিনি (সপ্তম পরিচ্ছেদ)

ককবীখাল সীয়মুঙ
[Essay - Writing]

'ককবীখাল' শব্দটির বাংলা অর্থ হল প্রবন্ধ এবং ইংরেজীতে ইহাকে বলে Essay। যে বিষয় সম্পর্কে *ককবীখাল* লিখিতে হইবে সে বিষয়টি লইয়া প্রথমে চিন্তা করিয়া তাহার মূল বক্তব্যগুলি লিখিয়া লইতে হইবে। পরে এই বক্তব্যগুলি (Points) লইয়া প্রবন্ধটির রচনা-সংকেত (Outline) তৈরী করিয়া লইতে হইবে।

তখন এই সংকেত-সূত্রগুলি সঠিকভাবে সাজাইয়া প্রত্যেকটিকে অবলম্বন করিয়া এক-একটি বা একাধিক অনুচ্ছেদ (*ককবীচাপ*) রচনা করিতে হইবে।

ককবীচাপ-গুলির মধ্যে যেন ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। এই *ককবীচাপ*-গুলি এরূপভাবে সাজাইতে হইবে, যেন একটির সহিত অপরটির সামঞ্জস্য থাকে। *ককবীখাল*-টি আদ্যোপান্ত পড়ার সময় যেন কোথাও রসভঙ্গ না হয়।

➤ ***ককবীখালনি বখরি* (প্রবন্ধের ভাব)** ঃ প্রবন্ধের ভাবটি যাহাতে সরল হয়, সেদিকে নজর দিতে হইবে। পাণ্ডিত্য প্রকাশের জন্য অবোধ্য শব্দের ব্যবহারের প্রয়োজন নাই। ভাবের জটিলতা বর্জন করাই শ্রেয়। ভাবগুলি সঠিকভাবে সাজাইলে প্রবন্ধটি সরল ও সহজবোধ্য হয়।

➤ ***ককবীখালনি কক* (প্রবন্ধের ভাষা)** ঃ প্রবন্ধের ভাষা হইতে হইবে সহজ, সরল ও যুক্তিপূর্ণ। জটিল বাক্য যথাসম্ভব পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। প্রবন্ধের গাম্ভীর্য রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। রচনা বা প্রবন্ধের প্রধান গুণ সরলতা ও স্পষ্টতা। সহজপাঠ্য ও সহজবোধ্য রচনা সর্বোৎকৃষ্ট।

প্রত্যেক প্রবন্ধেরই একটি করিয়া সূচনা (*চেংমুঙ*) ও একটি করিয়া উপসংহার (*ককপাইথাক*) থাকে। সূচনায় যে কথাগুলির অবতারনা করা হয়, সমগ্র রচনায় তাহাই প্রমাণিত করিতে হয় এবং উপসংহারে নিজের মতামত প্রকাশ করিতে হয়।

ককবীখাল-গুলিকে বিষয়বস্তু অনুসারে প্রধানতঃ তিনভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা —

- ➤ **(ক)** ***সুখরুবমুঙ রীগীই*** **(Descriptive),**
- ➤ **(খ)** ***আঁংমুঙ রীগীই*** **(Narrative),**
- ➤ **(গ)** ***উানসুগমুঙ রীগীই*** **(Reflextive),**

এই তিন শ্রেণীর *ককবীখাল*-কে আরও কতগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা —

➔ (ক) *সুখরুবমুঙ রীগীই* (বর্ণনামূলক) ঃ

এই বর্ণনামূলক ***ককবীখাল*** আবার বিভিন্ন প্রকার হইতে পারে —

(১) *মালমাতারগন তীয়ীই* (প্রাণী-বিষয়ক)

(২) *মানীই-খীনীইরগন তীয়ীই* (বস্তু-বিষয়ক)

(৩) *বুফাঙরগন তীয়ীই* (উদ্ভিদ-বিষয়ক)

(৪) *জাগারগন তীয়ীই* (স্থান-বিষয়ক)

(৫) *হাঁমাঙনি নায়থকমান তীয়ীই* (প্রাকৃতিক দৃশ্য-বিষয়ক)

➔ (খ) *আঁংমুঙ রীগীই* (ঘটনা-বিষয়ক) ঃ

ঘটনা-বিষয়ক ***ককবীখাল*** বিভিন্ন ঘটনা লইয়া রচনা করা যাইতে পারে।

(১) *মেইলরগন তীয়ীই* (উৎসব-বিষয়ক),

(২) *বেরাইমুঙন তীয়ীই* (ভ্রমন বৃত্তান্ত-বিষয়ক),

(৩) *লাইবুমান তীয়ীই* (ঐতিহাসিক),

(৪) *বরকনি লাংমান তীয়ীই* (জীবন চরিত-বিষয়ক),

➔ (গ) *উানসুগমুঙ রীগীই* (চিন্তামূলক) ঃ

উপরে উল্লেখিত বিষয়গুলি ছাড়া অপর সকল প্রকার রচনাই এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

নীচে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের ককবরক সিলেবাসভুক্ত কয়েকটি ককবীখাল-এর বাংলা ভাবানুবাদসহ পাশাপাশি উল্লেখ করা হইল।

১ গরিয়া (ককবরক)

(ককয়াফাঙ — সাব, বুফুরু তামঙগাঁই কাই — বাহাইখে কাই (রাইদারগ) — গরিয়ানি তঙথকমা — চানদা খাংগাঁই কাইলাইমা তেই সরকার-ব চুবামারগ — ককপাইথাক।)

বিসি কাঁচাম থাংতাঁই থাংতাঁইঅ দখিননি নবার সিবসামা জরা, বাঁলাই কাঁলাঁয়রগ আচাইজাক বুফাঙ বেদেকরগ' আচুগাঁই বলঙনি তকসা, তেই কুংকিলারগ পুঙগাঁই তঙনা, খাঁনাকাই-ন রাইজনি সঙদুক দফানি ককবরক সানাইরগনি খা ফুরসাই ফায়' তেই মুয়তু মানজাগবাইঅ — 'গরিয়া রাজা দেস বেরাইঅ/বালরে বালরে বাল'/চানা বাগাঁই-ব ফায়া/নাঁঙনা বাগাঁই-ব ফায়া .... । ত্রিপুরানি সঙদুকরগনি জুদা জুদা তেররগনি বিসিং খুরচাজাগনাই তের কাইসা আঁংখা গরিয়া।

ত্রিপুরানি সঙদুকরগনি বিসিং ককবরক সানাই দফা কাইচারনি বরকরগ বায় সিমি কাইজাগনাই মাঁতাই আঁংখা গরিয়া। মায়বার খুলবাররগ হামনা বাগাঁই, নকহুকনি হামারিনি বাগাঁই, বিসি গাঁনাঙগাঁই কাহাম-কাঁরাঁঙ তঙনানি সানাঁই বিসি কাঁতালনি সালসিনিনি বিসিংগ গরিয়া মাঁতাই রাঁজাগ'। বুইসাখনি সালসিনিনি সাল' লখিপুজা কাহায় নক খনাঁই-ন গরিয়া পুজিজাগ'। ফিয়া জমাতিয়ারগ খাই চইতর তালনি পাইথাক সালনি সিমি বুইসাখ তালনি সালসিনি জরা রমাঁই গরিয়া পুজিলাইঅ।

নখলা কাঁচার' উাসক কায়াঁই বনি মাজার' রিসা বুলাঁই তক, তাখুম তেই ফারুকরগ রাথারাঁই মাঁতাই রাঁঅ। বাগসা খাইবা গরিয়ান দিয়াই পুন তেই মিসিপররগ-ব তান'। অচাই মাঁতাই রাঁবাইমানি উল' চুউারাকরগ নাঁঙলাই তঙথকলাইঅ। সারিগ খাই নগ বুরুম বুরুম বেরাই রাঁচাব রাঁচাবলাই বাঁবা গরিয়ানি থানি হামারি সানলাইঅ। গরিয়া কাইনাইরগ জতত-ন উাসক কায়াঁই সিমি গরিয়া পুজিয়া। জমাতিয়ারগ খাই মাঁতাই বখরকনসে পুজিলাইঅ।

বুই অসাঅ তঙথ গাঁই তঙলাইমা হাই-ন ককবরক সানাইরগ গরিয়াঅ তঙথ গাঁই তঙলাইঅ। গরিয়াঅ রাঁঙনকরগ-ব তাবুক সালথাম বনদ' রাঁঅ। হাকচাল মুলুকরগ তঙনাইরগ জতত-ন গরিয়াঅ জানিজা নগ' কিফিলবাইঅ। জতত-ন জানিজা য়াক চুগতাঁই রিচুম কাঁতালরগ চুমলাইঅ, কাঁতাঁইরগ চালাইঅ, মুইহানরগ চালাইঅ; জাইতি-খুকতি য়ার-মারেন কবগাঁই চারাঁলাইঅ।

থানসাখে অসারগ কাইলাইমা হাইখে আগুলিরগ' তাবুক গরিয়া-ব পালখে কাইলাইঅ। পালখে গরিয়া কাইলাইথানি আগুরিলরগ' সঙদুকয়া দফানি বরকরগ বাগসান-ব চুবামানি নুগজাগ'। সরকার-ব গরিয়ানি বাগাঁই গরিয়া কাইনাই কাঁরাঁইজারগন চুবাচু রাঁঅ। সরকারনি লুউাজিমা বায় মেইলরগ-ব সঙচাজাগ'। আ মেইলরগ' ককলাম পানদারগ

১ গড়িয়া (বঙ্গানুবাদ)

(ভূমিকা - কে কখন কেন এই পূজা করে — কিভাবে এই পূজা করা হয় (নিয়ম কানুন) — গড়িয়ার আনন্দ — চাঁদা আদায় করে পূজার্চনা ও সরকারি সাহায্য — উপসংহার)

পুরাতন বছরের বিদায় বেলায় যখন দক্ষিণের বাতাস বয়, কচি পাতায় পরিপূর্ণ গাছের ডালে বসে গাওয়া বনের পাখি ও কোকিলের কণ্ঠস্বর শোনলেই রাজ্যের ককবরক ভাষী উপজাতি জনগোষ্ঠীর মন আনন্দে ভরে উঠে ও মনে পরে যায় — 'গড়িয়া রাজা দেশ বেড়াচ্ছেন/বালরে বালরে বাল'/খেতেও আসেন না/পান করতেও আসেন না ....। ত্রিপুরার উপজাতিদের বিভিন্ন উৎসবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি উৎসব হলো এই গড়িয়া উৎসব।

ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে ককবরকভাষী আটটি সম্প্রদায়ের লোকেরা এই গড়িয়া দেবতার পূজা করে থাকেন। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি, বাড়িঘরের কল্যাণ ও সমস্ত বছরটি সুন্দর ও ভালভাবে কাটানোর জন্য নববর্ষ আগমনের সাত দিনের মধ্যে এই গড়িয়া দেবতার পূজা দেওয়া হয়। বৈশাখের সপ্তমী তিথিতে লক্ষ্মীপূজার মতো প্রতি বাড়ীতেই গড়িয়া দেবতার পূজা হয়। তবে জমাতিয়ারা চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে বৈশাখ মাসের সাতদিন পর্যন্ত গড়িয়া দেবতার পূজা দিয়ে থাকেন।

ওঠানের মাঝখানে বাঁশ পুঁতে তার মধ্যে কাপড় জড়িয়ে হাঁস-মোরগ ও পায়রা বলির মধ্য দিয়ে পূজা-অর্চনা করা হয়। কেউ কেউ গড়িয়ার মানত হিসাবে পাঠা-মহিষ বলি দিয়ে থাকেন। পুরোহিত পূজা দেওয়ার পর নিজেদের তৈরী মদ পান করে তারা আনন্দে মেতে উঠেন। বিকাল বেলা বাড়ী বাড়ী ঘুরে গান গেয়ে গেয়ে বাবা গড়িয়ার কাছে মঙ্গল কামনা করা হয়। যারা গড়িয়ার পূজা দিয়ে থাকেন তারা সকলেই শুধুমাত্র বাঁশ পুঁতেই গড়িয়ার পূজা দেন না। জমাতিয়ারা দেবতার মুণ্ডকে পূজা করে থাকেন।

দুর্গা পূজার সময় অন্যরা যে রকম আনন্দ করে থাকেন ককবরক ভাষীরাও গড়িয়া পূজার সময় অনুরূপ আনন্দ উপভোগ করে থাকেন। গড়িয়া পূজার সময় বর্তমানে তিনদিন বিদ্যালয় বন্ধ থাকে। দূরবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী সবাই গড়িয়া পূজার সময় নিজ নিজ বাড়ীঘরে ফেরেন। সবাই নিজেদের সামর্থানুসারে নতুন কাপড় পরেন, মিষ্টি বিনিময় করেন; আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবীকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ান।

সার্বজনীন দুর্গা পূজার মতো শহরগুলিতে বর্তমানে দলবদ্ধভাবে গড়িয়া পূজাও করা হয়ে থাকে। দলবদ্ধ ভাবে গড়িয়া পূজা করার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও অউপজাতিদেরকেও সাহায্য করতে দেখা যায়। সরকারও গড়িয়া পূজার সময় দুঃস্থ পরিবারগুলিকে পূজার সাহায্য দিয়ে থাকে। সরকারী উদ্যোগে অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

সঙচাজাগ', রীচাবমুঙ-মীসামুঙ তেই জাতরা নাতকরগ-ব মীসাজাগ'।

মায়বার-খুলবার তেই নকহুকনি হামারিনি মীতাই গরিয়াঅ থাংনাই হাময়া-চায়ান পগীই বিসি কীতাল' জতত-ন কাহাম -কীরীঙ তঙলাই গিসতিরগ হামীই থাংনা বাগীই বাবা গরিয়ান সুরিলাইঅ তেই গরিয়ানি বিসিংতীই-ন বিসি কীতালনি বীখাক য়াপরি সেলাইঅ। আবনি বাগীই-ন ককবরক সানাইরগ বিসি বুরুম বুরুম গরিয়ান নাইসিং তঙলাইঅ।

২ খারচি মীতাই (ককবরক)

(চেঙমুঙ — বীর' তেই বুফুরু রীজাক — খারচিনি লাইবুমা — মীতাই রীমানি রইদারগ — মেলানি তঙথগমা — রসামুঙ।)

হা ভারতনি উত্তর-পুব আমচাইনি সঙদুক তেই সঙদুকয়া দফানি বরকরগনি গীদালজাক হুকুমুগীনাঙ ত্রিপুরানি মুঙগীনাঙ তের কাইসা আঁংখা খারচি মীতাই। খারচি মীতাই গরিয়া এবা অসা হাই মীতাই খরকসানি বুমুঙ সিমিয়া, খারচি মীতাই হিনকাই মীতাই চিবুরুয়ন-ন বুজগমানি কীলাইঅ।

বিসি বুরুম বুরুম আসার তালনি তালনুকসননি সালচারনি তিথিঅ কীচামনি মীতাই চিবুরুয়নি মীতাই নগ'-ন খারচি মীতাই চেঙজাগ'। মীতাই চিবুরুয়নি মীতাইনক পুইলা ত্রিপুরানি রাজাখর কীচাম' তঙমানি; উল' আব উদয়পুর' সেজাগখা। জততনি উল' খাই আগুলি কীচাম' সেজাগমানি। উদয়পুর' তাবুকফান' মীতাই চিবুরুয়নি আ মীতাইনক তঙখ।

খারচি মীতাই এবা মীতাই চিবুরুয়নি সিমি ববতীইখে চিনি হাঅ সুরিজাগীই ফায়কা আবন সিনাখাই কিসা উকলক ফাইসিং মা নাহারনাই — আগিঅ থামচিকুতুং তেই সাতককীরাক হা বুবাগরা ত্রিপুরানি য়াগনি য়গনা বাগীই লুকুরগ মীতাইকতরন সুরিলাইখে ব বাইথাঙ গীরীঙ সিতরা রাজান বুথারীই লুকুনি খা নারীগখা। ফিয়া হান য়াচাগীই মাননাই বরক মানথগয়া আঁংমা বায় তেই-ব জীংজাল নুগজাগখা; মা-চায়া মা-নীঙয়া হা-নখা, সিকক মাঙখক বাংখা। আবনি বাগীই তেই উাইস্যা লুকুরগ মীতাই কতরন পালখে সুরিলাইমানি উল' ব লুকুপালাইনাই রাজা খরকসা রীনানি গসিখা তেই রানদিজীক হীরাবতীন সাচীলা সানীই রাইদা রীগীই মীতাই চিবুরুয়নি মুঙগীই মীতাই রীনা বাগীই সাখা। ব তেই-ব সাখা আসার তাল নুকসননি সালচার সাল' অ মীতাই বকজাগনাই তেই হীরাবতীনি অগ' আচাইনাই ত্রিলোচন রাজান খবীই বেবাক লুকুরগ-ন মানতীই মানীই-খীনীই বগীই মীতাই চিবুরুয়ন মা সুরিনাই। অ ককরগ সাউই ব য়াক বাইথাঙ মীতাই চিবুরুয়নি বখরক কাইচিবুরুয়

এই সব অনুষ্ঠানে আলোচনা সভারও আয়োজন করা হয়, নাচ-গান ও যাত্রা-নাটক ইত্যাদিও করা হয়ে থাকে।

ফসল ও বাড়ীঘর ইত্যাদির মঙ্গলকারী দেবতা গড়িয়া পূজার সময় বিগত বছরের দুঃখ-কষ্ট ভুলে গিয়ে নুতন বছরে আত্মীয়-স্বজন সবাইকে নিয়ে ভালভাবে বেঁচে থাকার জন্য গড়িয়ার আরাধনার মধ্য দিয়ে নুতন বছরে পদার্পণ করা হয়। এ জন্যই ককবরকভাষীরা গড়িয়ার জন্য প্রতি বছর অপেক্ষা করে থাকেন।

২ খার্চি পূজা (বঙ্গানুবাদ)

(সূচনা — কোথায় ও কখন করা হয় — খার্চি পূজার ইতিহাস — পূজার নিয়ম-কানুন — মেলার আনন্দ — বিসর্জন)

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জাতি-উপজাতি জনসমাজের মিশ্র সংস্কৃতিপূর্ণ, ত্রিপুরার বিখ্যাত একটি উৎসব হলো এই খার্চিপূজা। খার্চি, গড়িয়া বা দুর্গার মতো কেবলমাত্র একজন দেবতার নাম নয়, খার্চি দেবতা বলতে চতুর্দশ দেবতাকেই বুঝানো হয়।

প্রতি বছর আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতার মন্দিরেই খার্চি পূজার সূচনা হয়। চতুর্দশ দেবতার মন্দিরটি প্রথম ত্রিপুরার পুরাতন রাজধানী ছিল; পরবর্তীকালে এটিকে উদয়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়। সবশেষে পুরাতন আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। উদয়পুরে এখনও চতুর্দশ দেবতার সেই মন্দিরটি রয়েছে।

খার্চি দেবতা বা চতুর্দশ দেবতা ঠিক কখন থেকে কিভাবে আমাদের রাজ্যে পূজিত হয়ে আসছে এ বিষয়ে জানতে হলে খানিকটা পেছনে ফিরে তাকাতে হবে — প্রাচীনকালে উগ্র ও অত্যাচারী রাজা ত্রিপুরের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রজারা মহাদেবের স্মরণাপন্ন হলে তিনি অত্যাচারী রাজাকে বধ করে প্রজাদের মন রক্ষা করেন। কিন্তু রাজ্যভার গ্রহণ করার মতো উপযুক্ত লোক না পাওয়ায় আরো সমস্যা দেখা দিল; দেখা দিল দুর্ভিক্ষ; চুরি ডাকাতির উপদ্রব বাড়ল। এর ফলে পুনরায় প্রজারা মহাদেবের স্মরণাপন্ন হন এবং পরবর্তীকালে তিনি একজন প্রজাবৎসল রাজা প্রেরণ করতে রাজি হন ও বিধবা হীরাবতীর গর্ভে পুত্র সন্তান ধারণের প্রার্থনা করে নিয়ম মাফিক চতুর্দশ দেবতার নামে পূজা দেওয়ার আদেশ দেন। তিনি আরো বলেন, আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে এই পূজা দিতে হবে এবং হীরাবতীর গর্ভজাত ত্রিলোচন রাজা সহ সকল প্রজারা নিজেদের সামর্থানুযায়ী দ্রব্যাদি দ্বারা চতুর্দশ দেবতার পূজা দিতে হবে। এই কথাগুলি বলে তিনি নিজ হাতে চতুর্দশ দেবতার চৌদ্দটি মুণ্ড

তাগীই রিখা তেই উল' ত্রিলোচন আচায়ীই তরীই-লগীই আবরগন রাওচাক, রুফাই তেই তামারগ বায় তাগফিথুন হিনীই সালাংখা। মীতাই কতরনি দাগিমুণ্ড রীগীই হীরাবতী মীতাই চিবুরুয়নি সুরিমানি উল' বিনি অগ' ত্রিলোচন আচাইখা তেই তরীই-লগীই সিংহাসন আচুগমানি উল' মীতাই চিবুরুয়নি বাগীই মীতাই নক তাণ্ডগীই রীখা। আহাইখে ত্রিলোচননি জরানি সিমি-ন ম হাঅ মীতাই চিবুরুয় সুরিজাগীই ফায়কা।

আসার তাল নুকসননি সালচারনি তিথিঅ তীয়সা সাইদ্রানি তীয়' মীতাইচিবুরুয়ন তুকুরীই আকই মীতাই নগ' আচুকরীই মীতাই রীনানি চেঙগ। খারচি মীতাই খীলায়নাইন চনতাই তেই বন চুবানা বাগীই তণ্ডবাইঅ গালিম, নারাং তেই বারিফাণ্ডরগ। ত্রিপুরানি আমচাই আমচাইনি জুদা জুদা দফানি বরকরগ কীবাংমা খারচিঅ মানজাক ফায়বাইঅ, মীতাই রীফায়' তেই পুনরগ তান'। মীতাই চিবুরুয় ত্রিপুরা বুবাগরানি বসণ্ড রীগীই পুজিজাক মীতাই ফানী তাবুকলে অ মীতাই নিনি, আনি জততনি-ন।

খারচি মীতাই চেঙমানি সালনি সিমি সালসিনি গীনাণ্ডগীই মীতাই রীমুণ্ড তেই মেলা চলিঅ। খারচিনি মেলাঅ তামলে মানথগয়া তণ্ড? চানানি, নায়নানি তেই পায়নানি পদেরেপদ মানীই-ন আর মানথগ'। গলা, তীক, থীণ্ডমানি মানীই, রিচুম, দা, কারাই জতত-ন আর মানথগ'। থাইলিক, বাতাসা, পেরারগ-ত তণ্ডগ-ন। সরকার-ব অ মেলাঅ রীচাবমুণ্ড, মীসামুণ্ড তেই জুদা জুদা ফুনুগমুণ্ডনি মেইল সণ্ডচাঅ; সিনেমারগ-ব ফুনুগনা খীলায়'।

ত্রিপুরানি হাচাল হাচাল মুলুগনি হাজার হাজার বরকরগ সালসিনিনি অ মেলাঅ মানজাক ফায়বাইঅ তেই মালাইয়া বরক বায়-ব মালাইলাইঅ। আবনি বাগীই খারচি মীতাই মীতাই রীমুণ্ড সিমিয়া, সণ্ডদুক-সণ্ডদুকয়া বরক কীবাণ্ডমা মালাইলাইমুণ্ড তেই কীথালাইমুণ্ডনি-ব জাগা খরসা।

৩ অসা মীতাই (ককবরক)

(ককয়াফাণ্ড — পুইলা অসা কাইমানি — মীতাইনি গরন — বুফুরু তেই বাহাইখে মীতাই রী — অসানি তণ্ডথকমা — কক পাইথাক।)

হিনদুরগনি মীতাই আতাইরগ বাংমাসীক কেবনি ফান' আসীক বাংয়া। অসা হিনদুরগনি মীতাইজীক কতর কাইসা। অসা মীতাই কাইথানি রাণ্ড-ব আসীক-ন নাণ্ডগ তেই তণ্ডথক-ব আসীক-ন আীংগ। আবনি বাগীই গীনাণ্ডরগ সিমি ম মীতাইন কাইঅ। তেই পালখাই-ব অসা কাইলাইঅ। অসাঅ গীনাণ্ড কীরীই জতত-ন তণ্ডথকবাইঅ।

অসা পুইলা কাইলাংগ বুবাগরা সুরথ বায় বুবাগরা রামচন্দ্র। বুবাগরা সুরথ বায় সাচলাং জরা কাইজাগমানি অসান 'বাসন্তী পূজা' তেই বুবাগরা রামচন্দ্র বায় 'আশ্বিন তাল

তৈরী করে দিলেন ও পরে ত্রিলোচন জন্ম নিলে বড় হয়ে তাঁদেরকে সোনা, রূপা ও তামা ইত্যাদি দ্বারা তৈরী করুক, এ কথা বলে তিনি চলে গেলেন। মহাদেবের আদেশক্রমে হীরাবতী চতুর্দশ দেবতার আরাধনা শুরু করলে তার গর্ভে ত্রিলোচনের জন্ম হয় ও বড় হয়ে সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়ে চতুর্দশ দেবতার জন্য মন্দির তৈরী করে দেন। এভাবে ত্রিলোচনের সময় থেকেই এ রাজ্যে চতুর্দশ দেবতা পূজা পেয়ে আসছেন।

আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথিতে হাওড়া নদীর জলে চতুর্দশ দেবতাকে স্নান করিয়ে মন্দিরে বসিয়ে পূজার সূচনা হয়। খার্চি পূজার পুরোহিত হচ্ছেন 'চন্তাই' ও তাকে সাহায্য করার জন্য রয়েছেন 'গালিম', নারাং ও বারিফাঙরা। ত্রিপুরার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক খার্চিতে এসে সমবেত হন, পূজা দিয়ে থাকেন ও পাঠা ইত্যাদি বলি দেন। চতুর্দশ দেবতা ত্রিপুরার রাজ পরিবারের পূজা হলেও বর্তমানে এই পূজা আমার/আপনার সার্বজনীন পূজায় পরিণত হয়েছে।

খার্চি পূজা শুরু হওয়ার দিন থেকে সাতদিন ব্যাপী পূজা ও মেলা চলে। খার্চি মেলায় কি না পাওয়া যায়? খাবার, দেখার ও কেনার বিভিন্ন সামগ্রী সেখানে পাওয়া যায়। কলসী, হাড়ী, খেলনা, কাপড়, দা, কড়াই সবই সেখানে পাওয়া যায়। কলা, বাতাসা, পেড়া ইত্যাদি তো আছেই। সরকারও ঐ মেলায় সঙ্গীত, নৃত্য ও বিভিন্ন প্রকার প্রদর্শনীর আয়োজন করে; চলচ্চিত্রও দেখানো হয়ে থাকে।

ত্রিপুরার দূর-দূরান্তের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাজার হাজার মানুষ সাতদিনের এই মেলায় এসে হাজির হন ও যাদের সঙ্গে দীর্ঘদিন সাক্ষাত হয়নি তাদের সঙ্গে সাক্ষাতে মিলিত হন। এজন্য খার্চি পূজা শুধুমাত্র পূজাক্ষেত্রই নয় জাতি-উপজাতির সাক্ষাত ও মিলনক্ষেত্রও বটে।

৩ দুর্গাপূজা (বঙ্গানুবাদ)

(ভূমিকা — প্রথম দুর্গাপূজার প্রচলন — পূজার প্রকৃতি — পূজার সময় ও বিধি — দুর্গাপূজার আনন্দ — উপসংহার।)

হিন্দুদের মতো পূজা-পার্বণ এত বেশী অন্য কারও মধ্যে দেখা যায় না। দুর্গা হিন্দুদের একজন প্রধান দেবী। সে অনুযায়ী দেবী দুর্গার পূজায় বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হয় ও আনন্দও হয়। এজন্য শুধুমাত্র বিত্তশালীরাই এই পূজা করে থাকেন। আবার দলবদ্ধভাবেও দুর্গাপূজা করা হয়। দুর্গাপূজার সময় ধনী-দরিদ্র সবাই আনন্দে মেতে উঠেন।

দুর্গাপূজা প্রথম করেছিলেন রাজা সুরথ ও রাজা রামচন্দ্র। মহারাজ সুরথ বসন্তকালে, দুর্গার যে পূজা করেছিলেন তার নাম 'বাসন্তী পূজা' আর মহারাজ রামচন্দ্র আশ্বিন মাসে

কাইজাগমানি অসান খাই 'শারদীয়া পূজা' হিন'। হিনদুরগ আমা অসান জতনি সৗলাই ফানগীনাও হিনৗই খা খৗলায়'।

অসানি গরন কুবুনি মৗতাইরগনি সৗলাই কিসা জুদা। য়াক কংচি গীনাও ফাননি মৗতাই আমা সিংগ কাজাক। ব বুরাসা বায় চবা খৗলায় তঙগ। আসা বায় বাগসা বিনি বৗসাবৗতাইরগ-ব পুজিজাগ'। বিনি বৗসাজৗক খরকনৗয় — খরকসা অৗংখা মায়লুমা, রাঙ রিনি মৗতাই। তেই খরকসা খুলুমা, এলেমনি মৗতাই। আমানি বৗসাজলা খরকনৗয় — কার্তিক বায় গনেশ।

অসা মৗতাই আশ্বিননি তাল পিরসননি সালসিনিনি সিমি চেঙজাগ' তেই সালবুরুয় জরা তঙগ। সালদকনি সানজাঅ বেলফাঙ তলা আমানি বোধন অৗংগ। সালসিনিনি সিমি খাই হহম-দদম খে আমানি পুজা চলিঅ। জুদা জুদা খুম তেই বৗথাইরগ বায় মৗতাই বগজাগ', বাগসা আমানি আর' পুনরগ তান' বাগসাবা মিসিপ-ব তান'। অচাই চন্ডী পরিঅ। সানজাঅ মৗতাই নক জুদা জুদা চাতিরগ বায় নায়থতগখে সাজগ' তেই আমানি বৗসাকাঙগ সাতরাই সগৗই খাম তেই তাংসারগ তামৗই মৗসালাইঅ।

অসানি পাইথাক সাল' আমান তৗয়' খিচনৗই রৗঅ। অ সালন বিজয়া দশমী হিন'। আফুরু জতত-ন আকরা-চাকরারগন খুলুম', য়ারবানদবরগ বায় কৗবাগলাইঅ, হামজাগমুঙ য়াফারলাইঅ তেই কৗতাইরগ চালাইঅ।

অসাঅ চেরাই-বুরা, গীনাঙ-কৗরৗই জতত-ন জানিজা য়াগ চুগত্রৗই রি কৗতালরগ সুব রৗলাইঅ, পাইলাইঅ তেই তঙথতকখে অসা নায়লাইঅ। চেরাইরগনি তঙথক-ততেব সে পাইলাইয়া। বারাবাইচিং দোকান কৗতাল কৗতাল মাং — বেলুননি দোকান, পিসতলনি দোকান তেই চাথাইনি দোকানরগ। হর'খাই জুদা জুদা জাগারগ' গান-ব মৗসাজাগ', আগুলিরগ' আসা কাইমা-ত তেবসে মার। আর' বরগ হপুঙ অসা বেরাই নায়'। আর ক্লাব কতর কতররগ অসা কাইমানি রাঙ লাখ কাইবুরুয় কাইবারগ বায় ফন। ফিয়া বাগসা বাগসা আফুরু কৗরৗইরগন রিরগ দান-ব খৗলায়'।

অসাঅ রৗঙনক তেই অফিস আদালতরগ-ব সাল কৗবাঙনি বাগৗই বন্ধ রৗঅ। আফুরু হাকচাল তেই বুয়নি দেসরগ' তঙনাই জতত-ন জানিজা নগ' কিফিলবাইঅ, পারানি জতত বায় মালাইলাইঅ, তঙথগলাইঅ। বাগসাখেবা অসাঅ বেরাইলাইনা বাগৗই হানি মুলুক মুলুকরগ'-ব থাংলাইঅ।

অসালে তাবুক জততনি-ন তঙথকনি মৗতাই। আবনি বাগৗই-ন বিসি বুরুম বুরুম অসা বুফুরু ফায়নু হিনৗই নায়সিং মা তঙলাইঅ।

দেবী দুর্গার যে পূজা করেছিলেন তার নাম শারদীয়া পূজা। হিন্দুরা মা দুর্গাকে সর্ব শক্তিবতী বলে মনে করেন।

দুর্গাপূজার ধরণ অন্যান্য দেবতাদের তুলনায় খানিকটা ভিন্ন। হাতে ত্রিশূলধারী শক্তির অধিকারী দেবী সিংহ উপবেশনা। তিনি অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধরত। দুর্গার সঙ্গে তাঁর সন্তানদেরও পূজা করা হয়। তাঁর দুই কন্যা — একজন লক্ষ্মী, ধনের দেবী, আর অপরজন বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী। মায়ের পুত্রসন্তান দু'জন — কার্ত্তিক ও গনেশ।

দুর্গাপূজা আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমী তিথিতে শুরু হয় ও চারদিন পর্যন্ত চলে। ষষ্ঠীর সন্ধ্যায় বেল গাছের তলায় মায়ের বোধন হয়। সপ্তমী থেকে জাকজমক ভাবে মায়ের পূজা চলে। বিভিন্ন ধরণের ফুল ও ফল দ্বারা পূজা দেওয়া হয়। কেউ কেউ মায়ের মণ্ডপের সামনে পাঠা বলি দিয়ে থাকেন। পুরোহিত চণ্ডী পাঠ করেন। সন্ধ্যায় পূজা মণ্ডপ রঙ বেরঙের আলো দ্বারা সাজানো হয় এবং মায়ের সামনে ধূপ জ্বালিয়ে ঢাক ও কাসী বাজিয়ে নৃত্য করা হয়।

দুর্গাপূজার শেষ দিনে মাকে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। ঐ দিনটিকে দশমী বলে। তখন বয়োজ্যষ্ঠদেরকে সবাই প্রণাম জানায়; বন্ধু-বান্ধব সবাই কোলাকোলি দেন, ভালবাসা বিনিময় করেন ও মিষ্টিমুখ করে থাকেন।

দুর্গাপূজার সময় শিশু-বৃদ্ধ, ধনী-দরিদ্র সবাই মিলে সাধ্যমতো নতুন পোশাক তৈরী করেন; কিনে থাকেন ও আনন্দের সঙ্গে দুর্গা প্রতিমা দর্শন করেন। শিশুদের আনন্দের সীমা থাকে না। সর্বত্র নতুন দোকানের ছড়াছড়ি — বেলুনের দোকান, পিস্তলের দোকান ও খাবারের দোকান ইত্যাদি। রাত্রিতে বিভিন্ন জায়গায় গানেরও আয়োজন করা হয়। শহরগুলিতে দুর্গাপূজা আরও রমরমা। সেখানে দিবা-রাত্রি দর্শনার্থীর ভীড়। সেখানে বড় বড় ক্লাবগুলি নাকি দুর্গাপূজা বাবদ চার পাঁচ লক্ষ টাকা ব্যয় করে থাকে। আবার কেউ কেউ দুর্গাপূজার সময় অসহায়দের মধ্যে বস্ত্র বিতরণও করে থাকেন।

দুর্গাপূজার সময় বিদ্যালয়, অফিস-আদালত ইত্যাদিতে কয়েকদিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করা হয়। তখন সুদুর ও বিদেশে যারা রয়েছেন সবাই নিজ নিজ বাড়ীঘরে ফেরেন। গ্রামের সবার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাত করেন ও আনন্দ উপভোগ করেন। কেউ কেউ দুর্গাপূজার সময় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমণে বের হন।

দুর্গাপূজা বর্তমানে সবার আনন্দ উপভোগের পূজা। এ জন্যই প্রতি বছর কখন দুর্গাপূজা আসবে তার জন্য সবাই অপেক্ষা করে থাকেন।

৪ বইমেলা (ককবরক)

(ককয়াফাও — পুইলা সওচাজাগমানি — বইমেলানি সুবিধা— অরনি বইমেলানি আলকা সুবিধা — বই বায় সীয়নাই কীতাল নুগজ ।গমা—বইমেলানি তওথকমা — কক পাইথাক)

বিসি গীনাওগীই পালাইজাগনাই জুদা জুদা তেররগ হাই-ন বইমেলা-ব তাবুক তের কাইসা। বিসি বুরুম বুরুম জানুয়ারী এবা ফেব্রুয়ারীরগ' আগুলিনি রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবননি নখলাঅ বইমেলা সওচাজাগ'। কুবুনি মেলা বায় বইমেলানি ফেরলাইমুও আঁংখা বইমেলাঅ বই হিনমানি বই সিমি-ন মানথগ'।

বই আঁংখা জ্ঞাননি বখর। হা সাকানি জুদা জুদা ককরগন সিনাখাই বইনি-ন সামুও, বইনি দোকানরগ' বই মানথগ'। ফিয়া বইমেলাঅ খাই পদেরেপদ বইরগ নায়ীই আকই জানিজা হামজাগমানি বইন পাই মান'। আবনি বাগীই তাবুক জাগা জাগাঅ-ন বইমেলা সাওচাজাগমানি নুগজাগ'। দিল্লী তেই কলিকাতা হাই জাগারগ' বইমেলা কতর কতররগ সওচাজাগমানি নুগজাগ'। ত্রিপুরাঅ রাজ্য সরকারনি লুডাজিমা বায় ১৯৮১ সননি ৩১শে মার্চ পুইলা বইমেলা সওচাজাগ'। অরনি বইমেলা পুইলা সরকার বায় সিমি সওচাজাক ফান' তাবুকলে রাজ্য সরকার তেই অরনি বই কারিনাই বায় ফালনাইরগনি লুডাজিমা বায়সে বইমেলা সওচাজাগ'। ত্রিপুরানি বই কারিনাই তেই ফালনাইরগন কারীই-ব দিল্লী, কলিকাতা আসাম তেই মনিপুররগনি বই কারিনাই তেই ফালনাই রগ-ব অরনি বইমেলাঅ মানজাক ফায়বাইঅ।

বইমেলাঅ কীবাওমা বইনি স্টলরগ খুলগজাগ'। আ স্টলরগ' ককলব, ককতাং, নাটক, উপন্যাস, কথমা, ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং আবতীই জুদা জুদা বিষয়রগন তীই সীয়জাক বইরগ-ব মানথগ'। বইমেলাঅ চেরাইরগনি বাগীই-ব পদেরেপদ বইরগ মানথগ'। আ মেলাঅ ককবরক, মুগলি তেই চাকমা হায় ককরগনি বাগীই-ব আলকা আলকা স্টলরগ খুলগজাগ'। মেলানি স্টলরগ' বেথেপ বেথেপখে চাবীই নায়থতকখে সাজগজাক বইরগন নুগখাই জতত-ন কিসা কিসা খাই ফান' পরিউই নায়না মুচুওগ। বইমেলানি কতর সুবিধা আঁংখা চীও আর' বইরগন ফিল ফিলীই পরি নায় মান'; কীতাল কীতাল পদেরেপদ বইরগ নায় মান'।

ত্রিপুরানি বইমেলাঅ বই পায়খাই আগি পায়নাইরগ রাও একশনি বই পায়খাই রাও নীয়চি ছাড় মারীগ'। আবনি বিসিং সরকার ১০% তেই ফালনাইরগ ১০% রীমানি, তাবুকলে সরকার ছাড় রীলিয়া, ফালনাইরগ সিমি রীঅ।

বইমেলান কিতিওগীই বই কীতাল কীতালরগ কারিজাগ' তেই সীয়নাই কীতাল কীতাল-ব নুগজাগ। বইমেলাঅ কারিজাগনাই পুইলা ককবরক বইনি বুমুও আঁংখা — 'ককবরক ককলব বীচাব (১৯৮৩)'। বইমেলাঅ সীয়নাই বায় পরিনাই-ব মালাইলাইঅ।

৪ বইমেলা (বঙ্গানুবাদ)

(ভূমিকা — প্রথম সূত্রপাত — বইমেলার সুবিধা — এখানকার বইমেলার অতিরিক্ত সুবিধা — নুতন বই ও নব লেখকদের আর্বিভাব — বইমেলার আনন্দ — উপসংহার।)

বছরের বিভিন্ন সময়ে উজ্জাপিত বিভিন্ন উৎসবের মতো বইমেলাও বর্তমানে একটি উৎসব। প্রতি বছর জানুয়ারী বা ফেব্রুয়ারী নাগাদ রাজধানীর রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য মেলার সঙ্গে বইমেলার পার্থক্য হল বইমেলায় বই বলতে বই-ই পাওয়া যায়।

বই হচ্ছে জ্ঞানের ভাণ্ডার। বিশ্বের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জানতে হলে বই-এর প্রয়োজন। বই-এর দোকানগুলিতে বই পাওয়া যায়। তবে বইমেলায় বিভিন্ন রকমের বই দেখে শুনে, নিজেদের পছন্দমত বই কেনা যায়। ফলে বর্তমানে বিভিন্ন স্থানে বইমেলা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। দিল্লী ও কলিকাতার মত স্থানে বড় আকারে বইমেলা হতে দেখা যায়। ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ১৯৮১ সালের ৩১শে মার্চ প্রথম বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। এখানকার বইমেলা প্রথম সরকারী উদ্যোগে করা হলেও বর্তমানে রাজ্য সরকার ও স্থানীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতাদের উদ্যোগে বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরার পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা ছাড়াও দিল্লী, কলিকাতা, আসাম ও মণিপুর রাজ্যের পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতারাও এখানকার বইমেলায় অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

বইমেলায় অনেক বইয়ের স্টল খোলা হয়। এই স্টলগুলিতে কবিতা, ছড়া, নাটক, উপন্যাস, গল্প, ডাক্তারী, ইঞ্জিনীয়ারিং ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয় নিয়ে লেখা বই পাওয়া যায়। বইমেলায় শিশুদের জন্যও নানা রকম বই পাওয়া যায়। এই মেলায় ককবরক, মণিপুরী ও চাকমা ভাষার জন্যও আলাদা আলাদা স্টল খোলা হয়। মেলার স্টলগুলিতে তাকে তাকে সুসজ্জিত গ্রন্থের সঞ্চয়ন চোখে পড়লে সবগুলিই একবার চোখ বুলিয়ে নিতে আগ্রহ জাগে। বইমেলার প্রধান সুবিধা হল আমরা সেখানে বইগুলিকে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উল্টে পড়ে দেখতে পারি; নতুন নতুন নানা রকম বই দেখার সুযোগ হয়।

ত্রিপুরার বইমেলায় আগে ক্রেতারা একশ টাকার বই কিনলে কুড়ি টাকা ছাড় পেতেন। এর মধ্যে সরকার ১০% এবং বিক্রেতা ১০% ছাড় দিতেন। বর্তমানে সরকার ছাড় দেন না, কেবলমাত্র বিক্রেতারাই দিয়ে থাকেন।

বইমেলাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন বই প্রকাশ করা হয় ও নতুন নতুন লেখক দেখা যায়। বইমেলায় প্রকাশিত প্রথম ককবরক বই হল — 'ককবরক ককলব বাঁচাব (১৯৮৩)। বইমেলায় লেখক ও পাঠক সমাগম হয়।

বইমেলানি সালচি রবীন্দ্রভবননি নখলাঅ নায়থক, তণ্ডথক তেই কীচাং কীচাং বয়ার জুদা-ন সিবসাঅ মেলা চলি তণ্ডমা জরাঅ কীচাংমা তেই খীনাথক রীচাবমুণ্ড খরাণ্ডরগ মেলা পাইয়াই-ব খুনজুঅ বুফায়'। য়াগ' বইনি পেকেটগীনাণ্ড চেরাইরগ মেলা বেরাই নায়মানি বেলাই-ন নায়থগ'। বইরগ নায়থগমানি তেই আবরগনি বিসিংনি কথমা এবা ককলব - ককতাংরগ হামমানি সানাসে কীরীই।

বইমেলা চাঙন জুদা জুদা বিষয়নি কীতাল কীতাল বইরগন নায়নানি তেই পরিনানি লামা ফুউারীই রীঅ। আবনি সীলাই-ব কক কতর আঁংখা বইমেলা লুকুরগন বই পরিথানি খা সীরাংরীঅ।

৫ রাধামোহন ঠাকুর (ককবরক)

(চেণ্ডমুণ্ড — আচাইমা তেই মাফানি সিনিমা — চেরাইফুরুনি কক তেই পরিমারগ — চাকরী তেই কাইজাগমানি — অমরানি বাগীই তাণ্ডলাংমা সামুণ্ডরগ — রসামুণ্ড।)

ত্রিপুরানি বীসারগনি বিসিং খুরচাজাগনাই বুমুণ্ড কাইসা আঁংখা ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা। হা সাকানি জতত বরকরগনি-ন জতনি সিনিমা আঁংখা জানিজা কক তেই হুকুমু। রাধামোহন ঠাকুর বিনি মানি কক ককবরকনি বাগীই-ন সামুণ্ড তাণ্ডলাংগ। ককবরক সানাইরগনি বিসিং, ব-ন সীকাণ্ড ককবরকনি সেবা খীলায়লাংনাই।

বিসি উলচিচুকুরানি কীচারদরব' আগরতলানি কৃষ্ণনগর' ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা আচাইঅ। তাবুক জরাতীই ব আচাইমানি সালন সইসইখে সাউই মাননাই কীরীই। রাধামোহন ঠাকুরনি বুফানি মুণ্ড রামদুলাল দেববর্মা তেই বুমা খাই আনন্দময়ী। রাধামোহননি বুফা মহারাজনি নায়েব তণ্ডমানি।

চেরাইফুরু-ন বুমা বুফা থীয়জাগমা বায় রাধামোহন ঠাকুর বীসা-বীতীই কীরীই বুমামা গোবিন্দ ঠাকুরনি নগ-ন লগখা তরখা। চেরাইফুরু রাধামোহন বেলাই দুখুরগ সই লেখাপড়া মা সীরীণ্ডখা। বুমামা বায় রাজবাড়ীঅ মা লাইসুমা বায় বিনি তণ্ডকীচাং তণ্ডমা-চামা তেই কুবুকমা বুদদিরগ নুগীই মহারাজ বীরচন্দ্র বন হামজাগনানি নাণ্ডখা তেই রাজবাড়ীঅ-ন রাজানি বীসারগ বায় বাগসা লেখাপড়া খীলায়নানি সেপ রীখা। বনি য়াগীল ব সাগন জে মানসাক কীরীণ্ড তেই কীসরাণ্ডখে সীনামখা।

তণ্ডমুণ্ড-চামুণ্ড তেই লেখাপড়াঅ কাহাম আঁংমা বায় রাধামোহন জীবন' কুচুগ'-ব আসীক-ন কাউই মানখা। মহারাজা বীরচন্দ্রনি আমল' ব-ন পুইলা বিচার খীলায়নাই জজ তেই আবনি উল' সিপাইরগনি কতর 'সেনাধ্যক্ষ'-ব আঁংলাংখা। রাধামোহন বিনি নগারিনি-ন নায়থকমা তেই বুদদিগীনাণ্ড বীরীয় মনোমোহিনী দেবী বায় কাইজাগ'। বরগনি বীসাজলা খরকবা তেই বীসাজীক খরকবুরুয়।

বইমেলার দশদিন রবীন্দ্রভবন প্রাঙ্গণে একটি বিশেষ আনন্দ মুখর ও শান্তির বাতাবরণ লক্ষ্য করা যায়। মেলা চলাকালীন সময় শান্তি ও শ্রুতিমধুর সঙ্গীতের স্বর মেলা শেষেও যেন কানে আসে। হাতে বইয়ের ব্যাগ নিয়ে শিশুদের মেলায় ঘুরাফেরা খুবই সুন্দর দেখায়। গ্রন্থের সুন্দর্য ও তার ভিতরকার গল্প, কবিতা-ছড়া ইত্যাদি কত যে ভাল লাগে তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

বইমেলা আমাদের বিভিন্ন বিষয়ের নতুন নতুন বই দেখার ও পড়ার পথ প্রসারিত করে। তার চেয়েও বড় কথা হল মানুষকে বই পড়ার উৎসাহ যোগায়।

৫ রাধামোহন ঠাকুর (বঙ্গানুবাদ)

(সূচনা — জন্ম ও বংশ পরিচয় — শৈশব ও ছাত্রজীবন — চাকুরি ও বিবাহ — কর্মজীবন — দেহত্যাগ।)

ত্রিপুরার কৃতি সন্তানদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হল ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা। বিশ্বের প্রতিটি মানুষেরই প্রধান পরিচয় হল নিজের ভাষা ও সংস্কৃতি। রাধামোহন ঠাকুর তাঁর মাতৃভাষা ককবরকের জন্য কাজ করে গেছেন। ককবরক ভাষীদের মধ্যে তিনি-ই প্রথম ককবরকের সেবা করে গেছেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি আগরতলার কৃষ্ণনগরে ঠাকুর রাধামোহন দেববর্মা জন্ম গ্রহণ করেন। এখন পর্যন্ত তাঁর জন্ম তারিখ সম্পর্কে সঠিক তথ্য কেউ দিতে পারেননি। রাধামোহন ঠাকুরের পিতার নাম রামদুলাল দেববর্মা ও মাতা আনন্দময়ী। রাধামোহনের পিতা ছিলেন মহারাজের নায়েব।

বাল্যকালে মাতা-পিতা হারানোর ফলে রাধামোহন ঠাকুর তার নিঃসন্তান মামার বাড়ীতেই বড় হয়ে উঠেন। বাল্যকাল থেকেই রাধামোহনকে খুবই দুঃখ কষ্টের মধ্যে লেখাপড়া শিখতে হয়েছিল। তাঁর মামার সঙ্গে রাজবাড়ীতে যাতায়াত থাকায়, তার আচার-আচরণ ও শাণিত বুদ্ধি দেখে মহারাজা বীরচন্দ্র তাঁকে ভালবাসতে লাগলেন ও রাজবাড়ীতেই রাজ পুত্রদের সঙ্গে সমভাবে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেন। এভাবে তিনি নিজেকে সামর্থানুসারে দক্ষ ও আত্মনির্ভর করে তুলেন।

আচার-আচরণ ও লেখাপড়ায় ভাল হওয়ায় রাধামোহন জীবনে অনেক উচ্চপদে আসীন হতে পেরেছিলেন। মহারাজা বীরচন্দ্রের আমলে তিনিই প্রথম বিচারপতি, জজ ও পরে সিপাইদের প্রধান সেনাধ্যক্ষও হয়েছিলেন। রাধামোহন তারই প্রতিবেশী সুশ্রী ও বুদ্ধিমতী মনমোহিনী দেবীকে বিয়ে করেন। তাদের পাঁচ পুত্র ও চার কন্যা।

রাধামোহন ঠাকুর চাঁও জজ এবা সিপাইরগনি বখরক আঁংলাংমা বাগাঁইলে আসাঁক মুয়তু খাঁলায়া। ককবরক সানাইরগনি বিসিং খরকসা ফান' মানি কক ককবরকনি বাগাঁই উানসুগয়া এবা সামুঙ তাঙয়া আঁংতঙমা জরাঅ, সাইচুঙ সাইচুঙ ককবরকনি হামকাঁরাইনি বাগাঁই বুইন লাম ফুনুগনাই আসাঁক সামুঙরগ তাঙলাংমা বায়সে চাঁও বন মুয়তু মা খাঁলায়', ব সাঁয়লাংমানি ককবরক বইরগ আঁংখা — 'ককবরকমা' (১৯৩০), 'ত্রৈপুর ভাষাভিধান তেই 'ত্রৈপুর কথামালা'। ককবরকনি বাগাঁই ব বাঁসাঁক উানসুগখা আব 'ককবরকমা পরিখাই-ন সিজাগ'। ককমানি জ্ঞান আসাঁক কাঁরাঁইজারগ ম বইন বুজিনানি তুগজাগবাইনাই, ককবরকনি পুইলা ককবথপ ব-ন সাঁয়লাংগ। ব বায় সাঁয়জাক ককবরক ককবথপনি মুঙ 'ত্রৈপুর ভাষাভিধান'। 'ত্রৈপুর ভাষাভিধান' ব ককবরকনি ককউানজুইনি সামলালাই ইংরাজি-ব বগখা। 'ত্রৈপুর কথামালা'অ তঙবাইঅ জুদা জুদা ককথুবরগনি ককবরক তাম আঁংন আবরগ তেই চিকন চিকন কথমারগ হাই কাইদকনি ককবরক বায় ককউানজুই; আবরগনি বিসিং রাধামোহননি সাগনি তেই বিহিক-বাঁসানি ককরগ-ব তঙগ। বিনি বইরগ' ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরনি য়াপাই নুগজাগ'।

তাবুক হাই স্কুল-কলেজ এবা ককবরক পরিনানি এবা সাঁয়নানি সুযোগ কাঁরাঁইনি জরাঅ ককবরকনি হামকাঁরাইন খা বায় নায়মা বায়-ন ককবরকনি বাগাঁই ব আসাঁক সামুঙরগ তাঙ মানলাংগ। হা সাকাঅ সাল বায় তাল তঙসাক ককবরক সানাই, সাঁয়নাই তেই পরিনাইরগ ককবরকনি লামফুনুগনাই রাধামোহন ঠাকুরন মুয়তু মা নারাঁগনাই।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দনি ১১ই জুলাই ব থাঁয়'।

৬ স্বামী বিবেকানন্দ (ককবরক)

(চেঙমুঙ — আচাইমা তেই মাফানি সিনিমা — চেরাইফুরুনি কক তেইপরিমা — সন্ন্যাসী আঁংমানি — ভারত বেরাইমুঙ — সিকাগোঅ মানজাগাঁইমানি — মঠরগ আচুগরাঁমুঙ — রসামুঙ।)

হা ভারত' আচাইনাই জুদা জুদা মুঙগাঁনাঙ বরকরগনি বিসিং স্বামী বিবেকানন্দ আলকাখে খুরচাজাগনাই বরক খরকসা। খা কতর, কক কাঁরাঁঙ তেই মকল কাইজাগনাই ব্যক্তিত্বগাঁনঙ বিবেকানন্দ লাইতেসাখাই-ন হা সাকানি বরকরগনি বাঁখান সতমাঁই খিবকা, হিনদুরগনি তঙকাঁথার তেই হুকুমুন ব-ন হা সাকানি আচুগথাই কুচুগ' আচুগরি কাঁলাংগ, 'বরকরগনি সেবা-ন ইসরনি সেবা' হিনাঁই ব সালাংগ।

১৮৬৩ খ্রীষ্টব্দনি ১২ই জানুয়ারী কলিকাতানি সিমলা পারাঅ-ব আচাইঅ। বিনি বুফানি মুঙ বিশ্বনাথ দত্ত তেই বুমাখাই ভুবনেশ্বরী দেবী। বিবেকানন্দনি মুঙ সই আঁংখা নরেন্দ্রনাথ, চেরাইফুরু বিনি মুঙ বাঁরেশ্বর; নাঁঙজাগমা খাই বিলে।

রাধামোহন ঠাকুরকে আমরা জজ বা সেনাধ্যক্ষ হওয়ার জন্য তাকে তেমন স্মরণ করি না। ককবরক ভাষীদের মধ্যে কেউই যখন মাতৃভাষা ককবরকের জন্য ভাবেননি বা কোন কাজ করেন নি তখন থেকে একা একা ককবরকের উন্নয়নের জন্য পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে তাকে স্মরণ করতে হবে। তাঁর লেখা ককবরক বইগুলি হল — 'ককবরকমা' (১৯০০), 'ত্রৈপুর ভাষাভিধান' ও 'ত্রৈপুর কথামালা'। ককবরকের জন্য তিনি কত কি ভাবতেন তা 'ককরকমা' পড়লেই জানা যায়। ব্যাকরণ জ্ঞানহীন ব্যক্তিদের পক্ষে এই বই-এর বোধগম্যতা কষ্ঠসাধ্য। ককবরক ভাষার প্রথম অভিধান তিনিই লিখে গেছেন। তাঁর রচিত ককবরক ভাষাভিধানটির নাম 'ত্রৈপুর ভাষাভিধান'। ত্রৈপুর ভাষাভিধানে তিনি ককবরক ও বাংলার পাশাপাশি ইংরেজীও উল্লেখ করেছেন। 'ত্রৈপুর কথামালা-য় রয়েছে বিভিন্ন বাক্যের ককবরক পরিভাষা কি হবে তার উল্লেখ এবং ছোট গল্পের মত ছয়টির ককবরক ও বাংলার অনুবাদ; এগুলির মধ্যে রাধামোহনের আত্মপরিচয় এবং তাঁর পত্নী ও সন্তানদের পরিচয়ও রয়েছে। তাঁর বইগুলিতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

এখনকারি মত স্কুল-কলেজে ককবরক পড়ার বা লেখার 'অসুবিধার যুগে ককবরকের উন্নয়নে ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে ককবরকের জন্য তিনি অসামান্য কাজ করে গেছেন। এ বিশ্বে চন্দ্র, সূর্য যতদিন থাকবে ককবরক ভাষী, লেখক ও পাঠকগণ ককবরকের পথ প্রদর্শক রাধামোহন ঠাকুরকে চিরস্মরণে রাখবে।

১৯১০ খ্রীস্টাব্দের ১১ই জুলাই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান।

৬ স্বামী বিবেকানন্দ (বঙ্গানুবাদ)

(সূচনা — জন্ম ও বংশ পরিচয় — বাল্যজীবন ও বিদ্যাশিক্ষা — সন্ন্যাস গ্রহণ — ভারত ভ্রমণ — চিকাগোতে যোগদান — মঠ স্থাপন — দেহত্যাগ।)

ভারতে আবির্ভূত বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ একজন অনন্য উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। হৃদয়বাণ, পণ্ডিত ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন বিবেকানন্দ অতি সহজভাবে বিশ্ববাসীর মন জয় করেছিলেন। হিন্দুদের ধর্ম ও সংস্কৃতিকে তিনিই বিশ্বের সর্বোচ আসনে বসিয়েছেন। 'মানব সেবাই, ঈশ্বরের সেবা' বলে তিনি বলে গেছেন।

১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী কলিকাতার সিমলা পাড়ায় তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বিশ্বনাথ দত্ত ও মাতা ভুবনেশ্বরী দেবী। বিবেকানন্দের প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ, বাল্য নাম তাঁর বীরেশ্বর; ডাক নাম ছিল বিলে।

চেরাইফুরু নরেন্দ্রনাথ বেলাইসে মিরিক তগুমানি। আফুরুনি সিমি-ন ব যুক্তি গীনাঙ তেই বুদ্দিগীনাঙ। ব মায়া-ব গীনাঙ। প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ আঁংমানি উল' ব পুইলা প্রেসিডেন্সী কলেজ' তেই উল' তাবুকনি স্কটিশ চার্চ কলেজ' পরিখা। ব হামজাগমানি বিষয়রগ আঁংখা লাইবুমা তেই দর্শন। দর্শন পরিফুরুনি সিমি-ন ইসর ততগু-কীরীই আবন থারিনানি নাগুখা।

বিনি আ থারিমুগুন য়াকাগনা বাগীই ব ব্রাহ্ম সমাজনি কেশব সেন বায়-ব মালাইখা। ফিয়া আর-ব ব সই সই জবাব মানয়া আঁংগীই দক্ষিণেশ্বরনি রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবনি আর' থাংকা তেই বিনি থানি ইসরনি ককরগ খীনাই খা ফুরজাগীই বিনি শিষ্য-ব আঁংখা। আফুরু-ন ব সাউই মান' — লুকুরগনি হামারিনি বাগীই সামুগু তাগুমা-ন ইসরন মানমানি লামা। ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দঅ রামকৃষ্ণদেব থীয়মানি উল' ব সন্ন্যাসী আঁংগীই স্বামী বিবেকানন্দ বুমুগু ফারজাগ'।

সন্ন্যাসী আঁংমানি উল' ব বিসিদক হা ভারতন গুরি নায়খা তেই বাইথাগুনি মকল বায় হানি বরকরগনি রিয়াল-বিপদ, সিয়া-নুগয়া তেই মানিমুগু সিতরারগন নুগীই ব বুজি মানখা ইসর কুনু আলকায়া, চিনি মকল বীসকাগুগ জুদা জুদা গরননি বিসিংতীই নুগজাগমানি ইসরনি সেবা-ন সই সই ধর্ম, সই সই সেবা।

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দনি ১৪ই সেপ্টেম্বর আমেরিকানি চিকাগোঅ সগুচাজাক জুদা জুদা ধর্মনি কীথালাইজাক পানদা-অ হিনদু ধর্মনি আঁংগীই ব ককলাম নারীগখা তেই হা সাকানি বরকরগনি থানি হিনদু ধর্মন আচুগথাই কুচুগ' আচুগ রিখা। বুখুক নিবেদিতা হাই বীরীয়-ব আফুরু-ন বিনি শিষ্য আঁংগ।

হাঅ কিফিলাই বিবেকানন্দ ভারতনি সেবানি বাগীই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দনি ১লা মে 'রামকৃষ্ণ মিশন' সগুচাখা। আ মিশন তাবুক ভারতনি সিমিয়া, হা সাকানি-ন বলাইমুগু।

স্বামী বিবেকানন্দ লুকুরগনি সেবা সিমিয়া, লুকুরগনি সেবানি সামলালাই ব ককরীবাইনি সেবা-ব খীলায়লাংখা। কক তানজুইনি ককরীবাইঅ বিনি দান-ব খুরচাজাগনাই-ন। বিনি সীয়মুগু তেই ককলামরগ পরিখাই-ন আব' সিজাগ'। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দনি ৪ঠা জুলাই অ সামুগু তাগুকীরাক, লুকু হামজাগনাই মহাপুরুষ থীয়'।

স্বামী বিবেকানন্দনি জীবননি মকল কাইজাগনাই আদর্শ তেই লুকু হামজাগমান হা ভারত সিমিয়া, বেবাক হাতিগুনি বরকরগ-ন আবন খা বায় মুয়তু নারীগবাইনাই।

বাল্যকালে নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত চঞ্চল ছিলেন। তখন থেকেই তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী ও বুদ্ধিমান। তিনি ছিলেন হৃদয়বাণ। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি প্রথম প্রেসিডেন্সী কলেজে ও পরবর্তীকালে বর্তমান স্কটিশচার্চ কলেজে বিদ্যালাভ করেন। তার পছন্দসই বিষয়গুলি ছিল ইতিহাস ও দর্শন। দর্শন পড়ার সময় থেকেই ঈশ্বর আছে কি নেই তা নিয়ে ভাবতে লাগলেন।

তাঁর এই সন্দেহ দূর করার জন্য তিনি ব্রাহ্মসমাজের কেশব সেনের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। কিন্তু সেখানে তিনি প্রকৃত উত্তর না পেয়ে দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছে যান ও তাঁর কাছে ঈশ্বরের কথা শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখনই তিনি জানলেন — মানব কল্যাণে আত্মনিয়োগ করাই ঈশ্বর লাভের একমাত্র উপায়। ১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দে রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে 'স্বামী বিবেকানন্দ' নাম গ্রহণ করেন।

সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করার পর তিনি ছয় বছর ভারত ভ্রমণ করেন ও দেশবাসীর দুঃখ দুর্দশা, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারচ্ছন্নতা চাক্ষুষ করে তিনি বুঝতে পারেন — ঈশ্বর পৃথক কিছু নয়, আমাদের চোখের সামনে বর্তমানে বহুরূপী ঈশ্বরের সেবাই প্রকৃত ধর্ম, প্রকৃত সেবা।

১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার চিকাগোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ধর্ম-মহাসম্মেলনে হিন্দু ধর্মের হয়ে তিনি ভাষণ দেন ও বিশ্ববাসীর কাছে হিন্দু ধর্মকে সর্বোচ্চ আসনে তুলে ধরেন। ভগ্নী নিবেদিতার মতো নারীও তখন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।

দেশে ফিরে বিবেকানন্দ ভারত সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ১লা মে 'রামকৃষ্ণ মিশন' গঠন করেন। এই মিশন বর্তমানে শুধুমাত্র ভারতেরই নয়, বিশ্বের গর্ব।

স্বামী বিবেকানন্দ শুধুমাত্র মানব সেবাই নয়, মানব সেবার পাশাপাশি তিনি দরিদ্র সেবাও করে গেছেন। বাংলা সাহিত্যে তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। তাঁর লেখা ও আলোচনা পড়লেই জানা যায়। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই এই কর্মযোগী, মানবপ্রেমী মহাপুরুষ ইহলোক ত্যাগ করে চলে যান।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবনে লক্ষ্যণীয় মহান আদর্শ ও মানবপ্রেম শুধুমাত্র ভারতবর্ষই নয়, সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৭ মাদার টেরেসা (ককবরক)

(কক-য়াফাঙ — আচাইমা তেই মাফানি সিনিমা — সামুঙগ হাবমা — বাসরাজানি বুমা টেরেসা — ভারত' 'নির্মল হৃদয়' নির্মলা শিশু ভবন' তেই বিয়াদি নগরগ আচুকরীমুঙ — পুরস্কার মানমারগ — পাইথাক।)

হা সাকাঅ' উালাইমা-বুলাইমা তেই তানলাইমা-বুথারমারগ তঙমা হাই-ন হামজাগমা, খাইরগমা তেই মায়া গীনাঙরগ-ব তঙগ। মাফা কীরীই চেরাই, কীরীইজা, বাসরাজা তেই বিয়াদি গীনাঙরগনি বাগীই হামজাগনাই, খাইরগনাই তেই মায়াগীনাঙ মুঙ লাইজাক বরক খরকসা আঁংখা মাদার টেরেসা।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দনি ২৭শে আগস্ট যুগশ্লাভিয়ানি স্কপেজ' মাদার টেরেসা আচাইখা। বরাইফুরু বিনি মুঙ এগনেস গোনাস্ক বেজাকিসাহিউ। বিনি মাফা আলবানিয়াঅ তঙমানি। স্কপেজনি সরকারী স্কুল'-ন মাদার টেরেসানি পড়ালেখা চেঙসাজাগমানি। বিসি চিনীয় অমর'-ন মাদার টেরেসা সইনাসীজীক হিসাবীই দরম' পিরনাই বদল' হাবখা।

মাফা, তাখুক-বুখুক তেই নক-হুকনি হামজাগমুঙনি মায়ান য়াকারীই হা সাকানি বিগরা-খাঙরা তেই দপ' কীলাই তঙনাইরগনি সেবানি বাগীই-ন মাদার টেরেসা সালসা নগনি নঙখরকা। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দনি ডিসেম্বর তাল' ব কলিকাতাঅ সক ফায়কা তেই আরনি লামা লামজার' কীলাই তঙনাই বিগরা-খাঙরা তেই হাময়া কীলাই তঙনাইরগন চুবানা বাগীই কলিকাতান-ন বিনি সামুঙ তাঙমানি সই সই জাগা হিনীই সাই নাখা।

কলিকাতানি সেন্ট মার্গারেট স্কুল' পুইলা সামুঙ তাঙনানি চেঙসা ফান' মাফা কীরীই তেই বিগরা-খাঙরা বেমারিরগনি দুখুন কাগরীমুঙ-ন বিনি জীবননি নায়মা হিনীই ব খাঅ চঙখা তেই লুকুসেবানি বাগীই মানিজাগনাই পোপন সীঙগীই 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' সঙচাখা।

মাদার টেরেসা কলিকাতানি লামারগ' কীলাই তঙনাই কেব কীরীইজা থীয়না নায় তঙনাই বরকরগনি বাগীই কালীঘাট' 'নির্মল হৃদয়' মুঙগীই তঙনানি নক কতরমা খুংসা তাঙগীই রীখা। টেরেসা কলিকাতা সহরনি লাখ লাখ সিনিমা কীরীইজাক তেই তঙনানি নক কীরীইজারগন তঙনানি জাগা রীনা বাগীই 'নির্মলা শিশু ভবন' আচুগ রীখা।

ভারতনি জাগা জাগাঅ লাখ লাখ চীলা-বীরীয় বিয়াদি বেমার মানজাগীই সই সই চিকিৎসা খীলায়জাগয়া আঁংগীই সমাজ' বুয় বাই সেলেংজাগীই তঙমারগন নুগীই বরগনি সেবা খীলায়না বাগীই মাদার টেরেসা বিয়াদি গীনাঙরগনি বাগীই আশ্রম আচুগ রীখা।

মাদার টেরেসানি হামজাগমা বুলজাক সেবানি কক তঙতে তঙতে হা সাকানি জত জাগারগ'-ন পিরজাগখা। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দঅ ভারত সরকার বন 'পদ্মশ্রী' উপাধি রীখা। আবন কারীই ব কীবাঙমা আন্তর্জাতিক পুরস্কাররগ-ব মানখা। ১৯৭২ খ্রীঃ ব 'নেহরু পুরস্কার' মানখা।

৭ মাদার টেরেসা (বঙ্গানুবাদ)

(ভূমিকা — জন্ম ও মাতাপিতা — কর্মজীবনে প্রবেশ — সর্বহারাদের জননী টেরেসা — ভারতে 'নির্মল হৃদয়', নির্মলা শিশু ভবন ও কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন — পুরস্কার প্রাপ্তি — উপসংহার।)

এ বিশ্বে সন্ত্রাসবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছেন প্রেম, ভালবাসা ও সহানুভূতিশীল ব্যক্তিবর্গ। অনাথ শিশু, দরিদ্র, সর্বহারা ও কুষ্ঠরোগগ্রস্থদের প্রতি ভালবাসা সহানুভূতিশীল ও হৃদয়প্রাণ একটি মহৎ নাম হল মাদার টেরেসা।

১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে আগষ্ট যুগোশ্লাভিয়ার স্কোপেজ-এ মাদার টেরেসা জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল এগনেস গোনস্ক বেজাকিসাহিউ। তাঁর পিতামাতা ছিলেন আলবানীয়া বাসী। স্কোপেজের সরকারী স্কুলেই মাদার টেরেসার লেখাপড়া শুরু হয়েছিল। মাত্র বারো বছর বয়সেই মাদার টেরেসা সন্ন্যাসিনী হিসাবে ধর্ম প্রচারক দলে প্রবেশ করেন।

মা-বাবা, ভাই-বোনের ভালবাসার সংসার ছেড়ে বিশ্বের দরিদ্র, ক্ষুধার্ত ও অসহায়দের সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য মাদার টেরেসা একদিন ঘর ছেড়ে বেড়িয়ে পড়লেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি কলিকাতায় আসেন ও সেখানকার রাস্তার আশেপাশে পরে থাকা দরিদ্র ক্ষুধার্ত ও রোগগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য কলিকাতাকেই তিনি তাঁর সঠিক কর্মক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেন।

কলিকাতার সেন্ট মার্গারেট স্কুলে প্রথম কাজ শুরু করলেও অনাথ ও দরিদ্র-ক্ষুধার্ত রোগগ্রস্তদের দুঃখ দুর্দশা দূর করাই তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হিসাবে মন স্থির করেন ও মানব সেবার জন্য মহামান্য পোপের অনুমতিক্রমে 'মিশনারিজ অব চ্যারিটি' গঠন করেন।

মাদার টেরেসা কলিকাতার রাস্তায় পরিত্যক্ত অনাথ মুমূর্ষু মানুষের জন্য কালীঘাটে 'নির্মল হৃদয়' নামে একটি বড় আশ্রম নির্মাণ করে দেন। টেরেসা কলিকাতা শহরের লক্ষ লক্ষ অজ্ঞাত ও আশ্রয়হীনদের আশ্রয়ের জন্য 'নির্মলা শিশু ভবন' স্থাপন করেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে লক্ষ লক্ষ পুরুষ-মহিলা কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত হয়ে উপযুক্ত চিকিৎসার অভাবে সমাজের অন্যদের দ্বারা অবহেলিত হয়ে পড়ে থাকতে দেখে তাদের সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য মাদার টেরেসা কুষ্ঠরোগীদের জন্য কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করলেন।

মাদার টেরেসার অন্তরখুশী সেবার কথা আজ বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী উপাধিতে ভূষিত করেন। এছাড়াও তিনি অনেক আন্তর্জাতিক পুরস্কারও লাভ করেছিলেন। ১৯৭২ খ্রীঃ তিনি 'নেহেরু' পুরস্কার পান।

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দঅ মাদার টেরেসা হা সাকানি জতনি কতর 'নোবেল পুরস্কার' মানখা, ১৯৮০-অ ব 'ভারতরত্ন' উপাধি-ব মানখা।

হা সাকানি জেসা জাগাঅ ফান' দপ' কীলাইজাক বরকরগনি চিরিগখগমা খীনামা লগি লগি-ন ব আর' খাবরুমীই থাংকা সেবা খীলায়না বাগীই। মাদার টেরেসা থীয়জামা বায় হা সাকানি মাফা কীরীই চেরাইরগ তেই উাইসা মাফা কীরীই আঁংফিকা।

১৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দনি ৫ই সেপ্টেম্বর মাদার টেরেসা কলিকাতানি মাদার হাউস থীয়জাখা।

৮ বইনক (ককবরক)

(চেঙমুঙ — আগিনি বইনকরগ — বইনকনি সামুঙ — খুরচাজাগনাই বইনকরগ — ত্রিপুরানি বইনক — রসামুঙ।)

বইনক আঁংখা বইনি নক। বরক মুনুইসুরগ জুগ কীবাঙমানি সিমি আজিজাক তঙরীঙমা তেই এলেমরগন বইরগ' খাতিউই নারীগ'। আবনি বাগীই-ন বইনক আঁংখা এলেমনি বখর।

তাবুকনি হাই ছাপগমানি মেসিন এবা নায়থক নায়থক বইরগ কীরীই ফান' সাল কীচামরগনি সিমি-ন বরকরগ বরগনি এলেম তেই তঙরীঙমারগন খ্যাতিউই নারীগনানি খীলায়কা। হাকর' তঙনাই বরকরগ হাকরনি সাগ' এবা হলংরগ' আফুরু বরগনি এলেম তেই তঙরীঙমারগন সীয় নারীগ'। আবনি উল লাই এবা য়াবুরুয়ররগনি বুকুর'-ব খানি ককরগন সীয় নারীগখা। আগিনি জুগ এবা কীচারনি জুগরগ' মীতাই দরম' এবা ইসরন তীই সীয়জাক পুথিরগন মীতাইনকরগ' খাতি নারীগজাগ'। ভারত কীচামনি মুঙগীনাঙ বইনকরগ আঁংখা 'নালন্দা মহাবিহার' বায় বিক্রমশীলানি বইনক। জুগ কীচাররগ' সোমনাথ 'বায় বারানসীনি বইনকরগ-ন খুরচাজাগনাই হিনীই হিনজাগ'। ফিয়া মুয়তু নারীগনা নাঙগানী বইনক পুইলা খুলগজাগখা রোম'।

বইনক আঁংখা এলেমনি বখর তেই বই আঁংখা এলেমনি তঙথাই। কেব ফান জতত বইরগন পায়ীই পরি মানয়া এবা খাতিউই নারীগ মানয়া। ফিয়া বইনকলে বরকরগনি আ সানমান' সুপুঙ মান'। বইনি বিসিংতীই-ন চীঙ তাবুকনি তেই সীকাঙনি জতত বরকরগ বায় আজিজাক কীতাল কীতাল সিমা-নুগমা তেই উানসুগমারগ বায় সিনিজাক মান' তেই সামুঙ নাঙফুরু চীঙ আবরগন সামুঙগ ফীনাঙ মান'। বইনকরগ' সিমিসে পদেরেপদ বইরগ মানথগ'। আবনি বাগীই-ন চেরাই বায় অকরা জতত-ন বইনগ' কুথুমুইঅ। বইনক কীরীই খাই তাবুক চুগয়া।

বইনগরগ' জতত-ন জানিজা হামজাগমাতীই জুদা জুদা কক, ককরীবাই, সইসিমা,

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মাদার টেরেসা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ 'নোবেল' পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮০-তে তিনি 'ভারতরত্ন' উপাধিও পান।

বিশ্বের যে কোন স্থানে আর্তের চিৎকার শুনার সঙ্গে সঙ্গে তাদের সেবায় তিনি সেখানে ছুটে গেছেন। মাদার টেরেসার মৃত্যুতে বিশ্বের অনাথ শিশুরা আবার অনাথ হয়ে পড়ল।

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই সেপ্টেম্বর মাদার টেরেসা কলিকাতার মাদার হাউসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

৮ গ্রন্থাগার (বঙ্গানুবাদ)

(সূচনা — প্রাচীন গ্রন্থাগার — গ্রন্থাগারের কাজ — উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগার — ত্রিপুরার গ্রন্থাগার — উপসংহার।)

গ্রন্থাগার হল গ্রন্থের আগার। মানব সমাজে বহু যুগ ধরে অর্জিত অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে গ্রন্থাগারে সংরক্ষণ করে রাখা হয়। এজন্যই গ্রন্থাগার হল জ্ঞানালয়।

এখানকার মত ছাপান-যন্ত্র বা সুন্দর সুন্দর গ্রন্থের যোগান না থাকলেও প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষন করে রাখতো। গুহাবাসীগণ গুহাভ্যন্তরে দেয়ালে বা শিলাখণ্ডে তখন মানুষের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে লিখে রাখতো। পরবর্তী কালে পত্রে বা পশুর চামড়ায়ও মনের কথাগুলি লিখে রাখতো। প্রাচীন যুগ ও মধ্যযুগে দেব-দেবী, ধর্ম বা ঈশ্বর বিষয়ে লিখিত গ্রন্থগুলিকে মন্দিরে সংরক্ষণ করে রাখা হতো। প্রাচীন ভারতের বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলি হল 'নালন্দা মহাবিহার' ও 'বিক্রমশীলার' গ্রন্থাগার। প্রাচীন যুগে সোমনাথ ও বারানসীর গ্রন্থাগারগুলিই উল্লেখযোগ্য বলে জানা যায়। তবে স্মরণ রাখা প্রয়োজন গ্রন্থাগার প্রথম খোলা হয় রোমে।

গ্রন্থাগার হল জ্ঞানের ভাণ্ডার আর গ্রন্থ হল জ্ঞানের ধারক। কেউই সব গ্রন্থ কিনে পড়তে পারে না বা সঞ্চয় করে রাখতে পারে না। কিন্তু গ্রন্থাগার মানুষের সে চাহিদা পূরণ করতে পারে। গ্রন্থের মাধ্যমেই আমরা বর্তমান ও আগেকার সব মানুষের অর্জিত নতুন নতুন বিষয়ের আবিস্কার ও ভাবনা-চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হতে পারি এবং প্রয়োজনে আমরা এগুলিকে কাজে লাগাতে পারি। কেবলমাত্র গ্রন্থাগারেই বিভিন্ন রকম গ্রন্থ পাওয়া যায়। এজন্যই শিশু থেকে বৃদ্ধ গ্রন্থাগারে গিয়ে সমবেত হন। গ্রন্থাগার ছাড়া বর্তমানে চলে না।

গ্রন্থাগারগুলিতে সকলেই নিজ নিজ পছন্দ মত বিভিন্ন ভাষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান,

দরম', রাজনীতি তেই অর্থনীতিন তাঁই সাঁয়জাক বইরগ পরিনানি সুযোগ মান'। বইনগ তাবুক বই সিমিয়া, আর' তাবুক জুদা জুদা ম্যাগাজিন, বুলেটিন তেই ককতুনরগ-ব পরিনানি সুযোগ তঙগ। আবনি বাগাঁই-ন সাল থাংরাঁরাঁক বইনকনি সানমা-ব বাঙরাঁরাঁক।

তাবুক হা সাকানি মুঙগাঁনাঙ বইনকরগ আঁংখা — লন্ডননি। 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম', রাশিয়ানি লেলিনগ্রাদ লাইব্রেরী', আমেরিকানি বোস্টন তেই ওয়াশিংটন সহরনি বইনকরগ। হা সাকানি জতনি কতর বইনক আঁংখা প্যারিসনি 'বিবলিওথিক ন্যাশনাল'।

হা ভারতনি খুরচাজাগনাই বইনকরগ আঁংখা — কলিকাতানি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ', এশিয়াটিক সোসাইটি তেই রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরীরগ। ভারতনি জততনি কতর বইনক আঁংখা কলিকাতানি 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী।'

ত্রিপুরানি বইনকরগনি বিসিং খুরচাজাগনাই আঁংখা 'বীরচন্দ্র স্টেট সেন্ট্রাল লাইব্রেরী', এম বি বি কলেজ লাইব্রেরী তেই 'আগরতলা বেসিক ট্রেনিং কলেজ লাইব্রেরী।

বইনক আঁংখা সভ্যতানি মারি। হা তেই হানি বরকরগনি আগকমুঙনি লাইবুমা তেই এলেমনি ককরগ জত-ন বইঅ সাঁয়জাক তঙগ। বইনক কাঁরাঁইখে চুগয়া।

৯ ককতুন (ককবরক)

(কক-য়াফাঙ — দালবিদাল ককতুনরগ — ককতুন' তাম তাম তঙ — ককতুননি তাঙথাইরগ — কক পাইথাক।)

থাঙগাঁই তঙনানি বাগাঁই নাঙমানি জুদা জুদা মানাঁইরগ হাই-ন ককতুন-ব তাবুক সালবুরুম বুরুম নাঙমানি মানাঁই মুঙসা হিনাই লেখাজাগ'। সাল বুরুম বুরুম বাঁর বুফুরু তাম আঁংখা আ খবররগ চাঁঙ ককতুন পরিখাই সাই মান'। চিনি হাঅ খ্রীষ্টান মিশনারীরগ বায় পুইলা ককতুন কারিজাগমানি। আফুরু ককতুন পরিনাই কিসাসে। ফিয়া তাবুকখাই লেখাপড়া আসাঁক মাননাই-মায়া জতত-ন ককতুন কিসা পরি মা নায়'। আবনি বাগাঁই ফুঙ আইখাই জতত-ন ককতুননি বাগাঁই নায়সিং মা তঙলাইঅ।

ককতুন-ব দালবিদালনি-ন তঙগ — সালবুরুম বুরুম কারিজাগনাই, হাপতা কাইসাঅ উাঁইসা কারিজাগনাই, হাপতা কসাঅ উাঁইসা কারিজাগনাই, হাপতা বারনাঁয় উাঁইসা কারিজাগনাই তেই তাল' উাঁইসা কারিজাগনাইরগ। সালবুরুম বুরুম কারিজাগনাই ককতুনরগ জুদা জুদা মুলুকনি খবর কাঁবাঙমা মানথকমা হাই কুবুনি ককতুনরগ' আসাঁক মানথকয়া। আ ককতুনরগ' তাজা খবররগনি সাঁলাই জুদা জুদা বিষয়রগনি কক তেই ককবাঁখালরগ-ন নঙখরমানি বাঙকুগ'।

ককতুনরগ' সালবুরুম বুরুম বুফুরু বাঁর তাম আঁংখা আ খবররগ-ন সাঁয়জাগমানি বাঙগ। আ খবররগনি বিসিং কাহাম-হাময়া, উালাইমা-বুলাইমা, বুথারমা-কগলাইমা, বাংলা,

ধর্ম, রাজনীতি ও অর্থনীতি বিষয়ে লেখা গ্রন্থ পড়ার সুযোগ পায়। গ্রন্থাগারে বর্তমানে শুধু গ্রন্থই নয়, সেখানে বর্তমানে বিভিন্ন প্রকার সাময়িক পত্রিকা, বুলেটিন ও সংবাদপত্রও পড়ার সুযোগ রয়েছে। এজন্য গ্রন্থাগারের চাহিদা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বর্তমানে বিশ্বের বিখ্যাত গ্রন্থাগারগুলি হল — লণ্ডনের 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম', রাশিয়ার 'লেনিন গ্রেড লাইব্রেরী', আমেরিকার 'বোষ্টন' ও ওয়াশিংটন শহরের গ্রন্থাগার। বিশ্বের সর্ব বৃহৎ গ্রন্থাগারটি হল প্যারিসের বিবলিও থিক ন্যাশনাল।

ভারতের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাগারগুলি হল — কলিকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ', 'এশিয়াটিক সোসাইটি' ও 'রামকৃষ্ণ মিশন লাইব্রেরী'। ভারতের সর্ব বৃহৎ গ্রন্থাগারটি হল কলিকাতার 'ন্যাশনাল লাইব্রেরী'।

ত্রিপুরার গ্রন্থাগারগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বীরচন্দ্র স্টেট লাইব্রেরী', এম. বি. বি. কলেজ লাইব্রেরী ও আগরতলা বেসিক ট্রেনিং কলেজ লাইব্রেরী।

গ্রন্থাগার হল সভ্যতার প্রতীক। দেশ ও দেশের মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস ও জ্ঞান সম্বন্ধে সব বিষয় গ্রন্থে লেখা থাকে। গ্রন্থাগার ছাড়া চলে না।

৯ সংবাদপত্র (বঙ্গানুবাদ)

(ভূমিকা — বিভিন্ন প্রকার সংবাদপত্র — সংবাদপত্রে স্থান করে নেওয়া বিষয় — সংবাদপত্রের করণীয় — উপসংহার।)

বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য বস্তুগুলির মতো সংবাদপত্রও বর্তমানে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর মধ্যে একটি হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রতিদিন কোথায় কখন কি ঘটনা ঘটল সে সংবাদ আমরা সংবাদপত্র পড়ে জানতে পারি। আমাদের দেশে খ্রীস্টান মিশনারীদের দ্বারা প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। তখন সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যা ছিল সীমিত। কিন্তু বর্তমানে সামান্য লেখাপড়া জানা লোকদের সংবাদপত্র পড়ে থাকেন। এ জন্য সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রের অপেক্ষায় থাকে।

সংবাদপত্রও বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে — দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক। দৈনিক প্রকাশিত সংবাদপত্রে বিভিন্ন অঞ্চলের বিপুল সংবাদ পাওয়া যায় যা অন্য সংবাদপত্রগুলিতে পাওয়া যায় না। সেই সংবাদপত্রগুলিতে সংবাদের চেয়ে বিভিন্ন বিষয়ের সংবাদ ও প্রবন্ধগুলিই বেশী প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

সংবাদপত্রে দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সংবাদ বেশী লক্ষ্য করা যায়। এই সংবাদগুলির মধ্যে শুভাশুভ ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি-হানাহানি, ভূমিকম্প,

তৗয় তরমা, জুদা জুদা পানদা, চংমারি, রৗওনক তেই কলেজরগনি খবর, কৗতাল মুঙসাসৗক কারিমানি - অগুখরমানি এবা নুগজাগমানি জতত-ন তগুবাইঅ।

ককতুন মানৗই মুঙসান আউাই খৗলায়মানি-ব য়াককল কাইসা। ককতুন' চৗঙ জানিজা হামজাগমানি খবররগন-ব আলকা আলকাখে ছাপগজাগ'। থৗওমুং হামজাগনাইরগনি বাগৗই থৗওমানি খবর, সিনেমা হামজাগনাইরগনি বাগৗই সিনেমানি খবর, ককরৗবাই হামজাগনাইরগনি বাগৗই ককরৗবাইনি বৗলাই তেই বেবসা খৗলায়নাইরগনি বাগৗই বেবসানি খবররগ-ব ককতুনরগ' ছাপগজাগ'।

ককতুনরগ পজা কতরমা কাইনৗয় মা হর' — কাইসা খাই খবররগ আউাই খৗলায়নানি তেই কাইসাখাই কমথিঙমুঙ তেই জুদা জুদা ককবৗখালরগনি বিসিংতৗই লুকুরগনি খানি উানসুগমুঙরগন থানসাখে সঙচানানি। ককতুন পরিনাইরগ-ব ককতুননি য়াগতৗই বরগনি উানসুগমারগ লুকুরগন জানগ মান'। ককতুন জুদা জুদা গতনারগনি বিসিংনি ককরগন সইসইখে আউাই খৗলায় চৗঙন য়াপরি সেথানি চুবাচু রৗই মান'। ককতুন লুকুরগন সিমিয়া, সরকারনি চামা-চায়ারগ' য়াসি সুরৗই সরকারন-ব চুবাই মান'।

ককতুনরগ' তাতাল এবা চায়া ককরগ ছাপগমানি বেলাইসে চায়া, সাম্প্রদায়িকতা এবা লুকুরগনি বিসিং চুকিলি রৗনাই খবররগ-ব ককতুন' রহরমা চায়া। সামুঙ নাঙখাই জাতিনি সাগহামনি বাগৗই কক কুবুইন-ব হুই মা তননাই। খবরি বরকরগ খা কতর, কক কুবুই সানাই তেই লুকুরগনি হামারি নায়নাই অৗংনা নাঙনাই।

ককতুন হাকচালনি হা রগন-ব চিনি গানাঅ তুবৗই ফায়'। ককতুন জুদা জুদা বরকরগনি সানমান সুপুঙ রৗঅ। সালসা ককতুন মা পরিয়াখাই-ন ম হানি খাগজাগমা হাই মা তঙগ। লুকুরগ ককতুনন' পুইত থাংমানি ককন মুয়তু নারৗগৗই ককতুনরগ-ব বরগনি পজান হরথাই।

১০ তগুখর দেরামুঙ (ককবরক)

(চেঙমুঙ — তগুখর তাম — তগুখর বাহাইখে দেরা — তগুখর মৗথাঙনা বাগৗই খৗলায়থাইরগ — তগুখরসাল পালাইমা — লুকু সিচামুঙসে কতরকুক — সরকারনি তাঙথাই — রসামুঙ।)

হামাঙনি খুরিঅ বরকরগ পুইলা কাহাম খৗলায়-ন লগৗই তরৗই তঙমানি। আফুরু তৗয়, নবার, বুফাঙ-উাফাঙ মুঙসানি ফান' বিয়াল কৗরৗই; আপুসখে-ন আবরগন সামুঙগ ফৗনাঙ মান'। ফিয়াবা বরক বাঙমানি লগি লগি-ন বরকরগনি য়াগ' তগুখর হাময়া অৗংগৗই ফায়রৗরৗগখা। তগুখরন মৗথাঙগৗই নারৗগনা সামুঙসে তাবুক দর' অৗংগৗই বাচাখা।

বন্যা বিভিন্ন স্থানের সভা-সমিতি, নির্বাচন, স্কুল-কলেজের সংবাদ, নতুন কিছুর প্রকাশ, নামাকরণ বা আবিস্কার সব বিষয়ই থাকে।

সংবাদপত্র কোন বিষয় প্রচারের অন্যতম মাধ্যম। সংবাদপত্রে আমাদের নিজেদের পছন্দসই সংবাদগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে ছাপানো হয়ে থাকে। ক্রীড়া প্রেমীদের জন্য খেলার সংবাদ, চলচিত্র প্রেমীদের জন্য চলচিত্র সংবাদ, সাহিত্য প্রেমীদের জন্য সাহিত্য পত্র ও ব্যবসায়ীদের জন্য ব্যবসা সংবাদও সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হয়ে থাকে।

সংবাদপত্র দু'টি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করে থাকে — এক - বিভিন্ন ধরণের সংবাদ প্রচার, দুই - সম্পাদনা ও বিভিন্ন রকম প্রবন্ধের মাধ্যমে জনমত গঠন। সংবাদপত্র পাঠকগণ সংবাদপত্রের মাধ্যমে তাদের ভাবধারা জনগণকে অবগত করতে পারেন। সংবাদপত্র বিভিন্ন ঘটনাবলীর গোপন বিষয়গুলির সঠিক সংবাদ পরিবেষণ করে আমাদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সাহায্য করতে পারে। সংবাদপত্র শুধুমাত্র জনসাধারণকেই নয়, সরকারের ভুল-ত্রুটিগুলির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে সরকারকেও সঠিক পথে চালনা করতে সাহায্য করতে পারে।

সংবাদপত্রে মিথ্যা ও অসমর্থযোগ্য তথ্য পরিবেশন মোটেই উচিত নয়, সাম্প্রদায়িকতা বা জনসাধারণকে ইন্দন যোগায় এরূপ সংবাদ সংবাদপত্রে প্রকাশ অনুচিত। প্রয়োজনে জাতির অস্বস্তিকর সত্য সংবাদও গোপন রাখতে হবে। সাংবাদিকরা মহান, সত্যবাদী ও জনকল্যাণকামী হতে হবে।

সংবাদপত্র সুদুর দেশগুলিকেও আমাদের কাছে এনে উপস্থিত করে। সংবাদপত্র বিভিন্ন মানুষের চাহিদা পূরণ করে থাকে। একদিন সংবাদপত্র না পড়লে মনে হয় দেশের আকাশ যেন বিচ্ছিন্ন হয়ে রয়েছে। সংবাদপত্রের প্রতি মানুষের অগাধ আস্থার কথা মাথায় রেখেই সংবাদপত্রগুলিকেও মানুষের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

১০ পরিবেশ দূষণ (বঙ্গানুবাদ)

(সূচনা — পরিবেশ কি — কিভাবে পরিবেশ দূষিত হয় — পরিবেশ দূষণ রোধ — পরিবেশ দিবস উৎযাপন — গণ সচেতনতাই শ্রেষ্ঠ — সরকারের করণীয় — উপসংহার।)

প্রকৃতির কোলে মানুষ প্রথম ভালভাবেই প্রতিপালিত হয়ে আসছিল। তখন জল, বায়ু, বন-জঙ্গল কোন কিছুরই অভাব ছিল না; যথেচ্ছভাবেই এগুলিকে কাজে লাগাতে পারতো। কিন্তু মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের হাতে পরিবেশ ক্রমশঃ দূষিত হয়ে আসছে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখাই বর্তমানে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তঙখর দেরামুঙন তীই সালাইনা সীকাঙ পুইলা-ন সাউই মাননা নাঙগানী, তঙখর তামন হিন। চিনি বারাবাইচিঙনি নক-হুক, বুফাঙ-উাফাঙ, তকসা-তকতীই, পুন-মুসুক, তীয়-নকবার, হা-নখা আবরগ জততন তীয়ীই-ন চিনি তঙখর । তঙখর দেরাখাই চিনি তঙমুঙ-চামুঙ-ব দেরাঅ তেই কাহাম কীরীঙখাই থাঙগীই তঙনানি-ব তুগ'।

জুদা জুদা লামতীই তঙখর দেরাঅ। চিনি তঙখর' তাবুক দাতি দাতি-ন দেরাউই তঙনাই মানীইরগ আঁংখা তীয় বায় নকবার। পুইলা-ন রমদি নকবার সিতরামানি কক। নকবার কীরীইখাই এবা নকবার সিতরাখাই চীঙ হামা কুফুঙজাগীই থীয়না কীলাইনাই। নকবারনি দালবিদাল মানীইরগনি বিসিং চীঙ হামা সখানি নাঙমানি মানীই আঁংখা অক্সিজেন। বুফাঙ-উাফাঙনিসে অক্সিজেন মানথগ'। চীঙ হামা হরফুরু কারজাগমা কার্বন-ডাই-অক্সাইড খাই বুফাঙ-উাফাঙনি নাঙগ। বরগ খাই অক্সিজেনসে য়াকার'। আবনি বাগীই-ন জেচাতীইখে বরকরগ বায় বুফাঙ-উাফাঙরগ তানজাগমা বায় তাবুক নকবার সিতরানা হিনীই সিতরাই তঙখর বুফাঙ-উাফাঙ সেংখাই উাতীয়-ব সেংগ। কলকারখানা তেই মালখুঙরগনি হুকুল, হাদীলাই আবতীইরগ নকবার বায় বাগসা গীদালীই নকবারন দেরা রীই মান'।

তীয় সিতরাখাই তীয়নি হালক-ব দেরাঅ। তীয়' জেচাতীই রিরগ সুখাই, মুসুক [illegible] রিখাই তীয় হাময়া আঁংগ। কল-কারখানানি খিবজাগনাই থক কীখাম তেই [illegible]রগ তীয়' খিবজাগমা বায়-ব তীয়নি হালক দেরাঅ। তীয় হাময়া আঁংখাই [illegible]খেমার তেই পাচরারগ মানজাগনা তঙগ।

খরাঙ দেরামুঙ হিনীই-ব মুঙসা তঙগ। কামি আমচাইরগ' আব কীরীইফান' টাউন তেই লাহার কতররগ'লে আব' তঙগ। মেসিন তেই মালখুঙরগনি খুনজু নাথং খীলায়নাই খরাঙরগ খরাঙ দেরা রীঅ। আবনি বাগীই মালখুঙরগ' হর্ন চিরিং থেপামা চায়া। মাইক তেই টেপরগ-ব খরাঙ তররীই তামমানি চায়া।

বরকনি য়াগ'-ন তঙখর দেরাঅ, আবনি বাগীই আ দেরামুঙন হাম রিনানি পজা-ব বরক-ন মা রুজুনাই। মনি বাগীই জততনি সীকাঙ লুকুরগন সিচারি তিসানা নাঙনাই। তঙখর দেরাখাই তাম আঁং আব বরগ সাউই মানখাই বরগ-ন তঙখরন মীথাঙনা বাগীই আগগীই ফায়নাই। জতনি সীকাঙ বুফাঙরগ জেচাতীই তানমান' মা মীথাগনাই তেই সামুঙ নাঙগীই তান হিন-ব কীতালখে বুফাঙরগ মা কাইলাইনাই। তীয়রগ' জেচাতীই কল-কারখানারগনি থক কীখাম তেই খিবজাগনাই মানীইরগ খিবমানি মা মীথাগনাই। তঙখরন হাম রিফিনা বাগীই হা সাকানি জতত সিনাই বরকরগ-ন তাবুক উানসুগলাই তঙগ। তঙখরন তীই উানসুগনা বাগীই, সালাইনা বাগীই তেই দালকীবাঙ তাঙ বীতাংরগ আঙনা বাগীই বিসি বুরুম বুরুম জুন তালনি ৫ তারিখ হা বেরেম খবীই তঙখর সাল পালাইজাগ'।

সরকার-ব তঙখরন মীথাঙনানি সামুঙগ মা সাকতারনাই তেই মনি বাগীই সামুঙ নাঙতীই

পরিবেশ দূষণ সম্বন্ধে বলার আগে প্রথমে জানা দরকার, পরিবেশ কাকে বলে। আমাদের চারপাশের ঘর-বাড়ী, বন-জঙ্গল, পশু-পাখী, গরু-ছাগল, আবহাওয়া, মাটি-আকাশ ইত্যাদি সব কিছু নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশ দূষিত হলে আমাদের জীবনযাত্রাও ব্যহত হয় এবং সুস্থ জীবন-যাপন করা কঠিন হয়ে পড়ে।

নানা কারণে পরিবেশ দূষিত হয়। আমাদের পরিবেশে বর্তমানে দূষিত হয় এরূপ বস্তুগুলির মধ্যে রয়েছে জল ও বায়ু। প্রথমেই ধরা যাক বায়ু দূষণের বিষয়। বায়ু না থাকলে কিংবা বায়ু দূষিত হলে আমাদের শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বায়ুর বিভিন্ন উপাদানগুলির মধ্যে শ্বাসকার্যের প্রয়োজনীয় উপাদান হল অক্সিজেন। গাছপালা অক্সিজেন সরবরাহ করে। আমাদের নিঃশ্বাসের সঙ্গে নির্গত কার্বন-ডাই-অক্সাইড গাছপালার প্রয়োজনে লাগে। এরা অক্সিজেন ত্যাগ করে। এজন্যই যথেচ্ছভাবে মানুষ দ্বারা বন ধ্বংসের ফলে বায়ু দূষিত হচ্ছে। ঘন বন-জঙ্গল বিদ্যমান থাকলে বৃষ্টিপাতের পরিমান বৃদ্ধি পায়। কল-কারখানা ও যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া, ধূলা-বালি ইত্যাদি বায়ুর সঙ্গে মিশে গিয়ে বায়ুদূষণ ঘটাতে পারে।

জল দূষিত হওয়ার ফলে জলের নির্মলতা নষ্ট হয়। জলে আজেবাজে কাপড়-চোপড় ধূয়ার ফলে, গরু-ছাগল ইত্যাদি স্নান করানোর ফলে জল দূষিত হয়। কল-কারখানার বর্জ্য পদার্থ, জ্বালানি ও বিভিন্ন প্রকারের বর্জ্য পদার্থ জলে ফেলার জন্যও জলের নির্মলতা নষ্ট হয়। জল দূষিত হলে পেটের রোগ ও পাচড়ায় আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

শব্দদূষণ বলেও একটি বিষয় রয়েছে। গ্রামীন ক্ষেত্রগুলিতে তা না থাকলেও শহর ও রাজপথগুলিতে বিষয়টি রয়েছে। যন্ত্র ও যানবাহনগুলির কান ফাটানো আওয়াজ শব্দদূষণ ঘটায়। এজন্য যানবাহনগুলিতে দীর্ঘস্বরযুক্ত হর্ণ লাগানো অনুচিত। মাইক ও টেপরেকর্ডারগুলিও উচ্চস্বরে বাজানো অবাঞ্ছনীয়।

মানুষের হাতেই পরিবেশ দূষিত হয়, এজন্য এই দূষণের প্রতিকারও মানুষকেই গ্রহণ করতে হবে। এজন্য সর্বাগ্রে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। পরিবেশ দূষণের ফলে কি হয় তা যদি তারা জানতে পারে তবে তাঁরাই পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসবে। সর্বপ্রথম বন-জঙ্গল ধ্বংস করার প্রবণতা রোধ করতে হবে এবং প্রয়োজনে যেসব গাছপালা কাটতে হচ্ছে তার বদলে নতুনভাবে গাছ লাগাতে হবে জ্বালানি ও আর্বজনা ফেলা বন্ধ করতে হবে। পরিবেশ পুনরুদ্ধারের জন্য বিশ্বের জ্ঞানী ব্যক্তিগণ এখন চিন্তা ভাবনা করছেন। পরিবেশ নিয়ে ভাবার জন্য, আলোচনা করার জন্যও বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য প্রতি বছর জুন মাসের ৫ তারিখ বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়।

সরকারকেও পরিবেশ রক্ষার কাজে প্রচেষ্টা চালাতে হবে ও এজন্য প্রয়োজনীয়

রাইদা কীতালরগ-ব মা চংনাই। সিজাক, নুকজাক, সৗরৗঙজাক জতত-ন অ সামুঙগ সরকারন চুবাচু-ব রিনা নাঙনাই।

তগুখর দেরামুঙন মীথাকনা বাগীই জতত-ন তাবুক উানসুগলাইঅ, বুফাঙরগ কাইলাইঅ। স্কুল তেই খরাঙ আকারমান মীথাকনা লুকুরগনি সিচামুঙ, চুবামুঙ তেই সরকার থানসাখে সামুঙ তাঙজাগনাই-ন তগুখর দেরামুঙ মীথাকজাগনাই।

১১ সাল খনীই ফিরাঙনি সামুঙ (ককবরক)

(ককয়াফাঙ — ফিরাঙনি ফানন কারিমানি — ফিরাঙনি সামুঙ — জত' জাগাঅ-ন ফিরাঙ নাঙমানি — ফিরাঙনি সৗরাইমুঙ — ককপাইথাক।)

চীঙ তাবুক সইসিমানি জুগ'সে তঙলাইঅ। সইসিমানি য়াসি কাইজাগনাই রিমুঙ কাইসা আীংখা ফিরাঙনি ফানন কারিমুঙ। পুইলা নখা ফিলিগমানি বিসিংতীইসে বরক মুনুইসুরগ ফিরাঙন নুগ'। আফুরু অবন বরগ মীতাইরগনি তঙমুঙ হিনীই-ন মা তঙমানি, ফিয়াবা সইসিমানি জারীই ফিরাঙনি ফান বরকরগনি য়াগ-ন মানজাক ফায়কা। সইসিনাই ফ্যারাডে ফিরাঙন কারিঅ। ফিরাঙ হামাঙনি-ন ফান কাইসা। ফিরাঙনি ফানন বাগনীয়খে বাগজাগ' — পজিটিভ বায় নেগেটিভ। ফিরাঙ মুঙসাসীকন সতনমা হাই-ন দা-ব দাগার', চীংসামুঙ তেই তুংফীলামুঙনি বিসিংতীই ফিরাঙ নুগজাগ'।

ফিরাঙ বরকরগনি মীনাকমা জাগারগ' পহরন তুবীই ফায়কা। ফিরাঙনি ফান বায় ফানগীনাঙ আীংগীই বরকরগ তাবুক হামাঙন-ব সাগনি সামুঙগ ফীনাঙগীই তঙগ। ফিরাঙ কীরীইখে তাবুক সালসা ফান' চুগয়া। ফিরাঙনি চাতি, ফ্যান, রেডিও, টেলিগ্রাফ, টি. ভি., রেফরিজারেটর জেবা মুঙসা চালগনা হিন-ব ফিরাঙনি সামুঙ। ফিরাঙনি জারীই সুইচ সিনখাই-ন আনদার' চীংসাঅ চাতি, কলমমা জরাঅ বখরক সাকাঅ গুরিঅ ফ্যান। ফিরাঙ বায় তুংফীলামানি য়গনা বাগীই নগ' নবার কীচাংতত' সিবসারিউই তনি মান' আীংয়খেবা কীচাংমা জরাঅ নগন তুংলুলুক হাইখে তনি মান'। য়াখলি কাউই মালা কীনীয় এবা তেই-ব কুচুগ' কাসামানি বদলা তাবুক ফিরাঙ বায় চালগজাক লিফট বাই লাইতেসা খাই-ন কাসাউই মান'। মুকফিলিকসানি বিসিংগ-ন ফিরাঙনি চুবাচু বায় চিকন-কতর কারখানারগনি মেসিন চলিঅ, মালখুঙরগ খাবরুম', বিরখুঙরগ বিরসাঅ তেই তীয়' তীয়খুঙরগ কচগ'।

তাবুক তীই সাল' জুদা জুদা বোমাররগ হাম রীথানি-ব ফিরাঙ সামুঙ কতরমা তাঙগীই তঙগ। এক্স-রে তেই সোনোগ্রাফি কাহাই মেসিনরগনি চুবাচু বায় তাবুক লাইতেসা খাই-ন জুদা জুদা বেমাররগনি য়ারীংন কারিউই মান'।

নতুনভাবে আইন প্রনয়ণ করতে হবে। সচেতন সতর্ক ও শিক্ষিত সবাইকেই এ কাজে সরকারকে সাহায্য করতে হবে।

পরিবেশ দূষণ রোধ করতে সকলেই বর্তমানে চিন্তা ভাবনা করছেন, বৃক্ষ রোপণ করছেন। ধোঁয়া, জঙ্গল ও শব্দ দূষণ রোধে জনগণের সচেতনতা, সাহায্য প্রয়োজন ও সরকারের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় পরিবেশ দূষণ রোধ করা প্রয়োজন।

১১ দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের দান (বঙ্গানুবাদ)

(ভূমিকা — বিদ্যুৎশক্তির আবিস্কার — বিদ্যুতের দান — বিদ্যুতের বহুল ব্যবহার — বিদ্যুতের অভিশাপ — উপসংহার।)

আমরা বর্তমানে বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। বিজ্ঞানের উল্লেখযোগ্য একটি অবদান হল এই বিদ্যুৎশক্তির আবিস্কার। মানুষ প্রথম আকাশের বুকে মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের দীপ্তি দেখতে পায়। তখন একে পরমপিতার রূপ বলে মনে করা হতো। কিন্তু বিজ্ঞানের আবিস্কারের ফলেই বিদুৎশক্তি মানুষের করায়ত্ত হয়েছে।

ইতালীয় বৈজ্ঞানিক লুইজি গ্যাল্‌ভানি পিতলের পাত ও মৃত ব্যাঙ দ্বারা পরীক্ষা চালানোর সময় প্রথম বিদ্যুতের কম্পন-প্রবাহ দেখতে পান। পরবর্তী কালে বিদ্যুৎ বিজ্ঞানী কাউন্ট এলেসান্ডো ভোল্টার ব্যাখ্যার সাহায্যে বিজ্ঞানী ফ্যারোডে বিদ্যুৎ আবিস্কার করেন। বিদ্যুৎ প্রকৃতিসৃষ্ট একপ্রকার শক্তি। বিদ্যুৎশক্তিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায় — পজিটিভ ও নেগেটিভ। বিদ্যুৎ কোন বস্তুকে যেমন আকর্ষণ করে তেমনি বিকর্ষণও করে। আলোক ও তাপ রূপে বিদ্যুতের প্রকাশ দেখা যায়।

বিজ্ঞান মানব-সভ্যতার অন্ধকার স্থানে আলোক বয়ে নিয়ে এসেছে। বিদ্যুৎশক্তিতে শক্তিধর হয়ে মানুষ বর্তমানে প্রকৃতিকেও নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। বিদ্যুৎ ছাড়া বর্তমানে প্রতিটি মুহূর্ত অচল। বৈদ্যুতিক বাতি, পাখা, বেতারযন্ত্র, টেলিগ্রাফ, টি. ভি., রেফ্রিজারেটর সব কিছু চালাতেই এখন বিদ্যুতের প্রয়োজন। বিদ্যুতের আবিস্কারের ফলে বোতাম টিপলেই অন্ধকারে আলো জ্বলে, গরমকালে মাথার উপরে পাখা ঘুরে। বিদ্যুতের সাহায্যে তাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য শীততাপ-নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের দ্বারা বাড়ি-ঘর ঠাণ্ডা রাখা যায়। অথবা শীতকালে ঘর গরম রাখা যায়। সিড়ি বেয়ে দ্বিতল বা আরও উপরে উঠার বদলে বর্তমানে বিদ্যুৎ চালিত লিফট্ দ্বারা অতি সহজে উপরে উঠা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই বিদ্যুতের সাহায্যে ছোট-বড় কারখানাগুলির যন্ত্র চলে, যানবাহন দ্রুত দৌঁড়াতে পারে, উড়োজাহাজ উড়তে পারে এবং জলে জাহাজ ভাসে।

আজকাল বিভিন্ন রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বিদ্যুৎশক্তির অবদান অপরিসীম। এক্স-রে ও সোনোগ্রাফির মতো যন্ত্রগুলির সাহায্যে বর্তমানে অতি সহজেই বিভিন্ন রোগের মূল-উদ্‌ঘাটন করা যায়।

ফিরাঙন কারৗই চৗঙ তাবুক থাঙগৗই তঙনানি ককন টানসুগৗইসে মায়া। সুচি, খৗতৗং, রি, জুদা জুদা মেসিন — জেবা মুঙসা সৗনামনা হিন-ব ফিরাঙনি সামুঙ। খেতঅ পাম্পসেট বায় তৗয় লুনা হিন-ব ফিরাঙনি সামুঙ। চিকন-কতর মেসিনরগ চালগনা হিনদি, চেরাইরগনি অটমেটিক থৗঙজাগনাই মানৗইরগ ফান' হিনদি — জতত জাগাঅ-ন ফিরাঙ সামুঙ নাঙগ।

ফিরাঙ চিনি কাহাম মামাং খৗলায়া, টাইসা টাইসু সকমরৗনাই তেই বুথারমুঙনি সামুঙ-ব তাঙমানি তঙগ। টাইসা-উইসু সট্ সারকিট অৗংগৗই নকরগ খামৗই থাংমানি-ব নুগজাগ'। কারেন্ট নাঙগৗই থৗয়মানি ককরগ-ত চৗঙ হ্মানই-ন খৗনাঅ। ফিয়া আবরগলে চৗঙ হুস খাই তঙয়ানি বাগৗই-ন অৗংনা কৗলাইঅ।

তাবুকনি বরকরগনি সভ্যতানি থঙগসে ফিরাঙ। হাইফান' চৗঙ জরামতে সামুঙ নাঙমাসৗক ফিরাঙ আচাইরি মানয়া অৗংমা বায় ফিরাঙনি বিয়ালনি বাগৗই সামুঙ কাবৗঙমা-ন তাঙগৗই মায়া তেই লোডশেডিংরগনি জৗংজালরগ-ব নুগজাগ'। ফিরাঙ আচাইরিমানি সেবরগন সামুঙগ ফৗনাঙগৗই সামুঙ নাঙমাসৗক ফিরাঙ আচাইরি মানখাই-ন ফিরাঙনি বিয়াল মিতিনাই তেই জতত-ন কাহাম কারৗঙখে তঙ মানবাইনাই।

১২ *টেলিভিশন (ককবরক)*

(চেঙমুঙ — টিভি কারিমুঙ — ভারত' পুইলা টিভি ফুনুগমা — টিভিনি কাহাম — টিভিনি হ্রময়া — রসামুঙ।)

চৗঙ তাবুক সইসিমানি জরাঅ তঙলাইঅ। সইসিমানি জারৗই চৗঙ তাবুক সিয়ান সিখা, নুগয়ান নুগখা, হাকচাল-ন সামপাখা। সইসিমা চৗঙন সৗনাই কৗতাল কৗতাল-ন কারি ফুনুগখা। মুকফিলিকসানি বিসিং-ন হাতিঙনি বাবাইসানি বরকনি খরাঙ তেই বাবাইসানি বরকরগনি থানি সাগৗইঅ। সইসিমানি মৗলাংচাথক কারিমুঙনি জারৗই তাবুকলে চৗঙ খরাঙ সিমি-ন খৗনায়া, খরাঙ বায় বাগসা অ বরকন-ব মা নুগ'। আ মৗলাংচাথক কারিজাগমা মানৗইনি বুমুঙ — টেলিভিশন, খনচর রৗই সাখাই টিভি।

টিভিন রেডিও বায় সিনেমানি গৗদালজাক মানৗই মুঙসা হিনৗই সাফান' চুগ'। উইসা বায়-ন কক তেই ছবিন তারনি য়াগতৗই পুইলা হাকচাল' রহরনাইরগ অৗংখা ইংল্যান্ডনি জে. এল. বেয়ার্ড বায় আমেরিকানি জেনকিনস। আব' ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দনি কক। টিভি টাওয়ারনি সিমি সইসিমানি লামতৗই খরাঙ তেই ছবিনি মারি রহরজাগ'; তেই বাবাইসা টিভিনি এ্যান্টেনানি বিসিংতৗই আ মারিরগ টিভি বিসিংগ হাবৗইঅ তেই আ টিভি গানাঅ তঙনাইরগ ককরগ-ব খৗনাঅ তেই বরক-ব মা নুগ'।

বিদ্যুৎ ছাড়া বর্তমানে আমরা এক মুহুর্তও বেঁচে থাকার কথা চিন্তা করতে পারি না। সূচ, সূতা, কাপড়, বিভিন্ন রকমের যন্ত্র — যে কোন কিছু তৈরীতেই এখন বিদ্যুতের প্রয়োজন। জমিতে পাম্পসেটের সাহায্যে জলসেচের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ লাগে; ছোট-বড় যন্ত্র চালনার কথাই বলুন; আর শিশুদের স্বয়ংক্রীয় খেলনার কথাই বলুন — সর্বত্রই বিদ্যুতের প্রয়োজন।

বিজ্ঞান শুধুমাত্র আমাদের উপকারই করে না, মাঝেমধ্যে ধ্বংসাত্মক কাজ ও হত্যালীলাও করে থাকে। কখনও কখনও সটসার্কিটজনিত গোলযোগের কারণে বাড়ীঘরে আগুন ধরে যেতেও দেখা যায়। বিদ্যুৎপৃষ্ঠ হয়ে মৃত্যুর খবর আমরা প্রায়ই শুনতে পাই। তবে এগুলি আমাদের অসাবধানতারই ফল।

বর্তমান মানব-সভ্যতার কাঠামো হচ্ছে বিদ্যুৎ। তবে আমরা সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে না পারায় বিদ্যুৎ ঘাটতির জন্যে অনেক কাজই করতে পারি না এবং লোড শেডিং-এর সমস্যাও দেখা যায়। বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগগুলিকে কাজে লাগিয়ে প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারলেই বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণ সম্ভব ও সবাই স্বাচ্ছন্দে জীবন-যাপন করতে পাবব।

১২ টেলিভিশন (বঙ্গানুবাদ)

(সূচনা — টি. ভি. আবিস্কার — ভারতে প্রথম টি ভি প্রদর্শন — টিভির সুবিধা-অসুবিধা — উপসংহার।)

আমরা এখন বিজ্ঞানের যুগে বাস করছি। বিজ্ঞানের আর্শীবাদে আমরা অজানাকে জেনেছি, অদেখাকে দেখেছি, সুদূরকে করেছি নিকট। বিজ্ঞান আমাদেরকে তার নতুন নতুন আবিস্কার দেখিয়েছে। খানিকের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্তের মানুষের কণ্ঠস্বর আরেক প্রান্তের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়। বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিস্কারের ফলে বর্তমানে আমরা শুধু কণ্ঠস্বরই শুনতে পাইনা, কণ্ঠস্বরের পাশাপাশি সে মানুষটিকেও দেখতে পাই। এই বিস্ময়কর আবিষ্কৃত বস্তুটির নাম — টেলিভিশন, সংক্ষেপে বললে টি. ভি.।

টিভিকে 'বেতার' ও 'চলচিত্রে'র এক অভিনব সমন্বয় বলা চলে। একই সঙ্গে কথা ও ছবির মাধ্যমে প্রথম সুদূরে উপস্থাপন কারীগণ হলেন ইংল্যাণ্ডের জে. এল. বেয়ার্ড ও আমেরিকার সি. এফ. জেনকিন্স। এটি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের কথা। টি ভি টাওয়ার থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শব্দ ও ছবির প্রতীক প্রেরণ করা হয়; আর এক দিকে টি ভির এ্যান্টেনার সাহায্যে ঐ প্রতীকগুলি টিভিতে প্রবেশ করে এবং ঐ টি ভি-র পাশে থাকা ব্যক্তিগণ কথা শোনেন ও ছবি দেখতে পান।

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দনি ১৫ই সেপ্টেম্বর হা ভারত' পুইলা টিভি সেন্টার চালু ওঁংগ দিল্লীঅ। আফুরু ২৪ কি. মি. জরাতৗই খবজাক এলাকানি বরকরগ টিভি নায়নানি সেপ মানখা। তাবুকলে ভারতনি মুলুক মুলুগ'-ন টিভি সেন্টার খুলগজাগখা তেই বরক কৗবাঙমা-ন টিভি নায়নানি সেপ মানবাইখা।

তাবুকতৗই সাল' বরকরগনি তঙমা-চামা বায় কাগলাই মায়া মানৗই মুঙসা ওঁংখা টিভি। লেলামা জরান কাহামখাই লাই রৗনানি নায়থকমা লামা তৗংসা ওঁংখা টিভি। টিভি চৗঙন তঙথক সিমি-ন রৗয়া, টিভিঅ কৗবাঙমা সৗরৗঙনানি-ব তঙগ। টিভিঅ জুদা জুদা হানি খবর, রৗচাবমুঙ, মৗসামুঙ, থৗঙমুঙ তেই সৗরৗঙনাই-সৗরৗঙজৗকরগনি বাগৗই পদেরেপদ প্রোগ্রামন ফুনুগজাগ'। টিভিঅ জুদা জুদা অমরনি বরকরগনি বাগৗই জুদা জুদা বিষয়নি প্রোগ্রাম-ব ফুনুগজাগ'। টিভি বৗখা তঙথগয়া ওঁং তঙমান তঙথক রি মান'। টিভিনি বিসিংতৗই চৗঙ জুদা জুদা হা তেই রাজ্যনি নায়থকমা জাগা, আ জাগারগনি বরকরগনি তঙমুঙ-চামুঙ তেই হুকুমু বেবাক-ন মা নুগ'। টিভি বরক বায় বরকনি বিসিং সিনিমা বাঙরৗঅ তেই হালকন তেই-ব রাগ রৗঅ। লগিসঙ কৗরৗই বরকরগনি থানিলে টিভি কিচিং বায় বাগসাসে।

টিভি চিনি কাহাম সিমি-ন খৗলায়া, টিভি বায় চিনি হাময়া-ব ওঁংগ। টিভিঅ ফুনুগমানি উালাইমা-বুলাইমা, বুথারমা-বাঙখারমা আবতৗইরগ নুগৗই বাগসা আবরগন-ব সৗরৗঙগ। আবরগ সিমিয়া টিভিঅ ফুনুগজাগমা সিনেমা এবা জুদা জুদা ছবি সিতরারগ নুগৗই চেরাইরগনি হাময়া ওঁংমানি-ব বাঙকুগ'। টিভি মকলনি-ব হাময়া খৗলায়'। টিভিনি বাগৗই চেরাইরগ বাগসা বাগসানি লেখাপড়ানি-ব ক্ষতি ওঁংগ।

জতত.মানৗইনি-ন কাহাম-হাময়া তঙগ। ফিয়া হাময়ানি ককন সিমি উানসুগৗই চৗঙ টিভিন নায়াউই তঙখাই, কাহাম কাহাম তেই সৗরৗঙথাই মানৗই কৗবাঙমা-ন চৗঙ সিয়া-নুগয়া ওঁংগৗই মা তঙনাই। তাবুকতৗই সইসিমানি সাল' টিভি কৗরৗইখে-ব চুগয়া-ন। হাইফান' মকল তেই চেরাইরগনি লেখাপড়ানি ককন উানসুগৗই সাই সাইউই প্রোগ্রামরগ মা নায়নাই।

১৩ জাতিনি বানা (ককবরক)

(চেঙমুঙ — চিনি জাতীয় বানা — চিনি বানানি লাইবুমা কিসা — বানানি বুমুলরগনি ককমাঙ — বানা তিসামানি রাইদারগ — রসামুঙ।)

হা সাকানি জতত হানি-ন জাতীয় বানা তঙগ। অ বানা ওঁংখা জাতি কাইসা কাইসানি সিনিমা। বানা নুগখাই-ন চৗঙ হা কাইসা কাইসানি বুমুঙন সাউই মান'। জাতিনি বানান হানি বরকরগ জত-ন কৗথার হিনৗই মানিবাইঅ। জাতিনি বানান' মাইন রৗয়াখাই

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর ভারতবর্ষে প্রথম টি ভি সেন্টার চালু হয় দিল্লীতে। তখন ২৪ কি. মি. পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার লোকজন টি ভি দেখার সুযোগ পেতেন। বর্তমানে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে টি ভি সেন্টার খোলা হয়েছে ও বিরাট সংখ্যক জনগণ টি ভি দেখার সুযোগ পান।

আজকাল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য বস্তু হল এই টি ভি। অবসর বিনোদনের একটি সুন্দর পথ হচ্ছে এই টি ভি। টি ভি আমাদের শুধুমাত্র আনন্দই দান করে না, টি ভি-তে বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানও রয়েছে। টি ভি-তে বিভিন্ন দেশের সংবাদ, সঙ্গীত, নৃত্য, খেলা ও ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন কর্মসূচী দেখানো হয়। টি ভি-তে বিভিন্ন বয়সী ব্যক্তিদের জন্য বয়স উপযোগী বিচিত্রানুষ্ঠান দেখানো হয়। টি ভি নিরানন্দ মনে আনন্দের জোয়ার বয়ে নিয়ে আসে। টি ভি-র মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন দেশ ও রাজ্যের সুন্দর স্থান, ঐ স্থানের মানুষের জীবন-যাত্রা ও সংস্কৃতি সব কিছুই দেখতে পাই। টি ভি মানুষের পরিচিতি বাড়িয়ে দেয় ও সম্পর্ক সুদৃঢ় করে। নিঃসঙ্গ ব্যক্তিদের কাছে টি ভি বন্ধুর সমতুল্য।

টি ভি শুধুমাত্র আমাদের উপকারই করে না, টি ভি আমাদের অপকারও করে। টি ভি-তে দেখানো মার-পিট, হত্যা ও অপহরণ বাণিজ্য ইত্যাদি মানুষ সমভাবে শিখে থাকে। শুধুমাত্র তাই নয় টি ভি-তে দেখানো সিনেমা ও বিভিন্ন প্রকার অশ্লীল ছবি দেখে শিশুদের বিপথগামী হওয়ার প্রবণতাও বেড়েছে। টি ভি চোখেরও ক্ষতি সাধন করে। টি ভি-র জন্য কোন কোন শিশুর পড়াশোনারও ক্ষতি হয়ে থাকে।

প্রতিটি জিনিসেরই উপকারিতা ও অপকারিতা থাকে। তবে শুধুমাত্র অপকারের কথা ভেবে আমরা টি ভি দেখা থেকে বিরত থাকলে ভাল ভাল শিক্ষণীয় অনেক বিষয় দেখা থেকে আমরা বঞ্চিত হব। আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে টি ভি অপরিহার্য। তবে চোখ ও শিশুদের লেখাপড়ার কথা ভেবে বাছাই করা প্রোগ্রামগুলি অবশ্যই দেখা উচিত।

১৩ জাতীয় পতাকা (বঙ্গানুবাদ)

(ভূমিকা — আমাদের জাতীয় পতাকা — আমাদের পতাকার অতীত কিছু কথা — পতাকার বর্ণ তাৎপর্য — পতাকা উত্তোলন বিধি — উপসংহার।)

বিশ্বের প্রতিটি দেশেরই জাতীয় পতাকা রয়েছে। এই পতাকা হচ্ছে একটি জাতির পরিচয়। পতাকা দেখে আমরা কোন দেশের নাম জানতে পারি। জাতীয় পতাকাকে বিশ্বের সকল জনগণই পবিত্র বলে মান্য করে থাকে। জাতীয় পতাকাকে সম্মান না জানানোর অর্থ

হাবুমান' মাইন রীয়া বায় বাগসা অীংগ। হানি বানা তলাঅ-ন হানি বরকরগ কুথুমলাইঅ তেই সীমাই তাঙলাইঅ। হানি বানানি মাইনন' সইসই নারীগনা বাগীই হানি বীসারগ থীয়না হিন-ব উানায়া।

চিনি হানি বানা বেলাইসে নায়থক। চিনি বানাঅ বুমুল কাইথাম তঙগ, আবরগ অীংখা কীখীরাঙ, গেরুয়া তেই কুফুর। চিনি বানান' কেবেঙতীই বাগথাম খাই বাগখে জতনি তলানি বুমুল খাই কীখীরাঙ, কীচার' কুফুর তেই জতনি সাকানি বুমুল খাই গেরুয়া, গেরুয়া হিনমানি আব' ইটনি বুমুলনসে সল'। বানানি কীচার' সীকীই কাইসা তঙগ — আবখাই বুবাগরা অশোকনি 'ধর্মচক্র' নি নাহারজাগমানি।

চিনি হানি বানানি গরন তেই বুমুলরগন তেই-ব কাহাম খাই সিনাখাই কিসা উফিলীই মা নাহারনাই। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দনি ৭ই আগস্ট কলিকাতানি পার্শিবাগান' তিসাজাগমানি চিনি হানি পুইলা বানাঅ-ব বুমুল কাইথাম-ন তঙমানি, আবরগ অীংখা কীচাক, করম তেই কীখীরাঙ। ফিয়া আফুরু কীচাকনি সাকাঅ পদদ' বুবার বারচার রিগজাক তঙমানি তেই করম'নি সাকাঅ 'বন্দেমাতরম' হিনীই সীয়জাক তঙমানি। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দঅ আবন কিসা সীলাইয়ীই আর' তাল তেই আথুকিরিরগ-ব রিগজাগখা। ১৯৩১ খ্রীঃ বানানি কীচার চখা গীনাঙ গেরুয়া, কুফুর তেই কীখীরাঙন খবীই বুমুল কাইথামনি বানা-ন অীংসিনাই হিনীই কক চাবজাগখা। স্বাধীনতানি উল' আ বানাঅ কিসিসা সীলাইফিরমুঙ নুগজাগখা। আফুরুখাই বানা কীচারনি আ চখান সীলাই অশোকস্তম্ভনি 'ধর্মচক্র'ন আর' সিতগজাগখা। তাবুকলে আ বানা-ন চিনি হানি বানা।

চিনি বানানি বুমুলরগনি-ব ককমাঙলে তঙবাইঅ। গেরুয়া অীংখা খা কতর তেই কারমুঙনি মারি, কুফুর খাই কুবুই তেই তঙকীচাঙনি মারি, কীখীরাঙ অীংখা কীথাঙ, পুইতু চামুঙ তেই সেংকীরাকনি মারি। বানা কীচারনি 'চক্র' অীংখা সাগতারমুঙ, হামারি তেই ভারতনি 'ঐতিহ্য' বায় হুকুমুনি মারি।

হানি বানানি মাইন তেই কীথারমুঙন সইসই নারীগনা বাগীই বানা তিসামানি এবা তীইমানি রাইদারগ বাগসা-ব চংজাগখা। আ রাইদারগ অীংখা — কেবফান' হানি বানান সাগ' বেবহার খাই মানগীলাক এবা কুনু মানীইঅ আবন থেপাই মানগীলাক। হানি বানানি কুচুগ' এবা বনি য়াগরা বাবাই তেই কুনু বানা ফান' তঙগীই মানগীলাক। মিছিলরগ' বানা তীই হিমনা কীলাইখাই বানান' য়াগরা বাবাইনি বাংগীরাঅ কুচুগ খীলায় তিসাই মা হিমনাই। স্বাধীনতানি সাল বায় প্রজাতন্ত্র সালরগ'লে জাতিনি বানা তিসামানি রাইদান কিসা হলস খীলায়জাগ'। আফুরু হা ভারতনি জতত বরকরগ-ন জানিজা নগরগ' জাতিনি বানান তিসাই মান'। আফুরু জুদা জুদা সমিতি তেই ক্লাবরগ'-ব জাতিনি বানা তিসাজাগ', মালখুঙরগ'-ব আফুরু জাতিনি বানা বেবহার খীলায় মান'।

হল মাতৃভূমির প্রতি সম্মান না জানানো জাতীয় পতাকা তলে দেশের জনগণ জড়ো হন ও সংকল্প গ্রহণ করে থাকেন। জাতীয় পতাকার সম্মান রক্ষার্থে দেশের সন্তানগণ প্রাণ বিসর্জন দিতেও দ্বিধাবোধ করেন না।

আমাদের জাতীয় পতাকা খুবই সুন্দর। আমাদের পতাকার ত্রিবর্ণ রঞ্জিত। এগুলি হল — সবুজ, গেরুয়া ও সাদা। আমাদের পতাকাটি সমান্তরাল ভাবে তিন ভাগে ভাগ করলে সব থেকে নীচে সবুজ, মধ্যিখানে সাদা ও উপরে গেরুয়া রঙ। গেরুয়া অর্থাৎ অনেকটা ইটের রঙের মত ।পতাকাটির মধ্যিখানে একটি চক্র রয়েছে — এটি সম্রাট অশোকের 'ধর্মচক্র' থেকে গৃহীত হয়েছে।

আমাদের জাতীয় পতাকার গঠন ও রঙ সম্পর্কে আরও ভালভাবে জানতে হলে খানিকটা অতীতের দিকে ফিরে তাকাতে হবে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট কলিকাতার প্রার্শী বাগানে আমাদের দেশের প্রথম যে পতাকাটি উত্তোলন করা হয়েছিল সেটিও ছিল তিন রঙের, এগুলি লাল, হলুদ ও সবুজ। কিন্তু তখন লাল অংশে আটটি পদ্মফুল অঙ্কিত ছিল ও হলুদ অংশে লেখা ছিল 'বন্দেমাতরম' শব্দটি। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে একে আংশিক পরিবর্তন করে এতে চাঁদ ও তারকা চিহ্নাঙ্কিত করা হয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে পতাকার মাঝখানে চরকা বিশিষ্ট গরুয়া, সাদা ও সবুজ এই তিন রঙের হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্বাধীনতা লাভের পর এই পতাকার আংশিক পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। তখন পতাকার মধ্যাংশের সেই চরকাটির পরিবর্তে অশোকস্তম্ভের 'ধর্মচক্র' গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমানে এই পতাকাটিই আমাদের জাতীয় পতাকা।

আমাদের তেরাঙা পতাকার বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। গেরুয়া রঙ হল মহান ও ত্যাগের প্রতীক, সাদা সত্য ও শান্তির প্রতীক, সবুজ হল মৈত্রী, বিশ্বাস ও শৌর্যের প্রতীক। আর মাঝখানের 'চক্র' হল প্রচেষ্টা, উন্নয়ন এবং ভারতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতীক।

আমাদের পতাকার সঠিক মর্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষার জন্য পতাকা উত্তোলন ও বহনের কতগুলি নিয়ম নির্দিষ্ট রয়েছে। এই নিয়মগুলি হল — কেউ জাতীয় পতাকা দেহে ব্যবহার করতে পারবে না বা কোন বস্তুর আবরণ হিসাবে একে ব্যবহার করা যাবে না। জাতীয় পতাকার উপরে বা পাশাপাশি অন্য কোন পতাকা থাকা নিষেধ। মিছিল বা অন্য কোন কোথাও পতাকা বহন করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে পতাকাটিকে ডান কাঁধের উপরে উঁচু করে ধরে পথ চলতে হবে। স্বাধীনতা দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবসগুলিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের নিয়ম কিছুটা শিথিল করা হয়। তখন ভারতের সব নাগরিকই নিজেদের বাড়ী-ঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে পারেন। তখন বিভিন্ন ক্লাব-সমিতি ইত্যাদিতে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়, যানবাহনগুলিতেও তখন জাতীয় পতাকা ব্যবহার করা যায়।

জাতিনি বানা রি কাঙসা সিমিনয়া; আব' বায় হানি মাইন, হামারি তেই স্বাধীনতা জতত-ন কুবুলজাক তঙগ। জুদা জুদা মেইলরগ' অ বানান খুলুমমা বায় সিমি সামুঙ পাইয়া, অ বানানি তলাঅ কুথুমলাই ম হান তেই-ব ফানগীনাঙ খীলায়না বাগীই সীমাই মা তাঙলাইনাই। জাতিনি বানানি মাইন তেই কীথারমুঙন সই সইখে নারীগনা বাগীই চীঙ জতত-ন সীমাই তাঙজাক।

১৪ জাতিনি সংহতি (ককবরক)

(ককয়াফাঙ — জাতীয় সংহতি তাম — চিনি জাতীয় সংহতিনি লাইবুমা — জাতীয় সংহতি তামঙগীই দেরা — সংহতি বাহাই রাগন — কক পাইথাক।)

হা ভারতনি তঙকীচাংনি ককবখরি ঔংখা জাতীয় সংহতি। হাইফান' স্বাধীনতানি বিসি রাচি উল'ব ভারত' অরইপরই নুগজাগীই তঙখা। কীবাঙমা জাতি-গোষ্ঠী তেই ধর্মনি বরকরগ গীনাঙ হা ভারত' সাল কলকমা সীকাঙনি সিমি-ন বরকরগ খা-বাকসা ঔংগীই তঙলাই ফায়ফান' জুদা জুদা ফেরাই তাবুক জাতীয় সংহতি দেরামানি নুগজাগ'। বুইনি চুকিলিরগন খুনজুঅ কানয়াউই তেই চিনি লাইবুমানি ককন উানসুগীই চিনি জাতীয় সংহতিন মা রাগরীনাই।

পুইলা-ন বুজিনা নাঙনাই 'জাতি' তেই 'জাতীয় সংহতি' হিনমা বায় তাম বুজগ। অর' জাতি হিনমা বায় সঙ্ডুক, উানজুই, থুরুক, আসামী এবা পাঞ্জাবী আবতাইরগন বুজগয়া। অর' হানি জতত দফা, গোষ্ঠী এবা ধর্মনি বরকরগন খবাই-ন কাইসা জাতি। চিনি মীখাঙ-সাগ, তঙথাই-চাথাই তেই মীতাই মানিমারগ-ব জুদা নুগজাক ফান' বিসিংগলে চীঙ থানসা — চীঙ জতত-ন খা বাকসা। হা ভারতনি জতত বীসারগন তাইয়াই-ন কাইসা জাতি — চীঙ জতত-ন ভারতীয়। জাতিনি জতত বরকরগ কীথালাই খা বাগসা ঔংলাই, খা-থানসা ঔংলাই তঙমানি-ন জাতীয় সংহতি।

উাইসা-উইসু অরই-পরই তেই উালাইমা-বুলাইমারগ নুগজাগ ফান' হা ভারত জাতীয় সংহতিনি য়াকপাই সাল কীচামরগনি সিমি-ন নুগজাগীই তঙগ। মৌর্য তেই মুঘল আমলরগ'-ব ভারতনি রাজ্য চিকন চিকন-রগ থানসা ঔংলাইখা। ইংরাজনি আমল'-ত হাভারতনি বরকরগ থানসা ঔংলাই ইংরাজরগন রীখলাই-ন রহরখা। ভারতনি স্বাধীনতানি চবালে ভারতনি জাতীয় সংহতিন কাহাম খাই-ন রাগরীমানি। ভারতনি জাতীয় সংহতিনি লাইবুমানি ককন মুয়তু নারীগীই চিনি সংহতিনি মথান তেই-ব কীরাক খায়াখাই চিনি হা তেইসা খাগজাগনা ফান' তঙগ এবা বুই বায় সেগজাগনা ফান' তঙগ।

জুদা জুদা ফেরাই-ন হানি জাতীয় সংহতি দেরানা কীলাইঅ। আবরগনি বিসিংগ পুইলা-ন খুরচাই মান' লেখাপড়ানি ককন। হানি মুলুক মুলুগ' লেখাপড়ানি চাতিন কাহামখাই

জাতীয় পতাকা শুধুমাত্র একটি কাপড় বিশেষ নয়, এর সঙ্গে দেশের মান-মর্যাদা, উন্নয়ন ও স্বাধীনতার প্রশ্নটি জড়িত রয়েছে। শুধুমাত্র বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেই কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না, এই পতাকা তলে সমবেত হয়ে দেশকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে সংকল্প করতে হবে। জাতীয় পতাকার মর্যাদা ও পবিত্রতা সঠিকভাবে রক্ষায় আমরা সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

১৪ জাতীয় সংহতি (বঙ্গানুবাদ)

(ভূমিকা — জাতীয় সংহতি কি — আমাদের জাতীয় সংহতির ঐতিহ্য — জাতীয় সংহতি কেন বিনষ্ট হয় — সংহতি কিভাবে মজবুত হবে — উপসংহার।)

ভারতবর্ষে শান্তির মূল বাণী হচ্ছে জাতীয় সংহতি। যদিও স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরেও ভারতে বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও ধর্মের মিলনক্ষেত্র এই ভারতে বহুদিন থেকেই ভারতবাসীরা ঐক্য বজায় রেখে আসলেও বিভিন্ন কারণে বর্তমানে জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হতে দেখা যায়। অপরের ইন্ধনে কর্ণপাত না করে ও আমাদের অতীত ইতিহাসের কথা ভেবে আমাদের জাতীয় সংহতিকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।

প্রথমেই বুঝতে হবে 'জাতি' ও 'জাতীয় সংহতি' বলতে কি বুঝায়। এখানে 'জাতি' বলতে উপজাতি, বাঙ্গালী, মুসলীম, আসামী বা পাঞ্জাবী কাউকেই বুঝায় না। এখানে দেশের সমগ্র জাতি গোষ্ঠী বা ধর্মের মানুষকে নিয়েই একটি জাতি। আমাদের দৈহিক গঠন, খাদ্য, বাসস্থান ও ধর্মের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও আমরা এক ও অভিন্ন। ভারতমাতার সকল সন্তানদের নিয়েই একটি জাতি, আমরা সবাই ভারতীয়। দেশের প্রতিটি সন্তানের একাত্মবোধ ও ঐক্য বজায় রাখার নামই জাতীয় সংহতি।

মাঝেমধ্যে বিশৃঙ্খলা সন্ত্রাস ও বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপ দেখা দিলেও ভারতে জাতীয় সংহতির অস্তিত্ব দীর্ঘদিন ধরে বজায় রয়েছে। মৌর্য ও মোঘল আমলেও ভারতের অঙ্গ রাজ্যগুলির মধ্যে ঐক্য বজায় ছিল। ইংরেজ আমলে তো ভারতবাসীর ঐক্য ইংরেজদের বিতারণ করেছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ভারতের জাতীয় সংহতিকে আরও ভালভাবে শক্তিশালী করেছিল। ভারতের জাতীয় সংহতির ঐতিহাসিক কাহিনীকে মনে রেখে আমাদের সংহতির কাঠামোটিকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে না পারলে আমাদের দেশকে আবার বিভক্ত হওয়ার বা বিদেশী শত্রুর আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে।

বিভিন্ন কারণেই দেশের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হয়ে থাকে। এগুলির মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় শিক্ষা বিষয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষার আলো ভালোভাবে

মৌচৌঙজাগয়া আঁংমা বায় হাঅ সিয়া-নুগয়া তেই অরই পরইরগ বাংখা। জাতীয় সংহতি দেরা রৌথানি ককনি জৗংজাল-ব মুঙসা তঙগ। স্বাধীনতানি উল' হিন্দিন রাষ্ট্রভাষা হিনৗই সাখলাইমানি উল' হিন্দি মায়ারগ জতত আবন চাজাগলিয়া। হাইখে হা কাইসানি-ন বরক বায় বরকরগ খা দুজাগলাইখা। কেন্দ্র বায় তাঙজাগমানি হামকৗরায়নি সামুঙরগ হানি আমচাই আমচাইঅ হমানখে তাঙজাগয়া খাই-ন হানি সংহতি দেরাঅ। রমদি উত্তরপ্রদেশ এবা পাঞ্জাবরগ' হামকৗরায়নি সামুঙরগ তাঙজাগমাসৗক ত্রিপুরা এবা মিজোরামরগ' লে তাঙজাগয়া। আমচাই এবা জাতি-গোষ্ঠীরগন সিমি তৗইলাই সাইচুঙ সাইচুঙ তঙনা মুচুঙমা হাই উানসুগমুঙ সিতরা-ব জাতীয় সংহতিন দেরারৗঅ। আসাম আসামীরগনি বাগৗই সিমি এবা পাঞ্জাব পাঞ্জাবীরগনি বাগৗই সিমি হিনৗই উানসুগনাইরগ-ব হানি সংহতিন দেরা রৗঅ। ধর্মনি মুঙগৗই চুকিলি রৗই দেরা রৗনাই-ব তঙগ।

জাতীয় সংহতিন রাগরৗনা বাগৗই জতত-ন সাগতারনা নাঙনাই। মনি বাগৗই জতনি সৗকাঙ হানি বেসের বাসার' রৗঙনি চাতিন কাহামখাই মা মৗসৗঙনাই, হানি থাংলাইসুমা লৗমারগ মা হাম রৗনাই, উকলগ' কৗলাই তঙজাক জতত দফা তেই জাতি-গোষ্ঠীরগনি কক তেই হুকুমুন চৗংসারি তিসানা বাগৗই সামুঙ মা তাঙনাই। জানিজা কক, জানিজা হুকুমু, জানিজা মুকুমু তেই জানিজা ধর্মন সই সই নারৗগলাই-ব জাতীয় সংহতিন রাগরি মান'। জাতীয় সংহতিন রাগরৗথানি জততনি-ন তাঙথাই কিসা কিসা তঙগ। বনি বিসিং লেখাপড়া মাননাইরগনি পজালে তেইসা হিলিগকুক। বুজিয়ারগন বুজগনানি, সিয়ান সি রৗনানি তেই লামা কর'নাইরগন সই সই লামাঅ তুবুনানি পজালে বরগ-ন মা হরনাই।

জাতীয় সংহতি রাগয়াখাই কুনু জাতি-ন ফানগৗনাঙ আঁং মানয়া। চিনি হাঅ তাবুক নুগজাগমানি সৗকাকমুঙনি চুকিলি তেই উানসুগমুঙরগন সকম রৗনা বাগৗই চৗঙ জতত-ন খা বাকসা মা আঁংলাইনাই। মুয়তু নারৗগনা নাঙগানৗ চিনি দফা, কক এবা ধর্মরগ ফেরলাই ফান'সে চৗঙ জতত-ন হাবুমা কাইসানি বৗসা — চৗঙ জতত-ন ভারতীয়, জততনি সিনিমা-ন কাইসা।

১৫ ক্রিকেট (ককবরক)

(চেঙমুঙ — ক্রিকেট আচাইমা জাগা — থৗঙমানি রাইদা — মুঙগৗনাঙ ক্রিকেট থৗঙনাই দেশ তেই থৗঙনাইরগ — মুঙগৗনাঙ বাতালাইমুঙরগ — ক্রিকেট' ভারত — রসামুঙ।)

জতত বরক-ন থৗঙনানি হামজাগ'। আবনি বাগৗই হা সাকাঅ পদেরেপদ থৗঙমুঙ-ব কারিজাগখা। ফিয়া আবরগনি বিসিং ক্রিকটন হামজাগনাই-ন তাবুক বাঙকুগ'। চৗলা ফান' আঁংথুন বৗরৗয় ফান' আঁংথুন, চেরাই-বুরা জেসাফান' আঁংথুন-ক্রিকেট হিনখাইলে জতত-ন হামজাগবাইঅ। আবনি বাগৗই থৗঙমুঙনি দুনিয়াঅ ক্রিকেট-ন তাবুক জতনি কুচুগ' হিনৗই চংজাগ'।

প্রজ্জ্বলিত করতে না পারলে দেশে অশিক্ষিতের হার ও বিশৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পায়। জাতীয় সংহতি বিনষ্টের ক্ষেত্রে ভাষাগত সমস্যাও একটি। স্বাধীনতার পর হিন্দীকে রাষ্ট্র-ভাষা হিসাবে ঘোষণা দেবার পর অহিন্দী-ভাষীদের সবাই বিষয়টিকে ভালভাবে মেনে নিতে পারেনি। এভাবে একই দেশের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। কেন্দ্র দ্বারা গৃহীত উন্নয়নমূলক কাজকর্মগুলি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সমভাবে বাস্তবায়িত করতে না পারলে সংহতি রক্ষায় বিঘ্ন ঘটে। ধরা যাক, উত্তর প্রদেশে বা পাঞ্জাবে যে পরিমাণ উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করা হয় সে পরিমাণ কাজকর্ম ত্রিপুরা বা মিজোরামে করা হয় না। শুধুমাত্র কয়েকটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা জাতি-গোষ্ঠীকে নিয়ে এগিয়ে চলার মতো বৈমাতৃসুলভ নীতিও অনেক সময় জাতীয় সংহতিকে বিনষ্ট করতে মদত যোগায়। আসাম শুধুমাত্র আসামীদের জন্য বা পাঞ্জাব শুধুমাত্র পাঞ্জাবীদের জন্য এমনটি ভাবাও দেশের সংহতিকে বিনষ্ট করে। ধর্মের নামে মদত দিয়ে সংহতিকে বিনষ্টকারীরাও রয়েছে।

জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করতে সবাইকেই প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এজন্য সর্বপ্রথম দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে শিক্ষার আলো ভাল করে প্রজ্জ্বলন করতে হবে, দেশের যাতায়ত ব্যবস্থাকে উন্নত করতে হবে, পশ্চাৎপদ সমস্ত সমাজ ও জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির বিকাশের জন্য কাজ করতে হবে। প্রত্যেকের ভাষা, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও ধর্মকে যথাস্থানে রেখে জাতীয় সংহতিকে শক্তিশালী করা যায়। জাতীয় সংহতি রক্ষায় সবারই কিছু করণীয় রয়েছে। তার মধ্যে শিক্ষিত জনগণের দায়িত্ব খানিকটা বেশী। অবুঝকে বুঝানো, অজ্ঞদের জ্ঞাতকরণ ও বিপথগামীদের সঠিক পথে নিয়ে আসার দায়িত্ব তাদেরকেই বহন করতে হবে।

জাতীয় সংহতি অটুট না হলে কোন জাতিই শক্তিশালী হতে পারে না। আমাদের দেশে বর্তমানে বিচ্ছন্নতাবাদও সন্ত্রাসবাদের মদত ও অশুভ শক্তির প্রচেষ্টা রোধ করার জন্য আমাদের সবাইকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। মনে রাখতে হবে, আমাদের সমাজ, ভাষা বা ধর্মের বিভিন্নতা থাকলেও আমরা সবাই একই মায়ের সন্তান, আমরা সবাই ভারতীয়, আমাদের পরিচয় অভিন্ন।

১৫ ক্রিকেট (বঙ্গানুবাদ)

(সূচনা — ক্রিকেট সৃষ্টির স্থান — খেলার নিয়ম-কানুন — ক্রিকেট বিখ্যাত দেশ ও খেলোয়ার — বিখ্যাত প্রতিযোগীতা — ক্রিকেটে ভারতের স্থান — উপসংহার।)

খেলা সবারই প্রিয়। এজন্য বিশ্বে বিভিন্ন খেলার সৃষ্টি করা হয়েছে। তবে এই খেলাগুলির মধ্যে ক্রিকেটের জনপ্রিয়তাই বর্তমানে তুলনামূলক ভাবে বেশী। পুরুষই হোন বা মহিলাই হোন আর শিশু বা বৃদ্ধ যে কেউই হোন না কেন ক্রিকেট সবারই প্রিয়। এজন্য খেলার জগতে ক্রিকেটই বর্তমানে সর্বোচ্চাসনে স্থান করে নিয়েছে।

হা সাকানি জাগা জাগাঅ-ন ক্রিকেট থীঙজাগীই তঙফান' ক্রিকেট আচাইমানি হাখাই ইংল্যান্ডসে। ক্রিকেট হানি কীচাম তেই ঐতিহ্যগীনাঙ থীঙমুঙ কাইসা। হা সাকানি জাগা জাগাঅ ইংরাজরগ শাসন খীলায় তঙমানি জরাঅ বরগ বায় বাগসাখে ক্রিকেট-ব আ দেশরগ' পিরজাগখা। ফিয়া ইংরাজরগ আ দেশরগন য়াকারীই থাংফান' ক্রিকেটনলে আ দেশনি বরকরগ য়াকারীই মানলিয়া।

ক্রিকেট থীঙমানি রাইদারগ কিসা তুগমা হাই-ন ক্রিকেট থীঙমানি রাঙ-পুইসা-ব নাঙগ। ক্রিকেট থীঙমানি ব্যাট কাইনীয়, স্টাম্প কংদক, বেল কংবুরুয় তেই বল কাইসা নাঙগ। মাঠ কিতিংনি কীনীয় কীচার' 'পিচ'নি বাবিকনীয় কংথাম কংথামখে কাইজাক স্টাম্পরগনি বখরগ' 'বেল' কংনীয় কংনীয় আচুক রীজাগ'। বাবাইসানি স্টাম্পনি বীসাকাঙগ তঙতীতীই ব্যাটসম্যান ব্যাট খীলায় তেই বাবাইসানি বোলার বল খীলায়'। আম্পায়ার খরকনীয় আ থীঙমুঙন চালগ'। ক্রিকেট বাতাইলাইনাই দল কাইসা কাইসাঅ খরকচিসা খাই থীঙনাইরগ তঙবাইঅ। দল কাইসা ব্যাট খীলায়খাই তেই দলসা ফিল্ডিং খীলায়'। ব্যাটসম্যাননি উকলগ' তঙগ উইকেট কীপার। বল খাইনাইরগ অভার কাইসা তঙ তঙগীই বল মা খীলায়'। থীঙমুঙ চেঙমানি সীকাঙ আম্পায়ার দল কীনীনীয়নি কেপটেনরগন বীসীক জরাতীই থীঙজাগন আবরগ সাউই খীনারীঅ তেই টস' জিদিনাই দল-ন চংগ ফিল্ডিংদে খায়নাই, বেটিং। বেটিং খীলায়নাইরগ খাই রান খীলায়না বাগীই চেতন খীলায়' তেই ফিল্ডিং খীলায়নাইরগ খাই আউট খীলায়নানি চেতন খীলায়'। সালসা বায়-ন পাইজাগনাই থীঙমুঙন 'ওয়ানডে ম্যাচ' তেই সালবুরুয় সালবা বায় পাইজাগনাই থীঙমুঙন খাই 'টেস্ট ম্যাচ' হিন'।

হা সাকাঅ মুঙগীনাঙ ক্রিকেট থীঙনাই দেশরগ আঁংখা — ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্থান, নিউজিল্যান্ড, সাউথ আফ্রিকা তেই শ্রীলঙ্কারগ। হা সাকানি মুঙগীনাঙ ক্রিকেট থীঙনাইরগ আঁংখা ডন ব্র্যাডম্যান, ফ্র্যাঙ্ক ওয়েল, গ্যারি সোবার্স, ক্লাইভ লয়েড, ইমরান খাঁন, ভিভিয়ান রিচার্ডস তেই কপিল দেব সঙ। তাবুক থীঙগীই তঙনাই মুঙগীনাঙ ক্রিকেট থীঙনাইরগ আঁংখা শচীন তেণ্ডুলকর, অরবিন্দ ডি সিলভা, শেন ওয়ার্ন, স্টিফেন ফ্রেমিং, হোন্সি ক্রোনিয়ে, সঈদ আনোয়ার, ব্রায়ান লারা, স্টিভ ওয়া তেই ডনিনিক কর্কসঙ।

ক্রিকেট বাতাইলাইমুঙরগনি বিসিং ইস্টার ন্যাশনাল টেস্ট ম্যাচ বায় ওয়ান ডে ম্যাচরগ সে বরকরগ বেলাই রস চাজাগবাইঅ। ভারতনি খুরচাজাগনাই ক্রিকেট বাতালাইমুঙরগ আঁংখা দলীপ ট্রফি বায় রনজি ট্রফিরগ। ভারতনি মুঙগীনাঙ ক্রিকেট থীঙনাইরগ আঁংখা সি. কে. নাইডু, বিজয় মার্চেন্ট, লালা অমরনাথ, সুনীল গাভস্কর তেই কপিল দেব সঙ। তাবুক থীঙগীই তঙনাইরগনি বিসিং খুরচাজাগনাইরগ আঁংখা শচীন তেণ্ডুলকর, সৌরভ গাঙ্গুলী, মহম্মদ আজাহারুদ্দিন, অজয় জাদেজা, ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, অনিল কুম্বলে তেই অজিত আগরকার সঙ। সাল কিসা সীকাঙসে ক্রিকেট' ভারতনি বিসি বাচি পুঙখা। মনি বিসিং-ন ভারত ক্রিকেটনি দুনিয়াঅ আচুকথাই কাইসা সীনাম মানখা তেই ওয়ার্ল্ড কাপ-ব জিদিখা। সালকিসা সীকাঙ ভারত শারজা কাপ তেই শ্রীলঙ্কা বায় বাংলাদেশনি স্বাধীনতা কাপ-ব জিদিখা।

তাবুক হা সাকানি ব্যাটসম্যানরগনি বিসিং শচীন তেণ্ডুলকর খুরচাজাগনাই মুঙ কাইসা। তাবুক সাল থাংরীরীক, হা সাকাঅ ক্রিকেটন হামজাগনাই-ব বাঙরীরীক।

বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ক্রিকেট খেলা হলেও ক্রিকেটের জন্ম হয়েছে ইংল্যাণ্ডে। ক্রিকেট সে দেশের প্রাচীন ও ঐতিহ্যপূর্ণ একটি খেলা। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ইংরেজরা শাসনকার্য চালানোর সময় তাদের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিকেটও ঐ দেশগুলিতে বিস্তার লাভ করে। তবে ইংরেজরা ঐসব দেশ ত্যাগ করে চলে গেলেও ক্রিকেটকে কিন্তু ঐসব দেশের মানুষ ত্যাগ করতে পারেনি।

ক্রিকেট খেলার নিয়ম-কানুন যেমন কিছুটা কঠিন তেমনি টাকা-কড়িও প্রয়োজন। ক্রিকেট খেলতে দু'টি ব্যাট, ছয়টি স্টাম্প, ছয়টি কাঠি ও একটি বল প্রয়োজন। গোলাকার মাঠের ঠিক মাঝামাঝি পিচের দু'দিকে তিনটি করে স্টাম্প পুঁতা থাকে ও তাদের মাথায় দু'টি করে কাঠি বসানো থাকে। পুঁতে থাকা স্টাম্পগুলির একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ব্যাটসম্যান ব্যাট করেন ও অপর প্রান্ত থেকে বোলার বল করেন। দু'জন আম্পায়ার এই খেলা পরিচালনা করে থাকেন। প্রতিযোগীতায় একএকটি ক্রিকেট দলে এগারো জন করে খেলোয়ার থাকেন। একদল ব্যাট করলে অপর দল ফিল্ডিং করেন। ব্যাটসম্যানের পেছনে থাকেন উইকেট কীপার। এক একজন বোলার থেকে থেকে এক ওভার করে বল করেন। খেলা শুরু হওয়ার আগে আম্পায়ার দু'দলের ক্যাপ্টেনদেরকে কত সময় খেলবে তা নির্দিষ্ট করে দেন ও টসে বিজয়ী দল আগে ব্যাট করবেন কি ফিল্ডিং করবেন তা স্থির করেন। যারা ব্যাট করেন তাদের প্রচেষ্টা থাকে বেশী রান করার আর যারা ফিল্ডিং করেন তাদের প্রচেষ্টা থাকে আউট করার। যে খেলা একদিনে শেষ হয় তাকে বলে 'ওয়ান ডে ম্যাচ' আর যে খেলায় চার-পাঁচদিন সময় ধরে চলে তাকে বলে 'টেস্ট' ম্যাচ।

বিশ্বের বিখ্যাত ক্রিকেট পটু দেশগুলি হল — ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্থান, নিউজিল্যাণ্ড, সাউথ আফ্রিকা ও শ্রীলঙ্কা। বিশ্বের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াররা হলেন — ডন ব্র্যাডম্যান, ফ্রাঙ্ক ওয়েল, গ্যারি সোবার্স, ক্লাইভ লয়েড, ইমরান খাঁন, ভিভিয়ান রিচার্ডস ও কপিল দেব প্রমুখ। বর্তমানে বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াররা হলেন — শচীন তেণ্ডুলকর, অরবিন্দ ডি সিলভা, শেন ওয়ার্ন, স্টিফেন ফ্লেমিং, হেন্সি ক্রেনিয়ে, সঈদ আনোয়ার, ব্রায়ান লারা ও ডনিনিক কর্ক প্রমুখ।

ক্রিকেট প্রতিযোগীতাগুলির মধ্যে ইন্টার ন্যাশনাল টেস্ট ম্যাচ ও ওয়ান ডে ম্যাচ গুলিতেই মানুষ বেশী আকৃষ্ট হন। ভারতের উল্লেখযোগ্য ক্রিকেট প্রতিযোগীতাগুলি হচ্ছে দলীপ ট্রফি ও রণজিত ট্রফি। ভারতের বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াররা হলেন সি. কে. নাইডু, বিজয় মার্চেন্ট, লালা অমরনাথ, সুনীল গভাস্কার ও কপিল দেব প্রমুখ। বর্তমান খেলোয়ারদের উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রয়েছেন শচীন তেণ্ডুলকর, সৌরভ গাঙ্গুলী, মহম্মদ আজাহারুদ্দিন, অজয় জাদেজা, ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, অনিল কুম্বলে ও অজিত আগরকর প্রমুখ। কিছুদিন হল ক্রিকেটে ভারতের সুবর্ণ জয়ন্তী পূর্ণ হল। ইতিমধ্যে ভারত ক্রিকেট জগতে নিজের কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে ও ওর্য়াল্ড কাপও লাভ করেছে। সম্প্রতি ভারত শারজা কাপ এবং শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা কাপ-ও লাভ করেছে।

বর্তমানে বিশ্বের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে শচীন তেণ্ডুলকর একটি উল্লেখযোগ্য নাম। এখন যত দিন যাচ্ছে ক্রিকেট প্রেমীর সংখ্যাও তত বাড়ছে।

গ্রন্থপঞ্জী

বইয়ের নাম	লেখক/প্রকাশক
১। মাইদমিক ককবরক ককমা তেই সীয়মুঙ বীচাপ	ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ
২। সহজ ককবরক শিক্ষা	নিতাই আচার্য
৩। সরল ককবরক ব্যাকরণ ও রচনা	”
৪। ককবথপ (অভিধান)	”
৫। ককবরক শিখুন	রবীন্দ্র কিশোর দেববর্মা
৬। ককবথপ (অভিধান)	এন. সি. দেববর্মা
৭। রচনালোক	হেরম্ব চন্দ্র চক্রবর্তী
৮। মাধ্যমিক প্রশ্নপত্র	টি. বি. এস. ই.
৯। মাধ্যমিক প্রশ্নপত্র	ডব্লিও. বি. এস. ই.
১০। ককবরকে রবীন্দ্র চয়ন	আই. সি. এ. টি.